শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়

২২শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৬ { ১ম সংখ্যা

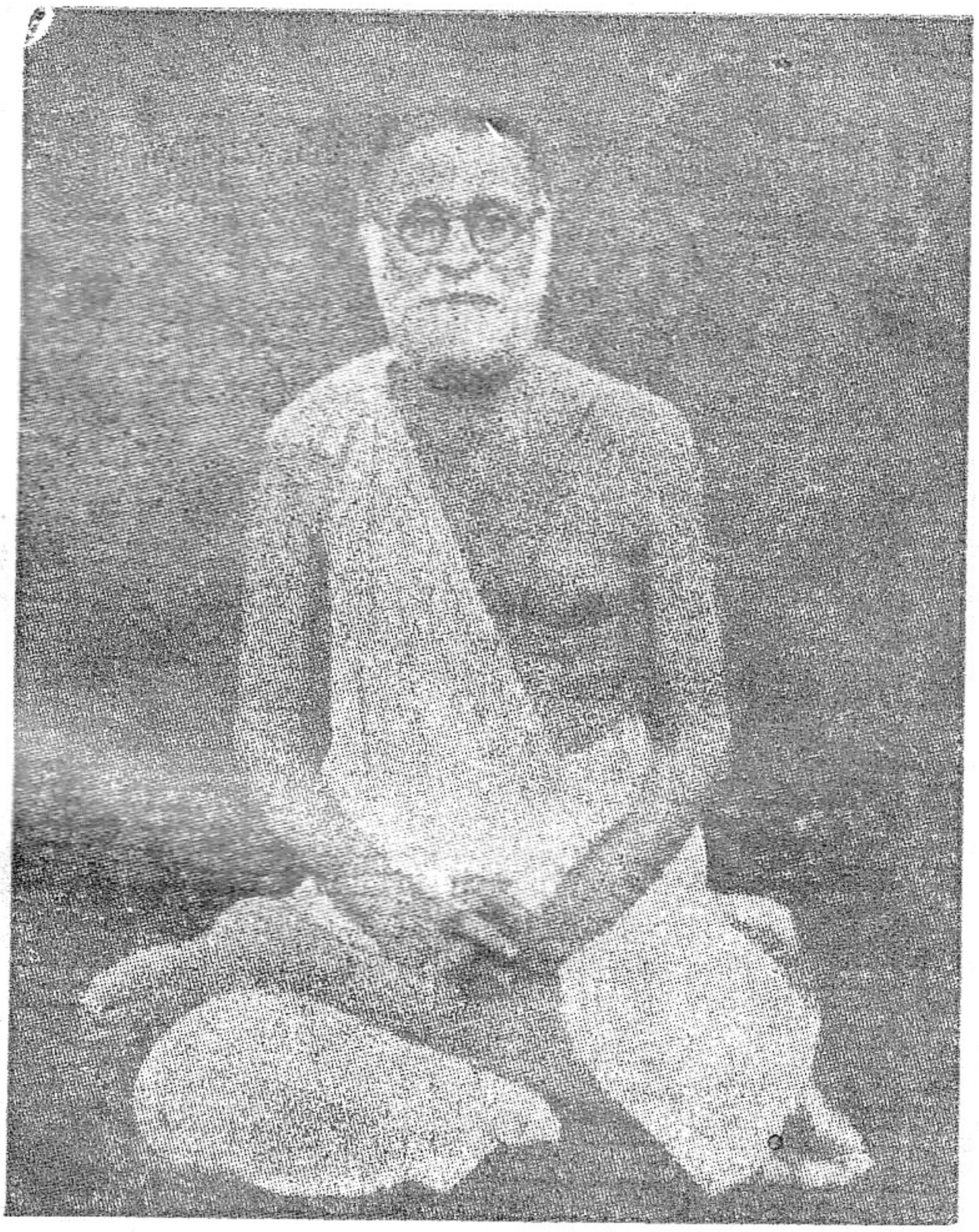

চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী. ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী. বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী. বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল. কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা **প্রেস** হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

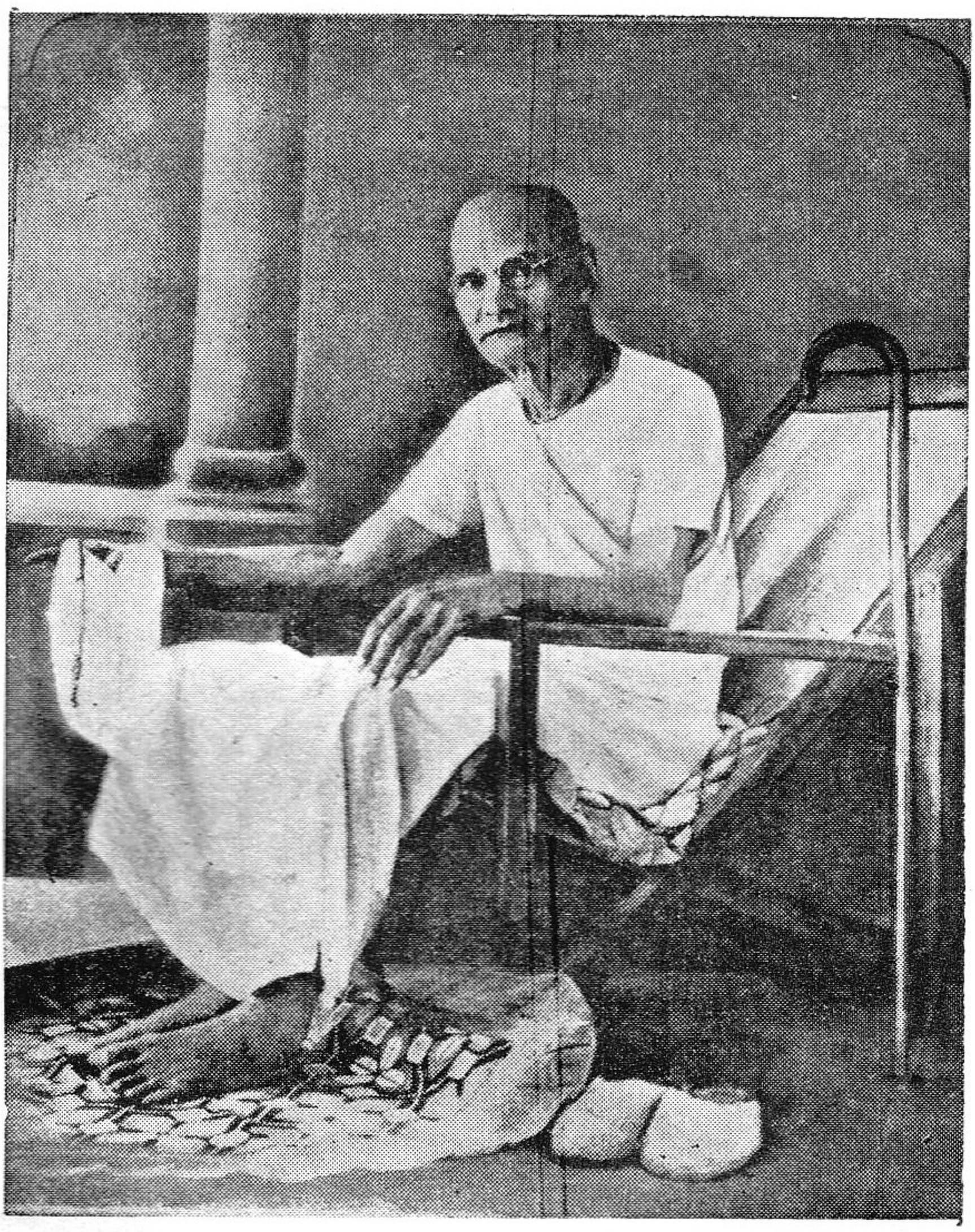

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাবিংশবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৩ গোবিন্দ হইতে ৪৮৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৭ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭০ মার্চ্চ হইতে ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬'০০ টাকা মাত্র

দ্বাবিংশতি বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি	১।৩২, ২।৬৯
২। অন্নকূট-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী	৭।২৭৮
৩। অবতারের রহস্য	৩।১০৬
৪। অমায়া	৮।৩১১
৫। অর্থ	৮।৩১৩
৬। অসহিষ্ণুতা	৪।১৩৮, ৫।১৭৯
৭। আমাদের ইষ্টগোষ্ঠী	৫।১৯১
৮। আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি ?	৮।২৯২
৯। আর কি প্রভু আস্‌বে না ? (কবিতা)	৬।২০৯
১০। আর্ত্তি নিবেদন (কবিতা)	১২।৪৫১
১১। আত্মশ্লাঘী জীবনের ইতিহাস	৩।১১৬
১২। উৎসব-সমাচার	৬।২৩৯
১৩। কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়	৯।৩৬০
১৪। কার্দ্দমি ও নিরীশ্বর কপিল	৩।১১৫, ৫।১৮৮
১৫। কিসে প্রয়াস থাকিবে ?	১।২১
১৬। কৃষ্ণলভিতে বিষয় তিয়াগী শুদ্ধভক্ত সঙ্গ চাই (কবিতা)	৫।১৭০
১৭। কীর্ত্তন নিত্য	১১।৪২৩
১৮। কালিন্দীর বিষজল হইল অমৃত	৪।১৫৩
১৯। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৯, ৪।১৫৬
২০। গুরুপাদপদ্মে ও সাধুগণসমীপে দীনহীনের নিবেদন—শ্রী (কবিতা)	১১।৪০৮
২১। গোপালদেবাষ্টক—শ্রীশ্রী (কবিতা)	৯।৩২৭
২২। গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ	১।৩৫
২৩। গৌরভজনে অধিকার—শ্রী (কবিতা)	১০।৪০০
২৪। চাওয়া ও পাওয়া (কবিতা)	৮।২৮৮

২৫। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ৭।২৫৬

২৬। চাঁদকাজী-উদ্ধার (নাটিকা) ৭।২৫৯, ৯।৩৪০, ১০।৩৯২

২৭। জড়াশা স্বরূপসাধনার প্রতিবন্ধক ১।২৪

২৮। জানাও তারে নতি (কবিতা) ৩।৯১

২৯। জীবগোস্বামী প্রভু—শ্রীল ৭।২৬৮

৩০। দন্তবক্র বধ ৬।২৩১

৩১। দীনের বিজ্ঞপ্তি (কবিতা) ১।৮

৩২। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, নবনির্ম্মিত সমাধি মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রীশ্রী ২।৭৪

৩৩। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় অহ্বান—শ্রী ১২।৪৬৯

৩৪। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল ১২।৪৭১

৩৫। নরোত্তম ঠাকুর—শ্রীল ৮।৩০৫

৩৬। নামমহিমা—শ্রী (কবিতা) ৭।২৫০, ১০।৩৬৮

৩৭। পত্রোত্তরে শ্রীরথযাত্রার সিদ্ধান্ত ১০।৩৮৮

৩৮। প্রভুপদে হৃদয় বারতা (কবিতা) ৪।১৫৮

৩৯। প্রশ্নোত্তর—[রস-কীর্ত্তন ১।৬ ; ভক্তি-প্রাতিকূল্য ২।৪৮, ৪।১২৭, ৩।৮৭, ৫।১৬৬ ; অন্যাভিলাষ ৬।২০৬ ; মর্কট-বৈরাগ্য ৭।২৪৬ ; যোষিৎসঙ্গ ৮।২৮৬ ; প্রাতিষ্ঠাশা ৯।৩২৫ ; কুটীনাটী ১০।৩৬৬ ; জীব-হিংসা ১১।৪০৬ ; আপরাধ ১২।৪৪৬।]

৪০। বণিগ্‌বৃত্তি ১২৪৬৫

৪১। বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি ১২।৪৭২

৪২। বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—শ্রী ৫।১৯৭

৪৩। বিনা প্রেম্‌ছে নাহি মিলে নন্দলালা ৫।১৮৩

৪৪। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব ৩।১১০

৪৫। বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের ব্যবধান ১।১৪

৪৬। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী (পত্র) ১১।৪৪০

৪৭। ভক্তপ্রবর মহারাজ পরিক্ষীত ৬।২১৯

৪৮। ভক্তি ও ভীতি ৯।৩৪৯

৪৯। ভক্তি বলিতে কি বুঝি ? ৬।২১৬

৫০। ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম ২।৫৮, ৩।৯৭

৫১। ভক্তির তাৎপর্য্য ১২।৪৫৭

৫২। মঠবাসের সার্থকতা ৪।১৪২, ৫।১৮৬

৫৩। মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ ৯।৩৫৫

৫৪। মানবদেহধারী অসুর ১।২৭, ২।৬৮

৫৫। যথার্থ ধনী ৫।১৯৩

৫৬। রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র ৪।১৫৯

৫৭। লাম্পট্য ৭।২৬৫

৫৮। লোকনাথ গোস্বামী প্রভু—শ্রী ১১।৪৩৩

৫৯। শত্রু ও মিত্র ১১।৪২৫

৬০। শুদ্ধভজন ১১।৪২৮

৬১। শ্রাদ্ধ ৮।২৯৭, ৯।৩৪৬, ১০।৩৭৪, ১১।৪২০

৬২। শ্রীধর ১২।৪৬৫

৬৩। শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধার্ম্মিক হওয়া যায় ? ৬।২২৪

৬৪। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি
শ্রীরূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ? ১।৩৭৯

৬৫। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৬।২২৪
ব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি ২।৫২, ২।৭১, ৩।১০৩, ৪।১৩১, ৪।১৪৫

৬৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
বিরহ-মহোৎসব ৮।৩১৭

৬৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
বিরহ-তিথি-পূজায় আহ্বান (পত্র) ৭।২৭৯

৬৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্ব্বভৌম-সংলাপ ৯।৩৩৪

৬৯। শ্রীনন্দ ১১।৪৩৪

৭০। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী— [অর্ব্বাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার ১।৬ ; কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা ২।৪৫, ৩।৮৪ ৪।১২৪ ; 'থিওসপি', মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত ৫।১৬৫ ; আচার্য্য-চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম ৬।২০৪ ; মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ৭।২৪৫ ; বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে ৮।২৮৫ ; সংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া ৯।৩২৪ ; জাগতিক উচ্চবচজাতিত্ব পারমার্থিক-বিচার ১০।৩৬৫ ; অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন ১১।৪০৫ ; শোক-শাতন ১২।৪৪৪ ।]

৭১। শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্—[প্রার্থনা ১।১ ;
শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্ ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১,
৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১।]

৭২। শ্রীশ্রীমধুপুরী-মাহাত্ম্যম্ ১।১৮, ২।৬৩

৭৩। সৎপুত্রের পত্র ১১।৪১৩

৭৪। সমিতির উৎসব-সমীক্ষা (ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী) ৭।২৭৪

৭৫। সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা (নেপাল দর্শন
ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব) ৮।৩১৬

৭৬। সমিতি-সমাচার (শ্রীল প্রভুপাদের
ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব) ১১।৪৩৮

১০।৩৯৮

৭৭। সম্পাদকীয় ৪।১৪৯

৭৮। সম্বন্ধের তাৎপর্য্য

৭৯। সন্দর্ভ-সার [ভক্তিসন্দর্ভ ১।১০, ২।৪৪, ৩।৯২, ৪।১৩৩,
৫।১৭৩, ৬।২১০, ৭।২৫২, ৮।২৮৯ ; প্রীতিসন্দর্ভ
৯।৩২৯, ১০।৩৭০, ১১।৪০৯, ১২।৪৫২।]

৮০। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আহ্বান) ৭।২৭৭

৮১। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ৯।৩৫৩

৮২। সংসারে আসক্তির পরিণাম ৬।২২৭

৮৩। স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ ৬।২৩৩

৮৪। স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তি অর্ণব পরমার্থী মহারাজ ৮।৩১৯

৮৫। স্বার্থসর্ব্বস্বতা ৭।২৬২

৮৬। Statement about Ownership and
Particulars about Newspaper ১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শ-বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২১ গোবিন্দ, ৪৮৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৬; ইং ১৪।৩।১৯৭০ | ১ম-সংখ্যা

সানুবাদং

[শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামিনঃ প্রার্থনা]

প্রাতঃ পীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে লোচনে
বিম্বৌষ্ঠে পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ।
বাচা যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সং প্রতার্য্য ক্রুধা
দৃষ্টেমাং হৃদি ভীষিতা স্তুতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ॥ ১॥

অনন্তর প্রাতঃকালে বানরীর প্রবোধ বচন শঙ্কায় সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রান্তিবশতঃ প্রিয়তমের পীতবসনকে উত্তরীয় বিধানকরত স্বীয় গৃহে শয়ন করণান্তর এবং শ্বশ্রূকোপ পরিভূত ললিতাসখী কর্ত্তৃক শ্বশ্রূকোপ বিঘ্নহেতু আনন্দিত হইলে তৎকালীন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তা শ্রীরাধার নিকটে অবস্থিত আপনাকে অনুভব করিয়া আনন্দসমগ্ন কবি (রঘুনাথদাস গোস্বামী যেন আপনার সম্মুখবর্ত্তি ভক্তজনের প্রতি শ্রীরাধার কৃপা অভিলাষ করিয়া কহিতেছেন)

কহিতেছেন, যাঁহার পীতবসনে স্তনমণ্ডল আবৃত, নিদ্রাবেশে নয়নদ্বয় ঘূর্ণমান ও অধরবিম্ব অতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে প্রাতঃকালে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া জটিলা ক্রুদ্ধ হইলে, ললিতা মিথ্যাযুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা অর্থাৎ ললিতা জটিলাকে কহিলেন, হে মাতঃ! তোমার বধূ স্বাধীনা, কি করিব? আমাদের বাক্য গ্রাহ্য করেন না, আমরা গত রজনীতে ইঁহাকে নিবারণ করিলেও ইনি যথেষ্ট মধুপান করিয়াছিলেন, তাহার ফল ইঁহার লোচনে অবলোকন করুন এবং আমরা বলিয়াছিলাম, অয়ি রাধে! তুমি বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া শয়ন কর, যেহেতু এক্ষণে প্রবল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, কি জানি তোমার বিম্ব-সদৃশ-ওষ্ঠে ব্রণ হইতে পারে, আমরা এই প্রকার অভ্যর্থনা করিলেও ইনি অনাবৃত বদনে শয়ন করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার ফল ইঁহার অধরে অবলোকন করুন। অহে সখীগণ। তোমরাও দুঃখের উপর দুঃখ অনুভব কর? হে মাত জটিলে! সূর্য্যমণ্ডল দর্শনে আমরা যে যুবতি আমাদেরও লোচনে ঐ প্রকার প্রতীতি হয়, যেহেতু স্বপ্নেতেও যে-শ্রীরাধা কখন পীতবসন পরিধান করেন না, সেই শ্রীরাধার অঙ্গে অদ্য পীতবসনের ভান হইতেছে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জটিলাকে প্রতারণা করায় মিথ্যা ক্রোধে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে যিনি অন্তরে ভীতা হইয়া ললিতাকে স্তব করিয়াছিলেন অর্থাৎ হে ললিতে! তুমি পরমাভিজ্ঞ, পরমহিতৈষিণী আমাতে করুণার্দ্রচিত্তা তোমার বচন লঙ্ঘন করিয়া আমার দশা হইয়াছে, এখন কি হইবে, কিরূপেতেই বা স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহা বল ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই শ্রীমতী রাধিকা তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

পিকপটুরববাদ্যৈ ভৃঙ্গঝঙ্কারগানৈঃ
স্ফুরদতুলকুড়ুঙ্গক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গং।
স্মর সদসি কৃতোদ্যন্নৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ানি ॥ ২ ॥

অনন্তর দাস গোস্বামী পরমানন্দে বিবশ হইয়া স্বীয় অনুভব সেবা বাহ্যে প্রকাশ করত কহিলেন; কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্য দ্বারা ও ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ সঙ্গীত দ্বারা সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জবনরূপ নৃত্যালয়ে যেন কন্দর্পে দীপক সভার কন্দর্পের প্রসাদনরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য

করিয়া যাঁহারা শ্রান্তপ্রায় হইতেছেন সেই নর্ত্তনশীল ব্রজনবযুবযুগ্মকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি চামর বীজন করি ॥ ২ ॥

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুনঃ
বিশাখা গানস্যাপিচ রুচির শিক্ষাং প্রণয়তু ।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক হারানিহ মুহুঃ ॥ ৩ ॥

দাসগোস্বামী শ্রীবিশাখার সৌভাগ্য অনুভব করিয়া আপনাতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিতেছেন। কোকিল-স্বর অপেক্ষাও তাঁহার অতি মনোহর স্বর সেই শ্রীবিশাখা আমাকে উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন, যে প্রকারে আমি সেই সঙ্গীত দ্বারা রাসে অর্থাৎ উভয় মিলিত ক্রীড়া, বিশেষে এই সগণ যুবযুগলকে অর্থাৎ সখীপরিবৃত যুগলমূর্ত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বারম্বার মণি, পদক ও হার প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ৩ ॥

কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকার্ত্তস্বরাভং
বাসো বিভ্রাণমীষৎ স্মিত রুচিরমুখাম্ভোজমাকল্পিতাঙ্গং ।
বামাঙ্কে রাধিকাং তাং প্রথম রসকলা কেলিসৌভাগ্যমত্তা
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গ্যা ব্রজপতিতনয়ং স্মেরয়ন্তং স্মরামি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ॥

নির্জন নিকুঞ্জে অসংখ্য পরম পরিহাস প্রকাশি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত আলাপ করিতে অনুভব করিয়া দাসগোস্বামী কহিলেন; যিনি স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা নবোদিত মেঘমালাকে তিরস্কার করিতেছেন, যাঁহার তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ অম্বর পরিধান, যাঁহার বদনকমল ঈষদ্ধাস্যে সুশোভিত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বেশ দ্বারা বিভূষিত এবং যিনি শৃঙ্গারকেলিমত্তা শ্রীরাধিকাকে বাম ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে নানাবিধ বাক্‌চাতুরী দ্বারা হাস্যরসে নিমগ্ন করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নিয়ত স্মরণ করি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির প্রার্থনা ॥

অর্ব্বাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মঠ
প্রক্টর রোড্, বোম্বে ৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রের দুর্লভতা-হেতু আমি চিন্তিত ছিলাম। পত্র পাইলাম বটে, আমি স্নেহাস্পদ * * বাবুর নিরাময়-সংবাদে নিশ্চিন্ত হইব, আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখনও তিনি প্রাক্তন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। **ভগবৎকৃপা** কি জিনিষ, আমাদের **অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে** তাহা **উপলব্ধি করিবার বিষয়।** * *

মূর্খগণ—ডেঁপোরা যে-সকল কুৎসিত নৃত্যে আত্মগ্লানি আনয়ন করে, উহা devil's dance বলিয়া মনে করি। শিক্ষিতের চক্ষু যে-কালে devil's dance দেখিবার শক্তি লাভ করে, তখনই উহা ভাল। নতুবা "নৈতৎ সমাচরেৎ" শ্লোকের বক্তা, শ্রোতা ও পাঠক—সকলকেই তমোগুণে লিপ্ত করায়। বিষ্ঠাভোজী মক্ষিকা যেরূপ সৌগন্ধে বীতরাগী, ভোগিসম্প্রদায় তদ্রূপ কৃষ্ণভোগের কথায় ছট্‌ফট্ করিয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে। সাধুপ্রসঙ্গক্রমে হৃৎকর্ণরসায়নী হরিকথার উদয়কে যাহারা torture মনে করে, সেই সকল "ঠাকুর মা-নাত্‌নীর গল্প"বাজ নির্ব্বোধ পড়ুয়াগণের ডেঁপোমি, দম্ভ বা ডম্ফ মৃত ডাঃ * * মিত্রের পাগলামীর মত হইয়া যায়। **যাহাদের** বিচারে Sacred text শব্দ ভোগীর কপটতা ভেদ করিবার তীব্র ঔষধ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই তমোগুণতাড়িত, রজোগুণ-প্রতিপালিত অবিবেচকগণ running deer হইয়া পড়ে। তাহাদের তখনও oural reception to the Transcendental Message-এর eligibility হয় নাই। **কপট সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহাদের হাতগড়া পুতুল মনে করিয়া পদ্মা-নীতির বশীভূত হয়।** সেই অর্ব্বাচীনগণের অবিবেচনা-প্রসূত অস্ফুট কপচানগুলি—

"তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা"।

নীতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচ্য। উক্ত উদ্ধত ছোঁড়াটা বুড়ো হইয়া গেলেও বালচাপল্য সে ভুলিতে পারে নাই; সুতরাং bencath notice, ঠাকুর

মা-নাত্‌নীর গল্পপ্রিয়জগণ উহাদের নির্ব্বোধিতা অপনোদন করিবার যে 'দাওয়াই' আসে, তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারে না। আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্যকৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করিবার উপদেশ পাইয়াছি। তবে নিজোপকার, পরোপকার ও বন্ধুগণের মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে আপনাদের যে কার্য্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিমুখ জীবগণকে নির্ভেদজ্ঞান ও ভোগের হস্ত হইতে চিরতরে আপনাদের মুক্তি দেবার চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তাই বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ঐরূপ কুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন জনগণের প্রমত্ততা নিবারণের জন্য আপনারা সতী চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদিগকে 'আস্ফারা' দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে কোন হরিকথা শুনান যাইবে না—এরূপ নয়। কিন্তু তাহারা **মূঢ়—অন্যমনস্ক—বালচাপল্যযুক্ত থাকিলে তাহাদের নিকট উচ্চ হরিকথা বলিবেন না। "পশূনাং লগুড়ো যথা" যেখানে ঔষধ, সেখানে বাক্যকষাঘাত করাই শ্রেয়ঃ** তবে উহা-দিগকে 'শিক্ষিতজ্ঞানে' পরিগণিত না করিয়া "বর্ব্বর সাংখ্যবাদী" অভিধানে ভূষিত করাই আবশ্যক। Etherial vibration এর একটা particular range এর মধ্যে শব্দ শুনিবার যোগ্যতা বর্ত্তমানে আমাদের আছে। Range এর বেশী-কম হইলে উহা আমাদের নিকট বিষদৃশ বোধ হয়, তজ্জন্য আমরা জানি যে, **advice gratis এর বদলে তাঁহার নিকট হইতে fee দাখিল করিবার ক্রিয়াটিই তাহার পক্ষে eligibilityর prominent mark বা criterion.**

জয়শ্রীর materials এর কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। লেখক পাইলেই এবং ingridients বা materials আমার accessible হইলেই সুস্থ শরীরে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম, কিন্তু বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। রাবণ বা কংস না থাকিলে—জটিলা-কুটিলা না থাকিলে লীলা-সৌন্দর্য্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ থাকার সময়ে চমৎকারিতা প্রসব করে না। কিন্তু নিত্যধামে ঐ undesirable elementsএর প্রবেশ না থাকায় অবাধ সেব্য-সেবক-ধর্ম্ম সবিশেষ চিদ্‌বৈচিত্র্য সহ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং উহা দূষ্য নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(রস-কীর্ত্তন)

১। কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি ?

"গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্ব্বাগ্রে গান করা উচিত ; বিশেষতঃ সাধু-দিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করেন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

২। সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত ?

"যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।"

—'চৈঃ শিঃ ৩।২

৩। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

"শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ,—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৪। 'মনোহরসাহী', 'গরাণহাটী' ও 'রেণেটী' গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

"শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম 'গরাণহাটি' গান। শ্রীশ্যামানন্দ

মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটী' গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে—'প্রভু'-পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে—'ঠাকুর'-পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—'প্রভু'-পদ দিয়াছিলেন।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৫। মহাজন-পদে অরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষর সংযোগ করা অনুচিত কেন?

"মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬। রস-কীর্ত্তন-ব্যবসায়ীর মূল্য কতদূর ও তাহার কীর্ত্তন কি বৈষ্ণবের শ্রোতব্য?

"ইহারা (ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ) সকলেই নামে-রসিকমাত্র; তাহারা রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রং-ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খ লোক বাহ্বা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ, ৬।২

৭। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনধিকারীর পক্ষে যে রসকীর্ত্তন নিষিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কিরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন?

"জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, **বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত।** যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র

উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। **ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"**

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', গঃ তোঃ ৬।২

৮। দেহারামী ব্যক্তি অপ্রাকৃত-লীলার কথা শ্রবণে কি গতি লাভ করে?

"যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে **ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।"**

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীনের বিজ্ঞপ্তি

গৌরধাম মায়াপুর! স্বরূপের ভূমি।
বিমুখেরে ক্রোড়ে স্থান কবে দিবে তুমি॥

যদ্যপি অযোগ্য আমি অঙ্কে উঠিবার।
জননী কুপুত্রে কবে বঞ্চে অধিকার??

দেহের পনর আনা পঙ্কে ডুবে গেছে।
বাকীমাত্র এক আনা—ডুবিবে নিমেষে॥

এবেও যদ্যপি মোরে কেশে ধরি টানে।
রক্ষা পেতে পারে এই হতভাগ্য প্রাণে॥

শকতি বা জ্ঞান মোর বিন্দুমাত্র নাই।
সহায়বিহীন হয়ে ডুবিতেছি তাই॥

আত্মতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, ভুলিয়া স্বদেশে।
মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি আছি বিদেশে॥
তব কৃপাবলে তার স্মৃতিটী জাগিলে।
থাকিবে কি সে-গো আর বিষয়-অনলে??
শাপগ্রস্থ ইন্দ্রপ্রায় স্থানভ্রষ্ট হয়ে।
কতই না কষ্ট পাচ্ছি মতিচ্ছন্ন হয়ে॥
তোমার স্বরূপ যদি হৃদয়েতে স্ফুরে।
পারিবে কি থাকিতে সে তোমা হতে দূরে??
কুদর্শন, কুস্বপন ছুটিবে কি আর?
দূর হবে কি গো আর চিত্তের বিভার??
উন্মত্তের প্রায় এবে আত্মহত্যা তরে।
বিষয়ে পক্ষে সদা চায় ডুবিবারে॥
সাধু-উপদেশ শুনি শূন্যদৃষ্টে চাই।
বিষয়ের লোলুপ দৃষ্টি ছাড়িতে না পাই॥
বিকৃত মস্তিস্কে মম সাধু-উপদেশ।
কিছুতেই বিন্দুমাত্র না করে প্রবেশ॥
এ ভীষণ উন্মাদ-রোগ সারিবে কিরূপে!
স্বরূপ লভিব কিসে ছাড়িয়া বিরূপে॥
আশা নাই, আশা নাই কিছুমাত্র আর।
দূর নাহি হবে কভু মোহ-অন্ধকার॥
স্বরূপস্থ ধামবাসী কৃপালু সজ্জন।
কৃপা করি তুলে লও পঙ্কমগ্ন জন॥
ঘৃণা না করিও মোরে ভাবিয়া পতিত।
পতিতের হিত করা সাধুর চরিত॥

—শ্রীখগপতিদাস অধিকারী
কাচুয়াগাঙ, গোয়ালপাড়া
(আসাম)
গ্রাহক নং ২৩০৪

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৪৯)

অনন্তর গুণকীর্ত্তন বর্ণিত হইতেছে—

ইদং হি পুংসস্তপসঃশ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।২২)

উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের গুনানুকীর্ত্তনই জীবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যাগোক্ত, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রজ্ঞান, দান প্রভৃতির অবিচ্যুত অর্থ অর্থাৎ নিত্যকাল-রূপে কবিগণ গান করিয়াছেন।

তৎপরে লীলাকীর্ত্তন বলা হইতেছে—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে শ্রীহরি অনতিবিলম্বে ঐ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করেন (স্ফুরিত হন)।

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ (ভাঃ ১২।১২।৪৯)

যাহাতে ভগবান অধোক্ষজ কীর্ত্তিত না হন, তাদৃশী অসৎকথাযুক্তা মিথ্যাবাক্য সকল অসতী, কিন্তু ভগবদ্গুণোদয়—যাহাতে উত্তমঃ শ্লোক ভগবান অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হন। তাহাই সত্য মঙ্গল ও পুণ্যস্বরূপ।

স্কান্দে বলিয়াছেন—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥

সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ সন্তানের অনুগামিনী হয়। তদ্রূপ যেখানে হরিকথা কীর্ত্তিত হয়। শ্রীহরিও তথায় গমন করেন।

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥
(কান্দে ও বিষ্ণুধর্ম্ম)

নিত্য আমার কথাবাচক, আমার কথা শ্রবণেরত এবং আমার কথায় প্রীতিযুক্তমনা ব্যক্তিকে আমি কখনও ত্যাগ করি না। (শ্রীহরির উক্তি)

যানীহ বিশ্ববিলয়েদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৪৫)

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা ভগবান শ্রীহরি যে সকল অনন্যসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি সে সকল বিষয় কীর্ত্তন শ্রবণ বা অনুমোদন করেন, তাঁহার অপবর্গমার্গস্বরূপ শ্রীহরিতে ভক্তি হইয়া থাকে।

গায়কের শক্তি না থাকিলে অথবা নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক থাকিলে যিনি তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করেন কিম্বা অনুমোদন করেন তিনিও ভক্তি লাভ করেন।

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ॥
(বিষ্ণুধর্ম্মে বিষ্ণুক্তি)

পাদ্মে চ ভগবদুক্তি—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ॥

যদি শ্রীগান্ধর্ব্বার (শ্রীরাধার) প্রতি অনুরাগবশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাহা হইলে আমার প্রতি বুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক মদীয় সৎকথা গান করিবে।

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না। কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কীর্ত্তন করে আমি সেইখানেই বাস করি। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আমার ভক্তগণের পূজাদ্বারাই আমার যেরূপ পরমপ্রীতি হয়। কিন্তু আমার পূজাতে ততটা প্রীতি হয় না।

নৃসিংহ পুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি —

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভগবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥

হে নৃসিংহদেব! যে সকল সাধু হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর অহৈতুক বান্ধবস্বরূপ।

অনেক ব্যক্তির সম্মিলিতভাবে কীর্ত্তনকে সংকীর্ত্তন বলা হয়। তাহা কীর্ত্তন অপেক্ষা চমৎকার বিশেষ পোষণ করে।

এই নাম সঙ্কীর্ত্তন বিষয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

যাহারা দ্রব্য, জাতি এবং ক্রিয়াবিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য জাতি-গুণ-ক্রিয়া বর্ত্তমান নাই, তাহাদের একমাত্র বিষয়রূপে শ্রীহরির অপার করুণারূপিণী এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তস্যৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

অতএব তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল কলিযুগে সুনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা সাঙ্গ হয় না। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগপৎ মহাসাধন সকলের যাবতীয় ফলই প্রদান করে। যেহেতু তাহা দ্বারাই কলিযুগে ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয়। কলিযুগে শ্রীহরিকীর্ত্তনই উত্তম তপঃস্বরূপ, অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষভাবে তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

শ্রীভাগবতে ১২।৩।৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

কৃতে যদ্‌ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

যাঁহারা কলিযুগের কীর্ত্তন প্রচাররূপ গুণ অবগত আছেন, কলির দোষ গ্রহণ না করিয়া তাদৃশ সারভাগী ব্যক্তি অর্থাৎ সারগ্রাহী ব্যক্তি কলিযুগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত স্বার্থ (অন্যান্য যুগের সাধনাদি দ্বারা সাধ্য হইলে) লাভ হইয়া থাকে।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

যে কীর্ত্তন হইতে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং কীর্ত্তনকারীর সংসারও নষ্ট হয়, তাদৃশ কীর্ত্তন অপেক্ষা ইহলোকে ভ্রমণশীল ব্যক্তির পরম লাভ আর কিছুই নাই।

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৮)

সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যেহেতু কলিতে মনুষ্যগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন।

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামানি লুব্ধকঃ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

হরিনাম গ্রহণ বিষয়ে দেশনিয়ম, কালনিয়ম অথবা উচ্ছিষ্টাদি অবস্থায়ও কোন নিষেধ নাই।

যস্মিন্নস্তু মতির্নযাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

যাহাতে মনোনিবেশ করিলে মানুষ নরকগামী হয় না, স্বর্গসুখও যাঁহার ধ্যানে বিষ্ণুরূপে অনুভূত হয়, যাঁহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে ব্রহ্মলোকও ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণের চিত্তে অবস্থিত হইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন, সেই শ্রীহরির কীর্ত্তন প্রভাবে যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥
যন্নামধেয় ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্
স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩-৪৪)

ত্রিলোকনাথগণ যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন, কলিযুগে প্রজাগণ পাষণ্ড মত দ্বারা বিভিন্নচিত্ত হইয়া সেই শ্রীহরির পূজা করিবে না। ম্রিয়মান, আতুর, পতিত, স্খলিত বা বিবশভাবে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে জীব কর্ম্মবন্ধনমুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করেন, কলির প্রজাগণ সেই শ্রীহরির পূজা করিবে না।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের ব্যবধান

জীব যখন দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামী হইয়া নানাবিধ কর্ম্মের আবাহন করে, তখন সে স্মার্ত্ত-নামে অভিহিত হয়। যে-সকল জীব ভগবানে শরণাপন্ন নহেন বা সাধুজনে প্রপন্ন নহেন, কেবলমাত্র নিজ-নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য স্মৃত্যুক্ত বিধান-সমূহ রচিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐসকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ।

সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্যসমূহ নিত্য নহে--নৈমিত্তিক মাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কার্য্যসমূহ নিত্য। কারণ, সেখানে কার্য্যের ফলভোক্তা শ্রীভগবান্। তাহা একমাত্র ভগবদুদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে। ভগবানে শরণাপন্ন বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবানকেই একমাত্র সর্ব্বফল-ভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সময় আকারগত ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ব্যবহার—একান্ত পরমার্থের অনুকূল, আর স্মার্ত্তের ব্যবহার—অর্থের অনুগত। স্মার্ত্তের ব্যবহারে পরমার্থের ভাণ আছে বটে, কিন্তু তাহা অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটময়-আচরণমাত্র। বৈষ্ণবের ব্যবহার অজ্ঞদৃষ্টিতে অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তাহা কপটশূন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ব্রত, শরীর-রক্ষা, বর্ণাশ্রম-বিধি, সমস্ত জীবন—কৃষ্ণসেবার অনুকূল ; আর স্মার্ত্তের কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয় ইত্যাদি বর্ণাশ্রমবিধি, সমস্ত জীবনের আচার-ব্যবহার—কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফললাভের উদ্দেশ্যমূলক।

স্মার্ত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যে দন্তধাবন, কেশসংস্কার, স্নান ইত্যাদি ক্রিয়া করেন, সে-সমস্তই তাঁহার কোন না কোন (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভোগের অনুকূল। স্মার্ত্তের শয়ন, গমন, আহার, দেহযাত্রানির্ব্বাহ, সংসার—সমস্তই তাঁহার ভোগের সাধক, কিন্তু পরমার্থি-বৈষ্ণবের ঐসমস্ত কার্য্যই হরিভজনের অনুকূল। বৈষ্ণব যে শৌচাদি কার্য্য করেন, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার করেন, দেহের মার্জ্জনভূষণ করেন, শয়ন, গমন, ভোজন করেন—তাহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সেবা। হরিপ্রীতির জন্যই তাঁহার শরীর সুস্থ রাখিবার আবশ্যকতা, নতুবা তাঁহার বাঁচিবার কোন বাসনা নাই। হরিসেবার জন্যই তাঁহার শয়ন, ভোজন, পরিব্রজ্যাদির আবশ্যকতা, নতুবা তিনি আত্মভোগানুকূল বৃথা কার্য্যের জন্য গমনাগমন করিবার কোনও অভিলাষ রাখেন না। মোট কথা, যে কার্য্যে হরিসেবা বা হরিসেবার কোনপ্রকার আনুকূল্য হয় না, সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার লেশমাত্রও উদ্যম নাই। তিনি হরিসেবানুকূল কার্য্য-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য,

এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার বিচার এইরূপ,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥

ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয়কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥

গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর॥

ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা,—এ নিশ্চয় বাণী॥

আবার হরিভক্তির অনুকূল-বিষয়ে তিনি বিচার করেন,—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি, আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥

আর স্মার্ত্তের ব্যবহারিক কার্য্যের ত' কথাই নাই, যাহাকে তিনি 'পারমার্থিক' কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও তাঁহার ভোগেরই অনুকূল হওয়ায় তাহা ভগবৎসেবার বিরোধী কার্য্য। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনা, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পারমার্থিকতার ভাণযুক্ত কার্য্যগুলিও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত কপটময়। স্মার্ত্তের ফলার্পণ-চেষ্টার অভিনয় বা "উড়ো খই—গোবিন্দায় নমঃ"-চেষ্টার আবাহনও কপটতাযুক্ত আত্মভোগ-চেষ্টানুসন্ধান। স্মার্ত্ত সন্ধ্যা-বন্দনা করেন—ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য, শাস্ত্র পাঠ করেন—পুণ্যের জন্য, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—অর্থাদিপ্রাপ্তির জন্য। কাজেই স্মার্ত্তের পারমার্থিক-কার্য্যও অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টামাত্র। আর বৈষ্ণব, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য—কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছাযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকে "সন্ধ্যাবন্দনং ভদ্রমস্তু ভবতো ভো স্নান তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঐসকল কপটতাময়ী চেষ্টার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব অর্থ-চেষ্টা করেন,—ভগবানের কথা প্রচার এবং ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্য। যাহারা হরিসেবাবিমুখ, সেই সকল দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণকে 'ভগবজ্জন' বলিয়া তাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না—'কর্ত্তব্যে'র দোহাই দিয়া তাঁহারা বিমুখগণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও আত্মভোগের আবাহন করেন না। যেসকল সুকৃতিবান্ ব্যক্তি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিসেবা করেন, তাঁহাদের জন্যই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে সকলপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কাজেই স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে আন্তর-উদ্দেশ্যগত আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের জীবন—হরিবিমুখতায় পুষ্ট, আর বৈষ্ণবের জীবন—হরিসেবায় সমৃদ্ধ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি বিষয়ী, স্ত্রী-সঙ্গী (অর্থাৎ বিষয় ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আসক্তি যাহাদের), মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিত-হৃদয় এবং কর্ম্মজড়—এই চারি-প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ; ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি; কার্য্য-গতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না; অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখসঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। বৈধী ভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ দুঃসঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে; সুতরাং স্মার্ত্ত প্রভৃতির সঙ্গ করা ভক্তের ভক্তিবৃদ্ধির হানিকারক বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীশ্রীমধুপুরীমাহাত্ম্যম্

"পুরী মধুপুরীবরা" ইদং বৈষ্ণবানাং ধ্যানং। তে তু অন্যত্রাপি বসন্তঃ ধ্যানেনাপি তত্র বাসং কল্পয়ন্তি। অত্র মধুপুরীপদেন শ্রীবৃন্দাবনমপি তত্রান্তর্ভবেৎ। চতুঃষষ্টিভক্ত্যঙ্গানাং পঞ্চকং পরমং শ্রেষ্ঠং—নামসঙ্কীর্ত্তনং, শ্রদ্ধয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবনং, শ্রীভাগবতাস্বাদঃ, সতাং সঙ্গঃ, মথুরামণ্ডলে বাসঃ। এতেষু একস্য কিঞ্চিদপি অনুষ্ঠীয়তে চেদ্ ভক্তিরুৎপদ্যতে নাত্র বহুসেবনং অপেক্ষ্যতে, কেবলং সদ্বুদ্ধিত্বম্ অপেক্ষ্যতে যদুক্তঃ শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—যত্র স্বল্পোঽপিসম্বন্ধঃ যদ্ধিয়াভাবজন্মনে অলমিতিশেষঃ। অথ মথুরামাহাত্ম্যে সংগ্রহশ্লোকাঃ তন্মাহাত্ম্যসূচকাঃ কথাঃ॥ ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাৎ দুর্লভা হি যা। "পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥"

স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং যৎ স্যাৎ পুণ্যসঞ্চয়ঃ।
ততোঽধিকতরং প্রোক্তং মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে॥
অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রারব্ধংভুজ্যতো তু যৎ-
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ॥

ন তীর্থং মথুরায়া হি ন দেবঃ কেশবাৎপরঃ।
গোপ্যং সপ্তপুরীণান্তু মথুরামণ্ডলং স্মৃতম্ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি ॥
(পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তীর্থরাজেষু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে)।
ন দ্বারকাকাশীকাঞ্চী ন মায়া গদাভৃতোযস্য সমং ন তীর্থং।
সন্তর্পিতা যদ্ যমুনাজলেন বাঞ্ছন্তি নো পিতরঃ পিণ্ডদানম্ ॥
মথুরায়াং প্রকুর্ব্বন্তি পুরীসাধারণীদৃশম্।
যে নরা স্তেঽপি বিজ্ঞেয়াঃ পাপরাশিভিরন্বিতাঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম যত্র ক্রীড়তি সর্ব্বদা।
তদন্যাখিলতীর্থেভ্যোঽধিকং যত্তৎ কিমুচ্যতে ॥
শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবর্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরীগতিঃ ॥
হরৌ যেষাং স্থিরাভক্তির্ভূয়সী তেষু তৎকৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥
তীর্থেচৈব গৃহেবাপি চত্বরে পথিচৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥
কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
যা জন্ম মৌঞ্জীব্রতমৃত্যুদাহৈর্নৃণাং চতুর্ধাবিদধাতি মোক্ষম্ ॥
কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কুলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
প্রণাল্যামিষ্টকচিতে শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে।
অট্টালে বা মৃতো দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥
সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্ব্বকং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়া সমং ক্বচিৎ ॥
তারকং পালকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ।
তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ ॥

অজ্ঞাতমথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি।
যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যাস্তু ফলমাদিশেৎ ॥
মকারে চ উকারে চ অকারে চান্তসংস্থিতে।
মাথুরঃ শব্দনিষ্পন্নঃ ওঁকারস্য ততঃ সমঃ ॥
অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলং।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যোহরের্ভক্তির্মথুরায়াঞ্চ লভ্যতে ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥
অথ সপ্তপুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টস্তমাথুরং।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥

"শ্রীমধুপুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা" ইহাই বৈষ্ণবগণের ধ্যান। তাঁহারা অন্যত্র বাস করিলেও ধ্যানেও সেখানে বাসের চিন্তা করেন। এখানে মধুপুরী শব্দে শ্রীবৃন্দাবন অর্থও অন্তর্ভূত বুঝায়। চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের পাঁচটী পরম শ্রেষ্ঠ—নামসংকীর্ত্তন; শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, শ্রীভাগবতাস্বাদ, সৎসঙ্গ ও মথুরাবাস। ইহাদের একটীরও যৎকিঞ্চিদ্ অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তি জন্মে। এখানে বহু সেবার অপেক্ষা নাই, কেবল সদ্‌বুদ্ধিত্বের অপেক্ষা। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও তাহা বলা হইয়াছে।

[অতঃপর মথুরা মাহাত্ম্যের সংগ্রহশ্লোকগুলিই তাঁহার মাহাত্ম্য সূচনা করিতেছে, যথা—ত্রৈলোক্যবর্ত্তী তীর্থসকলের সেবা করিলেও যাহা দুর্লভ, সেই পরানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরা স্পর্শমাত্রেই হয়। সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহারও অধিক পুণ্য মথুরামণ্ডলে হয়। অন্যত্র দশ বর্ষে যে প্রারব্ধ ভোগ হয়, সেই পাপও মহাদেবি মথুরায় দশ দিনে মাত্র ভোগ হয়। মথুরার অধিক শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, কেশবের অধিক শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, কাশ্যাদি সপ্ত পুরীর গোপ্যই আমার মথুরাধাম। সহস্র বৎসর কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, মথুরায় তাহা ক্ষণমাত্র বাসেই হয়। সহস্র বৎসর তীর্থরাজে বাস করিলে যে ফল হয়, তাহা মথুরায় একদিনেই হয়। দ্বারকা কাশী কাঞ্চী মায়া কোন তীর্থই গদাধরের তীর্থের সমান নয়। যেখানে যমুনাজলে তর্পণ ও পিণ্ডদান আমাদের পিতৃগণ বাঞ্ছা করেন। মথুরায় যাহারা সামান্য পুরী দৃষ্টি করেন, তাহারাও পাপরাশি দ্বারা যুক্ত জানিবে। শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাহা যে অন্য সব তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আর কি বলিব?

শ্রুতিস্মৃতিহীন শৌচাচারবর্জ্জিত যাহারা এবং যাহাদের অন্য গতি নাই, মথুরাই তাহাদের গতি। হরিতে যাহাদের ভক্তি স্থির ও হরিকৃপা যাহাদিগতে প্রচুর, সেই সব ধন্যজনেরই মথুরায় রতি হয়। তীর্থে, গৃহে, চত্বরে বা পথে যেখানে সেখানে সেই তীর্থে মরিলেই মুক্তি হয় ইহাতে অন্যথা নাই। কাশ্যাদি নানা পুরীই পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মথুরাই ধন্যা, যিনি মৌঞ্জী-ব্রত-মৃত্যু ও দাহ দ্বারা মানুষের চতুর্ব্বিধ মুক্তি বিধান করেন। কৃমিকীটপতঙ্গাদি যে কেহ মথুরায় মরিলেই বা কূলপতিত বৃক্ষও পরমা গতি লাভ করে। প্রণালীতে, ইষ্টকালয়ে, শ্মশানে, আকাশে, মঞ্চে, অট্টালিকায় মৃত ব্যক্তিও মথুরায় মুক্ত হয়। সর্পদষ্ট, পশুহত,অগ্নিজলে মৃত অপমৃত্যুশালী লোকও তথায় হরিলোকগামী হয়। মুনিবর সত্যসত্যই বলিতেছি, শপথই করিতেছি মথুরার সমান কেহ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ নয়। তারক ও পারক দুইটী প্রভাবই তাহার অব্যাহত ; তারক হইতে মুক্তি, পারক হইতে প্রেম হয়। অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে তারকরূপে যেখানেই মৃত্যু হউক, কাশীমৃত্যুর ফল পাইয়া থাকে। মকারের, উকারের ও অকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী মথুরা শব্দ, সুতরাং তাহা প্রণবের সমান। অন্য তীর্থে মুক্তিই মহাফল, আর মুক্তের প্রার্থনীয়া হরিভক্তি মথুরায় লাভ হয়। অহো মধুপুরী ধন্যা ! বৈকুণ্ঠেরও শ্রেষ্ঠা, একদিন বাসেই যেখানে হরিভক্তি লাভ হয়। অতএব কাশ্যাদি সপ্তপুরীর মথুরাই সর্ব্বোৎকৃষ্টা। হে দেবি ! তাঁহার মহিমা শুন—তাহা বৈকুণ্ঠভুবন হইতেও উত্তম।]

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ (অনার্স)
অধ্যাপক, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কিসে প্রয়াস থাকিবে ?

'প্রয়াস' বলিতে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ডে বদ্ধ-জীবের যে বিবিধ চেষ্টা, তাহাই বুঝায়। ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যে যত্ন ও তৎপরতা, তাহা কখনও ভক্তিচ্যুতিকারক প্রয়াস মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বরং ভক্ত্যঙ্গসাধনে উৎসাহই একান্ত আবশ্যক।

তামসবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের বেদবিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়। বদ্ধজীব নানাপ্রকার অসৎকামনার আবাহন করিয়াই এই দেবীধামের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের সংযম-শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই তাঁহার কখনও তমোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না ; বরং

উহাকে সম্পূর্ণ অনর্থের মূল জানিয়া সাবধানে প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। যখন চিত্তে কোনপ্রকার অসংযত বাসনার আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে দিলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য চালনার দ্বারা বহির্ম্মুখ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে যদি বশে না রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা যে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বদ্ধজীবের উদ্দাম-ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল কলির স্থানগুলিতেই বিচরণশীল—অধর্ম্মেই তাহাদের স্বাভাবিক রুচি ও অন্যাভিলাষিগণ সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার প্রয়াস করিয়া উন্মার্গগামী হয়, স্বীয় মঙ্গল চিন্তায় আদৌ মনোনিবেশে অবসর পায় না। এইসকল প্রয়াসী ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

রাজসিক-বৃত্তিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের ভোগপর কর্ম্ম-চেষ্টাসমূহও জীবের ভক্তিবৃত্তির উচ্ছেদ করে। পুণ্যফলভোগকামনার বশবর্ত্তী ব্যক্তিগণ নানা-বিধ শুভকর্ম্মের আবাহনে যত্নশীল হয়। তাহারা পুষ্করিণী ও কূপ খনন-দ্বারা সাধারণের জলাভাব দূরীকরণ, ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান, বস্ত্র-হীনকে বস্ত্রদান প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সামাজিক ক্লেশের অপনোদনে ব্যস্ত হয়। তামসবৃত্তিবিশিষ্ট অন্যাভিলাষিগণের উচ্ছৃঙ্খল-তার তুলনায় এগুলি অবশ্যই খুব উচ্চ-অঙ্গের। উচ্ছৃঙ্খল-চেষ্টার ফল নরক, পুণ্যকর্ম্মের ফল ঐহীক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি এবং পর-জন্মে স্বর্গ-সুখ ভোগ। কিন্তু স্বর্গে এইরূপ সুখ ভোগ বা নরকে যন্ত্রণানুভব—উভয়ই সমান; কারণ উভয়েই ভক্তির প্রতিকূল।

ভক্তিযাজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক সময় কর্ম্মীর প্রয়াস কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারিগণ অর্চ্চনমার্গে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মজড়বুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মাঙ্গের প্রয়াসেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধা নহে—কর্ম্মমিশ্রা। তাঁহারা একেবারে কর্ম্মবশ না হইলেও তাঁহাদের কর্ম্মের ভাবই প্রবল থাকে। ক্রমে তাঁহারা এই কর্ম্মভাবকে ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তিপথে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষা না হইলে শুদ্ধা হয় না। সাধুগুরু কর্ম্মের উপদেশ দেন না, তবে কর্ম্মভাবযুক্ত শিষ্য-গণকে ক্রমে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তির দিকে পরিচালিত করেন। কর্ম্মভাব ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্তির পরিমাণের বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ বিদূরিত হয়।

যাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-প্রয়াসী। তাঁহারাও শুদ্ধা ভক্তিদেবীর সন্ধান পান না। বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির প্রয়াস-শূন্য ভক্তিযোগীই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রয়াসও ভক্তির অন্তরায়। ভগবন্নামাশ্রয়ই ভক্তির মূল। নাম ও নামী অভিন্ন—এই সকল বিশ্বাসের অভাবজনিত যে কিছু ধারণা তদুত্থ প্রয়াস-মাত্রই ভক্তিবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর যে প্রয়াস, তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির অভিনয় মাত্র। ভক্তি এস্থলে অনিত্য উপায়-স্বরূপে গৃহীত হয়; ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাদের প্রয়াসসমূহ মায়াবাদদুষ্ট, ঈশ্বর-বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তবে যেখানে ভক্তিই প্রবলা সেখানে কিছু কিছু জ্ঞানের ভাব থাকিলেও তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; তাহা ক্রমে সাধু-গুরুর উপদেশে শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। তবে জ্ঞানের প্রয়াসসমূহ ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। ভক্তগণ জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভক্তিনতচিত্তে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে-
প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে ভগবান্ দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ অজিত হইয়াও কর্ম্মজ্ঞান-প্রয়াসহীন ভক্তগণকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য।

শাস্ত্রে-জ্ঞান-কর্ম্মের প্রয়াস বিশেষভাবে গর্হিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার জন্য যে প্রয়াস, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।
সে কর্ম্ম জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে প্রয়াস॥

—শ্রীগজেন্দ্রমোচনদাস ব্রহ্মচারী

জড়াশা স্বরূপসাধনার প্রতিবন্ধক

'আশা' অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা। বাসনা দুই প্রকার—কুবাসনা ও সুবাসনা। কুবাসনার ফলে জীবের সাসার-বন্ধন হয়, আর সুবাসনার ফলে জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়। মাদৃশ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব সর্ব্বক্ষণ কুবাসনায় রত। এইভাবে কুবাসনার ফেরে চৌরাশী লক্ষ যোনি গতাগতির পর সৌভাগ্যবশে যদিও এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিলাম, তথাপি আশার দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। দুষ্টাশাই আমাকে জীবনের চরম কল্যাণ সাধন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজ ভোগবাসনা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য বেগবতী নদীর ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন আশার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। আশার অপর নাম এষণা। সাধুমুখারবিন্দে শ্রবণ করিয়াছিলাম, কৃষ্ণসেবৈক এষণা যাহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে নাই, তাহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর জন্য এষণা করিয়া থাকে। যথা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, ত্রিবর্গৈষণা ও মোক্ষৈষণা। ইতরপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই চতুর্ব্বিধ এষণা আশ্রয় করিয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রের জন্য, নির্ধন ব্যক্তি ধনের জন্য, ত্রিবর্গকামী ব্যক্তি ত্রিবর্গের জন্য, মোক্ষকামী ব্যক্তি মুক্তির জন্য ব্যস্ত। এই চতুর্ব্বিধ বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া যে ভজনের অভিনয় করে তাহা ভগবদ্‌ভজন নয়, ভগবদ্‌ভজনের ছলে নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনরূপ আশা পরিপূরণ মাত্র। যেমন একটী ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভগবানের নিকট বাতাসা ভোগ দেওয়া মানসিক করিল, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে সে আর বাতাসা ভোগ দেয় না, বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সে কিছু বাতাসা ভোগ দিল। এই যে কামনামূলে ভগবানের সেবা, ইহাতে নিজের কিছু মঙ্গল হয় না ভগবান্‌কে দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেওয়া হয় মাত্র; তাহাতে শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ ঘটে। শুধু এই চতুর্ব্বিধ বাসনা কেন, ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত বাসনা যে রহিয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদ্‌ভজনের পরিবর্ত্তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাও আশা-মধ্যে পরিগণিত। এই সকল ব্যক্তি জীবনের চরম কল্যাণ-লাভে সমর্থ হয় না। পরন্তু তাহাদের অধঃপতনই ঘটে। পরিদৃশ্যমান্ জগতের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর। অতএব নশ্বর বস্তু প্রার্থনা দ্বারা নশ্বর বস্তু লাভ হয় বটে, কিন্তু নশ্বর বস্তুসমূহ যখন চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়, তখন পুনরায় ঐ প্রকার কালক্ষোভ্য বস্তু পাইবার জন্য আশা বা স্পৃহা জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।৬)

যেকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ তোমার (ঈশ্বরে) অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেকাল পর্য্যন্ত অর্থ, দেহ, আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ আশঙ্কায় ভয়ের উদয় হয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, তদনন্তর তিরস্কার এবং পুনরায় উহাদের জন্য বিপুল লোভের উদয় হয় এবং পুনঃপ্রাপ্তিতে 'আমি আমার' এই প্রকার অনিত্য বস্তুতে আর্ত্তিমূলা অসতী আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয় অধিকার করে।

অনিত্যবস্তু লাভের পূর্ব্বে কষ্ট, প্রাপ্তিতে পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয় বিনষ্ট হইলে শোক। এই প্রকার কষ্ট, ভয়, শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও আশা-বশে মানব অনিত্য বস্তুর প্রয়াস করে। তাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়।

উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ এষণার মধ্যে মোক্ষৈষণা নিতান্ত হেয়; কেন না, আশার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানব যখন বাহ্যবস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া ত্রিতাপদগ্ধ হয় তখন পরিদৃশ্যমান্ বস্তুসমূহে বিরাগ জন্মে। পরিশেষে 'নেতি নেতি' বিচার করতঃ ব্রহ্মসাযুজ্যলাভের জন্য আশা করেন। আর কেহ কেহ ব্রহ্মসাযুজ্য বাদ দিয়া ঈশ্বর সাযুজ্য-লাভের জন্য প্রয়াস করেন। ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের মুখ দর্শন করেন না, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করেন। ভগবদ্ভক্তগণ বলেন, 'কৈবল্যং নরকায়তে'; সাযুজ্যমুক্তি নরকসদৃশ, এমন কি ভক্তকে চতুর্ব্বিদ মুক্তি প্রদান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"
"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

কেন না, উহাদের আশা দুরাশামাত্র, ইহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। এ সমুদয়ই কালক্ষোভ্য। "মোক্ষং বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভম্"—কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভই একমাত্র মোক্ষ; কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবাকে অনাদর করতঃ যাহারা আশার

মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে নরকের দ্বারস্বরূপ আশাদ্বারা আত্মবিনাশকে চরম গতি করে, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় যাঁহাদের চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে কোন পার্থিব বস্তুর প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা জাগতিক বিচারের সু-বাসনা ও কু-বাসনা কোনটিই প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা পাপ-পুণ্যের অতীত বস্তু। তাঁহারা বলেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

কিন্তু মায়া-প্রপীড়িত জীব কামনা-পরিতৃপ্তি করিবার জন্য কৃষ্ণভজন বাদ দিয়া কামনাতৃপ্তিকারী আধিকারীক দেবদেবীর সেবাকেই বরণ করেন।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥"

আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়-শূন্য হইয়া আমার প্রতি ভক্তি আচরণ করে। যেকাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না। আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহির্ম্মুখ এবং কাম দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফললাভের জন্য সেই সেই কাম্যফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধস্বরূপ আমাকে ভালবাসে না;

যেহেতু তাহাদের স্ব স্ব তামসিকী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদের সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করতঃ তদনুরূপ দেবতাসকলকে উপাসনা করে।

অতএব আশা পরিত্যাগ না করিলে মানবের ভগবৎসেবার অধিকার হয় না। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটী সহজ ও সরল গানের দ্বারা আমাদের আশাসমূহ বিসর্জ্জন দিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

আশা-বশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে।
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই 'আশার মুখে ছাই রে'
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে।
(তুচ্ছফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

আশার শেষ নাই, যত আশা করা যায়, আশা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অভাব কোনদিন মেটে না, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় আমাদের এই গানটির দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিব যে, জড়াশাদ্বারা তাড়িত হইলে শ্রীভগবচ্চরণ লাভ হইবে না; অতএব "জড়াশার মুখে ছাই প্রদান করিতে হইবে।" জড়াশার মুখে ছাই প্রদান করতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমস্ত আশার আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাসম্পৎ লাভ হইবে। অতএব "হরি ব'লে দাও ভাই আশার মুখে ছাই রে।"

—শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, বি.এ

মানব-দেহধারী অসুর

'অসুর', 'দৈত্য'—এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি, উহা কিম্ভূত-কিমাকার কোন প্রাণী বা জানোয়ার-বিশেষ হইবে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিলে অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ—এইপ্রকার বহু শব্দ পাওয়া যায়। দেবাসুর-সংগ্রাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, অসুর-মারণ, অসুর-সংহার, দৈত্যবধ, রাক্ষস-বধ, অসুর-স্বভাব, অসুরে

গণন ইত্যাদি বহু কথাও শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে কোন অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়াই এরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নহে।

বেদ-বেদান্ত-ভাগবত গীতা-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, —মনুষ্য-জাতির মধ্যে যেসকল ব্যক্তি জগৎপিতা, জগৎপ্রাণ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণুর ও তদীয় পার্ষদগণের আনুগত্য বা সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা, দিব্যসূরি, সাধু-গুরু, বৈষ্ণব, মহাজন প্রভৃতি নামে, আর যাহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা করে না, পরন্তু তাঁহাদের হিংসা, নিন্দা বা বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগকে অসুর, দৈত্য, দানবাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'অসুর' শব্দের অর্থ দৈত্য—সুরবিরোধী, আর 'সুর' শব্দের অর্থ—দেব, সুধী। দেব-শব্দে—বিষ্ণু, দেবতা প্রভৃতি বুঝায়; সুতরাং 'অসুর-দৈত্য'—শব্দে বিষ্ণু-গুরু-বৈষ্ণব-সাধু-দেব-সজ্জন-বিরোধীকে বুঝায়। বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রাদি ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"

অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। (উপনিষদ্)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু বিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭-৮,১২)

অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৯)

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৩-১৪)

এই অসুর, দৈত্য, দানবগণের স্বভাব কিরূপ, তাহাদের ধর্ম্ম কি, কার্য্য কি, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে এসব বিষয়ে সর্ব্বজন মান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র স্পষ্টভাষায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

(গীতা ১৬।৬-২০)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎসম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি শ্রবণ কর। অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না; শৌচ আচার, ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। অসুর-স্বভাব লোকেরাই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনাথ বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্র-কর্ম্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। দুষ্পূর অর্থাৎ দুঃখে পরিপূর্ণ কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে পরম বা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়-রূপে কাম-ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

তাহারা মনে করে—অদ্য আমি ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে; এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্র নাশ করিব; আমি ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই আঢ্য অর্থাৎ ধনী, আমিই কুলীন, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব',—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কাম-ভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা অবশেষে বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়।

সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র ও ধন-মান-মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্ব-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রুর অর্থাৎ নির্দ্দয় ও পরদ্রোহী নরাধমদিগকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

অমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রকে মান্য করি; সুতরাং গীতার ভগবদ্বাক্যগুলি অবশ্যই আমরা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। শাস্ত্রের কথা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে সহজেই আমাদের বিশ্বাস হয়। এই বিচারে যদি আমরা গীতার উপরি-উক্ত বাণীসমূহের সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির স্বভাব, বিচার-আচার করিয়া, চিন্তাধারা, কার্য্যকলাপ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তবে আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা সহজেই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকুলকে ভবকারাগারে নিষ্পেষিত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য মায়াদেবী যে-সমস্ত শাণিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুষট্‌কই প্রধান ও প্রবল শক্তিধর। এই সমুদয় নিগড়দ্বারাই মায়াদেবী জীবকুলকে ভবকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া মায়াদেবী 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সাধারণের নিকট অগ্রসর হন না। তবে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবতের ব্রতভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে রূপ ধরিয়াই সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অভিনয়পূর্ব্বক অতঃপর নিজেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে কৃষ্ণভক্তের অবিচিন্ত্য মহাশক্তির বিজয়-বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। দেবতাগণ পর্য্যন্ত যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণের ভৃঙ্গকুল তাঁহাকে গ্রাহ্যই করেন না—এই শিক্ষাদান করিবার অভিপ্রায়েই হরিদাসের চরণে শরণাগত হইয়া পরাজিতা মায়াদেবী বলিতেছেন—

"তবে নারী কহে, তাঁ'রে করি' নমস্কার।
'আমি মায়া' করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার॥
ব্রহ্মাদি জীব আমি সবারে মোহিলুঁ।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিনু॥
মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হইল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
'কৃষ্ণ-উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে॥
* * * * *
কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়)

ভক্তগণ সাধনমার্গে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবীও তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সাধকের কৃষ্ণভক্তির নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ

করিয়া থাকেন। এ আক্রমণ সাক্ষাদ্‌ভাবে না হইলেও অন্তর্জগতে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয়। অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিপ্লব থাকিবেই। কখনও কাম, কখনও ক্রোধ, কখনও লোভ, কখনও মোহ, কখনও মদ, কখনও মাৎসর্য্য সাধককে কতই না বিভীষিকা দেখায়। এদের হাত থেকে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির রাজ্যে প্রবেশের কোনই আশা নাই। কৃষ্ণভক্তি এই সমস্ত অনর্থাদি নিবৃত্ত হওয়ার অনেক পরের কথা। সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে চিরতরে ভক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তবে উপায় কি? এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ—এদের জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইবার উপায় পতিতপাবন হরিদাসগণের নিকটই আমরা জানিতে পারি, অন্যত্র ইহার কোনও সন্ধানই নাই। তাঁহাদের নিকট আমরা জানিতে পারি, এই সমস্ত রিপু নিজ চেষ্টায় দমিত হয় না। বিশ্বামিত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ, সৌভরী আদি মহামহারথিগণ অদ্ভুত শক্তিশালী হইয়াও ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টাদি সমস্তই উল্টাপথে। ইঁহাদের পন্থা অসৎ পন্থা। ঐ সমস্ত নিজচেষ্টায় বাহাদুরীর পথ অথবা আরোহপন্থা দূরে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তিত শরণাগতির পথ—ব্যাকুল ক্রন্দনমুখে গুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষার পথ অথবা অবরোহপন্থারই স্তুতি করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ সাধককুলের হিতার্থে তাঁহার মনঃশিক্ষায় এই সব রিপু দমনের নিষ্কপট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"কাম ক্রোধ লোভ মোহ,　　মদ মৎসরতা সহ
জীবের জীবন-পথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জু ফাঁসে,　　পথিকের ধর্ম্ম নাশে,
প্রাণ লয়ে করে কসাকসি॥
মন তুমি ধর বাক্য মোর।
এইসব বাটপাড়,　　অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর॥
আর কিছু না করিয়া,　　বৈষ্ণবের নাম লৈয়া,
ফুকারিয়া ডাকে উচ্চরায়।
বকশত্রু সেনাগণে,　　কৃপা করি' নিজজনে
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥

বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-জ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ুগত প্রায় রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥”

সমস্ত মহাজনই রিপুর উৎপাত হইতে উদ্ধার হওয়ার একই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শরণাগতির পথের পথিকদের একই সুর। এখানে সবারই ঐক্য আছে। ‘যত মত তত পথ’-বাদীদের বিভিন্ন বেসুরো-ঝঙ্কার এখানে নাই। এখানে পন্থা খুঁজিতে আসিয়া বহুরূপের প্রদর্শনী দেখিয়া মাথাখারাপ হইয়া যাওয়ার কোনই ভয় নাই। ব্যাসদেবের যে সুরের ঝঙ্কার, শ্রীরূপেরও সেই ঝঙ্কার, শ্রীনরোত্তমেরও সেই ঝঙ্কার, আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরও সেই একই ঝঙ্কার। শ্রীরূপের যে ধারা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই একই ধারা। ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত ভাগ্যবান্-জীবকুল চমৎকৃত হইয়া শ্রবণ-যুগলে পান করেন ঠাকুর নরোত্তমের সেই সুরের ঝঙ্কার—যাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সমভাবে ঐক্যতানে বাজিতেছে।

রিপু-উৎপীড়িত জীবকুলকে পরম অভয় দিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

‘কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভমোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাবিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের তিরোধান-লীলার এক বর্ষকাল অতিক্রান্ত হইল। তদ্দীয় বিরহ-কাতর সেবকগণ এই সময়টুকু "ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ" (ভাঃ ১০।১৯।১৬)—বিচারে অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন ; অপরপক্ষে গুরুভোগী ও গুরুত্যাগি-সম্প্রদায় আজ 'যখন যেদিকে বয়' নীতির অনুসরণে সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী। গুরু-গৌড়ীয় ভোগী ও ত্যাগি-কুলের এই পদ্মানীতি স্বীয় অপ্রাকৃত জগৎ হইতে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই প্রমাদ গণিতেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্বে সন্ধিহান ও অবিশ্বাসী শিষ্যাভিমানী "বড় আমি ও ভাল আমি" সাজিয়া আজ গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্ত-বৃন্দের অন্তর-নিষ্ঠা ও সেবাবৃত্তি যাচাই করিতে ব্যস্ত ! তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত শিক্ষা ও বাণীর অনুসরণ না করিয়া অবৈধ অনুকরণে পরস্পর প্রতি-যোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাকেই তাঁহারা গুরুসেবা ও ভজন-চাতুর্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—অতিমর্ত্ত্য দিব্য-জীবন-দর্শন ও বাণীই আজ এই দুঃসময় ও দুর্দ্দিনে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি পরজগৎ হইতে কঠোর নির্দ্দেশ দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের সকল দোষ-ত্রুটী সংশোধনপূর্ব্বক নাস্তিক্য-মতবাদ-দূষিত এই অনিত্য জগৎ হইতে উদ্ধার করিবেন। আজিকার দিনে তাঁহার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও সান্ত্বনা। অন্যাভিলাষ ও ভোগবাদে পরিপূর্ণ এই বিশ্বের কখনই শ্রীগুরু-ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা—বাস্তব-সত্যধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে নিস্তার নাই। অনাশ্রিত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নাই—নিরীশ্বর যুক্তি-তর্কই সাধককে বিপথগামী করে। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"(২।১।১১)—ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ"—ইহাই শ্রীগুর্ব্বানুগত্য ও বিরোধিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্যমানব-চক্ষের অন্তরালে থাকিলে তাঁহার অনস্তিত্ব বা অকৃপা প্রমাণিত হয় না। যাঁহারা ঐরূপ বিরোধী চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাঁহারাও ন্যূনাধিক নাস্তিক-পর্য্যায়ভুক্ত। গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ ও ভোগের জনক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত ও গুরুতত্ত্ব হইতে শতযোজন দূরে অবস্থিত।

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী"—এই বাণী আজ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। তজ্জন্য বিশ্বের শিক্ষা-পরিস্থিতি এক অদ্ভুত পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য নিরীশ্বর শিক্ষা-ব্যবস্থাই আজ সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। লঘু-গুরু জ্ঞান যথায় বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় কোন কিছু শুভ আশা করা বৃথা। যে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী গুরুজনদিগকে নিরন্তর অবহেলা ও অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সৎচিন্তার অভাব আছে। তাই আজ অর্থকরী বিদ্যায় মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কম। নরীশ্বর শিক্ষা মানুষকে আজ অতি হীনমন্য দশায় স্থাপন করিয়াছে। তজ্জন্য কোন চিন্তাশীল মনীষী বলিয়াছেন,—"We think our forefathers and superiors fool, our wiser sons and daughters will no doubt think us so—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ ও মুনি-ঋষিগণকে বোকা বানাইতে শিখিয়াছি, আমাদের ভাবী বিজ্ঞ পুত্রকন্যাগণও আমাদিগকে অনুরূপ অর্ব্বাচীন বলিয়াই ভাবিবে।" মানবজাতি তাই আজ জড়-জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াও পশুচিত আচরণে অভ্যস্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা জড়বাদ-মূলে যে শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাস্তিকতারই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এই নিরীশ্বর শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস অনিবার্য্য। এই আসুরিক চিন্তাস্রোত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সদ্‌গুরুর উপদেশ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-শিক্ষা প্রয়োজন। সৎশিষ্যের উহাই একমাত্র যোগ্যতা।

আধুনিক শোধনবাদিগণ শিষ্য বা ছাত্রের পূর্ব্বোক্ত যোগ্যতা অস্বীকার-পূর্ব্বক সাম্যবাদের দোহাই দিয়া নীতি, আদর্শ ও ধর্ম্মকর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম-কর্ম্ম লৌকিকতা মাত্র; আশ্রম-মঠ-মন্দিরাদি ও শ্রীবিগ্রহসেবা ছলনা ও অজ্ঞতার প্রতীক; দেব-দ্বিজে ভক্তি বিড়ম্বনা-বিশেষ ও শ্রীমূর্ত্তি কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড়বস্তু হওয়ায় দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব "জনতা-জনার্দ্দনের" (?) করতলগত হওয়া বাঞ্ছনীয়! জগতে এইরূপ অসংখ্য নাস্তিক কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর ও তথাকথিত সমাজকল্যাণকামীর আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহারা "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ", "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" শাস্ত্রবাক্য অবজ্ঞা করিয়া কেহ কেহ নবীন ধর্ম্মমত ও পথ প্রবর্ত্তন ও প্রদর্শন

করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা "ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্" ব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ম্লেচ্ছ হইয়া তত্তচ্চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আবার কেহ শ্রুতি-স্মৃতির সিদ্ধান্ত অসমীচীন বোধে 'জীবে প্রেম' ধূঁয়া তুলিয়া কু-কর্ম্মী সাজিয়াছেন; ইঁহারা Anthropomorphism ও Apotheosis এর নায়ক হইয়া 'মানুষরূপে ভগবানের উপাসনার' নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন; খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি-অশুদ্ধি শাস্ত্রীয় বিচারাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি সহিংস-নীতি অবলম্বনে স্বীয় অত্যদ্ভুত উদারতা ও প্রেম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! আজিকার ভেজালের দুনিয়ায় 'জবরদস্ত মৌলবী' ও 'খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী'র পক্ষে এরূপ নবীন মতবাদ প্রচার খুবই স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী!

জড়বাদ ও ভোগবাদে বিশ্বাসী জগৎ আজ ভগবান্‌কে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থান দখল করিতে চাহিতেছে। "ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—ইহাই আজ নাস্তিকগণের বুলি বা ধূঁয়া। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারা সহিংস হইয়া সমাজ-জীবন বিপর্য্যস্ত করিতেছে। নাস্তিক ভগবদ্‌বিমুখগণ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যে-সকল লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের আবাহন করে তাহা বন্ধনেরই কারণ হয় এবং তাহাদিগকে নির্ব্বোধ কর্ম্মবীর করিয়া তুলে। ভবিষ্যদ্দর্শন না থাকায় তাহারা কর্ম্মকাণ্ডের বিষময় ফলে লালায়িত হইয়া দুর্দ্দশা বরণ করে এবং রজো-তমোগুণে-তাড়িত হইয়া হিংসক, কামুক, ক্রূরস্বভাব, দাম্ভিক ও পাপাচারী হইয়া ভগবদ্ভক্তগণকেও উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর গ্রাম্যবার্ত্তা আলোচনা, অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জীবিকানির্ব্বাহ কামনায় প্রাণীহিংসায় প্রবৃত্তি লাভ করে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, রূপ, দেহবলাদি গর্ব্বহেতু বিবেক-বুদ্ধিরহিত হইয়া জগদীশ্বর হরি ও তদীয় ভক্তগণের প্রতিও দ্রোহাচরণে সচেষ্ট হয়। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রত হইয়া তাহারা তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম-যাজনে প্রেরণা লাভ করে না। এই সকল আত্মবঞ্চক অশান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ পরিণামে বিফলমনোরথ হইয়া চরম অধোগতি বরণ করে।

জড়শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষার যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ও ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জড়শব্দশক্তি অপ্রাকৃত

তত্ত্ববোধিকা না হওয়ায় 'লক্ষণা' করিবার একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বদ্ধজীবের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্রে শ্রৌতজ্ঞানের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রৌতপন্থায় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দেহ-মনোধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া উহা জীবকে আত্মধর্ম্মে উন্নতি করে। চেতন জীবাত্মার ধর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবা-বর্জ্জিত হইয়াই স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহার চরম কল্যাণ লাভ হয়। মনোধর্ম্মী জীব অসৎবস্তুকে 'সৎ' বলিয়া ধারণা করিলেই তাহাদের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বিনষ্ট হয়। তখন তর্কপথাশ্রয়ী হইয়া মায়াধীশ ভগবানের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে। প্রেয়ঃপন্থী হইয়া তাহারা প্রথমতঃ ভোগী, পরে ত্যাগীর সজ্জা গ্রহণ করে। মায়াবদ্ধ জীব সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সরলভাবে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিলে আত্যন্তিক কল্যাণলাভ করেন। প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি প্রমাণাবলী জড়জগতে কার্য্যকরী হইলেও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-নিরূপণে শব্দই মূল-প্রমাণ।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ পরাৎপর তত্ত্ববস্তুকেই জগতের আদিকর্ত্তা ও নিয়ন্তৃরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া জগৎ ও জীবের কোন অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত; তিনি জ্ঞাতা, সর্ব্বব্যাপী এবং এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন, এই জগৎ শাসনের অন্য হেতু কেহ নাই। যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্তিলাভের জন্য আত্মতত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই পরদেবতারই শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥
(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিই প্রতিজীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহার উদ্বোধনই সাধন, ভগবানই একমাত্র সাধ্য বস্তু। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যাহার সহিত জগতের কোন দানের তুলনা হয় না। "শ্রীমদ্ভাগবতই অমল

শব্দ-প্রমাণ ও প্রেমই পরম-পুরুষার্থ”—ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। শব্দব্রহ্মের উপাসনা বা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন তিনিই স্বয়ং আচরণ-মুখে প্রচার করিয়া আপামর জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সপ্তজিহ্ব শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের বাহনের তিন প্রকারভেদ—মৃদঙ্গ, বৃহৎমৃদঙ্গ ও জীবন্ত-মৃদঙ্গ। শ্রীপত্রিকা এই তিনতত্ত্বের মহিমাই জগতে ঘোষণা করেন। পরাশক্তি ও শক্তিমানের শ্রীনাম-রূপ-লীলাদি গুণগানে শ্রীপত্রিকা পঞ্চমুখ। ব্রহ্মবিদ্যা আম্নায়বাণী প্রচারই শ্রীপত্রিকা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যাহারা আম্নায় বা গুরু-পরম্পরা স্বীকার করেন না, শ্রীপত্রিকা মহাজনগণের ভাষায় তাহাদিগকে “কলির গুপ্তচর” বলিয়াই জানেন। যাহারা এই গুরু-প্রণালীকে অস্বীকার করেন তাহারা অসৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। সুতরাং শ্রীপত্রিকা “না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি”—তাহাদের প্রতি এই নিরপেক্ষ-নীতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

শ্রীপত্রিকার বর্ষপ্রবেশ-দিবসে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী-জীউর জয়গান করিয়া আমরা তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ভিক্ষা করিতেছি তাঁহাদের শুভাশীষ ও কৃপা-কটাক্ষে ভক্তিলাভ-বিষয়ে যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত হউক—ইহাই প্রার্থনা। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিয়া নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে যাহাতে ভক্তিধর্ম্মের আচার-প্রচারে ব্রতী হইতে পারি—রূপানুগ গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই সকাকু নিবেদন।

বর্ত্তমান বিশ্বের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-শ্রীকেশবাদি গৌড়ীয়-গুরুবর্গ একে একে অস্মদ্‌শ ভজনবিমুখ জনগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব অপ্রাকৃত ধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। হে আশ্রয়-কেশব! আপনার উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া ভক্তগণের সহিত ভবদীয় অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই দুস্তর সংসার-সাগর অতিক্রম করিব—ইহাই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধশালও আপনার শ্রীপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! আমাকেও নিজধামে কৃপাপূর্ব্বক স্থান প্রদান করুন্—

“নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি॥”

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhab.

   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math,

   Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality—Indian - Goudiya-Vaishnab.

   Address--Shri Devananda Goudiya Math

   Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Names and Address— of indivduals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.

   Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society (Somiti).

I, Nabajogendra Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

23. 2. 1970. Sd/- NABAJOGENDRA BRAHMACHARI

Signature of Publisher.

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
লোৎপাদয়েদি যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম নষ্টরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ-বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২২ বিষ্ণু, ৪৮৪ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৬; ইং ১৪।৪।১৯৭০ | ২য়-সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজেভ্যো নমঃ॥

প্রতিষ্ঠা রজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্ত্বা তাং সংহরন্তস্তান্নঘারেঃ পান্তু মাং ভটাঃ॥ ১॥

কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু, সংসার পথে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা-রজ্জু দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ তাহাদের রজ্জুচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমাকে রক্ষা করুন॥ ১॥

দগ্ধং বার্দ্ধক বন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্য বিশিখৈঃ ক্রোধাদি সিংহৈর্বৃতং।

স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে ॥ ২ ॥

আমি বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে এবং পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহে আবৃত হইয়াছি, অতএব হে হরে ! হে স্বামিন্ ! আমি সেই সমস্ত উপদ্রব পরাজয় করিয়া যাহাতে সুস্থ চিত্তে নিরন্তর তোমাকে ভজনা করিতে সক্ষম হই করুণাপূর্ব্বক আশু তোমার সেই প্রেমসুধারস আমাকে পান করাও ॥ ২ ॥

যন্মাধুরী দিব্য সুধারসাব্ধেঃ
স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা ।
পদ্মৈর্ব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ
নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

আমি যাঁহাদের মাধুর্য্যরূপ সুদিব্য সুধাসমুদ্র স্মরণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইতেছি সুতরাং কতিপয় শ্লোক দ্বারা তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসি-দিগকে প্রণামপূর্ব্বক সেই নিজ ইষ্টদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

প্রাদুর্ভাব সুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিত্বমাপ্ত্বা যয়ো-
র্গোষ্ঠেঽতীক্ষ্ণমনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রসৈঃ ।
প্রীত্যোল্লাসয়তীহ মুগ্ধমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ
গান্ধর্ব্বা গিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তৌ ॥ ৪ ॥

প্রকটিত লীলার স্বরূপ অমৃত লাভে এই অনঙ্গ অঙ্গলাভ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক শৃঙ্গারাদি রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ যাঁহাদের ক্রীড়া কৌতুক পরিবর্দ্ধন করিতেছেন এবং নিখিল যুগল মূর্ত্তির শিরোভূষণস্বরূপ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কবে আমি অনুরাগ নয়নে দর্শন করিব ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃতা দ্বারাবতা সা প্রিয়া
যত্র শ্রীশতনিন্দি পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি ।
প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোঽপি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মতো
যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নিত্যং ভজে ॥ ৫ ॥

যে স্থানে শত শত লক্ষ্মীতুল্য রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি পট্টমহিষীগণের সহিত স্বয়ং প্রভু বিহার করিয়াছিলেন এবং যে স্থান সহোদর বলদেব ও পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয় পরিকরে পরিবৃত, সেই দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং প্রেম ক্ষেত্র শ্রীব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত ও স্বয়ং ভগবান্ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই মথুরামণ্ডলকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ স্নিগ্ধঃ সখীনাং কুলৈ-
র্নিত্যং গাঢ়রসেন রামসহিতোঽপ্যদ্যাপি গোচারণৈঃ।
যস্যাপ্যদ্ভুত মাধুরীরসবিদাং হৃদ্যেব কাপি স্ফুরেৎ
প্রেষ্ঠং তন্মথুরাপুরীদপি হরের্গোষ্ঠং তদেবাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি প্রিয়বয়স্য ও বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় অনুরাগবশতঃ গোচারণ দ্বারা অদ্যাপি নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন এবং যাঁহার অনির্ব্বচনীয় কোন রসমাধুরী সহৃদয় ভক্তগণের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে এবং যিনি মথুরাপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম সেই ব্রজ-মণ্ডলকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

বৈদগ্ধোত্তর নর্ম্ম কর্ম্মঠ সখীবৃন্দৈঃ পরীতং রসৈঃ
প্রত্যেকং তরু কুঞ্জবল্লরিগিরিদ্রোণীষু রাত্রিন্দিবং।
নানাকেলিভরেণ যত্র রমতে তন্নব্যযূনোর্যুগং
তৎপাদাম্বুজগন্ধবন্ধুরতরং বৃন্দাবনং তদ্ভজে ॥ ৭ ॥

যে স্থানে হাস্যপরিহাসাদি নর্ম্ম চতুরা ললিতাদি সখীগণ দ্বারা পরিবৃত ও অনুরাগপূর্ব্বক কেলিতৎপর হইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রত্যেক তরু, কুঞ্জ, লতা ও গিরি-গুহায় নিয়ত বিহার করিতেছেন এবং ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের সৌরভে যে স্থান অতি রমণীয় সেই শ্রীবৃন্দাবনধাম আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যত্র শ্রীঃ পরিতোভ্রমত্যবিরতং তাস্তা মহাসিদ্ধয়ঃ
স্ফীতাঃ সৃষ্টিরলং গবামুদয়নী বাসোঽপি গোষ্ঠৌকসাং।
বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখৈ
স্তন্নন্দীশ্বরমালয়ং ব্রজপতির্গোষ্ঠোত্তমাঙ্গং ভজে ॥ ৮ ॥

যে স্থানে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি নিয়ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধেনুগণের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রজবাসিগণ নিয়ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, বাৎসল্য হেতু পিতামাতা অর্থাৎ নন্দ যশোদা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে যে স্থানে বিহার করিতেছেন গোষ্ঠের শীর্ষস্থানস্বরূপ সেই নন্দালয় নন্দীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

পুত্রস্যাভ্যুদয়ার্থমাদরভরৈর্মিষ্টান্নপানোৎকরৈ-
র্দিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুযাং দানৈরিহ প্রত্যহং ।
যো বিপ্রান্ গণশঃ প্রতোষয়তি তদ্ভব্যস্য বার্ত্তাং মুহুঃ
স্নেহাৎ পৃচ্ছতি যশ্চ তদ্গতমনাস্তং গোকুলেন্দ্রং ভজে ॥ ৯ ॥

যিনি এই স্থানে পুত্রের কল্যাণ কামনায় সমাদরপূর্ব্বক প্রত্যহ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্নাদিভূষিত সুদিব্য গাভীসকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যিনি পুত্রস্নেহবশতঃ তদ্গতচিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৯ ॥

পুত্রস্নেহভরৈঃ সদাস্রুতকুচদ্বন্দ্বা তদীয়োচ্ছল-
দ্ঘর্ম্মস্যাপি লবস্য রক্ষণ বিধৌ স্বপ্রাণ দেহার্ব্বুদৈঃ ।
আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সদ্যঃ প্রসূতেব গৌ-
র্ব্যগ্রায়া বিলপত্যলং বহুভয়াৎ সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥ ১০ ॥

পুত্রস্নেহবশতঃ সর্ব্বদা যাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত এবং যিনি কোন কারণ বশতঃ পুত্রের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্মোদ্গম হইতেছে দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইতেন যে, যেন অর্ব্বুত পরিমিত দেহ প্রাণ ধারণ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করিতেছেন এবং যিনি ক্ষণকাল পুত্রমুখ দর্শন না করিলে সদ্যঃপ্রসূত গাভীর ন্যায় ভয়বিহ্বল ও ব্যগ্র হইয়া অতিশয় বিলাপ করিতেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram Road
New Queen's Road, Chaupatty Bombay.

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯ ; ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার ১৮ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত বিনয়পূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রচুর যত্নের সহিত পাঠ করিয়া ভাষান্তরিত করিবার কালে অনেক বিষয় সুষ্ঠুভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—পত্রোত্তর প্রদান-কালে ইহাই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত বিষয়সমূহ—শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি বিশেষ। সুতরাং ভাগবতের অনুকূল জীবন লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্ব-সদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব ; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্‌গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়া মাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময় বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে ; আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিতে

কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পূর্ত্তিকার্য্যই বর্ত্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবলচিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দ-ময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-সূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বললাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্যই

জগতে যে মহান্তগুরুও তাঁহার উপাদানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাব-জনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলনমুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক-অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ-অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। **ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি।** কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

১। ভক্তির **অনুকূল** বিষয় স্বীকার ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনে দৃঢ়তার আবশ্যক তা কি ?

"ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক-সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার বটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা-পূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

২। 'প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন' কাহাকে বলে ?

"ভগবদ্-ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভগবদ্-ভাগবত-রূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুর ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ্-ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-ভাগবত-সম্বন্ধশূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আস্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য কাব্য-গীতাদি বলিব না'— এইরূপ সঙ্কল্পই প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি,' সঃ তোঃ ৪।৯

৩। প্রাতিকূল্যবর্জ্জনকারীর প্রতিজ্ঞা কি ?

"তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধ-জন-মুখ না হেরিব॥" —শ

৪। কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয় ?

"যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই; সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। —'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

৫। দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গ নির্দ্ধারণের বিচার কি ?

"ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই 'দুঃসঙ্গ', ভগবৎসাম্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও 'সুসঙ্গ' বলিয়া জানিতে হইবে।" —'জনসঙ্গ' সঃ তোঃ ১০।১১

৬। কাহাদের সঙ্গকে 'সৎসঙ্গ' বলা যায় ?

"ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক, তৎসম্পন্ন বহির্ম্মুখ-লোকের সঙ্গ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে এবং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিরই

সঙ্গ করিবে। চারি প্রকারে পরিদৃশ্য হইয়া অনেকে কৃষ্ণোন্মুখ বলিয়া পরিচয় দেন; তন্মধ্যে **যাঁহারা সরল ও নিষ্কপট, তাঁহারাই সৎসঙ্গ।** চারি প্রকার এইরূপ—(১) কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ ভক্ত, (২) কর্ম্ম-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ পক্কযোগী, (৩) অপক্কযোগী, (৪) তত্তৎবেশধারী।" —আঃ বিঃ ভাঃ টী

৭। অসৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি?

"অসৎজনের সঙ্গ করিলে ঘোর-সংসাররূপ-ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেই বা সৎ—এ বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসীনী) সঃ তোঃ ১৫।২

৮। বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত?

"বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥" —শঃ

৯। মায়াবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য?

"সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥" —শঃ

১০। ব্যবহারিক কার্য্যে বহির্ম্মুখগণের সঙ্গ কতটুকু করা যায়?

"ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না; ব্যবহারিক কার্য্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে, সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। **কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।**"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

১১। কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গ হয়?

"অসতের প্রতিদান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি **প্রীতি-সহকারে হয়,** তবেই 'অসৎসঙ্গ' হইয়া পড়ে। অসৎ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ় কথার জল্পনা করিবে না; গূঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক-বার্ত্তা-মাত্র করিবে; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১২। বহির্ম্মুখগণের সহিত আন্তরিক ভাতৃভাব কি নিন্দনীয় নয়?

"কোন সভায় একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে একত্র নদী পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব-সহকারে ব্যবহার করার নামই 'সঙ্গ'। বহির্ম্মুখ-জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

১৩। ভক্তি-প্রতিকূল ষড়্‌বেগ সাধকের কি অনিষ্ট করে?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া, বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকর বচনের প্রয়োগের দ্বারা, মানসের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়-বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা, জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস-লালসার দ্বারা উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসার দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে; সুতরাং চিত্ত ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।"

—পাঃ পঃ বৃঃ ১

১৪। স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য,—না অনিত্য?

"স্ত্রী-সম্ভোগ, আহার, গাত্রমার্জ্জন, অনুলেপন, সুগন্ধি-সেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্ব্বশী-মেনকাদি অপ্সরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা নিত্য-সুখ কোথায়? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা-মাত্র।" —তঃ সূঃ ২৭ সূঃ

১৫। দ্রব্যাসক্তি ভক্তির বিঘ্নকর কেন? উহা কিরূপে দূরীভূত হয়?

"দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন-কোন-লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বূল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদকবস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থসাধনে

তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-আস্বাদন এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহুযত্ন-পূর্ব্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐসকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচারণের দ্বারা ঐসকল দূরীভূত হইয়া থাকে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৬। ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অনুকল্প-বিধানে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গ-ত্যাগ হইতে পারে?

"ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণ-রক্ষক এবং মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্রপান—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রত হয় না। (ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য **প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিৎ।** শরীরের অবস্থানুসারে যে **অনুকল্পের বিধান তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই,** পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয়-**"কষ্টে-স্বষ্টে অদ্য ত্যাগ করিয়া আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না;** কেন না, ক্রমে-ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে।"

—'সঙ্গত্যাগ, সঃ তোঃ ১১।১১

১৭। কোন্ ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাহাদের সঙ্গ বিধেয়?

"গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রুর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ'—৪৯, সঃ তোঃ ৭।৪

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

"যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি ভক্তিজননী।
কৃপা করি প্রসবিলা প্রজ্ঞান-নৃমণি॥
তথি বাহিরিলা গর্ভ-শৈলেরন্ধ্র হ'তে।
সিংহশিশুসম গরজিয়া চারিভিতে॥

দমিলে অসুরবৃন্দে দৃপ্ত পদতলে।
সিঞ্চিলে ভক্তগণে কৃপাসিন্ধুজলে॥
অধম পতিত হেরি' মহাজনরূপে।
তারিলা সকলে যারা মগ্ন গৃহকূপে॥
"কেশব"-কেশরি! শৌর্য্য ব্যক্ত করি' গেলে।
সেবকবর্গে বঞ্চিয়া কোথা বা লুকালে॥

তাই এবে নিরখি সর্ব্বত্র হীনবীর্য্য।
মহাপ্রয়াণে সাঙ্গ বুঝি এ মর্ত্ত্যকার্য্য॥
হরি-গুরু-ভক্ত তব ছিল ধন-প্রাণ।
দেখালে ভুবনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ॥

আজি এই বাসরেতে জাগে সেই স্মৃতি।
ব্যাসপূজা-যজ্ঞে দিনু শ্রদ্ধা-ঘৃতাহুতি॥
করুণা-মূর্ত্তবিগ্রহ তুমি ত্রিভুবনে।
তোমাবিনা রক্ষিবারে নারে কোন জনে॥
নিত্যানন্দাবতার গুরু শাস্ত্রে কহয়।
ও পদবরণে ভগবান্ তুষ্ট হয়॥
তুমিত স্খলিতপদ-জনের সম্বল।
ভব-কারাবদ্ধজীবগতি-শক্তি-বল॥
সেবন করি' সেব্য-সেবকভগবানে।
মিলায় পরমাগতি শরীরাবসানে॥
এই উক্তি-সফলতা নহিল জীবনে।
জনম সার্থক ক'রো তব গুণগানে॥
আশিস্ বরিষ সবার মস্তক-পরে।
দুরত্যয়া মায়া যাতে জিনিবারে পারে॥
অবশেষে সকাতরে মাগি তব ঠাঁই।
জন্মে জন্মে পাদপদ্মে ভক্তি যেন পাই॥
ভকতি-প্রসূনে রচি এই তুচ্ছ হার।
শ্রীচরণে অর্পিলুঁ, লহ অর্ঘ্য-সম্ভার॥

বিনয়াবনত—
সজ্জনকিঙ্করাভাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) **ঊর্দ্ধমন্থী**

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫০)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে কীর্ত্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দৈন্য ও নিজাভীষ্ট বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠও কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে স্মরণের কথা বলা হইতেছে। শরণাপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মন দ্বারা নামের অনুসন্ধানই স্মরণ। তাহা বহুপ্রকার। সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি সমর্পণই স্মরণ।

নামস্মরণ—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিবৃর্তির্বহুধেচ্ছতা॥ (জাবালিসংহিতা)

নিবৃতিকামী ব্যক্তি নিরন্তর বহুভাবে হরিনাম, রূপধ্যান, গান ও কীর্ত্তন করিবেন। এই নামস্মরণ অন্তঃকরণ শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। ইহা কীর্ত্তন অপেক্ষা ন্যূন।

রূপস্মরণ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মৃতি অমঙ্গল নাশ করে এবং মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকে। পরমাত্মভক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাভক্তি। ইহাই মুখ্যফল, অপরগুলি আনুষঙ্গিকফল।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিংন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ॥ (ভাঃ ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন। সুতরাং ভক্তগণের অনতিবাঞ্ছিত অর্থ-কাম-প্রদানবিষয়ে আর বক্তব্য কি? আত্মপ্রদান করেন অর্থে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজ আত্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া থাকেন। অর্থকামান্ অর্থে মোক্ষও অন্তর্ভূক্ত।

গারুড়েও উক্ত হইয়াছে,—

একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্॥

যদি একমুহূর্ত্তকালও স্মরণশূন্যরূপে অতীত হয়, তবে দস্যুকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় জীবের তজ্জন্য অতিশয় ক্রন্দন করা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববৎ ক্রমানুসারে গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ করিতে হইবে। এই স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'। সর্ব্ববস্তু হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সামান্যাকারে মনোনিবেশকে 'ধারণা' বলে। বিশেষভাবে রূপাদির চিন্তাকে 'ধ্যান' বলে। উহা অমৃতধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন হইলে তাহা 'ধ্রুবানুস্মৃতি'; আর কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তিকে 'সমাধি' বলে।

স্মরণ সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণের উক্তি,—

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতোনারায়ণোব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥

এই অব্যয়পুরুষ নারায়ণ যেকোন প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী ব্যক্তির প্রতিও প্রসন্ন হন।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

বিষয়ধ্যানরত ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয় আর অনুক্ষণ ভগবৎস্মরণ-রত ব্যক্তির চিত্ত ভগবানে বিলীন হয়।

ধ্রুবানুস্মৃতি—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥　(ভাঃ ৩।২৯।১১)

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—আমার গুণকথা শ্রবণমাত্র সর্ব্বহৃদয়গুহাশায়ী আমাতে মনোবৃত্তি অবিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হয়। (যে প্রকার গঙ্গার সমুদ্রাভিমুখে গমনের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না তদ্রূপ)।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ।

ত্রিভুবনের বৈভবলাভের জন্যও স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না।

সমাধি সম্বন্ধে যুক্তি—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥　(ভাঃ ১২।১০।৯)

তিনি রুদ্ধধী অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরম ভক্তি দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হওয়ায় ঈশদ্বয়ের (হরপার্ব্বতীর) আগমন এবং নিজ বা বিশ্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত হন নাই। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্ন।

কখনও লীলাদিযুক্ত ভগবদ্‌বিষয়ে অন্যস্ফূর্ত্তিরহিত সমাধি হইয়া থাকে। দাসাদি ভক্তগণের পক্ষে এই সমাধি এবং শান্তভক্তের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সমাধি জানিতে হইবে। (ভাঃ ১২।১২।৬৯) যথা—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥

যিনি নিজসুখপূর্ণচিত্ত এবং তন্নিবন্ধন অনাসক্তিরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাসকলে আকৃষ্ট হইয়া জীবের প্রতি কৃপা হেতু পরমার্থপ্রকাশক এই ভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নিখিলপাপনাশন ব্যাসনন্দনকে প্রণাম করি।

রুচি ও শক্তি থাকিলে স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবাও কর্ত্তব্য। কেহ কেহ স্মরণসিদ্ধির জন্যও এই সেবা করিয়া থাকেন। যথা—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥
(ভাঃ ৪।২১।৩১)

যাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদসেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ বৃদ্ধিশীলা হইয়া ভগবৎ-পদাঙ্গুষ্ঠপ্রসূতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় সদ্যই তপস্বিগণের (সংসারতাপে সংসারতপ্ত-জনগণের) অশেষজন্মার্জ্জিত চিত্তমল (বিবিধ বিষয়বাসনা) বিনাশ করিয়া থাকে। (ভাঃ ১০।৫১।৫৫ শ্লোকে)—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥

হে বিভো! অকিঞ্চনগণের (মোক্ষকামনা পর্য্যন্ত রহিত জনগণের) প্রার্থনীয় ভবদীয় পাদপদ্ম সেবনব্যতীত আমি অন্য কোন বস্তুই প্রার্থনা করি না। যেহেতু কোন্ ব্যক্তি আপনার আরাধনা করিয়া অপবর্গপ্রদরূপে আপনাকে বরণ করেন? বরং আত্মবন্ধনই বরণ করেন অর্থাৎ আত্মবন্ধনও ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রিয় মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫১।৫৬ শ্লোকে উক্ত আছে,—

তস্মাদিস্যজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥

অতএব হে ঈশ! আমি সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বরজস্তমোগুণানুবন্ধ কামসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়, নির্গুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞান-ঘন পরমপুরুষ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শ, তৎপরিক্রমা, তদনুগমন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরাদি তদীয় তীর্থে গমন ও স্নানাদি তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া ঐসকলকে পাদসেবার অন্তর্গত জানিতে হইবে। যাবজ্জীবন ভগবন্মন্দিরে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত। গঙ্গা প্রভৃতি এবং তত্রত্য প্রাণীসকল পরম ভাগবত বলিয়া তাহাদের সেবা মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে। এইজন্যই (ভাঃ ১।২।১৬) শ্রীসূতের উক্তি,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থসেবা দ্বারা শ্রীহরির কথাতে রুচি জন্মে। পুণ্যতীর্থ বলিতে গঙ্গাদিতীর্থ ও শ্রীগুরুদেবকে বুঝায়।

যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিবত্ব' লাভ করিয়াছেন। শিব অর্থে মঙ্গলময় বা সুখময়। তাদৃশ সুখপ্রাপ্তি একমাত্র ভক্তিতেই পর্য্যবসিত। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রসম্বন্ধে উক্তি—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ত্তমান। দেবতাগণ ক্ষেত্রমধ্যস্থ প্রাণিগণকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন।

স্কান্দে—　　সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বনরানার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥

পাদ্মপাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

সংবৎসর, ছয়মাস, একমাস বা মাসার্দ্ধকাল দ্বারকায় বাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।

অহো ! এই মধুপুরী ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা। যেহেতু এখানে একদিন বাস করিলেও হরিভক্তি জন্মে।

আদি বরাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্ ।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥

যে মূঢ় মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে রতি করে, সে আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে।

তুলসীসেবাও সৎসেবার অন্তর্গত। যথা—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা।
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী ॥ (গরুড়সংহিতা)
রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা।
রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥ (স্কান্দে)

জনকনন্দিনী সীতাদেবী যেরূপ রামচন্দ্রের প্রিয়া, সর্ব্বলোকপাবনী তুলসী দেবীও তদ্রূপ ত্রিলোকনাথের প্রিয়া। দেবদেব জগদীশ্বর তুলসীকানন ব্যতীত কলিযুগে অন্যত্র অনুরক্ত হন না। যাঁহারা তুলসীকানন দর্শন অথবা যথাবিধি রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম

জগদ্বরণ্যে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (শ্রীভাঃ ১।২।৬)

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিবিঘ্ন-শূন্যা নিত্যভক্তিই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। এই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পালনের দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে।

ভক্তির মহিমায় শ্রুতি বলেন,—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।
(বেদান্তের ৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন)

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমেশ্বর একমাত্র ভক্তিরই বশ। সেই কারণে ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য যথা,—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীঃ ১১।৫৪)

"হে অর্জ্জুন। একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই এইরূপ যথার্থভাবে আমাকে জানিতে, দর্শন করিতে ও আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায় বা অভিধেয়। ভক্তির এদাদৃশী মহিমা শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই এই নিষ্কণ্টক ভক্তিপথ পরিত্যাগ করতঃ কণ্টকাকীর্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্ববস্তুকে লাভ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াসী হন। মরুভূমিতে জলান্বেষণে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যেমন জলপ্রাপ্তি ঘটেনা তদ্রূপ জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের আশ্রয়ে ভগবদ্-প্রাপ্তিও সুদূরপরাহত। এক্ষণে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের হেয়তা অনুপাদেয়তা আলোচনা করা হইতেছে। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ বিস্তৃত আলোচনা করিব। 'আদৌ কর্ম্মের সংজ্ঞা যৎ ক্রিয়তে তদেব কর্ম্ম' অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। ধর্ম্মতত্ত্ববিদগণ কর্ম্মের সংজ্ঞায় 'ফলভোগীত্বাৎ' এই শব্দটিও সংযোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল নিজেই ভোগ করিব তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম। কর্ম্মের নিন্দা শাস্ত্রে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্ত ভিন্ন অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই মনুষ্যলোকে কর্ম্ম বন্ধন হয়। কর্ম্মের ফল অনিত্য তথা দুঃখপ্রদ। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।৩।১৮) কর্ম্মের অসারতা লক্ষিত হয়।

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥

জগতে মানবগণ দুঃখবিনাশ ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মের সূচনা করিয়া থাকেন কিন্তু ফললাভে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সুখলাভ করিবার নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদির রোগশোকে বা তাহাদের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। ইহসংসারে তাহারা সকলেই অনিত্য। সেই সকল আত্মীয়-স্বজন জীবের নিত্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং সুখ পাওয়া তো দূরে থাকুক দুঃখই চরম ঘটিয়া থাকে। এবম্প্রকার কর্ম্মের বিষময় ফল ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণস্বরূপে জগতে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহলোকে তো কর্ম্মের দ্বারা নিত্য সুখ হয়ই না এমন কি পুণ্যজনক কর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত পরলোকও নিত্য সুখদায়ক নহে। যথা—

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্। (শ্রীভাঃ ১১।৩।২০)

এমন কি পুণ্য অর্থাৎ কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত পারলৌকিক স্বর্গীয় ভোগবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়েও (৯।২১) উহার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে,—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।

পুণ্যক্ষয়ান্তে জীবের পুনঃ দুঃখপ্রদ এই সংসারে পুনরাগমন হয়।

শ্রুতিতেও উক্ত আছে,—

"তদযথেহ কর্ম্মাজ্জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ম্মপ্রসূত সকল ফলই তুচ্ছ, অনিত্য ও দুঃখপ্রদ। তদ্দ্বারা নিত্য সুখলাভ অসম্ভব।

এখন জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মায়াবাদিগণ জ্ঞান বলিতে 'আমি ব্রহ্ম'—এই বোধ লাভকেই কহিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এবম্প্রকার জ্ঞানিগণের অতীত সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।২৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ, জ্ঞানিগণ বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু তাহারা আপনাতে ভক্তি শূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহন করিয়াও

ভগবদ্ভক্তির অনাদর করায় অধঃপতিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-২২।২৯) বলেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

মায়াবাদপ্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি 'জ্ঞানি' বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধা হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও (মধ্য ২২।২১) উক্ত আছে,—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।

জ্ঞানিগণ যতই না কেন মুক্ত বলিয়া অভিমান করুন শ্রীভগবদ্ভক্তিতে অনাদর হেতু তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলিলে জ্ঞানগিণের অবস্থা সকলের বোধগম্য হইবে।—এক সময় এক চিলের সহিত এক কচ্ছপের বন্ধুত্ব হয়। চিল ঊর্দ্ধদেশে উড়িয়া যায় আবার বন্ধুর নিকট নামিয়া আসে। কচ্ছপটি রোজ চিলবন্ধুকে বহু উপরে উড়িতে দেখিয়া তাহার নিজেরও উপরে যাইবার ইচ্ছা হইল। সেকারণ একদিন সে চিলবন্ধুকে কহিল,—"বন্ধু তুমি তো আকাশের উপরে উড়িয়া যাও, আমাকেও একদিন উপরে লইয়া যাইতে হইবে। চিলবন্ধু বলিল,—'সে কি হয় বন্ধু! তোমার তো ডানা নাই, তুমি কি করিয়া যাইবে?" কচ্ছপটি তো নাছোড়বান্দা। সে বলিল "তা আমি জানিনা, যেমন করিয়াই হউক আমাকে একবার উপরে লইয়া যাইতেই হইবে।" কচ্ছপবন্ধুর এবম্প্রকার বারংবার অনুরোধে চিলবন্ধু একটি বুদ্ধি করিয়া বলিল —"আচ্ছা বন্ধু! তুমি এক কাজ কর; তুমি আমার পা আস্তে কামড় দিয়া ধরিয়া থাকিবে, আর আমি তোমায় লইয়া উপরে উড়িয়া যাইব। কিন্তু ভাই সাবধান! মুখ খুলিও না। যদি মুখ খোল তাহা হইলে তোমার ন্যায় প্রাণের বন্ধুকে চিরতরে হারাইতে হইবে। কচ্ছপ তাহাতেই রাজী হইল। কচ্ছপ চিলের একটি পদ আস্তে কামড় দিয়া ধরিয়া রহিল। চিলটি তখন কচ্ছপটী লইয়া সোঁ সোঁ করিয়া আকাশের ঊর্দ্ধদেশে উড়িয়া চলিল। সেই সময় কচ্ছপটীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন নিম্নে সরোবরস্থ কচ্ছপসকলকে 'সে যে আজ কত উপরে উঠিয়াছে এই সৌভাগ্যের কথা অহঙ্কারভরে বলিতে উদ্যত হওয়ামাত্রই

অধঃপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। জ্ঞানিগণের অবস্থা ঠিক কচ্ছপের ন্যায়, তাহারা বহুকষ্টে মুক্তলোকে গমন করিলেও ভক্তিরূপী পদ্মাভাবে পুনঃ অধোগতি লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪) ভক্তির মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক জ্ঞানকে নিন্দা করিয়াছেন, যথা—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

অর্থাৎ 'হে বিভো! তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কেবল বোধলাভের জন্য অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইটি স্থির করিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতোষণকে যাহারা পোষণ করে তাহারা সেইরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ তাহাদের ক্লেশমাত্রই সার হয়।

কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত সন্বিদ্বৃত্তির অনুভব জীবকে জড়বন্ধ হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই না কেন জীব অতন্নিরসন করুন কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহং-গ্রহোপাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত হয়। জ্ঞান না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জড়বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করতঃ আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

সুতরাং শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মে কর্ম্ম-জ্ঞানের গোচরীভূত নহে তাহা আলোচিত হইল। যোগের দ্বারাও ভগবান্ যে বশীভূত হন না তাহাও দেখান হইতেছে, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।২০ শ্লোকে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন আমার প্রতি প্রবলাভক্তি সেইরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে; আসন-প্রণায়ামাদিরূপ যোগ, সাঙ্খ্য, জ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেইরূপ বশীভূত হই না। শ্রীপুরুষোত্তমের সেবায় ঐগুলি বিশেষ অত্যাবশ্যক নহে। কেবলাভক্তিই পুরুষোত্তমকে লাভ করাইতে সমর্থ।

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা শ্রীভগবান্ লভ্য নহেন তাহা আলোচিত হইল এবং ইহাদের অনুপাদেয়ত্বও প্রদর্শিত হইল। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীশ্রীমধুপুরীমাহাত্ম্যম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

নানাপ্রমাণৈরিদমবগম্যতেযৎ গঙ্গাসম্পর্কাদ্ এব বারাণস্যা মাহাত্ম্যাধিক্যং তারকব্রহ্মপ্রভাবাদেব মুক্ত্যাদিকং অন্যথা তস্যামপি তীর্থসামান্যত্বমেব স্যাৎ পরন্তু শ্রীমথুরায়া মাহাত্ম্যং স্বতঃসিদ্ধং তস্যাঃ শ্রীভগবন্নিত্যধামত্বাৎ তত্র শ্রীভগবন্নিত্যসান্নিধ্যাৎ তস্যাঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপত্বকীর্ত্তনাচ্চ তথাহি—"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী" "গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে" "পরানন্দময়ীসিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ" "মুক্তৈঃ প্রার্থ্যাহরের্ভক্তির্মথুরায়াস্তলভ্যতে" "অথ সপ্তপুরীনান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তুমাথুরং" পূর্ণে বর্ষে সহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলং তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়ান্তু স্নানেনহি।" ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুত্যা অন্যপ্রমাণবাধাৎ মথুরায়াং বারাণসীতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সুসিদ্ধমেব স্যাৎ। যস্যাঃ গঙ্গায়াঃ সম্পর্কাৎ বারাণস্যা মাহাত্ম্যং তস্যা এব মথুরাসম্পর্কাৎ শতগুণ-মাহাত্ম্যবৃদ্ধিশ্রবণাৎ অতো ন কোঽপি মতিমান্ বিবদেত যস্য পাদোদকং গঙ্গাং কাশ্যাধিপতিঃ শিরসা বিভর্ত্তি তস্যৈব সাক্ষাৎ ক্রীড়ানিলয়ভূতায়া মথুরায়া মাহাত্ম্যং ততোঽধিকমিতি কিমু বক্তব্যম্। শ্রীহরেঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং সমস্তপুরাণাগমৈঃ নির্ণীতং আচারে চ প্রবর্ত্তিতং দৃশ্যতে সর্ব্বদেবার্চ্চনকালে উপচারদানপ্রসঙ্গে এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ ইত্যনন্তরমেব তৎ তস্মৈ দেবায় দীয়তে সর্ব্বকর্ম্মান্তে চ তৎ ফলং হরয়ে এব সমর্প্যতে অঙ্গবৈকল্য-নাশায়তন্নাম এব কীর্ত্ত্যতে। "ভোক্তাহং সর্ব্বযজ্ঞানাং" ইতি গীতোক্তং অন্যত্র চ "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাস্তেঽপি মামেব যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং" "কেশবং প্রতিগচ্ছতি" ইত্যাদি শত শত প্রমাণদৃষ্ট্যা সুনিশ্চিতং অতস্তস্যধামতয়া মথুরাপিসর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যত্র নাস্তি কোঽপি সন্দেহলেশঃ তেন কাশীতঃ মথুরা শ্রেষ্ঠা ইত্যেব মন্তে" ॥

নানা প্রমাণের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, গঙ্গা সম্পর্কেই কাশীর মাহাত্ম্যাধিক্য আর তারকব্রহ্মপ্রভাবেই মুক্তি, নতুবা তাহারও তীর্থ-সাধারণতাই। পরন্তু শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে ভগবান্ নিত্য-বিরাজমান। তাহা তাঁহার নিত্যধাম আর তাহা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপই শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই গোপালপুরী (বেদ), আমার মথুরা মণ্ডলে গঙ্গাই শতগুণমাহাত্ম্যযুক্তা (যমুনাখ্যাতা), পরানন্দময়ীসিদ্ধি

মথুরা স্পর্শমাত্রেই হয়, মুক্তদের প্রার্থ্যা হরিভক্তি মথুরায় পাওয়া যায়। সপ্তপুরীরও গোপ্যা মথুরা, সহস্রবৎসর কাশীবাসের ফল মথুরায় একক্ষণেই হয় ইত্যাদি প্রমাণ সাক্ষাৎশ্রুতি অন্য প্রমাণবাধক, সুতরাং বারাণসী হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা সুসিদ্ধই হয়। যে গঙ্গার প্রবেশে কাশীর মাহাত্ম্য, সেই গঙ্গারই মাহাত্ম্য মথুরা সম্পর্কে শতগুণ হয় বলায় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আর বিবাদ করিতে পারে না। যাঁর পাদোদক গঙ্গাকে কাশ্যাধিপতি শিব মস্তকে বহন করেন, তাঁহারই ক্রীড়াভূমির মাহাত্ম্য অধিক ইহাতে আর কি বলার আছে? শ্রীহরির সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বপুরাণ-আগমই নির্ণয় করিয়াছেন, আচারেও দেখা যায় সর্ব্ব-দেবার্চ্চনাদিতে উপচারদানে অধিপতি বিষ্ণুকে দিয়া মূলদেবতাকে দেওয়ার রীতি আছে। সর্ব্বকর্ম্মান্তেও তাহার ফল তাঁহাকেই অর্পণ করা হয়। অঙ্গবৈকল্যনাশের জন্যও তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করা হয়। "আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা"—এই গীতোক্তি; যাহারা অন্যদেবতাভক্ত তাহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক যজনা করেন। সমস্ত পূজাই সমুদ্রবৎ কেশবে সঙ্গত হয়। এই সব প্রমাণই নিশ্চয় করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারই ধামহেতু মথুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ইহাতে কোন সন্দেহলেশও নাই। তাই কাশী হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা ইহাই মনে হয় ॥ ২ ॥

যত্তু "কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্বুপরিষেবণম্" ইত্যত্র প্রথম-নির্দ্দেশাৎ কাশীবাসস্য প্রধানত্বং কেনচিৎ পণ্ডিতপ্রবরেণ উচ্যতে তত্তু ন-সম্যক্ যতঃ তথাত্বে অযোধ্যা মথুরা মায়েত্যাদি শ্লোকে প্রথমনির্দ্দেশাৎ অযোধ্যায়া অপি তথাত্বাপত্তিঃদুর্ব্বারা। কিঞ্চ বারাণস্যাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী—প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃকৃতং ইত্যাদি তদুক্ত-বচনবলাৎ গঙ্গায়াঃ সংযোগাৎ তন্মাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্যং সমায়াতং ইত্যস্যাপি সুবচত্বাৎ। অন্যথা তন্মাহাত্ম্যে তদংশপ্রবেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ দুর্ব্বারঃ। তথাচ "প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং····· গোকর্ণং ভদ্রকর্ণকং এতানি পুণ্যস্থানানি ইত্যাদ্য-নন্তরমেব "ন যাস্যন্তি পরং মোক্ষং বারাণস্যাং যথা মৃতাঃ" ইত্যুক্তের্নতেনৈব বারাণস্যাঃ অযোধ্যাদিতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতি। তত্র তেষামগ্রহণাৎ।

তীর্থান্তরাণি ক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিশ্চ নারদ—অন্তঃকরণসংশুদ্ধিং জনয়ন্তি ন সংশয়ঃ। বারাণস্যাপি দেবর্ষে তাদৃশ্যেব পরন্তু সা প্রকাশয়তি ব্রহ্মৈক্যং তারকস্যোপদেশতঃ ইতি পাদ্মাৎ অযোধ্যাদীনাং জ্ঞানোৎপাদনদ্বারা সালোক্য-প্রদত্বং কথমায়াতি কথং বা তেষামেবাত্র গ্রহণং ইত্যপি পূর্ব্বপ্রসঙ্গসাপক্ষেং

গ্রহণোঽপি তেষাম্ অন্তঃকরণশুদ্ধৌ সংশয়াভাবঃ বারাণস্যা অপিতথাত্বং চেন্মন্যতে তথাপি ব্রহ্মৈক্যপ্রকাশং প্রতি তু তারকোপদেশস্য হেতুত্বং অন্যেষাং তু স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং সিদ্ধেৎ অতঃ তেষামেব বারাণস্যপেক্ষয়া কথং শ্রেষ্ঠত্বং ন স্যাৎ ইত্যপি প্রষ্টব্যাবসরঃ আপততি। তেষাং স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং অযোধ্যা-মথুরা-মায়েতি শ্লোকে অন্যত্রাপি প্রসিদ্ধমেব অন্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণি কাশী-প্রাপ্তিকরাণীতি বচনং নির্মূলং প্রক্ষিপ্তং বা স্যাৎ যদি বা সমূলং প্রমাণং তথাপি অন্যানিপদেন কেষাং গ্রহণং তজ্জ্ঞানার্থং পূর্ব্বপ্রসঙ্গমপেক্ষ্যতে নাত্র মথুরাদিকং ব্যাঘাতাৎ। অপিচ অত্র মুক্তিপদোপাদানাৎ পুনর্গর্ভবাসং প্রযচ্ছতীতি কথং সমায়াতি সালোক্যাদিমুক্ত্যনন্তরং গর্ভবাসং যদি মন্যতে তর্হি কাশীমরণা-নন্তরমপি গর্ভবাসং ভবত্যেব তত্রাপি চতুর্ব্বিধধামভেদাৎ সালোক্যাদে-র্ব্যবস্থাপিতত্বাৎ ইত্যসামঞ্জস্যং স্যাৎ ॥

আর যে "কাশীতে বাস সতের সঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোকে কাশীর প্রথমতঃ নির্দ্দেশ থাকায় কাশীবাসের প্রাধান্য কোন পণ্ডিতপ্রবর বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। তাহা হইলে "অযোধ্যা-মথুরা-মায়া" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথম-নির্দ্দেশহেতু অযোধ্যারও কাশী হইতে প্রাধান্যাপত্তি দুর্ব্বার হয়। আরও "বারাণসী বিশেষভাবে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী হইয়া প্রবেশকরতঃ জন্মান্তর-শতকৃত পাপনাশ করেন" ইহা তিনিই বলেন ; এই বচন বলে গঙ্গার সংগেই কাশীমাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্য আসে ইহাও বলা সঙ্গত হয়। অন্যথা কাশীমাহাত্ম্যে গঙ্গার প্রবেশ বলা নিরর্থক হয়, এই প্রসঙ্গও দুর্ব্বার। তথা "প্রয়াগ নৈমিষ পুণ্য গোকর্ণ ভদ্রকর্ণক" এই সব পুণ্যস্থান বলিয়াই এসবে মৃত বারাণসীতে মরার ন্যায় পরমোক্ষ লাভ করে না বলায় তদ্দ্বারা বারাণসীরই আযোধ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব আসে না ; কারণ সেখানে অযোধ্যাদি ধরা হয় নাই। তীর্থান্তরক্ষেত্রসমূহ ও বিষ্ণুভক্তি অন্তকরণ শুদ্ধি করেন সন্দেহ নাই নারদ। বারাণসীও সেরূপ পরন্তু তিনি তারকব্রহ্ম উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি করান। এই পাদ্মবচন হইতে তাহার কথিত অযোধ্যাদির জ্ঞানোৎ-পাদন দ্বারা সালোক্যপ্রদত্ব কেমন করিয়া আসে, আর কেমন করে তাহাদের এখানে টানিয়া আনা যায় ইহা পূর্ব্ব প্রসঙ্গসাপেক্ষ, আনিলেও তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধিতে সন্দেহ নাই—বারাণসীর তথাত্বে ও ব্রহ্মৈক্যের প্রতি তারকের উপদেশ হেতু অন্যসকলের স্বয়ং মুক্তিপ্রদত্তই সিদ্ধ হয়। অতএব তাহাদের বারাণসী হইতে শ্রেষ্ঠতা কেন হবে না ইহা জিজ্ঞাসার অবসর

আসে। তাহাদের স্বতঃমুক্তিপ্রদত্ব "অযোধ্যা-মথুরা-মায়া" ইত্যাদি শ্লোকে ও অন্যত্রও প্রসিদ্ধ আছে। অন্য মুক্তিক্ষেত্রগুলি 'কাশী প্রাপ্তিকর' এরূপ বচন নির্মূল বা প্রক্ষিপ্ত বলা যায়, যদি সমূল ও প্রমাণই বলেন, তথাপি অন্য পদে কাহাদের গ্রহণ তাহা স্থির করার জন্য পূর্ব্ব প্রসঙ্গ জানা চাই, তাহাতে মথুরাদির গ্রহণ হইতে পারে না তাহাতে পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাঘাত হয়। আরও এখানে মুক্তিশব্দ বলায় ও কেমন করে পুনরায় গর্ভবাস হয় বলা যায়। সালোক্যাদি মুক্তির পর গর্ভবাস হইলে কাশী মরণের পরও তাহা হয় বলা যায়। সেখানেও সেই সব মুক্তিই হয় দেখান হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ ধামের ভেদ সেজন্যই দেখান হইল। কাজেই কথাগুলির অসামঞ্জস্যই হয় ॥ ৩ ॥

অপিচ অযোধ্যাদীনি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যমুক্তিপ্রদানীতি উপরোক্তেঃ "অন্যানি মুক্তিক্ষেত্রানি কাশী প্রাপ্তিকরাণি বৈ" ইতিপূর্ব্বোক্তেশ্চ বিরোধঃ দুষ্পরিহর এব। "রুদ্রস্তারকংব্রহ্মব্যাচষ্টে" ইত্যস্য মোক্ষহেতুত্বাৎ স্বয়ং ব্রহ্মরূপধাম্নাং মথুরাদীনাং স্বয়ং মোক্ষপ্রদানাং কা কথা ততঃ বৈশিষ্ট্যে। জিতেন্দ্রিয়াঃ পাপবিবর্জ্জিতাশ্চ শান্তামহান্তো মধুসূদনাশ্রয়াঃ অন্যেষু তীর্থেষ্বপি-মুক্তিভাজোভবন্তি কাশ্যামপি কো বিশেষ ইতি দীপক প্রশ্নে অন্য সামান্য-তীর্থাপেক্ষয়া তস্যাঃ স্বল্পসাধনসিদ্ধিদাত্রীত্বমেব বৈশিষ্ট্যমুক্তং। নতু অযোধ্যাদ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বপ্রসঙ্গলেশোঽপি। তীর্থান্তরাণিক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিশ্চ নারদঃ ইত্যাদি বচনবলাৎ বিষ্ণুভক্তেরন্তকরণশুদ্ধিকরত্বোক্তেস্তন্মাত্রসামর্থ্যদৃষ্ট্যা কাশ্যাঃততোগরীয়স্ত্বং নহি সিদ্ধ্যেৎ যতস্তৎ বিস্ফোটকাদয়োদেহে ন বাধন্তে কদাচন ইতি গীতাপাঠফলবৎ অবান্তরফলং গীতাপাঠস্য সামান্যৌষধ সাম্যমননমিবাযৌক্তিকং। তয়োরবান্তরফলমাত্রত্বাৎ তয়োর্মুখ্যফলন্তু মুক্তি-ভক্ত্যাদিকমেব পূর্বোক্তেন "ন তীর্থং মথুরায়াহি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ গোপ্যং সপ্তপুরীনান্তু মথুরামণ্ডলং স্মৃতং" ইত্যাদি বচনজাতেন বিশেষতো বৈষ্ণবানাং মথুরাতঃ পরং ধাম কিঞ্চন নাস্তীত্যেব সম্যক্। শিবস্য বৈষ্ণবত্বেন তৎ প্রিয়ত্বেন ঐক্যাৎ তদ্ধাম্নো গরীয়স্ত্বং ন বয়ং নিহ্নুমঃ কিন্তু মথুরাসাম্যমননে আধিক্যমননে বা কোষশ্রুতেঃ তদেব বয়ং নিন্দামঃ যতঃ বিষ্ণোঃ নাম-রূপ-গুণ-ধামমহিমাদেরন্যদেবসামান্যমননমপি প্রমাদমিতি নামাপরাধপ্রসঙ্গে গদিতং। শৈবাস্তুতদভীষ্টদেবধামতয়া বারাণস্যা মাহাত্ম্যাধিক্যং বদন্ত তাদৃশ নানা পুরাণবচনমপ্যাকলয়ন্তু। তৈঃসহ বৃথালাপেনালং কিন্তু বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বথা

বিষ্ণুধাম্নোমহিমাধিক্যং বর্ণ্যং তৈঃসাত্ত্বিকপুরাণং শ্রীভাগবতং প্রমাণং মন্যতে। যদঙ্ঘ্রি জল মস্তকে ধারণেন শিবঃ শিবোভূৎ ইত্যত্র দুর্ব্বাসঃ প্রসঙ্গে চ বিষ্ণোঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং স্বীকৃতমিত্যলম্ ॥

আরও "অযোধ্যাদি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি প্রদ" পরে বলায় পূর্ব্বের অন্য মুক্তিক্ষেত্রগুলি কাশীপ্রাপ্তিকর বলায় বিরোধও দুষ্পরিহর হয়। "রুদ্র তারক ব্রহ্ম বলেন" ইহাই মোক্ষ হেতু বলায় স্বয়ং ব্রহ্মরূপধাম মথুরাদির স্বতঃমুক্তিপ্রদাতার ন্যূনতার কথাই উঠে না। জিতেন্দ্রিয় পাপশূন্য শান্ত মধুসূদনাশ্রয় মহান্তগণ অন্যতীর্থে মরিলেও মুক্তি-ভাগীহন কাশীতেও হন, তবে বিশেষত্ব কি এই দীপকপ্রশ্নে অন্য সামান্য তীর্থ হইতে কাশীর স্বল্পসাধনে সিদ্ধিদানই বিশেষ বলা হয়। তীর্থান্তর ক্ষেত্রাদি শ্লোকে বিষ্ণুভক্তির চিত্তশোধকত্ব বলায় কাশীর তাহা অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য আসে না. কারণ তাহা গীতাপাঠের বিক্ষোটকাদিনাশরূপ অবান্তর ফলই ইহাতে গীতাপাঠের সামান্য ঔষধতুল্যত্ব মনে করা অযৌক্তিক ; উভয়েরই মুখ্যফল কৃষ্ণেরতি বা প্রেম ভক্ত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত "মথুরার শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই" "সপ্ত পুরীতে মথুরাই গোপ্য" ইত্যাদি বচন বলে বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ ধাম থাকিতে পারে না ইহাই ঠিক। শিব ও বৈষ্ণব বিষ্ণু-প্রিয়, উভয়ের ঐক্যহেতু তাঁর ধামের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু মথুরার সাম্য বা আধিক্যমননে দোষশ্রুতি থাকায় তাহাই নিন্দনীয়, যেহেতু "বিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ-ধামমহিমাদির অন্যদেবসাম্যমননও প্রমাদ" নামাপরাধে বলা হইয়াছে। শৈবগণ তাদের ইষ্টদেবধামের অধিক মাহাত্ম্য বলুন, বা প্রমাণ তুলুন, তাদের সঙ্গেবাক্য ব্যয় নিরর্থক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সর্ব্বপ্রকারেই বিষ্ণুধামের মহিমা অধিক বলিবেন ; যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীভাগবতকে প্রমাণ বলেন। তাহাতে "যাঁহার চরণজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিব' হইলেন" এখানেও দুর্ব্বাসা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্বই স্বীকার করিলেন। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ (বি·এ, অনার্স)

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ; নবদ্বীপ।

মানব-দেহধারী অসুর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মান্য বা উপাস্যবস্তুরূপে স্বীকার করে না অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত জীবন-যাপন করিতে চায় না, যাহারা 'ভুঁই' অর্থাৎ ভূমি বা মাটি আর 'ভুঁড়ি অর্থাৎ উদর বা পেটকেই সারাৎসার জানিয়া 'ভুঁড়ি'র অভাব মোচন বা ভূমির উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে—যাহারা' নাস্তিক হইয়া পাশবিক বল লাভ করতঃ হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা কেবল নিজের দেহ-মনের ভোগ-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি ব্যয় করে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা, নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি কার্য্যই যাহাদের স্বভাব বা ধর্ম্ম, তাহারাই অসুর, দৈত্য বা দানব।

এতদ্ব্যতীত যাহারা স্থূল-দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া ভগবান্ বা ঈশ্বর, নিয়ামক, কর্ত্তা বা প্রভু জগতে কেহ নাই, আমি অর্থাৎ আমার স্থূল দেহটাই ঈশ্বর, আমিই ভগবান্, আমিই কর্ত্তা, আমিই মালিক, আমিই প্রভু—এইপ্রকার অভিমান-অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া দেহ-মনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের উপকরণ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি পাপে বা পুণ্যে বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিতে থাকে, তাহারাও স্বয়ং ভগবান্ ও শাস্ত্রকারগণ—কর্ত্তৃক অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ বা তাহাদের স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর একটি স্বভাব বা ধর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণসহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না বা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না।

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥
অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥ (চৈঃ চঃ)

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব অসুর এব চ।" —এই ভগবদ্-বাক্যানুসারে দেবতা ও অসুর, ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, সৎ ও অসৎ নত্যকাল এই জগতে থাকিবেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে যেমন প্রহ্লাদ, হনুমান্, সুগ্রীব, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত-গণের নাম শুনা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অসুর দৈত্য, দানব, রাক্ষসগণের নামও শুনা যায়। তদনুসারে এই কলিযুগেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণ জগতে থাকিয়া পরা শান্তি, আত্যন্তিক মঙ্গল বা পরমমঙ্গল শুদ্ধভক্তের কথা কীর্ত্তন করিবেন, আর তদ্বিরোধী অসুর-দৈত্য-দানবগণও জগতে থাকিয়া তাহাদের আসুরিক স্বভাবের পরিচয় প্রদান বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বিরোদ্ধাচরণ করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম অধোগতি লাভ করতঃ ভীষণ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জগতের মানব-দেহধারী অসুর-দৈত্যগণের ঐ প্রকার শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সাধুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং রিপুর আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'আর কিছু না করিয়া' বাক্যটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেই আমরা পথ পাইয়া যাইব। বৈষ্ণব অভ্রান্ত। তিনি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়শূন্য। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" কথা বৈষ্ণবের উপর প্রযুক্ত হয় না। মহামুক্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভ্রান্তভাবে জানাইয়াছেন

যে, 'আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম ধরিয়া' উচ্চৈস্বরে ডাকিলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য করুণাশক্তি আর্ত্ত ভক্তকে রক্ষা করিবেই। অন্যথা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবকুলের এমন কি শক্তি আছে যে নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা এই দুর্দ্দমনীয় অনর্থের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? নিজচেষ্টায় হইবে না বলিয়া যে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাও নহে। ক্রন্দনমুখে শরণাগতির পথে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। আমাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া, ব্যাকুল ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইবে। গুরুবৈষ্ণব এবং শ্রীভগবান্ ইহাদের করুণা-বিতরণের প্রণালী একই প্রকার। অতি দূরে থাকিয়াও তাঁহারা আমাদিগের অতি নিকটেই আছেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহারা সকলে বিরাজিত আছেন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তর হইতে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাকুল বেদনাভরা ক্রন্দন বৈষ্ণবের কর্ণে পৌঁছিয়া যাইবে। তাঁহারা ভক্তবৎসল, করুণাময়। আমাদের বিপুল ভরসা আছে যে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কখনও চুপচাপ বসিয়া থাকেন না, আর্ত্তকে—শরণাগতকে চিরদিনই রক্ষা করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে অন্য কিছু করিতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে বলিলেন। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু। তাঁহারা হরিদাস—গুরুদাস। সুতরাং মায়ার শাণিত অস্ত্রশস্ত্র বৈষ্ণব-কিঙ্করের নিকট নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমরা অনেকসময় ভ্রান্ত হইয়া মনে করি, বৈষ্ণবগণ যখন নিকটে নাই তখন বাতুলের মত তাঁহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আশু বিপৎ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য নিজে চেষ্টা করিয়াই দেখা ভাল। কিন্তু গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া নিজে নিজে চেষ্টার কসরৎ দেখাইতে গেলে যে কি ফল হইবে, ব্যাসদেব তাহা মহাভারতে কুরুসভায় দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু পূর্ব্বেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কুরুসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলেন, তখন দ্রৌপদী ব্যাকুলভাবে পঞ্চস্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় নিজে নিজেই বস্ত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করতঃ একহাত ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন শ্রীকৃষ্ণের কোন সাড়াই নাই। তিনি তখন অতি দূরে—দ্বারকায়। নিজের সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া একান্ত শরণাগত

হইয়া বস্ত্ররক্ষার কোনই চেষ্টা না করিয়া তদ্‌গতচিত্তে যে মুহূর্ত্তে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন তন্মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। তাঁহাকে তিনি রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন কেবলমাত্র দ্রৌপদীর একান্ত শরণাগতির ভাবটী উদয় হওয়ারই অপেক্ষায় ছিলেন। সুতরাং 'আর কিছু না করিয়া' এই মহামূল্য উপদেশের অনুসরণ ব্যতীত আমরা যদি অন্য কোন প্রকারে চেষ্টাদি করিতে যাই তাহা হইলে বৃথা সময়ক্ষেপ হইবে মাত্র। অতএব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি মহাজনবৃন্দের অমূল্য উপদেশাবলী যদি আমরা কণ্ঠভূষণ করিয়া চলি তাহা হইলে আমাদের আর বিপদের কোনই আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

—শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮-শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে
শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি
[৯]

হে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব !

আজ আপনাকে আশ্রয় করিয়া পরম পবিত্রা শুদ্ধ-ভক্তি প্রদায়িনী মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। এই তিথিতে আপনার একনিষ্ঠ-সেবকগণ গুরুনিষ্ঠাপূরিত হৃদয়-ডালিতে শ্রদ্ধাকুসুম লইয়া আপনার শ্রীরাতুল-চরণকমলে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমি ভক্তিহীন কি কখনও আপনার মনোভীষ্ট পুরণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া শ্রীচরণ কমলে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিব ? হে করুণার ঘন-বিগ্রহ ! তাই অদ্য এই দুর্ভাগা শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির অভাবে কেবলমাত্র অশ্রুবিন্দু শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছে, তাহাই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিরূপে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

পতিত-দুর্গত, কলি পরাহত, স্বরূপবিস্মৃত মায়াবদ্ধ মাদৃশ অধমজনকে উদ্ধারের নিমিত্ত পতিতপাবন মূর্ত্তিতে গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আপনি ঔদার্য্য-শিরোমণি শ্রীগৌরহরির সেই করুণা-রাশির মূর্ত্ত-ঘন-বিগ্রহ। তাই নিখিল ভুবন-বাসীর মঙ্গল নিমিত্ত তত্ত্ব জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা, তাহারা যে স্বরূপগত কৃষ্ণদাস বা গৌরদাস তাহা উপলব্ধি করাইয়াছেন। সুতরাং এ অধমকেও আপনার পাদপদ্মের দাসত্ব দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে শ্রীগৌর-করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহ !

বদ্ধজীব পরম ধর্ম্মের অনুসন্ধান রাখে না, কেবলমাত্র লোক ধর্ম্ম করিতে চায়। অসার মাকাল ফলের লোভে পড়িয়া অনিত্য সংসারে গণ-গড্ডলিকার পিছনে ধাবিত হয়; কোটি বিঘ্নাবৃত ভক্তিপথের সন্ধান খুঁজিয়া পায় না। ব্যাস গুরু-পরম্পরা জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই পরম ধনের বার্ত্তা জগতে ঐপ্রকার মায়ামোহিত জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেন। আপনি সেই ব্যাসাভিন্ন গুরু-পরম্পরার একজন অন্যতম। সুতরাং এই অধমকেও ভক্তিপথের সন্ধানদানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে গৌরসুন্দরের নিজজন !

আপনি ভুক্তি-মুক্তির কুহকনাশিয়া জগতে ভক্তির উত্তমতা দেখাইয়াছেন। আপনি ভক্তিবিহীন মরু-ধরণীতে কৃষ্ণ-প্রেম-বন্যা প্লাবিত করিয়াছেন। আপনার সেই কৃষ্ণ-প্রেমের ধারা সৌভাগ্যশালী সুধি-সজ্জনগণ উন্মুখপানে কর্ণপথে পান করিয়াছেন। কিন্তু আমি অতীব ভাগ্যহীন, তাই সেই কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে কৃপা করিলেও আমি তাহা নিজের অযোগ্যতাবশতঃ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আজ এই শুভ-তিথিতে আপনার শ্রীচরণ সেবার যোগ্যতা দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে জগদ্‌গুরো !

কর্ণের দ্বারা দর্শন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, কর্ণের দ্বারা আস্বাদন, ভক্তিসাধনে একমাত্র সহায় যে কর্ণ তাহা আপনি বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন আপনাকে এই জড়-চক্ষুর দ্বারা দর্শনে কেবলমাত্র অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। তাই আপনার দর্শন তখন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এখন

বুঝিয়াছি যে, আপনার শ্রীবিগ্রহের সুষ্ঠু দর্শন আমার পক্ষে তখনই সম্ভব হইবে যখন আমি চারি দোষ ও চারি অনর্থশূন্য হইয়া নিষ্কপটচিত্তে আপনার নিজজনের আনুগত্যে আপনার শ্রীরাতুলচরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিব। কিন্তু প্রভো! উক্ত দর্শন তাও সম্পূর্ণ আপনার অহৈতুকী কৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং অধমকে অহৈতুকী কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী!

অনাদিকাল হইতে মায়ার কবলে পতিত ছিলাম। আমরা দেশ-দেশান্তর হইতে আপনারই আকর্ষণে সকলে সেবকসূত্রে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়াছি। সহস্র মাতৃগর্ভস্থিত চঞ্চলমতি শিশু-সন্তান একত্রিত হইয়া আপনার ন্যায় পারমার্থিক পিতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি এবং হইতেছি। সহস্র মতাবলম্বি সহস্র শিশু-সন্তানদিগকে একত্রিত করিয়া একই প্রয়োজনে, একই অভিধেয়ে একই সম্বন্ধে সবার সহিত যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। মহা-মিলনের এই মহাক্ষেত্রে সবাইকে গুরু ও কৃষ্ণসেবার অধিকার দান করিয়াছেন। সুতরাং এ অধমকেও গুরু-কৃষ্ণ সেবার অধিকার দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে পরমকারুণিক!

আপনি মাদৃশ অধমকে গৃহ হইতে টানিয়া হরিভজনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি প্রকট থাকাকালে আপনার কোন সেবা করিতে পারি নাই। আপনি এ অধমকে এমনই কৃপা করুন যে—কৃপার দ্বারা আপনার নিজজনগণের আনুগত্যে আপনার মনোভীষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পূরণ করিতে সমর্থ হই। ইহাই শ্রীচরণে এ অধমের সকরুণ প্রার্থনা।

হে গুরুদেব!

পতিত পাবন তুমি,　　পতিত অধম আমি,
সেবা আশে মোর কাঁদে না পরাণ।
শ্রীব্যাসপূজার শুভ-　　বাসরেতে প্রণমি
অধিকারী হব কি পূজিতে শ্রীচরণ?
হে পতিত বন্ধো,　　হে অনাথ তারণ,
দীনাতিদীন এ ভিক্ষা করে।
যেন হৃদয় মাঝারে　　তোমার শ্রীচরণ
সতত' সেবিতে পারে॥

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ　　শ্রীচরণসেবাভিলাষী—
পোঃ ও জেলা—মথুরা (উঃ প্রঃ)　　**"শ্রীনিকুঞ্জবিহারী"**

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, নবনির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের অতুলনীয়, অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য-মণ্ডিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৪শে গোবিন্দ, ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ৩০শে গোবিন্দ (৪৮৩ গৌরাব্দ), ৯ই চৈত্র (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), ২৩শে মার্চ্চ (ইং ১৯৭০), সোমবার দিন পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-সভাপতি নিতলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** সমাধিপীঠে নবনির্ম্মিত মন্দিরগর্ভে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীধাম-পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হন, তাহা যথাক্রমে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, সোমবার দিন সপ্তাহকালব্যাপী মহা-মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সভায় ঝারগ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই দিনের বিষয়বস্তু ছিল শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার ধারা ও ইহার প্রয়োজনীতা।

উক্ত দিন বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিগণের বক্তৃতা হইলে সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তদীয় অমূল্য জীবনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত অবদান সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। পরিশেষে শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সমিতির তরফ হইতে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ভক্তমণ্ডলীকে স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই বৎসর রাজনৈতিক গোলোযোগের জন্য পরিক্রমার প্রথম দিবস অর্থাৎ ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার দিন পূর্ব্বপরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী

কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী পরিক্রমা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ দিন সকাল হইতেই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, বুধবার দিন প্রাতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ ভাগিরথী গঙ্গা স্পর্শণ করতঃ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীর্ত্তনাখ্য **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ** স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পরিক্রমান্তে সুবর্ণ-বিহার হইয়া **শ্রীনৃসিংহদেবপল্লীতে** পরিক্রমা-সঙ্ঘ উপনীত হন। তথায় মধ্যাহ্ন-প্রসাদ গ্রহনান্তে শ্রীহরিহরক্ষেত্র হইয়া স্মরণাখ্য **শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ** হংসবাহন দর্শনান্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

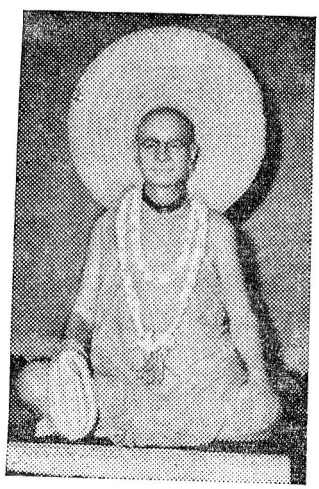

আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের অর্চ্চাবিগ্রহ

৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার দিন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাহেতু অতি প্রত্যূষেই মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন বিশেষ আনুষ্ঠানিক ভাবে মাঙ্গলিকতা সূচনা করে। চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যের আয়োজনে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসিগণকে সাতিশয় ব্যাপৃত দেখা যায়।

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের পৌরহিত্যে সমাধিপীঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চামৃত-মিশ্রিত গঙ্গোদকে যথাবিধি অভিষেককার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুললিত স্বরে বেদাদিশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; অদূরে যজ্ঞানলে ওঁ-কার-সমন্বিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দানরত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি উপবিষ্ট।

নাট্যমন্দির ও শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অগণিতব্যক্তি অনিমেষ-নেত্রে এই মহাভিষেক দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহ অভিষিক্ত হইলে পর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভক্তবৃন্দ অভিষেকের সৌভাগ্য গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি ও নারীগণের হুলুধ্বনি, সংকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খনিনাদ নানাবিধ বাদ্যের শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-সুখে নিমগ্ন হন। এই দিন পক্ষবর্দ্ধিনী-মহাদ্বাদশীর উপবাসহেতু অন্নজাতীয় প্রসাদ বাদে ফল-মূল, ছানা-দধি প্রভৃতি প্রসাদ ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করা হয়।

উক্ত মহোৎসব-অনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণও কৃপাপূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে সেবার সুযোগ দান করিয়াছেন।

বৈকালে পাদসেবনাখ্য **শ্রীকোলদ্বীপস্থ** সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ও অর্চ্চনাখ্য **শ্রীঋতুদ্বীপস্থ** রাতুপুর কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। সন্ধ্যায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজের স্মৃতিসভার আয়োজন হয়। এই দিনও পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং স্থানীয় নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত আশুতোষ সিদ্ধান্ত-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মহাশয় যাঁহার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া অদ্য বিরাট্ সভার আয়োজন করা হইয়াছে তাঁহার অতুলনীয় বহুমুখী প্রতিভার কথা সাবলীল গতিতে প্রাঞ্জল ভাষায় আবেগভরে হৃদ্যতাপূর্ণভাবে দীর্ঘসময় ধরিয়া বক্তৃতা করেন ও পরিশেষে তিনি বলেন,— "শ্রীল মহারাজের জীবন-চরিত্রের অনন্ত-বৈচিত্র্যতার কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। তাঁহার অকৃত্রিম ও অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষীত হইলে আমাদের সুনিশ্চিত মঙ্গল হইবে ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।" তদনন্তর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও অল্পবিস্তর তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ তদীয় সতীর্থের দিব্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া বাষ্পপুরীত নয়নে গদ্‌গদ্‌ভাবে পরিশেষে বলেন,— "তাঁহার বিরহ-ব্যাথা যে কিরূপ দুর্ব্বিসহ তাহা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। তাঁহার বিরহে আজ অপূরণীয় অভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি—ইহা শুধু আমাদের কেন ধর্ম্মদুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বিশ্বের অপূরণীয় অভাবই বলিতে হইবে।" তাঁহার এইরূপ আবেগপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী বর্ক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারিজী "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" মহাজন-পদাবলী ও শ্রীকানাইলালদাস ব্রহ্মচারীজীর নায়কত্বে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শুক্রবার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে পরিক্রমা-সঙ্ঘ বন্দনাখ্য **শ্রীজহ্নুদ্বীপস্থ** জান্নগর হইয়া বিদ্যানগরে পৌঁছেন।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে একাদশীর পারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তথা হইতে দাস্যাখ্য **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপস্থ** মামগাছিতে পৌঁছিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ভক্তগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, শনিবার প্রাতে পূর্ব্বদিনের ন্যায় সখ্যাখ্য **শ্রীরুদ্রদ্বীপ,** শ্রবণাখ্য **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** হইয়া আত্মনিবেদনাখ্য **শ্রীঅন্তর্দ্বীপস্থ** শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমান্তে চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করতঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠ ও তদীয় সমাধি-মন্দিরে পরিক্রমা-সঙ্ঘ উপনীত হন। এই বৎসর মধ্যাহ্ন-প্রসাদের এই স্থানেই ব্যবস্থা করা হওয়ায় যাত্রিগণ উক্ত মঠে প্রসাদ পাইলে বৈকালে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও পরিক্রমান্তে সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাত্রিগণ উপনীত হন।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে যথারীতি মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও পরে মহাজন পদাবলী-কীর্ত্তন হইতে থাকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ দিন পারায়ণ হয়। অপরদিকে দীক্ষা-লাভেচ্ছু ভক্তগণ সমিতির আচার্য্য-সভাপতি মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ, সোমবার দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দোৎসব উপলক্ষে সকাল ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আগত ব্যক্তি-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে সদ্য-দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও হোমাদিক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক দিবসের সন্ধ্যায় বিরাট মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চদিবস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শেষের ত্রয়ঃদিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রত্যহই বিভিন্ন বক্তাগণ বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। এই মহান্ উদ্দেশ্যে সমিতির সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও অনেক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

মহৎসেবা

হুগলী-জিলার শ্রীরামপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর সেবা-আদর্শ শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ দীর্ঘদিন হইতেই অবগত হইয়া আছেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে নবনির্ম্মিত শ্রীসমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহাদের শুভ সেবা-প্রচেষ্টা সকলেরই সেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে আমাদের প্রার্থনা। উক্ত কার্য্য দক্ষতার সহিত সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের তত্ত্বাবধানে খুব অল্প সময় ও সুষ্ঠভাবে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় সমিতির সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন।

—প্রকাশক

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
ইং ১৩।৪।১৯৭০

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী **২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, ইং ৭ই জুন ১৯৭০, রবিবার** দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** কতিপয় সেবক **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের** জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্ত-দিবসে **হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময়** রওনা হইবেন, অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিতি থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—৩০শে চৈত্র, ১৩৭৬।

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫'০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **দশ/বার সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩'০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০'০০ টাকা আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রি ১৫০'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা **যাত্রা-দিবসে** অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট × ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, **ত্রিযুগীনারায়ণ**, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডুকাটা-গণেশ, **গৌড়ীকুণ্ড**, **কেদারনাথ**। তথা হইতে অবতরান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ হইয়া **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ** পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০'০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্ব্বেই তাহা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পর্য্যন্ত।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২৩ মধুসূদন, ৪৮৪ গৌরাব্দ ; বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৭ ; ইং ১৪।৫।১৯৭০ { ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

পুত্রাদুচ্চৈরপি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ-
র্গোবিন্দং যাদ্ভুত রসবতী প্রক্রিয়াসু প্রবীনা।
সখ্য শ্রীভির্ব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীং নয়ৈ স্ত
দ্গোপেন্দ্র যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাং॥ ১১॥

যিনি নিজ পুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেন, যিনি আশ্চর্য্য পাকাদি কার্য্যে প্রবীণা এবং যিনি নিজ সখ্যভাব দ্বারা যশোদা ও গোপরাজ নন্দের অতিশয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন, সেই ঈশ্বরী রোহিণীকে আমি ভজনা করি॥ ১১॥

উদ্যচ্ছুভ্রাংশুকোটিদ্যুতি নিকর তিরস্কার্য্যুজ্জ্বলশ্রী
র্দুর্ব্বারোদ্দামধাম প্রকর রিপুঘটোন্মাদ বিধ্বংসিগন্ধঃ।
স্নেহাদপ্যুন্নিমেষং নিজমনুজমিতোঽরণ্যভূমৌ স্ববীতং
তদ্বীর্য্যজ্ঞোঽপি যো ন ক্ষণমুপনয়তে স্তৌমিতং ধেনুকারিং ॥১২॥

কোটি চন্দ্রের দীপ্তি অপেক্ষাও যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, যিনি দুর্ব্বার ও অতি দুর্দ্দান্ত রিপুগণের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এবং যিনি স্নেহবশতঃ অরণ্য প্রদেশে নিমেষকালের নিমিত্তও চঞ্চল বলিয়া নিজ অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতেন না অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তদীয় বলবীর্য্য অবগত হইয়াও যিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না, সেই ধেনুকারী বলদেবকে আমি স্তব করি ॥ ১২ ॥

পর্য্যন্য নামা নিজনপ্তৃগর্ব্বৈঃ পর্য্যন্য লক্ষানভিতো বিনিন্দন্।
যো নর্ম্ম তন্বন্মতেঽস্য কর্ণে নমাম্যহো কৃষ্ণপিতামহং তং ॥ ১৩ ॥

যাঁহার নাম পর্য্যন্য, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অহঙ্কারে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার পৌত্র এই বলিয়া অন্যান্য মেঘগণকে নিয়ত অবজ্ঞা করিতেন এবং যিনি এই সমস্ত রহস্য বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিহার করিতেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীপর্য্যন্যকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

প্রিয়স্য নপ্তুঃ সুখতোঽতিগর্ব্বাৎ পাদৌ ন যস্যাঃ পততঃ পৃথিব্যাং।
নমামি নর্ম্মাচ্চিত নপ্তৃ চন্দ্রাং বীরয়সীংকৃষ্ণপিতামহীং তাং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ আমার নাতী, আমার প্রিয় কৃষ্ণের কতই সুখসমৃদ্ধি এই বলিয়া যিনি অহঙ্কারে পৃথিবীতে পা দিতেন না এবং নাতী বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা হাস্যপরিহাসাদি করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী বলিয়া যাঁহার কৌতুক কথা শুনিতে ভালবাসিতেন, সেই বরীয়সী কৃষ্ণপিতামহীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

শ্বেত শ্মশ্রুভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণাভিজ্ঞঃ
সংসদি সন্ততংব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোঽর্চ্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্ব্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবসন্ সগোষ্ঠমবতান্নান্নোপনন্দঃ সদা ॥ ১৫ ॥

শ্বেত শ্মশ্রুরাজীতে যাঁহার মুখ অতি সুন্দর, যিনি শ্যামবর্ণ ও পণ্ডিত এবং সকল মন্ত্রণাভিজ্ঞ ব্রজপতি নন্দের সভায় যিনি অবস্থিতি করিয়া নিয়ত পূজিত

হইতেন ও যিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন সেই কৃষ্ণপিতৃব্য উপানন্দ নিয়ত এই গোষ্ঠ রক্ষা করুন ॥১৫॥

গৌরঃ কোমলধীরুদারচরিতঃ স্নিগ্ধো ব্রজেন্দ্রানুজঃ
শ্যামশ্মশ্রুবলং তদীয় চরণে ভক্তঃ সুনন্দাপিতা।
যঃ প্রাণৈঃ পরিমঙ্ক্ষ্য মাধবসুখং দত্ত্বা মহিষ্যাঃ পরং
সন্নন্দস্তনুতে স পাতু নিতরাং নঃ কাসরীণাং পতিঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি গৌরবর্ণ সুকোমলমতি ও উদারচরিত, যিনি নন্দের কনিষ্ঠ ও স্নেহের পাত্র শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুরাজীতে যাঁহার মুখ অতি সুন্দর, নন্দের প্রতি যাঁহার অতিশয় ভক্তি, যিনি সুনন্দার পিতা এবং যিনি মাহিষদধি দ্বারা প্রাণপণে নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ নীরাজনায় তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসন্ততি বিস্তার করিতেছেন সেই মহিষীপতি সন্নন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্যুবাতি মধুরোজ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যৈর্জিত গীষ্পতির্ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তমা প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি শ্যামবর্ণ ও সূক্ষ্মমতি, যিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন, যিনি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পাণ্ডিত্য বলে বৃহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রজপতি নন্দের বাম ভাগে অবস্থিত এবং যিনি প্রিয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপণে রক্ষা ও নিয়ত উপদেশ করিতেছেন, আমি প্রীতিপূর্ব্বক সেই উপানন্দ পুত্র সুভদ্রকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

দৈত্যাদ্ভীতেরতিবিকলধীঃ কোমলাঙ্গস্য সূনোঃ
কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ সতত মবনেবৎসলা ব্যগ্রচিত্তা।
কৃচ্ছ্রৈরম্বাং বহুভিরভিতোহন্ত সন্তোষ্য শূরং
দৈত্যঘ্নং যা সুতমজনয়ৎ সাম্বিকা পাতু ধাত্রী ॥ ১৮ ॥

যিনি বাৎসল্যবশতঃ দৈত্যভয়ে অতিশয় ব্যাকুল ও কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের রক্ষায় সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উপবাসাদি বহুবিধ ব্রতাবলম্বনে জগন্মাতা ভগবতীকে সন্তোষ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার অনুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

নাদৈর্যস্য স্ফুটতি পরিতোদিব্য বিধ্যণ্ডকোটিঃ
কে তে তাবৎ কিল দিতিসুতাঃ ক্ষুদ্রকাৎ ক্ষুদ্রজীবাঃ।
স্নেহন্মাত্রা বিজয়মভিতো রক্ষণে সন্নিযুক্তং
কৃষ্ণস্যারাৎ পরমিহ ভজে হন্ত ধাত্রী সুতং তং ॥ ১৯ ॥

যাঁহার বীরত্বসূচক শব্দে অর্থাৎ এই সমস্ত দানবগণ ইহারা কে? ইহারা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জীব ইহাদিগকে আমি অতি দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি ইত্যাকার অহঙ্কারসূচক বাক্যে অন্তকটাহ স্ফুটিত হইত এবং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া জননী অম্বিকা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই ব্রজমণ্ডলে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়কে আমি ভজনা করি ॥১৯॥

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনক-সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননীসূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বাৎসল্য-রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনকজাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধরসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম্ম-বিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারের অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার দোষ আহূত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-অবলম্বনপূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুতে মর্য্যাদা-বিচারাত্মক দাস্যরস-মূলক মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব-মাত্র বর্ত্তমান—জানিয়া কৃষ্ণভজনের পারতম্য-নির্দ্দেশে স্বীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ-ধৃষ্ট জীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদাপথের সেব্য ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইবার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বস্তু-জ্ঞান-পূর্ব্বক আপনাকে হীন জ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মনে করি।

বর্ত্তমান কালে আমরা নানাপ্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদের নিকট দার্শনিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের দ্বারা ভগবৎসেবার ক্রিয়াগুলি উপাদেয়ভাবে চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মল-সমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা নাই,—বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্ম্মল অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন-রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্যবিচারকে গুণজাত রাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকারলাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ কান্তরূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুকে পাল্যজ্ঞান করিলে উহার প্রভুত আসিয়া আমাদের নিত্যকৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখারূপে জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের নানা

মনোরথ চালাইবার জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানাপ্রকার আব্দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনাই ভগবত্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবের—যে-কালে মাতা-পিতার সেবায় আমাদের কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে অসমর্থাবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধার্থ অপর-তোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন-দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট সেবা-লাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানের জনক-জননীসূত্রে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি; যেহেতু আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপর-তোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ ও অচিজ্জগতের সমগ্র মানব-জাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদিগের সেবা বিধান করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর)

১৮। বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার কি ?

"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি-বিনোদ না সম্ভাষে' তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি ॥"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)—৭

১৯। ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারীর প্রতি শরণাগতের ব্যবহার কি ?

"বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥"

—শঃ

২০। লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ করা কি উচিত ?

"বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা-স্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

২১। কাহাদের সহবাস উচিত নহে ? বিষয়াতুরগণ যদি বৈষ্ণব চিহ্নধৃক্ হ'ন, তবে তাহাদের সঙ্গ কি বিধেয় ?

"দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ' ৪৬', সঃ তোঃ ৭।৪

২২। জড়বিদ্যায় অনুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥"

— শঃ

২৩। ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অনুকূল বিদ্যাকে কিরূপভাবে বর্জ্জন ও বরণ করিতে হইবে ?

"ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী-কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

—কঃ কঃ 'উপদেশ'—১০

২৪। বিজ্ঞব্যক্তি কি বৃদ্ধকালের জন্য হরিভজন স্থগিত রাখেন?

"জীবন-সমাপ্তিকালে, করিব ভজন,
এবে করি গৃহ সুখ।
কখন এ কথা নাহি কহে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥"

—কঃ কঃ 'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি—৪

২৫। ভক্তগণের জীবনযাত্রার বিধি কি? আধিক্য ও ন্যূনতায় কি অসুবিধা হয়?

"ভাল-ভাল ভোগ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবন-যাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন তাহাই আহরণ কর। অধিক বা স্বল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আরহণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

২৬। দেবতান্তরের নিন্দা ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

"অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; * * * তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন,—কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে যে-সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে-সমুদয়কে সম্মান করিবেন; **যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্‌ভাব শিক্ষা করিতেছে।** অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়,—চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকে না। —চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৭। বৈষ্ণব-চিহ্নধৃক্ ও বৈষ্ণবাভিমানী কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাজ্য?

"বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব-অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ত্ততা-পূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব-আচার্য্য-দিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।"　　—চৈঃ শিঃ ৩।২

২৮। মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্ত্তব্য ?

"মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্ত্তব্য নয়।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

২৯। মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দৃষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না ?

"মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি ?' সঃ তোঃ ৫।১২

৩০। ভক্তিবহির্ম্মুখগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

"তব কই নিজ-মতে　　ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক,　　তুয়া ভক্তিবহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥
বৈমুখ বঞ্চনে,　　ভটসো সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরতঃ　　ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকত-চরণ করি' সার॥"　　—শঃ

৩১। বহুজন-সাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ?

"বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয়; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩২। সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন ?

"মদ্য, গাঞ্জা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত' কথাই নাই, **তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়**; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের

বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়; এমত কি, তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৩। উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপজনক ও পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

"ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম্র-আসবাদি সেবায় যে লোভ থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

৩৪। বিষয়ি লোকের মনস্তুষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে কি?

"কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-ঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৩৫। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল?

"জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট।" —'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। দ্যূতক্রীড়া কি কি? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল?

"যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়া-স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশ-পঁচিশ, বাঘ্‌বন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সকল স্থানকে 'দ্যূতক্রীড়া'-স্থান বলা যায়। অধুনাতন 'লটারি' গৃহকেও দ্যূতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূতক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্য বিষম

কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে; তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না।"

—'কলি', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।১

৩৭। পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

"পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৩৭

৩৮। 'মাৎসর্য্য' কাহাকে বলে ? মাৎসর্য্য ও প্রেম কি পরস্পর বিরোধী ?

"পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—'মাৎসর্য্য'। 'মাৎসর্য্য' ও 'প্রেম'—পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই।

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জানাও তাঁরে নতি

ওরে লুটিয়ে পড় ভক্তি-ভরে।
গুরুর চরণ-তলে,
পূরিবে তোর মনোভিলাষ
তাঁহার কৃপা-বলে।
যা' কিছু তোর সঁপে দে তাঁয়,
তিনি ছাড়া তোর কেহ নাই,
তাঁর কৃপাতেই পার্‌বি যেতে
ভব-সাগর-কূলে।
বিপদ্-বাধা কাট্‌বে রে তোর,
ডাক্‌না গুরু ব'লে।

গুরুর শরণ ছাড়া জীবের
নাইকো কোনই গতি'
হরির পূজন হয় না কভু
গুরুর শরণ ত্যজি'
গুরুর চরণধূলি মেখে
ভজন কর তাঁর নিদেশে,
তবেই রে তোর ব্যাকুল ডাকে
আস্‌বে জগৎপতি
যাঁহার কৃপাতে মিল্‌বে হরি
জানাও তাঁরে নতি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫১)

অনন্তর অর্চ্চন সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চ্চন। যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে মন্ত্রগুরুর আশ্রিত হইয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আচার্য্য হইতে অর্চ্চন-প্রণালী অবগত হইয়া অভীষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে। যদিও ভাগবতমতে অর্চ্চন ব্যতীতও শরণাগতি প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুগমনশীল যে সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন।

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গই মুখ্য। বিশ্রব্ধলব্ধচিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনই গৃহস্থভক্তগণের পক্ষে মঙ্গললাভের মার্গস্বরূপ। অপরের দ্বারা অর্চ্চন করাইলে নিজের বিষয়-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আলস্য প্রতিপাদিত হয়। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চ্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের পক্ষে দ্রব্যসাধ্যত্ব-

নিবন্ধন পরিচর্য্যামার্গ অর্চ্চনমার্গ হইতে সবিশেষরূপে প্রাপ্ত হইলেও বিধি-সাপেক্ষ বলিয়া অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবদর্চ্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেবন স্থানীয় দেবতাগণের মূল সেবনস্বরূপ বলিয়া তাহা না করিলে মহাদোষ ঘটে। এজন্য স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥

যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণযোগ্য নহে। যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য বলিয়া কথিত।

দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চন না করিলে নরকপাত শ্রুত হয়। অসক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীহরিপূজাকালে বা পূজিত অবস্থায় দর্শন করিলে অর্চ্চন-ফল লাভ হয়। অর্চ্চনবিষয়ে মানসযাগও বিহিত আছে। অর্চ্চনকারীর পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা আগমে—

দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥

অনুপনীত উপনয়নরহিত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপনয়নের পরই তাহা হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র ও দেবার্চ্চনে অধিকার নাই। এজন্য নিজকে দীক্ষিত করিতে হইবে।

শাস্ত্রীয়বিধান শিক্ষা-বিষয়ে বিষ্ণু-রহস্য বচন—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥

বিধিবচন না জানিয়া কেবল ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে বিধানোক্ত অর্চ্চনাপেক্ষা শতভাগের একভাগ মাত্র ফল লাভ হয়। এখানে ভক্তি অর্থে পরম আদর সহকারে। অন্যথা তাহাও হয় না। বিধিবিষয়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুসরণ কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥

কুর্ম্মপুরাণে—সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্।
চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—যেষাং গুরৌ চ জপো চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর বিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তাঁহাদেরই বাক্য গ্রহণযোগ্য; যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুতুল্যরূপে-সমত।

বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদ, কৃতব্রত, সদাচারী বৈষ্ণববিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া যত্নপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট বিষয় আচরণ করিবে।

গুরু, জপ্যমন্ত্র এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য গ্রহণ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অম্বরীষ-চরিত্রে জানা যায় যে, তিনি ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরমপুরুষ শ্রীহরিতে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, মন্ত্রসকল ভগবন্নামাত্মকই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহা নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্তৃক সমর্পিত শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে কেবল ভগবানের নামসকলই অন্য নিরপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। অতএব মন্ত্রসকলের নাম অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যলব্ধ হইতেছে না বলিয়া তদ্বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তর—যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষিগণকর্ত্তৃক অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে বিশেষ মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব তাহার লঙ্ঘনে শাস্ত্রমর্য্যাদার অপালনহেতু প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। এই মন্ত্রদীক্ষা পুরশ্চরণাদি এবং ন্যাসবিধান ব্যতীতও জপ মাত্রেই সিদ্ধিপ্রদ হয়। সনৎকুমার সংহিতাবচনানুসারে জানা যায় যে গোপালমন্ত্রে সাধ্য সিদ্ধ, সুসিদ্ধ এবং অরি-জ্ঞান করিতে হইবে না। এই গোপালমন্ত্র সর্ব্ববর্ণগত, সর্ব্বাশ্রমগত, নানাজন্ম-নক্ষত্রবিশিষ্ট জনগণের গর্ব্বাগ্রে অতিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য উপায় সকলের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে ব্যক্তি (বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্) শ্রদ্ধাসহকারে ঐসকল উপায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সত্বর সেইসকল ফল প্রাপ্ত হন, আর যিনি উহার অনাদর করেন, তাহার আরব্ধবিষয় অসিদ্ধ হয়।

অতএব পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যে ভক্ত শ্রীহরির নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন হয় না এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া থাকেন।

অর্চ্চন দ্বিবিধ—কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। যিনি সত্বর জীবাত্মার অহঙ্কার-বন্ধন পরিবার ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রোক্ত-বিধানে শ্রীহরির অর্চ্চন করিবেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চন। যাহারা ভগবদ্ভক্তিবার্ত্তায় অনভিজ্ঞ, তাদৃশ ব্যক্তির অর্চ্চন কর্ম্মমিশ্র। সিদ্ধব্যক্তিগণও লোকশিক্ষার জন্য বিধিসকলের আচরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ এবং বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা অন্য দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

ভগবানের পীঠাবরণপূজায় গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি যাঁহারা পূজিত হন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠসেবক। অতএব মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ দুর্গাদি হইতে তাঁহারা ভিন্ন। অষ্টদশাক্ষরমন্ত্রগণেও অধিষ্ঠাতৃশক্তিরূপে দুর্গানাম পাওয়া যায়, তিনিও তদ্রূপ। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ। মায়াংশরূপা তদধীনা প্রাকৃতলোকমধ্যে মন্ত্ররক্ষা-রূপসেবাকার্য্যে নিযুক্তা হইয়া চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা দাসীর ন্যায় কার্য্য করেন, পরন্তু স্বয়ং সেবাধিষ্ঠাত্রী নহেন।

মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণকথন প্রসঙ্গে পাদ্মোত্তর ও লঘুভাগবতামৃত বচন—

১ম আচরণে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পূর্ব্বাদিক্রমে চতুর্ব্যূহ এবং চারিকোণে আগ্নেয়াদিক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি ও কান্তি শক্তিচতুষ্টয়।

২য় " কেশবাদি দ্বাদশ তিলক ও দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা।

৩য় " মৎস্যাদি দশাবতার।

৪র্থ " পূর্ব্বাদিক্রমে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি।

৫ম " ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ।

৬ষ্ঠ " শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গধনু, হল ও মুষল।

৭ম " ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান।

বৈকুণ্ঠরূপ পরমধামে ইঁহারা সকলেই নিত্যরূপে বিরাজমান। কিন্তু প্রাকৃত স্বর্গে উক্ত দেবগণ অনিত্য।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদকথনারম্ভে উক্ত হইয়াছে— সর্ব্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

গোপবেশধারী দেবদেব শ্রীহরিই সর্ব্বত্র বিরাজিত, কেবল রূপভেদহেতু নামভেদ উক্ত হইয়াছে। অতএব নামমাত্রে সাম্যহেতু অনন্যভক্তগণ ভয় করিবেন না। পরন্তু ভাগবতত্ব ও নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বহেতু বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় তাঁহাদের সৎকারই করিবেন। যিনি গোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া তদ্-গণান্তর্গত অন্যান্যের অর্চ্চন না করেন, তাহাতে দোষই শ্রুত হয়। অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন এবং বৈদিক দেবগণের স্বতন্ত্র অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন। প্রথমতঃ শ্রীহরির পূজা করিয়া পশ্চাতে আবরণ দেবতাগণের অর্চ্চন করিবেন এবং শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভূতাদিপূজা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাঁহারা আবরণদেবতাস্বরূপ নহেন। যক্ষ, পিশাচ ও মদ্যমাংসভোজী দেবগণের পূজা সুরাপানতুল্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য পূজ্য দেবগণের মধ্যে কাহারও মদ্যাদি সেবন অভ্যস্ত থাকিলেও তাহা দ্বারা পূজা করিবেন না। শ্রীসঙ্কর্ষণ বারুণী মদিরাপানে অভ্যস্ত থাকিলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ। পীঠপূজায় ভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকাপূজা সঙ্গত।

সম্প্রতি শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাঘাত হইতেছে—যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজাভীষ্ট ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহ ভাবনা পর্য্যন্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন। যে যে স্থলে নিজাভীষ্ট দেবতারূপে নিজের চিন্তাবিহিত, তত্তৎ স্থানে পার্ষদরূপে চিন্তা জানিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধ ভক্তগণের অনভীষ্ট, তজ্জন্য তাদৃশ স্থলে প্রায়শঃ উভয়ের তুল্যত্ব লক্ষ্য করিয়াই ঐক্য অভিহিত। অনন্তর কেশবাদিন্যাস সম্বন্ধে যাহাতে অধমাঙ্গের বিষয়ত্ব বর্ত্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্ত্তির ধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রসকলের জপ করিয়া তত্তদঙ্গস্পর্শ করিবেন কিন্তু তত্তৎস্থানে তত্তন্মন্ত্রদেবতাকে বিন্যস্তরূপে ধ্যান করিবেন না। ভক্তগণের তাহা অনুচিত, সূর্য্যমণ্ডলে বৃন্দাবনেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না

পরন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেই অবস্থান করেন, সুতরাং যাহা সূর্য্যমণ্ডলে শ্রুত হয়, তাহা তদীয় ধামগতরূপেই চিন্তনীয়।

মানসপূজায় বেণু প্রভৃতির যে পূজা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভগবানের অঙ্গকান্তিতে বিলীনাঙ্গ নিজের অঙ্গসমূহে নিবিষ্ট ভগবানের মুখাদিতেই চিন্তা করিবেন, নিজমুখাদিতে নহে। নিজমুখাদিতে যে তাদৃশ বেণু প্রভৃতি গৃহীত হয়, উহা কেবল ভগবানকে উক্ত প্রিয়বস্তুসকলের প্রদর্শনার্থই জ্ঞাতব্য। এইরূপ মানসপূজায় তদীয় পরিকরলীলাযুক্তত্বও কাল্পনিক নহে। তত্রত্য অসুরগণ চেতন নহে, কিন্তু যন্ত্রময় অসুর প্রতিমাতুল্য। ভগবানের বিভিন্ন লীলাসমূহের নানাবিধ প্রকাশ দ্বারা কৌতুকবশতঃ ঐসকল অসুর-প্রতিমার অনুকরণ হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় ৬২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকেই বুঝিতে হইবে। কেন না শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য হয় তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভজ্ ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোপাল-তাপনি বলেন, ভক্তিরস্য ভজনম্। অর্থাৎ হরিভজনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপার্ষদ পরমপূজ্য শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির সুষ্ঠু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত ইতর অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান, কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত তথা অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তি।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন— 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ অনুরাগই ভক্তি, এই শুদ্ধভক্তিই জীবের পরম মঙ্গল ও পুরুষার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৭।৫৫) উক্ত আছে,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষনম্॥

অর্থাৎ এই সংসারে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি ও সর্ব্বজীবকে কৃষ্ণদাসরূপে জানিয়া তাহাদের প্রতি সেবাবুদ্ধি তাৎপর্য্যই মানবের চরম কল্যাণ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১) শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তি পুনাতি-মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগনের লভ্য হইয়া থাকি। এই ঐকান্তিকীভক্তি চণ্ডালগনকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮।৫৫ শ্লোকে যথা:—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্॥

অর্থাৎ জীব সেই পরাভক্তির দ্বারাই যেরূপ বিভূতি ও স্বভাবযুক্ত আমি এবং যাহা আমার স্বরূপ, সেইরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন এবং সেই প্রেমভক্তি বলে তত্ত্ব জানিয়া মুক্তজীব আমার নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

এবম্প্রকার মহামহিমময় যে ভক্তি তাহা কিরূপে লাভ করা যাইবে। তদুত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,— 'ঈশ্বর প্রাপক ভক্তি সুদুর্লভ।' যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈঃ হরিভক্তি সুদুর্লভাঃ॥

জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ, যজ্ঞাদি পুণ্যজনক ক্রিয়ার দ্বারা জড়ীয় ভোগ সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্লভ।

ভক্তি এতাদৃশ সুদুর্লভ হইলেও কেবলমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গে তাহা সুলভ হয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণ লিখিয়াছেন,—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

অর্থাৎ ভক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের দ্বারাই লভ্য হয়। সেইজন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২২।৮০) বলেন,—

কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কৃষ্ণভক্তি এমনকি কৃষ্ণপ্রেমও সাধুসঙ্গ ফলেই সৌভাগ্যবান জীবের লভ্য হইয়া থাকে।

ভক্তির তিনটি অবস্থা যথা সাধন, ভাব ও প্রেম।

'সাধন' ভক্তি করিতে করিতে ভাবোদয় এবং ভাব সম্পূর্ণ হইলে প্রেমলাভ হয়।

সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যে সাধন তাহাকে বৈধীভক্তি এবং ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে যে কৃষ্ণ সেবা তাহাই রাগানুগা। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে যাহার যেমন অধিকার তিনি সেই প্রকার ভক্তি যাজন করিবেন।

বৈধীভক্তি প্রধানতঃ নববিধ যথা :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য তথা আত্মনিবেদন— এই নববিধ সাধনভক্তি গ্রন্থসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। এই নববিধ-ভক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে পরমপূজ্য শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। পরমপূজ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ঐসকল অঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ২২।১১২-১২৬) এবম্প্রকার লিখিয়াছেন,—

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ-প্রীত্যে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থেবাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
জানি লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যকথা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে, নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়-তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারিপ্রকার সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥

বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতেই রাগমার্গে প্রবেশাধিকার জন্মে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।

শ্রীহরিভক্তিযাজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহাভাগবতকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে। তৎপর সদ্‌গুরুর প্রদর্শিত পথে ভজন করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে ও মায়ার বন্ধন হইতে তখন আমরা মুক্ত হইতে পারিব। পরে নিত্যধামে নিত্যকালের জন্য কৃষ্ণসেবানন্দ সুখলাভ হইবে ইহাই মহাজনের উক্তি। সেইজন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রগাঢ় ভক্তিই আমাদের প্রয়োজন। শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধি তথা মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়। শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা।

পূর্ব্বোক্ত নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচরিতামৃত বলেন (অঃ ৪।৭০-৭১)—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম, 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২২) উক্ত আছে,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানযোগ তপস্যাদি অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের **নাম কীর্ত্তনাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ** তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনে হয় প্রবন্ধটি বৃহৎ হইয়া গেল, সুতরাং আর অধিক লিখিয়া পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, উপসংহারে শ্রীচরিতামৃতের কয়েকটী বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥　　(আঃ ৭।৭৩)
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥　　(অঃ ২০।১১)
তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানি, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥　　(আঃ ১৭।২৬-২৭)
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি, 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥　　(অঃ ২০।২৫-২৬)
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

উক্ত নাম কীর্ত্তনমূলা পরম ধর্ম্ম ভক্তিই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

আজ আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাবের দিন। এই দিনটি স্মরণ করিয়া আমরা ব্যাসপূজা-বাসরে সমবেত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে বরণ করি। অনুগত শিষ্যবৃন্দ ফুল, চন্দন দিয়া গুরুপাদপদ্মপূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক গুরুপাদপদ্মপূজা সমাপন হোলো কি না, সেইটাই বিচার্য্য বিষয়। পূজ্যপূজকের সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে কোন পূজাই সিদ্ধি লাভ হয় না। ব্যাসপূজা-বাসরে উপস্থিত হই, অঞ্জলি প্রদান করি, প্রবন্ধাদি লিখিয়া দীনতা প্রকাশ করিতেও কোন কার্পণ্য করি না। কিন্তু পেলাম কি? হিসাবের খাতা খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাই সবদিক শূন্যতায় পরিপূর্ণ। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সম্পূর্ণ শরণাগত না হইয়া আমার আমিত্বটুকু নিজের হাতে রাখিয়া বাহ্যিক শরণাগত দেখাইয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট হইতে বাহবা কুড়াইবার ব্যবস্থায় মসগুল থাকি ও নিজেকে বঞ্চনা করি। শ্রীগীতার কথায়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (৩।২৭)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করি। কিন্তু শাসন মানি না, শাসন না মানার জন্যই শিষ্যের অধঃপতন হয়। এ হেন শিষ্য-নামধারী জীবের ভিতর নানাপ্রকার দুর্নীতি ও ব্যাভিচার প্রবেশ করে; ফলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অবনতি হয়। এর মূল কারণও আত্মসমর্পণের অভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥" (অঃ ৪।১৯৩)

এক্ষণে, বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীগুরুদেব প্রথমমুখে আমাদিগকে যে দীক্ষাদান করেন, তাহার দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধিকার দান করেন মাত্র ; প্রকৃত দীক্ষা নহে, দীক্ষার অভিনয়। কারণ দীক্ষাকালে চিত্ত নির্ম্মল না হওয়ায় আমরা প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে দোষিত থাকি। সেবাবুদ্ধি জাগ্রত না হওয়ায় ভোগবৃত্তি দ্বারা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সদা চেষ্টিত ; ফলে অপরাধক্রমে অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হই। আত্মসমর্পণ যেখানে সঙ্কুচিত, সেখানে প্রকৃত দীক্ষালাভ অসম্ভব। তবে শাস্ত্রানুযায়ী সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হয়, তাই সদ্‌গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করি—'হে গুরুদেব ! আমার কোন যোগ্যতা নাই, কেবল তোমার করুণাই আমার একমাত্র পাথেয়। অতএব কৃপা করিয়া এ অধম দাসকে এই সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর' ইত্যাদি প্রার্থনার বহু অভিনয় করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষার কাজটি সুসম্পন্ন করিয়া লই। তারপর গৃহে গিয়া "যথাপূর্ব্বং তথাপরম্" ভাব।

দীক্ষা সম্বন্ধে বিষ্ণুযামল বলেন,—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" যে অনুষ্ঠানে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় এবং তৎফলে পাপের অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার সমূলে বিনাশ হয়, তাহাই 'দীক্ষা' নামে অভিহিত।

এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি কি—যে দীক্ষা গ্রহণের পরও আমার পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে ? অথচ নিজেকে জানিবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গমন। আমি কে এবং কেনই বা অনাদিকাল হইতে দুঃখ ভোগ করিতেছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসাই প্রত্যেক জীবের কাম্য। জগদ্বাসীর প্রতিভূ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বদ্ধজীবাভিনয়ে শিষ্যবৎ দৈন্যোক্তি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্ত করিলেন—,

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

'স্বরূপ' ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া আমরা অনাদিকাল হইতে মায়ার কবলে পড়িয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমি আমার এই অনাত্মবুদ্ধির দ্বারা সৎসঙ্গ ছাড়িয়া, অসতে মজিয়া কর্ম্মবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছি। অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেছি। হায়! হায়! এখন উপায়? সর্ব্বাকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার সন্তানগণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

"মায়া-মুগ্ধজীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই বেদপুরাণের কৃপাবলেই আমরা বিষ্ণুমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজনপরায়ণ হইতে পারি। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

এবং বৈষ্ণব-সংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ।
বিষ্ণুমন্ত্র প্রসাদেন বিষ্ণুমায়া বিমোচিতঃ॥ (৬।১০।২৯)

এইরূপে বৈষ্ণব-সংসর্গে, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে এবং বিষ্ণুমন্ত্রপ্রসাদে তুমি বিষ্ণুমায়া হইতে বিমোহিত হইবে। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয়॥

* * * * *

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫, ৫১, ৫৪)

শাস্ত্রালোচনায় আমরা আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মনস্থির করিতে পারি—যদি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান ও মন্ত্রলাভ করিতে সমর্থ হই।

নারদপঞ্চরাত্র বলিলেন,—

গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যাদ্ মন্ত্র-তন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রাশ্চ কৃষ্ণভক্তির্মতো ভবেৎ॥ (১।১০।২৪)

অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে, আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তাহাকেই তন্ত্র ও মন্ত্র বলা হয়।

আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টালিঙ্গনেন চ
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ (নাঃ পঃ ১।৬।৭১)

অর্থাৎ গুরুর আশির্ব্বাদে এবং পাদরজ ও উচ্ছিষ্ট স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া আমরা মনে করি আমাদের জীবন্মুক্তদশা লাভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত। যেখানে গুরুর আদেশ অবহেলিত, বৈষ্ণবকে উপেক্ষা সর্ব্বক্ষণ; নির্ব্বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের তরতম বিচারপরায়ণ, যে-স্থলে নিজেকে গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক-রূপে প্রচার করিবার অভিমানে নিজেই নরকের দ্বার সুগম করিয়া তুলিতেছি।

শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি "শুদ্ধ" নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (মঃ ২২।২৯)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

ন হি ধর্ম্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরম্।
পরিশ্রমঞ্চ বিফলং তপসা বৈষ্ণবস্য চ॥ (১।২।১৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্ম ও তপ প্রধান নহে; শ্রীবৈষ্ণবজনের তপস্যার পরিশ্রম অনাবশ্যক।

কৃষ্ণভক্তি তখনই দৃঢ়তর হইবে যখন জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে আমরা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইব। শ্রীচরিতামৃত বলিলেন,—

তার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫)

শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-মন্ত্রকে আশ্রয় করিলেই আমরা মায়া-পিশাচীর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভক্তিকে সাধনপথের একমাত্র পাথেয় জ্ঞান করতঃ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইব। শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের নামগ্রহণ, তুলসীসেবা করিলেই অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ তথা স্বরূপ ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে পারিব ইহাতে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না।

গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আলোচনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে খুব ধীর ও সুস্থভাবে আলোচনা ও চিন্তার অবকাশ না থাকিলে, কর্ম্মফল বাধ্যজীব আমরা অনায়াসে বিপদে পড়িব। শ্রীগুরুকৃপায় আজ এই শুভ-তিথিতে গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিলাম।

এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের দুই একটি মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিজের আত্মমঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হইব। কারণ ব্যাসপূজায় ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন করিলেই শিষ্যের সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)-তিথি-বাসরে আজ যে ব্যাসপূজার আয়োজন হইয়াছে, তাহার সুষ্ঠ্য-পালন তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা শ্রীগুরুদেবকে মরণশীল বুদ্ধি না করিয়া, শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিব। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই। শ্রীব্যাসগুরুর আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। শ্রীব্যাসানুগ জনই প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাসানুদাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তিভূষণ)
আরক্ষা বেতার প্রধানকেন্দ্র
কলিকাতা—৪০

অবতারের রহস্য

অবতারের কথা কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু অবতারের কথা অল্পবিস্তর প্রায় অধিকাংশ লোকেই শুনিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ অনেকেই অবতারকে কার্য্যতঃ না মানিয়া মুখেই মানিয়া থাকেন তজ্জন্য অতি অল্পলোককেই অবতারের সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ভাগ্য ভাল না হইলে অবতারের সেবা ত' দূরের কথা, অবতারের সহিত সাক্ষাৎকারও ঘটিয়া উঠে না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

অবতার যখন এ জগতে আসেন তখন তাঁহার সেবক ব্যতীত অন্যান্য সকলে তাঁহাকে নররূপী বা বরাহরূপী দেখিয়া জাগতিক তত্ত্বস্তুবিশেষই মনে করিয়া তচ্চরণে অপরাধের আবাহন করিয়া থাকেন। এমন কি

তাঁহার নানা প্রকার গুণ ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে একজন অসাধারণ মনুষ্যাদি ব্যতীত অন্য বেশী কিছু ধারণা করিতে পারেন না। সাধু-শাস্ত্রানুগত্যহীন স্বতন্ত্র অক্ষজদর্শনের ইহাই পরিণাম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (গীঃ ৯।১১)

মায়াতীত বা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া বা জানিয়া লইতে গেলেই তৎফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ বা পাথর বুদ্ধি এবং গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধির উদয় অবশ্যম্ভাবী। সেবা ও মাপা দুইটী পৃথক্ জিনিষ। আমরা হয় সেব্যের সেবা করিব অথবা তাঁহাকে মাপিতে চেষ্টা করিব—তাঁহার দ্বারা আমাদের কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা অন্তরে বা বাহিরে পোষণ করিব। চক্ষুষ্মান্ সাধু গুরু-শাস্ত্রের কথা না শুনিয়া মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে এই বিপজ্জনক দুরাবস্থা হইবেই হইবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রৌতপথ অথবা শাস্ত্র-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অবতারাদি-নির্ণয়ে যত্নপর হইয়া মঙ্গললাভে সমর্থ হ'ন। আর যাঁহারা এই নিষ্কণ্টক অপরিবর্ত্তনীয়, নির্ভুল বাস্তব সত্য পথের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আনুগত্য-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অক্ষজ মনোধর্ম্ম বা নিজের স্বতন্ত্র প্রয়াসকেই সম্বল করেন, তাঁহারা জন্ম-জন্মান্তর কষ্টই ভোগ করিয়া থাকেন।

জীব ভগবৎ-সেবক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া ভোগোন্মুখী হওয়ায় সে আজ মায়ার অধীন হইয়াছে। এই হরি-বিমুখ জীবের অকৃতজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা দেখিয়া কৃষ্ণদাসী মায়া তাহাকে লিঙ্গ-দেহ ও স্থূল-দেহ দ্বারা আবৃত করিয়াছে। তাই জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক বাসনাময় লিঙ্গদেহ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইয়া ভোগ ও ত্যাগের পথে ধাবিত হইতেছে। জীব—চেতন সত্য, কিন্তু চেতন হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ জড়-সংস্পর্শফলে নিজেকে এই মায়িকজগতের কোন জড়বস্তু মনে করায় তাহার দর্শন ও জড় বা অক্ষজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৎফলে নীল-চশমা-পরিহিত ব্যক্তির সাদা কাপড়কে নীলবর্ণ দেখার ন্যায় বিষয়ধূলিতে অন্ধীভূত-চক্ষু আমরা ভোগময়দর্শনে বা অক্ষজদর্শনে অবতার বা গুরুকে মনুষ্যদর্শন ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ-পাথর ইত্যাদি মনে করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি এবং এই জন্যই সাধারণ

মানবের অবতার, গুরু ও বিগ্রহ-সেবায় আগ্রহ, ইচ্ছা বা বিশ্বাস দেখা যাইতেছে না। শাস্ত্র বলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধি-
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

এতদ্ভিন্ন আবার ভগবানের গূঢ় স্বভাব জড়ীয় দেশ, কাল ও চিন্তার অতীত। তিনি যখন অবতার, গুরু বা বিগ্রহরূপকে প্রকটিত হ'ন, তখন তিনি মায়াবল দ্বারা নিজের গূঢ় স্বভাবকে এরূপ আচ্ছাদন করেন যে, তাঁহার অনন্য ভক্তগণ ব্যতীত—তাঁহার কৃপাপ্রার্থিগণ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এশক্তিটী তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। কারণ, তিনি অধোক্ষজ। দিনের বেলায় আকাশে মেঘ হইলে যেমন আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না, তদ্রূপ মায়াদ্বারা আমাদের চক্ষু বা দর্শন আবৃত হওয়ায় আমরা অবতারকে দর্শন করিতে সমর্থ হই না। একমাত্র অনন্য-ভক্তগণই নিরন্তর হৃদয়ে ইঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ভক্তিযোগদ্বারা অন্তরে বাহিরে হরি, গুরু ও বৈষ্ণব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে।

শাস্ত্র বলেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরং অচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৫১)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৬ শ্লোকে)

হে ভগবন্! দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐস্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ (ভাঃ ৩।৯।১১)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি! ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট ক রয়া থাক।

এখন আর একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, অবতার যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রকাশিত হন ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণেরই উক্তি বা ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম্মেরগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার নিজজনগণ প্রেরণ করেন। তাঁহার অবতার সম্পর্কে পূর্ব্বাভাসরূপে বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা অনুসরণ না করিয়া মনগড়াভাবে যাহাকে-তাহাকে অবতার বলিয়া দাড় করান ভক্তিরাজ্যের অনুকূল নহে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচনদাস ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পাজকা-ক্ষেত্রস্থ উড়ুপী-গ্রামে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদ-বেদাঙ্গকুশল সদাচার-রত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল—শ্রীনারায়ণ ভট্ট। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীশেষশায়ী-বিষ্ণুর আরাধনা করিতে-ছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই তপস্যার সমুচিত ফল-প্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিক্যবাদ জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন-তখনই সত্ত্বতনু বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মৃত জীবকুলের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরি-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর শ্রীবজ্রাঙ্গজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজন-বর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প

সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ-নামক স্থানে জনৈক বেদজ্ঞ বিপ্রের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়ে ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে ভৎর্সনা করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকসমীপে অধীত অনধীত—সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতা আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি; এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত-ধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্‌বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।" অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণ ভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—"পিতঃ! ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।" বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তী কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান

বাসুদেব মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা সমৎসুক, যিনি নিখিল অসৎ-শাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবিষ্ট সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে?

সাধারণ লোকের বিচার এই যে, পুত্রের সর্ব্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে-কোন-প্রকারেই হউক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা বাসুদেবের আদর্শে দেখিতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবমাত্রই নিজের হরিভজনহীনতা, মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরের হরিভজন-বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রবল স্রোতধারার ন্যায় সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যখনই ইহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখায় তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্যবস্তু চিরকালের জন্য ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে চিন্তা করিয়া—তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা প্রদান করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মাতাপিতা যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে তাঁহাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য, কৃষ্ণসেবার উপকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে; যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করে, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতাপিতার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-স্বজন-অভিমানেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডব নৃত্য জগতে দৃষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেব এইসব কথা উত্তমরূপে জানিতেন; তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজন-বন্ধু—কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাহাদের নিকট নিজসংকল্প না জানাইয়া একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ বা তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইলেন।

অদ্যাপি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, "স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাদ্যনেকগুণগণালঙ্কৃত-পদবাচ্য-প্রমাণ- পারাবার-পারঙ্গত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র - শ্রীমদ্ভৈম্মী - সত্যভামা - সমেত - শ্রীগোপালকৃষ্ণপাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্দ্বৈত-সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দ-তীর্থাপনামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাঃ।"

উড়ুপীর অষ্টমঠের ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত সমস্ত মঠের আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'আচার' ও 'প্রচার' কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরেই 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুতার্কিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বত-গণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তিনি পয়ঃস্বিনী নদীতটে সাঙ্গ-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ যতি, এই খ্যাতি লাভ করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্রতটে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক তাহার বহু চেষ্টাসত্ত্বেও দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করিতে পারিতেছে না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা-সঞ্চালনের জন্য হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন; মুদ্রা-প্রদর্শনমাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল। নাবিক সমুদ্র-তীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপী-চন্দন-খণ্ডমাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ গোপীচন্দন খণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আনিতে আনিতে পথে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি

আবির্ভূত হন। মূর্ত্তির একহস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থনরজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐকৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচার-কাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম—'শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ'। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরী'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ত্রিশজন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিত; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে 'দ্বৈতসিদ্ধান্ত'-প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, মঠাদি-স্থাপন ও তথায় সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারপূর্ব্বক (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বরচিত "প্রমেয়-রত্নাবলী"-গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটি শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, —আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥" অর্থাৎ সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

কার্দ্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

কার্দ্দমি কপিলদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। কর্দ্দমঋষির উপদেশানুসারে দেবহূতি ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ ও তপস্যানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিতে থাকিলে, তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কপিলদেব দেবহূতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়। কপিলদেব আবির্ভাবের পূর্ব্বে কর্দ্দম ও দেবহূতি নয়টি কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। কপিলদেবের আবির্ভাবের পর কর্দ্দম ব্রহ্মার আদেশানুসারে নয়জন প্রজাপতি-হস্তে নয়টি কন্যাকে সম্প্রদান-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি নির্জ্জনে কপিলদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করেন এবং তদনুমতিক্রমেই বনে যাত্রা করেন। অব্যভিচারিণী ভক্তির বলে কর্দ্দম অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কপিলদেব জননীর প্রশ্নানুসারে তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভগাবতের আলোকে আলোচনা করিলে জীব-মাত্রেরই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এখানে সেই সকল উপদেশের একটী প্রসঙ্গ—সংসার-বন্ধন ছেদনের উপায়সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কর্দ্দম ঋষি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে দেবহূতি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে স্বীয় নন্দন কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। ব্রহ্মার বাক্যে দেবহূতি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবদাবেশাবতার তাঁহার তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই তিনি কপিলদেবকে পুত্রজ্ঞানে উপদেষ্টার আসনে বসাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ না করিয়া অতিশয় সরলভাবেই কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে পরিপ্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,—বয়স, জড়বিদ্যা, বর্ণ, আশ্রয়, স্থান, কাল প্রভৃতির বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া ভগবদ্ভক্তকে কখনও প্রাকৃত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। 'নগ্নমাতৃক'-ন্যায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যে বর্ণ, যে আশ্রম বা যে বয়সেই থাকুন না কেন, তাঁহার সহিত আমাদের দেহগত যে-কোন সম্পর্কই হউক না কেন, ইহজগতের সম্পর্কে তিনি আমাদের কনিষ্ঠ হইলেও আমরা তৎপ্রতি পূজ্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইব। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, বয়স, সম্পর্ক প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভের পথে কোনও প্রকারে অন্তরায় না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দেবহূতি লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া কপিলদেবকে বলিলেন,—"হে প্রভো! আমি অসৎ-ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে যাইয়া অমি ক্রমশঃ অজ্ঞানতিমিরাবৃত সংসার-কূপে পতিত হইতেছিলাম, কিন্তু আমার বহু ভাগ্যফলে আপনারই অনুগ্রহে এই দুষ্পার প্রবৃত্তিমার্গরূপ, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে শুধু আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহেন, আপনি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জীব-মাত্রেরই নয়ন-প্রকাশক রবিরূপে উদিত হইয়াছেন। হে দেব! ভগবদিতরাভিনিবেশবশতঃ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহা আপনার স্বরূপ-শক্তির ছায়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছে। অতএব আপনি ব্যতীত আমাকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধারের কর্ত্তা আর কেহ নাই। হে প্রভো! আপনি আমার একমাত্র শরণ্য, স্বীয় অনুগত-জনের সংসারবৃক্ষ-ছেদনের আপনি কুঠার-স্বরূপ। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন।" **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী

আত্মশ্লাঘী জীবনের ইতিহাস

আমি একজন সেবাবিমুখ ব্যক্তি। স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসতৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ—এই চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্ব্বদা আমি কবলিত। আমি বহির্দৃষ্টিতে গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করিতেছি। গৃহস্থ ও মঠবাসী গুরুসেবকগণ আমাকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করেন, আমার প্রশংসা করেন, আমাকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কত সেবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন!

শ্রীগুরু-সেবকগণের নিকট হইতে এই প্রকার সম্মান-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ও সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া আমিও মনে মনে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি যে, আমি খুব বড় একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি; মঠের অন্যান্য গুরুসেবকগণ সকলেই আমা অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচার, যোগ্যতা ও ভজনে হীন। অপর সকলেরই কত দোষ, ভুল, ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধ প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল

বিচার-আচার, চিন্তাস্রোত আছে, কিন্তু আমাতে কোনপ্রকার দোষ, ভুল-ত্রুটী নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেছি—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে কত হরিকথা শুনিয়াছি—তাঁহাদের কত সেবা করিতেছি, সুতরাং আমাতে কোন প্রকার দোষ, ভুল, ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমি এতদিন হরিভজন করিয়া কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে মধ্যম-অধিকারে উপনীত হইয়াছি অর্থাৎ মধ্যম-অধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আর কিছুদিন গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিতে পারিলেই উত্তম-অধিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের পদবী লাভ করিব।

আমার ন্যায় একটি পতিতাধম, সেবাবিমুখ জীবকে দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত, দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, এবং মায়া-মোহিত—এই প্রকার অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত দেখিয়া শ্রীগৌর-নিজ-জন, পরদুঃখেদুঃখী, পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেব এ হেন নরাধমের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমার জীবনের কথা শরণাগতির মাধ্যমে আমাকে এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

আমার জীবন　　সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ　　দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি'　　পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন, স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী,　　সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা　　হৃদি-মাঝে মোর,
ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা,　　বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য-হত,　　সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া　　শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন,　　সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।

শুভকার্য্যশূন্য সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জরজর ॥
আমি তো' এখন উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন-অকিঞ্চন ।
পতিত অধমে করহ করুণা,
করি দুঃখ নিবেদন ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমার কথায় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—শ্রীল ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা আমার জীবনের সঙ্গে একমিল হইয়া যাইতেছে। আমি সত্য-সত্যই সর্ব্বক্ষণ নানা পাপাচরণে রত; প্রকাশ্যে ও গোপনে কত সময় যে কত প্রকার পাপাচরণ, বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনে কোনদিন কোনপ্রকার পুণ্য-কার্য্যও করি নাই। দেহ-সম্পর্কিত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও তদনুগ জনগণকে কত সময় কত বিষয়ে কত উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি, হিংসার বশীভূত হইয়া কত জীবকে কত ক্লেশ দিয়াছি, নিজের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সুখ-সুবিধা-আরামের জন্য পাপ-কার্য্যকে ভয় করি নাই অর্থাৎ নানাপ্রকার পাপাচরণের দ্বারা নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধা-আরাম লাভ করিয়াছি ও করিতেছি। আমি নিতান্ত নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক লাভ-পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত। অপর কেহ সুখে আছে দেখিলে আমি দুঃখী হই, সর্ব্বক্ষণ মিথ্যাকথা বলি, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা করি, কাহাকেও দুঃখে পতিত দেখিলে আমার তাহাতে আনন্দ হয়। আমার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্য মনের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অসংখ্য প্রকার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনার উদয় হইতেছে; স্বার্থে ব্যাঘাত হইলেই আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি। স্থূল-দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝি, আমি মিশনের কত কার্য্য করিতেছি, এইপ্রকারের কত দাম্ভিকতা আমি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,. আমার কত প্রভাব, এইরূপ চিন্তায় আমি সর্ব্বক্ষণ মোহিত; হিংসা-গর্ব্ব প্রভৃতি আমার শরীরের অলঙ্কার-স্বরূপ।

আমি সর্ব্বক্ষণ নিদ্রা ও আলস্য দ্বারা হত অর্থাৎ কোন সেবাকার্য্য বা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলেই ঘুম আসে, অলসতা-বশতঃ সুকার্য্য

অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য করিতে চাই না। যে কার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রীতিকর, কিন্তু আমার নিজের সুখ-সুবিধা-আরামদায়ক, সেইপ্রকার কার্য্য আমি আগ্রহান্বিত হইয়া করিতে চাই। সকলে আমার গুণ-মাহাত্ম্য-প্রশংসার কথা কীর্ত্তন করুক, আমাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিক্—এরূপ আশায় নানারূপ প্রতারণার দ্বারা সকলের নিকট হইতে ইহা লাভ করিতে চাই। এই প্রকারের একজন দুর্জ্জন ব্যক্তি আমি বাহিরের দিকে সজ্জন অর্থাৎ সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে আছি, নিকটে আছি, এইরূপ দেখাইলেও আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সঙ্গ-বর্জ্জিত। যেহেতু আমি সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণকে আমার ইহ-পরকালের একমাত্র পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, আত্মীয় বা আপনজ্ঞানে "দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"—এই ছয়টি প্রীতির কার্য্যের দ্বারা সঙ্গ করিতে অসমর্থ হইতেছি অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ, আপন গুপ্তকথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুপ্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টি সংপ্রীতির লক্ষণ প্রদর্শন বা ভক্তিপোষক সঙ্গ করিতেছি না। কাজেই বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে বাস, তাঁহাদের সঙ্গ—সকলই ব্যর্থ হইতেছে—অভিনয় মাত্র সার হইয়া পড়িতেছে। আমি সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ করিতেছি। তৎ-ফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গলের কার্য্যে আমার আদৌ রুচি দেখা যায় না; কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয় সুখজনিত নানাপ্রকার ইতর চিন্তায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট, সেবোৎসাহ নাই, মনমরাভাব, ভোগাভাবে চিত্ত জর্জ্জরিত—দুঃখিত অন্তর।

এরূপ অবস্থায় আমার এখন কি গতি হইবে, তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ জানাইয়াছেন,—"তা'তে দীন অকিঞ্চন। ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন॥" এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, আমার ন্যায় পতিতাধমও যদি এখনও একমাত্র আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি ভক্তির বাধা বা কণ্টকসমূহ পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া নিজের এইসব দুর্দ্দৈব বা দুঃখের কথা নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা

হইলে এখনও এরূপ নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে অর্থাৎ আত্মমঙ্গললাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি।

এ হেন পতিতপামর আমি কি প্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আমার এইপ্রকার দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা নিবেদন করিব, কিরূপভাবে নিবেদন করিলে বা জানাইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার সেই আবেদন-নিবেদন পৌঁছিবে—কিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরায় অসীম কৃপাবিতরণপূর্ব্বক আমাকে এই কথাগুলি জানাইতেছেন,—

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে। দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
অধমের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে। কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, পতিতজনার বন্ধু, দয়ারসাগর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ! এই সেবাবিমুখই পতিতাধম বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ মঠে বাস, গুরুগৃহে বাস, আপনাদের পাদপদ্মের নিকটে বাস, আপনাদের সঙ্গ, আপনাদের সেবা, আপনাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতেছি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে সে উপরি-উক্ত শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিজনক সর্ব্বপ্রকার বিচার-আচার ও চিন্তা-স্রোতে সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আছে। এমতাবস্থায় আপনাদের শ্রীপাদ-পদ্মে আমার সকাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সকলে এই পতিতাধমকে অহৈতুকী কৃপাগুণে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে জীবনের বাকি দিনগুলি এইপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত উপদেশসমূহ শিরে ধারণ করতঃ আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের এই সব দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারি এবং তৎফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়া এ হেন সেবাবিমুখ ঘৃণ্য জীবনকে সত্য সত্যই ধন্য করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

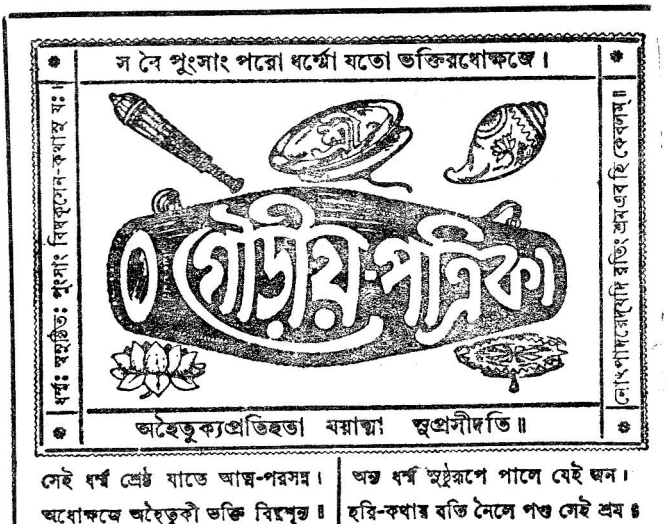

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮৪ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
সোমবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭; ইং ১৫।৬।১৯৭০

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মন্ত্রন্যাসৈরিহ মুররিপোস্তৎ পুরোধাঃ পুরস্তাৎ
সর্ব্বাঙ্গানি প্রকট নিগমো ভাগুরির্যোঽভিরক্ষ্য।
আশীর্ভিশ্চ প্রতিদিনমহো তচ্ছিরো জিঘ্রতীদং
বন্দে তাবন্মুনি সুরপতে স্তস্য পাদাব্জযুগ্মং॥ ২০॥

যিনি এই ব্রজধামে পুরোহিত হইয়া প্রথমে মন্ত্র পাঠ ও আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গের শান্তি ও স্নেহবশতঃ প্রতিদিন তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেন এবং সমগ্র বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই মুনীন্দ্র ভাগুরির পাদপদ্মযুগল আমি বন্দনা করি॥ ২০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ সংপ্রবীণঃ সখীনাং
শ্যামাঙ্গস্তৎ সমগুণ বয়োবেশ সৌন্দর্য্য দর্পঃ।
স্নেহাদ্বন্দ্বোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোঽবধূতঃ
শ্রীদামানং হরিসহচরং সর্ব্বদা তং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ের পাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বয়স্য অপেক্ষা যিনি অতি প্রবীণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং গুণ, বয়স, বেশ ও সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা আমি কৃষ্ণের সমান এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা আনন্দিত এবং যিনি সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শন হইলে স্নেহবশতঃ অতিশয় অধীর হইতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সহচর শ্রীদামকে আমি কবে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হব ॥ ২১ ॥

গাঢ়ানুরাগ ভবতো বিরহস্য ভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্নজনাতি হস্তং।
যো রাধিকাপ্রণয় নির্ঝরসিক্তচেতা
স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥ ২২ ॥

যিনি প্রগাঢ় অনুরাগহেতু বিরহভয়ে স্বপ্নেও গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না, শ্রীরাধিকার প্রনয়-প্রবাহে নিয়ত যাঁহার চিত্ত অভিষিক্ত এবং যাঁহার কলেবর প্রেম পরিপূর্ণ সেই কৃষ্ণবয়স্য সুবলকে আমি প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

কৃত্বৈকত্র গবাং কুলানি পরিতঃ কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মুদা
হস্তাহস্তে বিনোদনর্ম্ম কথনৈঃ খেলন্তি মিত্রোৎ করাঃ।
প্রেমাম্ভোধিবিধৌত গৌরবমহা পঙ্কাস্তদদঙ্কার্চ্চিতা
স্থৎপাদার্পিত চিত্তজীবিতকলা যে তান্ প্রপদ্যামহে ॥ ২৩ ॥

যাঁহারা নানা স্থানস্থিত গাভীগণকে একত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে হস্তাহস্তি অর্থাৎ হাতকাড়াকাড়ী ও হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুক-বাক্যে খেলা করিতেছেন এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম মিত্র ও প্রেম-সমুদ্রের জলে যাঁহাদের গৌরবরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবের পূজনীয় সুতরাং আমরা তাঁহা অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট যাঁহাদের এই বোধ ছিল না এবং শ্রীকৃষ্ণচিহ্নে শৃঙ্গহোত্রাদি গোচারণ বেশভূষায় সকলেই ভূষিত এবং যাঁহাদের মনপ্রাণাদি সর্ব্বস্ব ধন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিত, সেই কৃষ্ণসহচরসমূহকে আমি ভজনা করি ॥ ২৩ ॥

মূর্ত্তিহাস্যরসঃ সদৈব সুমনাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ
প্রাণ প্রেষ্ঠ যস্যয়োরনুদিনং বাগ্দেহভঙ্গ্যুৎকরৈঃ।
হাস্যং যো মধুমঙ্গলং প্রকটয়ন্ সংভ্রাজতে কৌতুকী
তং বৃন্দাবনচন্দ্র নর্ম্ম সচিবং প্রীত্যাশু বন্দামহে ॥ ২৪ ॥

যিনি মূর্ত্তিমান হাস্যরস ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, যিনি অতিশয় বুভুক্ষার পরবশ এবং যিনি বাগ্ভঙ্গী ও দেহভঙ্গী দ্বারা প্রতিদিন প্রাণাধিক বয়স্য রাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৌতুকপ্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুক-সহায় মধুমঙ্গলকে প্রীতিসহকারে আমি বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতাচ্চিত সখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্না সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবং।
রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহুর্গোষ্ঠে
ভব্যবিধায়িনীং ভগবতাং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥ ২৫ ॥

যিনি প্রতিদিন নিগূঢ়ভাবে বৈদগ্ধচতুরা ললিতা সখী দ্বারাও প্রেমভরে সুন্দররূপে রাধাকৃষ্ণের মান ও অভিসরোৎসব পরিপুষ্ট করিয়া তদুত্থিত সুখরূপ অমৃতরস পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিনি ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজনা করি ॥ ২৫ ॥

খর্ব্বশ্মশ্রুমুদার মুজ্জ্বলকুলং গৌরং সমানং স্ফুরৎ
পঞ্চাশত্তমবর্ষ বন্দিতবয়ঃ ক্রান্তিং প্রবীণং ব্রজে।
গোষ্ঠেশস্য সখায়মুন্নততর শ্রীদামতোঽপি প্রিয়
শ্রীরাধাং বৃষভানুমুদ্ভট যশোব্রতিং সদা তং ভজে ॥ ২৬ ॥

যিনি খর্ব্বশ্মশ্রু ও উদারচরিত, যাঁহার বংশ অতি উজ্জ্বল, যিনি গৌরবর্ণ ও অতি সম্ভ্রান্ত, যাঁহার বয়স পঞ্চাশতবর্ষ এবং ব্রজের মধ্যে যিনি অতি প্রবীন এবং যিনি শ্রীনন্দের পরম সহায়, যিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীদাম অপেক্ষাও কনিষ্ঠ পুত্রী শ্রীরাধিকাকে বড়ই ভালবাসেন, সেই উন্নতকীর্ত্তি শ্রীবৃষভানুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ২৬ ॥

অনুদিনমিহ মাত্রা রাধিকাভব্যবার্ত্তাঃ
কলয়িতুমতি যত্নাৎ প্রেষ্যতে ধাত্রিকায়াঃ
দুহিতৃ যুগলমুচ্চৈঃ প্রেমপরপ্রপঞ্চৈ-
র্বিকলমতি যয়াসৌ কীর্ত্তিদা সা বতান্ন ॥ ২৭ ॥

যিনি প্রতিদিন এই ব্রজধামে শ্রীরাধিকার কুশলবার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যত্ন ও প্রীতিসহকারে ধাত্রীর কন্যাদ্বয়কে প্রেরণ করিতেন, সেই রাধাজননী কীর্ত্তিদা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

প্রথম রসবিলাসে হন্ত রোষেণ তাবৎ
প্রকটমিব বিরোধং সন্দধানাপি ভঙ্গ্যা।
প্রবলয়তি সুখং যা নব্যযূনোঃ স্বনপ্ত্রোঃ
পরমিহ মুখরাং তাং মূর্দ্ধ্নি বৃদ্ধাং বহামি ॥ ২৮ ॥

যিনি ব্রজধামে নব্য-যুবক ও নবীন-যুবতী রাধাকৃষ্ণরূপ নপ্তৃ (নাতী) দ্বয়ের শৃঙ্গাররস বিষয়ে ব্যক্তভাবে যেন বিরোধ উপস্থিত করিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই বৃদ্ধা রাধিকার মাতামহী মুখরাকে আমি নিজমস্তকে বহন করি ॥ ২৮ । (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৬ পৃষ্ঠার পর)

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা,—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভুরসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের নিজেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক শুভ-বিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব্ব-দর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্টের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্তরসাশ্রিত মৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই মৌন-ভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত-না প্রকৃত শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধি ক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্ব্বিশেষ-বিচার। জড়নির্ব্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্রবিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ—(Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ—(Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত-বিগ্রহ-সমূহ আমাদের জড়-চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Confliction) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন-বিচার বহু শাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপে (Knowledge—Transcendental & mundane) জড়জগতের গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র-দ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বস্ত্র (field) উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতি সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদের নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান-বল (pedantry)—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্ম্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্ম্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠু জ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিক-কাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরম-মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্য-জ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার-বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান কালে আমরা, 'আমি কে'? ইহার চরম বিচার না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীরকে বা পরিবর্ত্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমি'কে অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে, এবং কেনই বা কাম আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলির প্রকৃত মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহের অনুশীলনে সুষ্ঠুভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-লব্ধ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে

পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটি বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্য ব্যাঘাতকারক নহে; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই অ'শঙ্কায় যে-সকল জড় নিরাকারবাদের চিন্তাস্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন। যে-মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া 'আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীকে আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না'—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * * "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। * * * আপনি অভিগমনের পরিবর্ত্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। **আমাদের নিকট Return Journeyর Ticket-holder এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি।** তদ্বিপরীত বিচারপরায়ণ জনগণের দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়-দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্ব্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোধর্ম্মীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে

শ্রবণধর্ম্ম চঞ্চলতা-বশে অন্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। আপনি পরম বিচক্ষণ কৃতি পুরুষ। আমার এই ভাষার জটিলতা আপনাকে স্পর্শ না করুক; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য গৃহীত হইলে আপনাকে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষ-শ্রেণীর অন্যতম বলিয়া জানিতে পারিব। আমি নিজে যখন তৃণাপেক্ষা জঘন্য জীব, তখন আপনার আসন আমি সর্ব্বতোভাবে উচ্চ সোপানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সকলকে সম্মান-দানই আমার স্বভাব হওয়া কর্ত্তব্য, আবার জাগতিক চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার ধৃষ্টতা হরিকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাই আমার স্বভাব এবং জাগতিক নীতি হইতে আমি পৃথক্ আছি বলিয়া জীবমাত্রের নিকটই 'টহলিয়া'-সূত্রে হরিকীর্ত্তন করি,—ইহাতে আমার ব্যক্তিগত ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৩র্থ সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর)

৩৯। 'মাৎসর্য্য' সকল রিপুর প্রধান কেন?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটী মাৎসর্য্যের অন্তর্ভূত। ক্রোধে কাম আছে, লোভে ক্রোধ ও কাম আছে, মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে, মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে এবং মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।" —'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মৎসর-ধর্ম্ম কেন?

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য আর একদিকে অবস্থিতি করে।" —'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪১। জীবের মুক্তি ও বন্ধন কি?

"নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪২। মৎসর ব্যক্তি কি জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারে?

"যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না, ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরলভাবের উদয় হয় না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গ-জনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই 'তৃণাদপি'-শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।" —'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

৪৩। কপটী কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন?

"কাপট্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না; ধর্ম্মের ছলে পাপ আচরণ করিয়া জগদ্বঞ্চক হইয়া পড়ে।" —'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

৪৪। ভগবদ্ভক্তের কি অন্যাভিলাষে দিনপাত করিবার সময় আছে?

"নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া পরমার্থে অবহেলা এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের হানিজনক কার্য্যে দিন পাত করিবার আর অবসর নাই।" —'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক', সঃ তোঃ ৯।১২

৪৫। শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কি?

"যাহাতে তোমার পাদসেবা-সুখ-নাই।
সেই বর প্রভো, আমি কভু নাহি চাই॥" —শঃ

৪৬। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের তর্ক কি ফলদায়ক নহে?

"নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিত্তের বল ক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় তর্কস্পৃহা থাকা উচিৎ কি?

"ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে,—এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। শুষ্কতর্কে শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝা যায় না কেন?

"শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।
মোচা-খোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥
তর্ক করি' এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায়॥" —নঃ মাঃ, ২য় অঃ

৪৯। পরছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যজ্য কেন?

"পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।"　　—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫০। পরচর্চ্চা ভক্তিপ্রতিকূল কেন?

"অকারণ পরচর্চ্চা করা—অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন-কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষ হয় না।"　　—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫১। গ্রাম্য সংবাদপত্র-পাঠ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

"সংবাদপত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদ-পত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। **তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা** তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহাই পাঠ্য হয়।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫২। বহির্ম্মুখ লোকের সহিত গল্পকারী বা গ্রাম্য উপন্যাস পাঠক কি রূপানুগ ভক্ত হইতে পারেন?

"গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্র পান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৫৩। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থভক্ত কি গ্রাম্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারেন?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাম্য-কথা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; কিন্তু গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য।"

৫৪। মূল-বিধি কি? উন্নতিকালে পূর্ব্ববিধি-নিষ্ঠা-ত্যাগপূর্ব্বক পর-বিধি অবলম্বন না করিলে কি দোষ উপস্থিত হয়?

"কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনও কর্ত্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতেই সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূলবিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতিকালে পূর্ব্ব-বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।" —'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৫৫। পত্নী ভক্তিসাধনের প্রতিকূল হইলে তৎসঙ্গ কর্ত্তব্য কি?

"পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধ হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত,—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়। —'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫৬। গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক অর্থ সংগ্রহ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

"গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।" —'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৫৭। গৃহস্থের শোকাদিতে অভিভূত হওয়া কি ভক্তি-প্রতিকূল?

"গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড়ই শোক হয়, কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই-সেই অবস্থা ঘটনাক্রমে উপস্থিত হওয়াতে শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫৮। সাধকের পক্ষে শোক-ক্রোধাদি পরিত্যজ্য কেন?

"শোক-ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন। নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৫৯। শোক-মোহাদির দ্বারা কি অনিষ্ট হয়?

"আত্মীয় বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে কৃষ্ণ সেই হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হন না। —'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯০ বঙ্গানুবাদ

৬০। সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলে কি অশুভ হইতে পারে?

"সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়।" —'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

৬১। কোন দ্রব্যাভাবে গৃহত্যাগীর শোকাভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য কি ?

"গৃহত্যাগীর কাঁথা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে অথবা কোন পশু বা মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহা হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬২। গৃহত্যাগীর কোনরূপ স্ত্রীসম্ভাষণ সমর্থন-যোগ্য কি ?

"গৃহত্যাগী-পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রীসংস্পর্শ বা স্ত্রীসম্ভাষণ হইতে পারে না ; হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।"　　—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৬৩। বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ কি কি ?

"স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করতঃ যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা, সকলই গ্রাম্য কথাবার্ত্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়।"　　—'অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৩৬, ২৩৭

৬৪। কি কি প্রয়াস ভক্তি-প্রতিকূল ?

"জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াসের দ্বারা ভজন নষ্ট হয়।"　　—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরমহংস কেশব গোস্বামীর উদয়-দিবস আজ।
পতিত-পাবন শ্রীগুরুচরণ ভকতি-প্রচার কাজ ॥
জীবের লাগিয়া, প্রতি ঘরে ঘরে ধরম প্রচার কৈলা।
তব আকর্ষণে, নবদ্বীপধামে, সবে আনি দ্রবাইলা ॥

নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-ছলে, সকলে দিয়াছ ভক্তি।
এহেন দুর্জ্জনে, শোধিবারে তুমি, লুকাইলে নিজশক্তি॥
শত অপরাধ হ'য়েছে চরণে তাহা ক্ষমা প্রার্থনা করি।
নেত্রবিন্দু দিয়া পুষ্প চন্দনেতে, তোমারে প্রণতি করি॥
বজ্রাদপি কঠোরে দমাও দুষ্টেরে' সিংহপ্রতাপের মত।
নাস্তিকতা নাশি ভকতি প্রকাশি, থাক তুমি নামে রত॥
শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বৈভব শিক্ষাদিলে যে-মতে।
তাহাও যেজন, নারিল রাখিতে, উদ্ধারিবে বা কেমতে॥
অধম জনেরেও যেবাছলে, রাখি মঙ্গল চিন্তিলা তুমি।
তাহাতেও যেজন বুঝিতে অক্ষম, ভোগমত্ত সদাকামী॥
অপরাধী-সঙ্গ, দূরে পরিহরি, সরল ভকতে যে রাখে।
নয়নাশ্রু দিয়া, শ্রীচরণ পূজি, বিনয় করিয়া ডাকে॥
কুসুম সমান, ভক্তগণে ভাবি, আদর করিছ সদা।
তব গুণফলে বৈষ্ণবসকলে, আসিতে দেখি সর্ব্বদা॥
ভ্রমর-গুঞ্জণে পুষ্পোপরি সদা, মধু অন্বেষিতে যায়।
তদনুরূপেতে ভক্তাচার লোভে, আমি রহি শিক্ষাচায়॥
সদাচার নিষ্ঠা, ভক্তি পরাকাষ্ঠা, লভে আনন্দিত মনে।
সেবা সুখে ভুলে, রহে কুতুহলে, দিবা রাতি নাহি জানে॥
এহেন দিবসে, পূজিবার তরে, ভক্তিপুষ্প কোথা পাব?
তব কৃপা হ'লে শ্রীচরণতলে, আত্তিটুকু লয়ে যাব॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা নিত্য রহুক আমার।
পতিত দুর্ম্মতি জনে দাও সেই অধিকার॥
স্বকর্ম্ম ফলভোগে জীবন যাবে চলে।
(তব) কৃপাশীর্ব্বাদ থাকে যেন মুকুন্দগোপালে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে রহুক নমস্কার।
কোন অপরাধ কেহ না লইবে আমার॥

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫২)

তত্ত্বসাগরে উক্ত হইয়াছে,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানে দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্য যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষা-বিধান দ্বারা মানবমাত্রেরই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি এই অর্চ্চনমার্গেরই অন্তর্ভাব্য বলিয়া জানিতে হইবে। জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে,—

তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্।
কর্ত্তব্যং বিত্তাশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি ॥
অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যদ্ ব্রতমুপাসতে।
নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥

ভক্তজন বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য জন্মাষ্টমীব্রত পালন করিবে। তাহার অনুষ্ঠান না করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃতকাল-পর্য্যন্ত নরকপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐহিক পারত্রিক কিঞ্চিন্মাত্র সুকৃতি প্রাপ্তি হয় না।

কার্ত্তিকব্রতসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥
অব্রতেন ক্ষিপেদ্‌যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥

হে বৎস! সমস্ত তীর্থ একদিকে আর নিরন্তর বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক কার্ত্তিক মাস অপরদিকে বর্ত্তমান। এই কার্ত্তিকে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি ব্রতরহিত হইয়া দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিকমাস যাপন করেন তিনি সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হন।

অতঃপর একাদশীব্রত সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥
বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র)

উভয়পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুর বিশেষভাবে অর্চ্চন করিবে।

বৈষ্ণব, সৌর বা শৈব সকলেই ইহার অনুষ্ঠান করিবে।

বিষ্ণুযামলে বলিয়াছেন,—বিদ্ধাএকাদশীব্রত, শুক্ল-কৃষ্ণবিভেদ, ব্রতে অসদ্-ব্যাপার, সামর্থ্যসত্ত্বেও ফলাদি ভক্ষণ, শ্রাদ্ধক্রিয়া, দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ। তাহাতে বিষ্ণুর দিবাস্নানও নিষিদ্ধ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন —পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহারের জন্য কল্পিত হয়, তাহার কোন বস্তুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তই হয়।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যাহারা একাদশীদিনে জাগরণ করে না, তাহাদের এবং বৈষ্ণবনিন্দকের সুকৃতি বিনষ্ট হয়।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ কন্যার কার্ত্তিকব্রত এবং একাদশীব্রত প্রভাবে শ্রীসত্যভামারূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীপদপ্রাপ্তি শ্রুত হয়।

ভবিষ্যোত্তরে কথিত আছে,—মনুষ্য মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া একবিংশতিপুরুষের সহিত যথেষ্ট সুখভোগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে।

এইরূপ বৈশাখব্রত ও শ্রীরামনবমীও জানিতে হইবে।

তাদৃশ ব্রতসকলের মধ্যেও উপাসকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রত সম্যগ্‌ভাবে কর্ত্তব্য। পাদসেবনমার্গে যানারোহন বা পাদুকাপরিধান করিয়া ভগবদ্‌গৃহে গমন দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সমস্ত অপরাধই অনাদরস্বরূপ এবং প্রভুত্বের অবমানন-জন্য হইয়া থাকে। অতএব অনাদরের মূলকারণ অপরাধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্য্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্মধনপ্রিয় (নির্ধন অথচ আত্মধন

অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎস্বরূপধনবিশিষ্ট ব্যক্তিগন যাঁহার প্রিয় তাদৃশ) রসজ্ঞ (ভক্তিরসিক) হরিকুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। কাহারা কুমনীষী, তাহা বলিতেছেন,—শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, যুগকর্ম্মাদি মদে মত্ততাহেতু যাহারা অকিঞ্চনভক্তের প্রতি পাপাচরণ করে।

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মদ্বিমানাং স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ (ভাঃ ৫।১০।২৫)

যদিও সর্ব্বত্র সমদর্শনহেতু নিজদেহবিষয়ে অভিমানরহিত এবং বিশ্বের সুহৃৎ ও সখাস্বরূপ ভগবানের কোনরূপ বিকার নাই, তথাপি স্বকৃতমহাজনাবমানহেতু শূলপাণিতুল্য অতি সমর্থ ব্যক্তিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রমাদবশতঃ ভগবদপরাধ হইলে ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

স্কান্দে—অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

তত্রৈব রেবাখণ্ডে—দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধ সহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ॥
তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

আদিবারাহে— সংবৎসরস্য মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে, শ্রীকেশব তাহার ৩২ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। তুলসী রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রাবণে তাহা কৃত হইলে পুরুষোত্তম তাহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।

যিনি তুলসী দ্বারা শালগ্রামশীলার অর্চ্চন করেন, শ্রীকেশব তাহার ৩২ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। সংবৎসর মধ্যে শূকরতীর্থে উপবাসপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে জীব শুদ্ধিলাভ করে। মথুরায় এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাও শুদ্ধি লাভ করে। যিনি উক্ত তীর্থদ্বয়ের একটির সেবা করেন, সেই সুকৃতিব্যক্তি সহস্রজন্মজনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হন।

অতঃপর বন্ধন বিচারিত হইতেছে—যদিও অর্চ্চনাঙ্গরূপে বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও ইহা অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা তদীয় অনন্তগুণৈশ্চর্য্যশ্রবণহেতু তদীয় গুণানুসন্ধান, পাদসেবা প্রভৃতিতে দৈন্যভাবাপন্ন হইয়া কেবল নমস্কারেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্য বন্ধনের পৃথক্ বিধান আছে।

নৃসিংহপুরাণে— নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ ॥

সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে নমস্কাররূপ যজ্ঞই উত্তম। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কার দ্বারা জীব শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্রহ্মা (ভাঃ ১০।১৪।৮) বলিয়াছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভিবিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হে প্রভো! যিনি আপনার অনুকম্পা সুসমীক্ষমাণ (প্রতীক্ষমাণ) হইয়া অথবা প্রতিক্ষণ নিরুপাধিক কৃপাবশতঃ প্রভুকর্ত্তৃক তত্তদ্রূপে সম্পাদিতা অনুকম্পা সুষ্ঠুরূপে ঈক্ষমাণ হইয়া অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ে আনন্দযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্যক দর্শন ও চিন্তা করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফল অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে করিতে তদ্রূপে হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা যিনি নমস্কার বিধানসহকারে জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হন অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবদাত্মক আপনাতে দায়ভাগী হন অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টনের ন্যায় আপনি তাঁহার দায়স্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন। কেবল মুক্তি একবারমাত্র নমস্কারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

অপার দুর্গমসংসারকান্তারে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।

নমস্কারবিষয়েও বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে একহস্তকৃত প্রসীম বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, বামভাগে, অতিনিকটে ও গর্ভমন্দিরে নমস্কার অপরাধজনক বলিয়া পরিত্যাজ্য।

অতঃপর দাস্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥
কিং পুনস্তদ্‌গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। যাঁহার অতীত সহস্র জন্মে "আমি বাসুদেবের দাস" এইরূপ মতি হয়, তিনি সর্ব্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন। অতএব সংজিতেন্দ্রিয় তদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই অর্চ্চনাদির পর তাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

'তস্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজা' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ, পরিচর্য্যা, চরণস্মৃতি এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্য অভিপ্রেত হইয়াছে। (ভাঃ ৭।৯।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।৪৬ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের বাক্য—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

হে ভগবন্! আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিব। (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০) শ্লোকেও "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" ইত্যাদিতে কামঞ্চ দাস্যে, ন তু কামকাম্যয়া।" তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলে মন ইত্যাদি স্থলে তদীয় দাস্যবিষয়েই কাম করিয়াছিলেন, কামকামনায় অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় তাহা করে নাই। এই উক্তির দ্বারা ইতর বাসনার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে।

অন্য ভজনসকলও এই দাস্যসম্বন্ধবশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥　　(ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদপুরুষের দাসগণের কোন্ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে ? যাঁহার নামশ্রবণ সময়েই সম্যগ্ভাবে ভজন করা দূরে থাকুক, যে কোনরূপে নামশ্রবণমাত্রেই সকল প্রাপ্তি হয়; সুতরাং "আমি দাস" এইরূপ অভিমানে সম্যগ্রূপে ভজনশীল ব্যক্তিগণের সর্ব্ববিধিবিধান ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ তদধিক অন্য কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

যে বস্তু যত বড় তাহার মূল্যও তত বেশী। কৃষ্ণ পরমধন। তাঁহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই, তাঁহার সমানও কিছুই নাই—তাই তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। শ্রুতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই 'রসো বৈ সঃ' উল্লেখ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর প্রাণকান্ত শ্রীনারায়ণেরও কারণ যিনি, সমস্ত অবতারের অবতারী যিনি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহাকে লাভ করিলে আর প্রাপ্তির কিছুই বাকী থাকে না, তৎপ্রাপ্তিতে পরমলাভবান্ হওয়া যায় ও অন্যান্য সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

"য লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

ভগবল্লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভক্তসাজে শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে এজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এহেন অমূল্য বস্তু লাভ করিবার পিপাসা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিক্রমে আমাদের হৃদয়ে অল্পবিস্তর জাগিতেছে। কিন্তু তাঁহার বিনিময়ে কতটুকু মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আদৌ বিচার না করিয়া অনেক সময় আমি অসহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্ব্বক মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকি—"এতদিন হইল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছি, কত কত ভোগ্যবস্তু পরিহারপূর্ব্বক হরিভজনের পথে চলিতেছি, কিন্তু কৈ কিছুই ত' উপলব্ধি হইতেছে না? উপলব্ধি হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থ-নিবৃত্তিও ত' হইল না। অথচ আমরা যাঁহাদিগকে ভ্রান্ত পথের পথিক বলিয়া মনে করি, যাঁহারা বৈষ্ণবাচার, বিধিনিষেধ ও শরণাগতির ধার মোটেই ধারেন না, এই প্রকারের বহু বহু সাধককে কত কি উপলব্ধি করিতে শুনি। তাঁহারা অল্প সাধনেই কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত বৈভব লাভ করিয়া থাকেন। আর আমি—শুধু আমি কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেকেই না হইলাম চাউল, না হইলাম চিঁড়ে। এর চেয়ে বোধ হয় অন্য কোন পথ ধরিলে অধিক লাভবান্ হওয়া যাইত। এই ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাই বলি, অন্যান্য বৈষ্ণবদিগকেও (?) দেখিতে পাই, তাঁহারা কত কি ভাবের অবস্থা, বিরহের অবস্থা, প্রেমে গদগদ অবস্থা লাভ করিতেছে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভাগবত-ধর্ম্ম-আক্রমণকারীদিগকে পর্য্যন্ত তাঁহারা কথাটী বলেন না, পাছে তৃণাদপি সুনীচ অবস্থা এবং ভাবের (?) অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়! আর আমি কি না অনর্থনিবৃত্তির অবস্থায়ও উপনীত হইতে পারিলাম না।

সবারই অল্প আয়াসে সব হইতেছে, আর সব চেয়ে অল্প আয়াসে বস্তু লাভ করিবার একমাত্র প্রশস্ত শরণি রূপানুগ শুদ্ধ-ভগবদ্ভজনের, কৃষ্ণানুশীলনের বা রাধাকৃষ্ণভজনের যে সুগমপন্থা সেইপথে আসিয়াও আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীরূপের 'আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধূসঙ্গঃ' এই শ্লোকোদ্ধৃত চতুর্থ অবস্থা যে অনর্থ-নিবৃত্তি, তাহা যদি আজও পার হইতে না পারি তাহা হইলে এ জীবনে কি আর আসক্তি, ভাব বা প্রেমের অবস্থা আসিবে? আজও যদি শুধু নাম-সংকীর্ত্তন লইয়াই থাকিতে হয় তাহা হইলে রাইকানুর লীলাগান আর কবে গাহিব? আজও যদি ভাগবতের দশ মস্কন্ধের পৃষ্ঠা খুলিবার অধিকার না হয় তাহা হইলে আর কবে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করা যাইবে? জন্মান্তরেও যে এ সবের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি? দশমস্কন্ধ তবে আছে কাহার জন্য? তাহা হইলে ত' দেখিতে পাইতেছি, সহজিয়াগণই ভাল! অত অনর্থ বা কুটিনাটীর বালাই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বহুবার ভাগবতের দশমস্কন্ধ পাঠ শেষ করিয়া বহু ভক্তপরিবৃত সভায় ভ্রমরগীতা ও রাসলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে থাকেন এবং কতই না রসে ডগমগ হইয়া পড়েন! জীবন আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্র-জলবৎ অস্থির। তাই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'তূর্ণং যতেত ন পতেৎ অনুমৃত্যু যাবৎ' শ্লোকের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষণপূর্ব্বক যিনি যে স্তরের লোকই হউন না কেন,—যাঁহার যে অধিকারই থাকুক না কেন, তিনি সেই সেই অবস্থাতেই দগমস্কন্ধ পঠন ও পাঠন-কার্য্য শেষ, অধিকন্তু ইচ্ছামত দুই-চারিবার 'রাসস্থল', 'গিরিগোবর্দ্ধন', 'রাধাকুণ্ডতট পরিক্রমা' পর্য্যন্ত সমাপন করতঃ মানবজীবন সার্থক (?) করিয়া বসেন। আর আমরা যতই কঠোরতা স্বীকার করিয়া চলিতেছি, নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতেছি, শ্রীগুরুদেব ততই বলিতেছেন, আরও দূরে, আরও দূরের বস্তু। তাই মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়—হয় ত' বা বস্তু পাওয়ার পন্থাই এটী নয় এ শুধু মরীচিকা। চিরদিন দৌড়ানই সার হইবে, সুবিধা কিছুই হইবে না। হয় ত' বা শ্রীগুরুদেবও এই মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন। সুতরাং মঠ হইতে চলিয়া যাইয়া নিজে নিজে সিদ্ধ (?) হওয়াই উচিত। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত উপনয়নের বৃথা ভার বহন করিয়া লাভ কি? ইহাকে মশারীর রশিরূপে ব্যবহার করাই ঠিক। এ দাসত্ব করার কি প্রয়োজন? মানুষ আমি, স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার; পরাধীনতার বিড়ম্বনা—গুরুদাস্যের নাগপাশ

কেনই বা আমি মূর্খের মত স্বেচ্ছায় গলায় জড়াইতে যাইব? অথবা একান্তই যদি গুরু না হইলে না চলে, তাহা হইলে যে গুরু সস্তাদরে কৃষ্ণচিন্তা-মণিরত্ন এবং গোলোকের প্রেমধন দিতে পারেন তাঁহার কাছেই যাইব। যে গুরুর নিকট গেলে আমাকে দাসত্ব করিতে হইবে না, পরন্তু যে গুরু আমার রুচির যোগানদারী বা বাবুর্চ্চির কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব। যে গুরু আমাকে অনর্থ-থাকা-কালেও কৃষ্ণ (?) দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব। আমরা চাই সস্তার কৃষ্ণ। অত দরের কৃষ্ণে আমাদের প্রয়োজন কি?"

এই সমস্ত চিন্তা করিবার সময় আমি একেবারেই ভুলিয়া যাই যে শ্রীগুরুদেব, সৎসম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যবর্গ এবং শ্রীরূপ-আদি ষড়্‌গোস্বামী ইঁহাদের সকলের একই সুর। সুরের কোন অনৈক্য নাই। তাঁহাদের সকলের একই উক্তি—"অনর্থনিবৃত্তি হওয়ায় পূর্ব্বে অপ্রাকৃততত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না।" ব্যাসদেবেরও একই সুর—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি-যোগম্ অধোক্ষজে।" আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, আমার অনর্থ আছে এবং প্রতি পদে পদে, প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধিও করিতেছি, তবুও আমার এমনই দুর্বুদ্ধি যে, 'সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য' উপেক্ষা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব আজই অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছি। কেন আমার অনর্থ যাইতেছে না, কেন আমি সত্য সত্যই নির্ম্মল হইতে পারিতেছি না, এ সকল বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার মূল উচ্ছেদ না করিয়া, নিজের মস্তকে প্রত্যহ শত শত ঝাঁটা না মারিয়া 'নিজে আমি বড়ই ঠিক আছি' বিচারপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের উপর ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করিতেছি, তাঁহাকে কাঠগড়ার আসামী করিতে যাইতেছি, খোদার উপর খোদাগিরি করিতে উদ্যত হইতেছি।

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। হইবেই ত'—এ যে স্বাভাবিক। শ্রীগুরুচরণে শরণাগতি বা নির্ভরতার অভাবরূপছিদ্র দেখিয়া বহুরূপীর বহু প্রকার মুখোস পরিয়া কত হাব-ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ করতঃ কত মধুপুষ্পিত বাক্যের নিত্যনূতন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া মায়ারাণী বা মাপারাণী আমাকে ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সতীর পতিভক্তির শৈথিল্যের গন্ধ পাইলেই যেমন লম্পটের দল নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে নিজায়ত্তে পাইবার প্রবল চেষ্টায় তৎপর হয়,

সেই প্রকার আমার গুর্ব্বানুগত্যের, কৃষ্ণৈকশরণতার, সুদৃঢ় বিশ্বাসের, অবিচলিত ধৈর্য্যের, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠার, একমেবাদ্বিতীয়-পন্থৈক-ব্রততার তিলমাত্র শৈথিল্য দেখিয়া ধর্ম্মধ্বজী কালনেমি যাত্রার দলের নারদের ভাবকেলি এবং অনিত্য ভুক্তি-মুক্তি-অষ্টসিদ্ধিমূলা ব্যভিচারী পন্থার অনুরাগী ভৃত্যগণের বাহ্য চাক্‌চিক্য দ্বারা আমার দুষ্ট মনকে ভুলাইয়া ভবসিন্ধুনীরে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

চঞ্চল বা অসহিষ্ণু হইলে, ধীর না হইলে, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' উপদেশ শিরোভূষণ করিতে না পারিলে নানা অসুবিধা আসিয়া, উপস্থিত হইবে। অনর্থনিবৃত্তিপ্রায় অবস্থা লাভ করিয়াও চাঞ্চল্যজনিত মুহূর্ত্তের ভুলে বহুদিনের সযত্নে গড়িয়া তোলা অভ্রভেদী সৌধও নিমিষে ধূলিসাৎ হইতে পারে, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে অথবা তদপেক্ষাও ভীষণতর তিমিরে ডুবিয়া যাইতে পারি। চঞ্চলতা ও অধৈর্য্য এমনই ভীষণ রোগ; এই রোগের ছায়ামাত্র হৃদয়ে থাকিতে কৃষ্ণভক্তি-রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার আশা ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সন্ধান-প্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধককে তরুর চেয়েও ধৈর্য্যধারণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

মদীয় আচার্য্যদেবও তাঁহার বক্তৃতায় অনেক সময় আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন,—'ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন, ভগবান্ নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাহার যেরূপ সাধন শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে সুফল প্রদান করেন। স্বয়ং ভগবান্ ও তন্নিজজনগণের এত সব আয়ুধ, অচ্ছেদ্য ধর্ম্ম আমার নিজস্ব সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমার যদি দুর্দ্দশাই বাড়িয়া চলে তাহার জন্য দায়ী কে?　　(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

মঠবাসের সার্থকতা

আমরা কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ এই দুখঃকষ্টময় সংসার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এই সংসার-কারাগারে উপস্থিত হওয়া অবধি জন্মে-জন্মে সংসারবাসই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোক্তা সাজিয়া স্বসুখানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি। নিজে ভোক্তা সাজিয়া এই পার্থিব বস্তু-সমূহ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল বৃথা সময় কাটাইতেছি। যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র প্রয়োজনীয়—যে কার্য্যটী মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে সম্পন্ন করা যায় না, সেই কার্য্যের দিকে—সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব! মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবানের আরাধনা করা সম্ভবপর নহে। আমরা যদি মানুষ না হইয়া স্বর্গের দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে সাধুসঙ্গে মঠবাস কিংবা হরিকথা শুনিবার—একমাত্র স্বার্থগতি যে বিষ্ণু তাঁহার বিষয় শ্রবণ ও আলাপনাদি করিবার সুযোগ বা সময়ই হইত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমরা পরমার্থপ্রদ সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছি। এখন যদি আমরা এই অমূল্য জীবনের সদ্ব্যবহার না করি তাহা হইলে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৯) দেখিতে পাই,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুর্ল্লভ; অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। এইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত চরমকল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের এই মনুষ্যজন্মই সদসদ্ বিচার করিবার এবং হরির আরাধনা করিবার উপযুক্ত সময়। এখন আমাদের চরম-কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টান্বিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

মঠেবাস করিতে হইলে আমাদিগকে ভগবানের সর্ব্বপ্রথম আদেশটী পালন করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তৎসমুদয়ই সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে শরণাপন্ন হও। ঐ সকল লোক

ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম-পরিত্যাগে যে পাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত করিব,—ইহাই ভগবদাদেশ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই কৃষ্ণেতর যাবতীয় ধর্ম্মপালন বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম অপেক্ষা ভগবানের আদেশকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহা পালন করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সব ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য যত্নপর হওয়া উচিত নহে কি? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ভগবান্‌কে যখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব কি করিয়া? ভগবান্ স্বয়ং জগতে সকল সময় না থাকিলেও সকল সময়েই তাঁহার কোন নিজজন আমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য এ জগতে থাকেন। তিনি অন্য কেহ নহেন—ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ—তাঁহার প্রথম আদেশপালন। সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রীধামে বা শ্রীমঠে বাস করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আদেশপালন দ্বারাই যে ভগবানের আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কার্য্যে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ)

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে কৈলা দঢ়॥ (চৈঃ ভাঃ)

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৯।২১)

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥" (আদিপুরাণ)

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" (পদ্মপুরাণ)

সেব্য ভগবান্ আমাদিগকে সেবা দিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন। যদি আমরা ভগবানে এই প্রথম আদেশ পালন না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেবা করিবার দ্বিতীয় আদেশ ত' পাইবই না, উপরন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করার জন্য আমাদের মহা অন্যায় হইবে—মঠবাসপূর্ব্বক হরিভজন না করার জন্য আমাদিগকে অধঃপতিত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও

সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করতঃ নিষ্কপটে তদাদেশ-পালনে যত্নপর হইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভগবানের আদেশ পালন করা হইবে এবং আমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

"ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল।"

গৃহ ভোগাগার আর মঠ সেবাগার। ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ সাধারণতঃ মঠমন্দিরেই অবস্থান করিয়া হরিভজন করেন। তবে 'মঠবাস' অর্থে আমরা যেন কেবল না বুঝি যে, মঠমন্দিরে বাসের অভিনয়ই মঠবাস। 'মঠবাস' অর্থে সাধুসঙ্গে সেবাময় জীবন-যাপনকেই লক্ষ্য করে। মঠবাস করিয়া পরমার্থ অনুশীলনই মঠবাসীর কার্য্য।

এই পরমার্থ-শিক্ষা করাই—নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই মঠবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা পরমার্থ-তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, সেই সাধুগণের নিকট হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা নিষ্কপটে আমাদের মঙ্গল কামনা করি তাহা হইলে তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে সদুপদেশ দিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মঠবাসের উদ্দেশ্য যদি হরিতোষণই হয় তবে মঠ ব্যতীত অন্যত্রও ত' হরিভজন করা যাইতে পারে? যেমন বন সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন স্থান, তথায় কলিকোলাহল আদৌ নাই; সুতরাং তথায় ভগবানের আরাধনা সুষ্ঠরূপে সাধিত হইতে পারে কিন্তু সেরূপ মনে করা ভুল।

কলিকালের লোকের চিত্তবৃত্তি সতত বিক্ষিপ্ত। বদ্ধ জীব অস্থিরচিত্ত। ভগবৎচিন্তার অভাবে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের দাস্য করিয়া তাহারা সতত অসৎচিন্তায় ব্যস্ত। এমতাবস্থায় স্ব-সুখকামনায় ভগবানের চিন্তা করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। চিন্তা করিতে গেলেও বহু জাগতিক চিন্তা আসিয়া চিত্তকে অধিকার করে। সুতরাং নির্জ্জন-স্থানে থাকিলেই যে ভগবৎসেবা করা যাইবে এরূপ নয়। অতএব অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। কারণ সাধুসঙ্গে বাস ব্যতীত ভগবৎসেবা করা যায় না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর অন্য বস্তু নাই॥"

—শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

হে গুরুদেব ! আপনার মহিমা-কীর্ত্তন করিতে এই নরাধম একেবারেই অযোগ্য। তবুও আশাহত জীবনে শুভতিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্য শ্রীগুরু-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছি।

হে গুরুদেব ! আপনি আপনার গুরুদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট স্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং সহর নবদ্বীপে থাকিয়া কোলদ্বীপে অপরাধভঞ্জনের পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরীকরণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের (কোল-দেব) শ্রীমূর্ত্তিসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবানিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

হে গুরুদেব ! আপনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দির স্থাপন করিলেও কোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতচরণে যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের সূক্ষ্মকণা অদ্যাপিও নবদ্বীপ সহরে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়া কোমলশ্রদ্ধজীবকে শুদ্ধাভক্তিপথ হইতে আকর্ষণ করিয়া অভক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে। হে গুরুদেব ! তাহাদের এবম্বিধ দুরবস্থা দেখিয়া পরদুঃখেদুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই ত' আপনি কৃপাপূর্ব্বক কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্য অপরাধ-ভঞ্জনের পাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাটমন্দিরে আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধ সত্যকথা শ্রবণে যথাযথ শ্রোতৃবৃন্দ বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বর্জ্জিত, সদানর্থমনা দুর্জ্জন অপরাধী জীবনকে ধিক্কার দিয়া অশ্রুনির্গত করিতেন। এহেন দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারাই ধন্য।

হে গুরুদেব! আপনিই ত' সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচারকরূপে শ্রীমঠের বিজয়বিগ্রহকে অগ্রে করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীকেদার-বদ্রীনাথ-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্ব্বতে খোল-করতাল সহযোগে শত শত লোকের মিছিল করিয়া, ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীবিজয়বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে করিয়া পর্ব্বত-শিখরকন্দরে যে হরিনামপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্দাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রীনারায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া ব্যাসগাদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্রেমবন্যায় প্লাবিত অন্য একটি ধারা মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দ্রুত বেগে শ্রীকেদারনাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব! এ হেন প্রচারধারা যাঁহার লীলাতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার ভজন না করিয়া মাদৃশ অধম অন্য কাহার উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিবে?

হে গুরুদেব! আপনি এইভাবে সতত হরিসেবানিষ্ঠ হইয়া আচরণমুখে প্রচার করিয়া পতিত জীবকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল-বিধান করিতেন।

হে গুরুদেব! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'সারস্বত-ধারা' প্রচারমানসে ভারতের দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইয়া, কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করতঃ বেদের শুদ্ধ-ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিকপুরাণ, সকল দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্ত্বতপঞ্চরাত্র-সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তমতবাদ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হইলেও, আপনার লিখিত ভূমিকাগুলিতে সুদৃঢ়ভাবে

প্রকটিত হওয়ায় ভক্তিমার্গে বিশ্বাসীজনের যে কত বড় উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শুভবুদ্ধি আমার কবে উদয় হইবে ?

হে গুরুদেব ! ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ও আপনার সন্ন্যাসশিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শের কথা বিপুলভাবে প্রচার করিতেছেন। আপনার কৃপাশির্ব্বাদে তিনি বর্ত্তমানে সান্‌ফ্রান্সিস্কো, নিউইয়র্ক, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলের বিপথে চালিত শতসহস্র আমেরিকাবাসীর মধ্যে তথা ইউরোপস্থ লণ্ডন, হামবার্গ (জার্ম্মানী) ইত্যাদি মহানগরীতে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণব-দর্শনে আকৃষ্ট করতঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর সার্থকরূপায়ণ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

হে গুরুদেব ! আপনার অনুপ্রেরণায় শ্রীল স্বামী মহারাজ পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির প্রকটিত করিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনযজ্ঞের মহানুষ্ঠান করিয়া হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহাপ্রেমের মিলনের সেতুবন্ধন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া তিনি দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরুর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবজগতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

হে গুরুদেব ! আপনি স্বয়ং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনার অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গ-পুলকে রোমাঞ্চিত করিয়া আচণ্ডালব্রাহ্মণে কোলাকুলি দিয়া এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে-রঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য মাদৃশ অধমের আরও কবে হবে ?

হে গুরুদেব ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশ্রম্ভ-সেবকগণ যখন আপনার আদেশ শিরধার্য্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শ এবং "সারস্বতধারা" প্রচার করিয়া আপনার আদেশ ও বৈভব রক্ষা

করিবার জন্য নিরন্তর যত্নশীল, তখন কতিপয় গুরুভোগী, স্বেচ্ছাচারী শিষ্যব্রুব সমিতির সঙ্গে সম্পর্কছেদন করিয়া সমিতির ভার লাঘব করতঃ পরমবন্ধুর কাজই করিয়াছেন। তাহারা এখন মায়ার কবলে পড়িয়া প্রতিষ্ঠা-কামনায় স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিবার অভিলাষে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইন্দ্রিয়ের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার ইহা এক চমৎকার উপায়। তাহাদের এহেন দুরবস্থা দেখিয়া—শ্রীল প্রহ্লাদের বাণী পুনঃ পুনঃ স্মরণপথে জাগরিত হইতেছে,—

"বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, 'শূকরের বিষ্ঠা'
তার সহ সম কভু না মানব ॥
* * * * * * *
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন ভজন',
প্রচারিছে ছলে "কুযোগী-বৈভব" ॥
* * * * স্ব * *
'মায়াবাদী জন' কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ॥"

হে গুরুদেব! আপনি এই বিপথগামী শিষ্যগণের কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া আপনার বিশ্রম্ভ শিষ্যগণের অনুগত করাইয়া দিন।

হে গুরুদেব! আপনার বাণীকে আশ্রয় করিয়া আজিকার ব্যাসপূজা-বাসরে আমার ক্ষুদ্র ভক্তিকুসুমাঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

"সারস্বত-ধারা" বিশুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধ ধারা-প্রবাহে তীর্থসমূহ অতীর্থ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ বৈদিকধারা অশুদ্ধ বৌদ্ধ-চিন্তাস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহের পুনঃ প্রবর্ত্তনকারীর "বিশুদ্ধ-ধারা" অশুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বকে মায়াবাদ-মহাবাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে। তজ্জন্য বিশুদ্ধ আম্নায়-সংরক্ষণ করাই বৈদান্তিক আচার্য্যবর্গের একমাত্র করণীয়। ইহারই নাম গুরুসেবা।"

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যো এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

শ্রীগুরুদাসানুদাস—
—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

সম্বন্ধের তাৎপর্য্য

আমরা জীব,—চেতনাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলনে শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টি সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আরও কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে; তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয়; সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আরও কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহের রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে সংখ্যা ততোধিক বা শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলে উহার মূল্য আছে; কিন্তু মূল এককে বাদ দিলে এক বা ততোধিক শূন্যসমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞান-আলোচনার অভাব বর্ত্তমান মানব-সমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত। আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনবস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানবজন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিরই এ বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক

স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান—সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন ও একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে,—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥' (বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ)—অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্ম হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়; এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব—দ্রষ্টৃ চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ, অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহচ্চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি; আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি-ধর্ম্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্যতম হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি! আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—'আমরা কে?' আমরা জানিতে পারিতেছি না,—'আমাদের কর্ত্তব্য কি?' এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি দেহি'-রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমি স্বভাব-ভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের

পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, অভাবের শেষ কোথায়? —এ ব্যাকুলতার, এ অসুখ-অসুবিধা-অশান্তি-দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা কৃপা-পূর্ব্বক জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্য্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব, অভাবগ্রস্ত জীব আমরা নিত্যমুক্ত, সদা স্বস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের স্বীয় স্বভাব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া, জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সাহায্যে পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে, শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর বা আচার্য্যের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক!

জীব ও ভগবান্—উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্‌ও অগ্নি—জাতীয়ত্বে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ; তিনি—বিভুচেতন, আর আমরা—অণুচেতন; আমরা—পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণগত পার্থক্য নিত্য; এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিভিয়া যায়; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায় না। বিভুচেতন—মায়াধীশ; কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্যদাস; ভগবদ্দাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে স্বয়ং বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে

অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ-স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম—ভগবানের একান্ত আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্তদ্‌ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্য-স্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশাবতার যথাক্রমে,—(১) মৎস্যাবতার—অদণ্ডাবস্থা, (২) কূর্ম্মাবতার—বজ্রদণ্ডাবস্থা, (৩) বরাহাবতার—মেরুদণ্ডাবস্থা, (৪) নৃসিংহাবতার—উত্থিতমেরুদণ্ডাবস্থা, (৫) বামনাবতার—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, (৬) পরশুরাম—অসভ্য নরাবস্থা, (৭) রামাবতার—সভ্য নরাবস্থা, (৮) রাম বা হলধর অবতার—জ্ঞানাবস্থা, (৯) বুদ্ধাবতার—অতি-জ্ঞানাবস্থা, (১০) কল্কী-অবতার—প্রলয়াবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয় অবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্য-লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নিত্যমানবদেহধারী কৃষ্ণই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস-স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই স্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নরদেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কীর অবতার।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কলির কুতর্ক ও অজ্ঞানহত জীবকুলের চেতনতার পরিপূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে চারিশত চুরাশী বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন-

ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার বাণীই বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জীবচৈতন্যের নিত্য শাশ্বত সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্র-গত সংকীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন, তিনি—সমস্ত জগতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনোন্মেষিণী ও চেতন-রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য-প্রকাশিনী বাণী। ইহাই সার্ব্বজনীন কথা—অমৃতময়ী কথা—সার্ব্বভৌমিক কথা। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পানকরিলেই জীবের জন্মজন্মান্তরের সর্ব্বপ্রকার অসুখ-অসুবিধা, অভাব-অনাটন, অশান্তি, দুঃখ-যাতনা চিরতরে সমূলে দূরীভূত হইয়া জীবকে নির্ম্মল প্রেমানন্দ-সাগরে সন্তরণ করাইবে—জীব তখন কৃতকৃতার্থ বা ধন্যাতিধন্য হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

কালিন্দীর বিষজল হইল অমৃত

রমণকদ্বীপ সর্পগণের আবাসস্থল। কালিয় নাগ সেখানে বাস করিত। গরুড়-ভক্ষ্য সর্পগণ গরুড়ের দ্বারা ভক্ষিত হইবার ভয়ে তন্নিবারণার্থ তাহাকে মাসে মাসে অশ্বত্থমূলে বিবিধ বলি প্রদান করিত। কিন্তু দাম্ভিক কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ংই উহা ভক্ষণ করিত। এই কথা শুনিয়া গরুড় কালিয়ের প্রাণবিনাশের জন্য তথায় আগমন করিলে কালিয় গরুড়কে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু গরুড়ের পক্ষ দ্বারা বিশেষভাবে আহত হইয়া প্রাণভয়ে যমুনার হ্রদে প্রবেশ করিল। একদিন গরুড় যমুনায় আগমনপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিতে থাকিলে সৌভরি ঋষি উহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে ঋষি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদি গরুড় পুনরায় তথায় আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। কালিয় নাগ ইহা শুনিয়া নির্ভয়ে ঐ যমুনার জলে বাস করিত। কালিয়ের অগ্নিতুল্য উগ্র বিষে তথাকার জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ হ্রদের উপর দিয়া গমনশীল পক্ষিগণও বিষের তেজে তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। সেই হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থাবর-জঙ্গম

প্রাণিগণ জলকণাবাহী বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জীবগণের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন মহা-বিষাক্ত এই কালিয়কে এবং তদ্দ্বারা দূষিতা যমুনাকে দেখিয়া কটিভূষণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন-পূর্ব্বক তীরস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং করতালি দিতে দিতে অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে সেই বিষময় হ্রদে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাহাতে এক ভীষণ শব্দ হইল। সেই শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া কালিয় নাগ ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে দন্তাঘাতপূর্ব্বক দেহ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া অত্যন্ত আর্ত্ত ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ধেনু, বৃষ এবং বৎসগণও ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাতাদি, লোকের বাম অঙ্গ কম্পন প্রভৃতি আসন্ন ভয়সূচক উৎপাত হইতে লাগিল। এই উৎপাত দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে না লইয়াই গোচারণে গমন করিয়াছেন দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। দুর্ল্লক্ষণদর্শনে কৃষ্ণগত-প্রাণ গোপগণ কৃষ্ণের নিধন হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখ, ভয় ও শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ বাৎসল্য-ভাববিশিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্খলিতপদে ব্রজ হইতে বহির্গত হইয়া যমুনাতটে গমন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত এবং গোপালকগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদি গোপগণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-বিষয়ে অভিজ্ঞ বলদেব তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। গোকুলবাসিগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বিশেষভাবে পীড়িত করিলে কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিল এবং পরে ফণা উন্নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপর হইয়া কালিয়ের চতুষ্পার্শ্বে গরুড়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সর্পও তখন শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিবার অপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছিল। কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের বৃহৎ মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শতশীর্ষ কালিয়ের ফণাসমূহের মণির স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে কালিয়ের মুখ ও নাসা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তৎকালে গন্ধর্ব্বাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া কালিয় প্রচুর রক্তবমন করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। কালিয়ের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে দেব! দুষ্টদমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপ নাশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য দণ্ডরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব! যে পদরেণু-লাভের আশায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বিষয়ান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; এই কালিয় কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণুলাভে অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্য! তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ সেই পদরজঃ লাভ করিল! যাহা হউক, কালিয় অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে কালিয়ের প্রাণভিক্ষা প্রদান করুন।"

কালিয়পত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণলাভ করিল। পরে কাতরবচনে অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তুতি করিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় রহিল। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সপরিকরে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন। কালিয়ও তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ অভিবাদন করতঃ স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রগণ সহ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল। তৎকালে ভগবানের অনুগ্রহে কালীদহের জল বিষহীনা হইয়া অমৃততুল্য হইল।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমলীলায় সেই অষ্টকালীয় লীলার সহিত নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুরমারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবে গোলোকে আছে। কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয়। সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলায় প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলাসমূহ প্রতিভাত হয়।

সাধকগণ সেই সকল লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। কালিয়দমন-লীলা সেই সকল নৈমিত্তিক-লীলার অন্যতম। কিন্তু এই সকল লীলা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেও কর্ম্মফলবাধ্য জীবের কার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে। এই সকল লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাধকজীব গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা অধ্যাত্মিক নহে; ইহা বাস্তব। কালিয়দমনলীলা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে দয়াশূন্যতারূপ জীবের অনর্থগুলিকে দমন করেন।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
ইং ৩১।৫।১৯৭০

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

আগামী **৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৭, ইং ২১শে আগষ্ট ১৯৭০, শুক্রবার** দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** কতিপয় সেবক **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের** জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে **হরিদ্বার**, কংখল, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্ত-দিবসে **হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময়** রওনা হইবেন, অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

আহ্বায়ক
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫·০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন **দশ/বার সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩·০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০·০০ টাকা আগামী ২২শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা **যাত্রা-দিবসে** অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট × ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, **ত্রিযুগীনারায়ণ**, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডুকাটা-গণেশ, **গৌড়ীকুণ্ড, কেদারনাথ**। তথা হইতে অবতরনান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, **যোশীমঠ** হইয়া **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ** পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০·০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্ব্বেই তাহা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

---

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৮।২০ দিন সময় লাগিতে পারে।

প্রভুপদে হৃদয় বারতা

জীবের জীবন ওহে করুণাসিন্ধু !
অধম পতিতজনার বন্ধু ॥
এ-অধমে স্থান দাও শ্রীচরণে—
নইলে কি হইবে গতি তাই ভাবি মনে ॥

তুমি যে অনন্ত কৃপাপারাবার ।
ভক্তের লাগি ভবে হও অবতার ॥
এই মূঢ়জনে অহৈতুকী কৃপাদানে ।
বিষয় তেয়াগিতে শক্তি দাও প্রাণে ॥

তুমি জগতের নাথ অগতির গতি ।
সেই ভরসায় চরণে শরণার্থী আমি ॥
যদিও পতিত আমি পাপী দুরাচার ।
তথাপিও আমিতো হই পাল্য তোমার ॥

দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে ।
ধর্ম্মসংস্থাপনে আর লীলা আস্বাদনে ॥
ভক্তের তরে তুমি সাজিয়া নানা বেশ ।
যুগে যুগে অবতীর্ণ হৈয়াছ নরেশ ॥

এবে নাথ তুমি মোরে করহ করুণা ।
বিষয়ের দ্বারে আর না কর বঞ্চনা ॥
সুখে দুঃখে তব নাম-রূপ-গুণ-গান ।
প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চিন্তি অবিরাম ॥

— শ্রীমতিলাল দত্ত
২৮/১ মহাত্মাগান্ধী রোড্
কলিকাতা—৪১
গ্রাহক নং—৫০২০

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ ; ইং ১৯।৫।৭০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—,

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের** রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১৮ই আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ৩রা জুলাই ১৯৭০ শুক্রবার হইতে ২৮শে আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ১৩ই জুলাই ১৯৭০, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৮ই আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।**

২। **১৯শে আষাঢ়,** ৪ঠা জুলাই, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২০শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই, রবিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।**

৪। **২১শে আষাঢ়,** ৬ই জুলাই, সোমবার হইতে **২৩শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২৪শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

৬। **২৫শে আষাঢ়,** ১০ই জুলাই, শুক্রবার হইতে **২৭শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২৮শে আষাঢ়,** ১৩ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এবং রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্তি।

দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

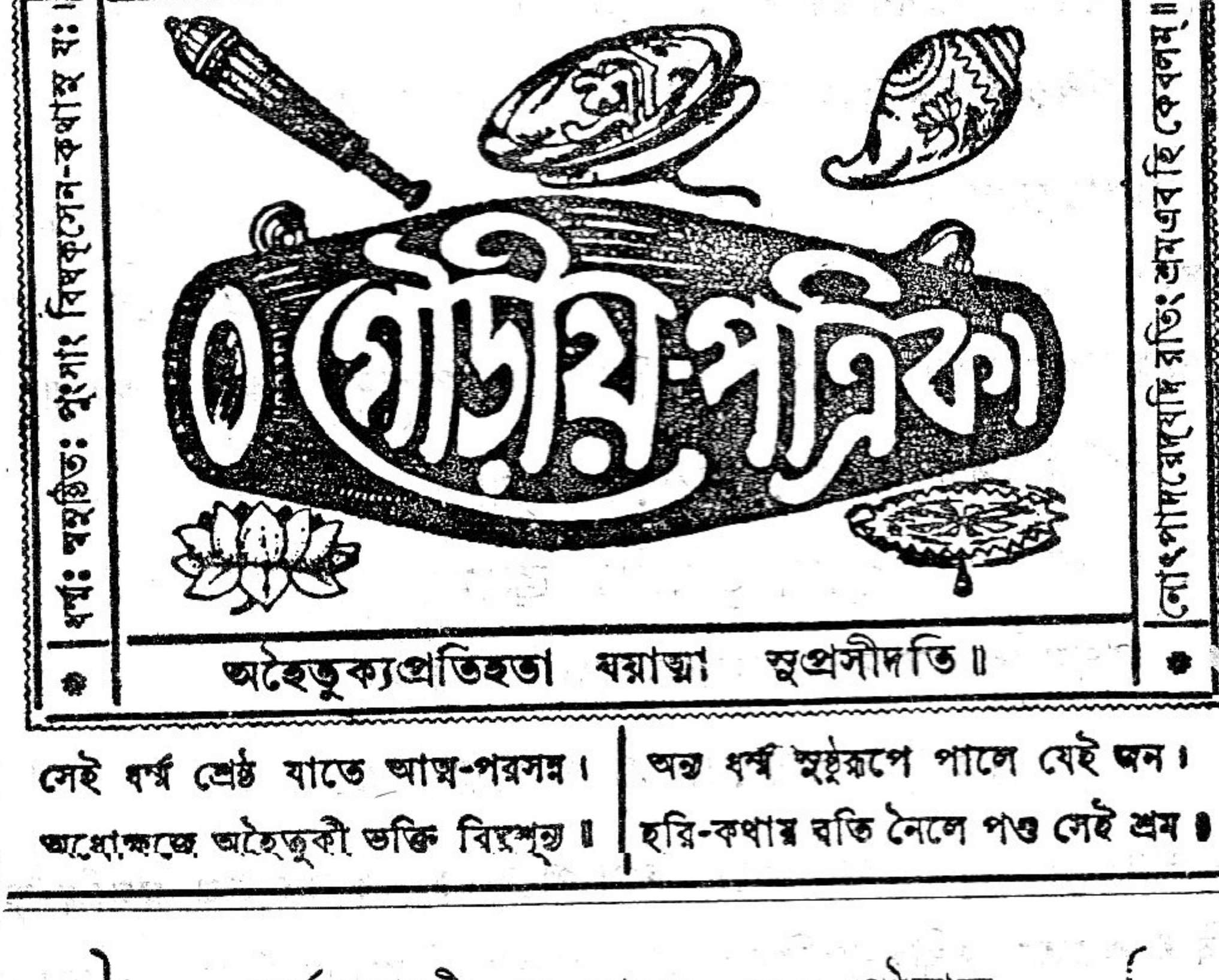

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৮ বামন, ৪৮৪ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।৭।১৯৭০ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সান্দ্র প্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগল্‌ভ্যমাপ্তা তয়োঃ
প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যয়ো রনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ।
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈ-
র্যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্লাতু সা মাং গণৈঃ॥ ২৯॥

যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন ও প্রিয়তাহেতু কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয় বয়স্যদ্বয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও অভিসার বিষয়ে যথাক্রমে চাতুর্য্য ও রসপূর্ণবাক্য দ্বারা নিজ সখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন সখীজন সমুচিত মান শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণ মধ্যে পরিগ্রহ করুন॥ ২৯॥

প্রণয় ললিত নর্ম্মস্ফার ভূমিস্তয়োর্যা
ব্রজপুর নবযূনোর্যাচ কণ্ঠান্ পিকানাং।
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্ট্যা
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্ত সেয়ং বিশাখা॥ ৩০ ॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর কৌতুকের পাত্রী, যিনি রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সুদিব্য সঙ্গীত দ্বারা কোকিলের স্বর পরাজয় করিতেছেন সেই বিশাখা অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুর সুরভিপুষ্পৈ র্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা
প্রয়গণবৃত রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ ৩১ ॥

যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুসুম-সমূহে ভূষিত করতঃ সখীগণপরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি ॥ ৩১ ॥

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি মহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্বেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাং ॥ ৩২ ॥

যিনি ব্রজপতি মহিষী যশোদার আদেশক্রমে রন্ধনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে নন্দালয়ে আনয়ন করিতেন এবং উভয়ের কৌতুকাবহ সখ্যভাব থাকায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ রাধিকাকে পরিতর্পিত করিতেন এবং অতিশয় প্রীতিহেতু স্বয়ংও পরিতৃপ্ত হইতেন, সেই কুন্দলতাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

ব্রজেশ্বর্য্যানীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধয়ে
মুদা কামং নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে প্রণয়িণী।
ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িতমভি তাং সারয়তি যা
ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণপ্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে ॥ ৩৩ ॥

পাক কার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যশোদা যাঁহাকে আনয়ন করিতেন এবং যিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতের নিকুঞ্জে গমনপূর্ব্বক ছলক্রমে তথায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকাকে অভিসার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, সেই শ্রীরাধিকার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৩ ॥

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভবতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা ।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরস সুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দী পূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি ব্রজধামের গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তীনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক এই ব্রজধামে অবস্থিতি করেন এবং যিনি তথায় অবস্থিতি করিয়া মনের আনন্দে সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসসুখ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন সেই নন্দীমুখীকে আমি প্রীতিসহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

মুদা রাধাকৃষ্ণপ্রচুর জলকেলী রসভর
স্খলৎ কস্তূরীতদঘুস্থণ ঘনচর্চ্চার্চ্চিত জলা ।
প্রমোদাত্তৌ ফেণস্মিত মুদিত মূর্ম্মিস্ফুটকর
শ্রিয়া সিঞ্চন্তীব প্রথয়তু সুখং ন স্তরণিজা ॥ ৩৫ ॥

পরস্পর আনন্দিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের জলবিহার আরম্ভ হইলে জলস্রোতে তদীয় গাত্রজ্বলিত কস্তূরী, কুঙ্কুম ও চন্দনাদি দ্বারা যাহার জল অতি সুন্দর হইয়াছে এবং যিনি আনন্দহেতু খেলাচ্ছলে মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তরঙ্গরূপহস্ত দ্বারা যেন সেই রাধাকৃষ্ণকে অভিষেক করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া কালিন্দী আমার সুখসম্পত্তি বিস্তার করুন ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বানন্দ কদম্বকেন হরিণা প্রাগ্‌যাচিতা অপ্যমূঃ
স্বৈরং চারু রিরংসয়া রহসি যাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাং ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীং নিজামনুদিনং তেনৈব সার্দ্ধং মুদা
রাধাং সংরময়ন্তি তাঃ প্রিয়সখী মূর্দ্ধ্না প্রপদ্যেতরাং ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বপ্রকার আনন্দের একাশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নির্জ্জনে স্বচ্ছন্দবিহারেচ্ছা প্রার্থিত হইয়াও যাঁহারা প্রণয়কোপবশতঃ তাহা অনাদর করিয়া প্রাণাধিকা নিজসখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন আনন্দপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করাইতেছেন সেই সমস্ত সখীদিগকে আমি মস্তকে বহন করি ॥ ৩৬ ॥

প্রেম্না যে পরিবণ্টনেন কলিতাঃ সেবাসদৈবোৎসুকাঃ
কুর্ব্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাসা বয়স্যোপমাঃ।
বংশীদর্পণদূত্যবারি বিলসত্তাম্বূলবীণাদিভিঃ প্রাণেশং
পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্রিমুখ্যান্ ভজে ॥ ৩৭ ॥

প্রেমবশতঃ যাঁহারা পরমাদরে নিরন্তর বংশী, দর্পণ, দূতক্রীড়া, জল, কর্পূরাদিবাসিত তাম্বূল ও বীণাদি কৃষ্ণভোগ্য উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ করিতেছেন এবং পরস্পর বণ্টন করিয়া অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণের অমুক কার্য্য করিবে আমি এই কার্য্য করি এইরূপ বিভাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছেন সেই বয়স্যতুল্য পত্রি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসদিগকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৭ ॥

তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ৩৮ ॥

তাম্বুলদান, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা যাঁহারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখী অপেক্ষাও যাঁহারা প্রিয়তমা এবং যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের কেলি স্থানে গমনাগমন করিতে অসঙ্কুচিত সেই রাধিকাদাসী রূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে আমি আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করি ॥ ৩৮ ॥

তৃণীকৃত্য স্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি
স্বকীয়ং প্রেম্নাং যে ভর নিকর নম্রা মুররিপোঃ।
সুখাভাসং শশ্বৎ প্রথয়িতুমলং প্রৌঢ় কুত্তকা-
দযতন্তে তান্ ধন্যান্ পরমিহ ভজে মাধবগণান্ ॥ ৩৯ ॥

যাঁহারা বিস্তৃত নিজসুখরূপ অমৃতকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অর্থাৎ নিজসুখাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমভরে নত হইয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সুখসন্ততি বিস্তার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আনন্দচিত্তে যত্ন করিতেছেন, সেই ধন্যবাদের পাত্র শ্রীকৃষ্ণপরিবার ভক্তগণকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥

(ক্রমশঃ)

'থিওসফি', মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

ইং ৬।১।১৯২২

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহ্নু-মোদদ্রুমাদি-দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত……বাবু থিওসফিষ্ট্ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দানহেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে-সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না এরূপ অর্ব্বাচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অন্যায় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাধর্ম্ম মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটী নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর নিকট 'সাটী' কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন……বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কি না? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১ পৃষ্ঠার পর)

৬৫। যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল ?

"সদ্‌গুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৬৬। অসদ্‌গুরু ও অসচ্ছিষ্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তির কি প্রাতিকূল্য সাধিত হয় ?

"গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। **গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ;** না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব।"

—নামাপরাধ, 'গুর্ব্ববজ্ঞা' হঃ চিঃ

৬৭। কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

"দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। * * * দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরু-বরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬৮। ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি ? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

"যাঁহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা—লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী ; সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ্য করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে।"

—কৃঃ সং ৮।১৬

৬৯। অপরিপক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অসুবিধা হয় ?

"অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভানুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলে; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন।"　　—কৃঃ সং, ৮।২১

৭০। মথুরাগত, দ্বারকাগত ও ব্রজগত প্রতিবন্ধক-সমূহ ভজনের প্রতিকূল কি ?

"যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ-সকল বর্জ্জন করিবেন। যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষ-সকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক-সকল বর্জ্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

৭১। ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয় ?

"ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিন্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। **'আমি ব্রহ্ম'—এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।"**

—প্রেঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

৭২। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয় ?

"গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ-পূর্ব্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।"　　—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—১৫, সঃ তোঃ ৭।৩

৭৩। নাম-মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিস্তুতি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে ?

"নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অন্য পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।"　　—'নামে অর্থবাদ', হঃ চিঃ

৭৪। নামাপরাধিগণের সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধবৈষ্ণব কি যোগদান করিবেন?

"যে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়।" জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৭৫। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকর বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহার করা কি ভক্তির অনুকূল?

"খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।"

—'কলিকাতায় কীর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৩

৭৬। অপক্ক ভেকধারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক কেন?

"ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, ইহাতে কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য আছে।

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৭৭। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি সঞ্চয় কর্ত্তব্য?

"গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়-মাত্রই করিবেন না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৭৮। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি মঠ, আখড়া প্রভৃতি আরম্ভ ভক্তির অনুকূল?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৭৯। গৃহত্যাগীর স্থূল ভিক্ষা কি ভক্তির অনুকূল?

"গৃহত্যাগী বিষয়ীর স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৮০। গৃহত্যাগীর রাজা, বিষয়ী ও স্ত্রীদর্শন কি সেবানুকূল?

"গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ি-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৮১। গৃহত্যাগীর কি স্বগ্রামে বাস করা উচিত?

"সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ-গ্রামে বাস করিবেন না।"

৮২। গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সম্ভাষণ দূষণীয় কেন ?

"গৃহত্যাগী নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ—বিপুল পতনের হেতু।"

—গৌঃ স্মঃ স্তঃ ৬২

৮৩। দুষ্টগুরুর উপদেশে যাহারা অপক্কাবস্থায় রাগমার্গ অবলম্বন করে, তাহাদের গতি কি ?

"দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐসকল উপদেশমত উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু ঐসকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।"　　—কৃঃ সং ৮।১৫

৮৪। সমস্ত পাপের মূল কি ?

"পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই—মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৫। স্ত্রী-লাম্পট্যটি কি ?

"স্ত্রী-লাম্পট্য একটি বৃহৎ পাপ।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৬। প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে ?

"প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৭। জাগতিক শান্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি শাস্ত্রানুমোদিত ?

"অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাৎ-প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে-কার্য্যটি পাপ-কার্য্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৮। 'পাপ' কি কি নামে পরিচিত ?

"গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে 'পাপ', 'পাতক', 'অতি-পাতক' ও 'মহা-পাতক' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৯। জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য ?

"জাড্য বা আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্ত্তব্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণে লভিতে বিষয় তিয়াগি'
'শুদ্ধভক্ত সঙ্গ চাই'

বৈষ্ণব-ন্যাসী শ্রীনাম প্রচারে এলা এক পাড়া গাঁয়ে,
বসিয়া সেথায় বটতরুতলে নাম-কীর্ত্তন গাহে।
সাধু-আগমন-বার্ত্তা ক্রমেই রটি' গেল সারা গাঁয়ে,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আসিয়া লুটিল সাধুর পায়ে।
প্রতিজনে আসি' সাধুর সকাশে কহিল দুঃখের কথা,
ভাবিল সাধুর কৃপা-কণা পেলে ঘুচিবে সর্ব্ব ব্যথা।
কেহ কহে, আমি বেকার ঘুরি গো, চাকুরী মিলিবে কবে,
কেহ কহে, মোর মেয়ের বিয়াটা এ বছরে কিগো হবে।
কেহ কহে, আমি অম্বলে জ্বলি, কর্ত্তা যে ভোগে বাতে,
কেহ কহে মোর মেয়েকে জামাই দেখিতে পারে না মোটে।
কেহ কহে তাঁর সুশিক্ষিত ছেলে করে দুর্ব্বব্যবহার,—
ভিন্ জাতির এক মেয়ে বিয়ে করি' পাতিয়েছে সংসার।
কেহ কহে মোর কর্ত্তা পঙ্গু, নানা রোগে ভুগে হায়,—
মন্ত্র পড়িয়া দেহ গো ঠাকুর যা'তে রোগ দূরে যায়।
কেহ কহে মোর পোষ্য অনেক, আয় হতে ব্যয় বেশী,
আয় যাতে বাড়ে তেমতি কবচ দেহ মোরে হয়ে খুশী'।
এমত সবাই নানা অভিযোগ জানাইল সাধু-ঠাঁই,
কহিলা ঠাকুর,—'যার যা' চিন্তা সিদ্ধি লভিবে তাই।
সংসার শুধু দুখে-শোকে ভরা, শান্তি হেথায় নাই ;
ত্রিতাপ-জ্বালায় জীবের হৃদয় নিয়ত দহিছে তাই।
ভাবিয়া দেখরে কে তব আপন, কে তব নিত্যসাথী ;
পরিজন লয়ে কেন সংসারে কর অত মাতামাতি ?
কেহ তো তোমার সাথী হবে নাকো যবে যাবে ধরা ছেড়ে,
পাপের ভাগ তো কেহ নেবে না রে,—ভুগিবি কর্ম্ম ফেরে।
দুঃখ জানাতে এসেছো আজিকে গ্রাম্য সবাই মিলে,
জেনো জীবগণ ভোগে অবিরত নিজ কর্ম্মের ফলে।

ভুলি' ঈশ্বরে ভব-কারাগারে পড়ে আছ মায়া-ঘোরে,
মহামায়া সদা দিতেছে যাতনা জীবের শোধন তরে।
সুখে থাকো যদি নিয়ত সকলে ডাকিবে হরি ব'লে ?
সদা সুখ তাই আসে না জীবনে হরির করুণা-বলে।
দুঃখের মাঝারে পড়িয়া মানুষ গাহে হরি-গুণ গান,
হরি বল সবে দুঃখে ও তাপে, হ'য়ো না'কো ম্রিয়মান।
কেন ভাই সবে কামনা জানাও নিজেন্দ্রিয় সুখ লাগি' ?
প্রভুর দ্বারায় নিজের কার্য্য করা'য়ে লইবে নাকি ?
তোমার যা' কিছু সঁপিয়া দাও হে হরির চরণ 'পরে,
তিনিই তোমার পরম সেব্য, সেব তাঁয় ভক্তি-ভরে।
ওই সংসারে মজি' পাবে না মুক্তি, কৃষ্ণ সে বহু দূরে,
সংসার ত্যজি' এস ভাই সবে যাবে যদি মায়া-পারে।'
শুনি' হেন বাণী বুঝিল সবাই-দুঃখ দূর না হবে,
কর্ম্মের দোষে ভোগে জীবগণ অবিরত ভব-রোগে।
একে একে সবে চলে গেল ঘরে, যুবা এক সেথা' রহে,
জানাল ন্যাসীরে সংসার ছাড়ি' তাঁর সনে যেতে চাহে।
ঠাকুর তখন কহেন তাহারে, 'ঘরে থেকে লহ নাম,
নাম নিতে নিতে উপজিলে প্রেম, যাবে আনন্দ-ধাম।'
যুবক কিন্তু না-ছোড়্-বান্দা, কহে—'যেতে দাও স্বামী,
কৃষ্ণে লভিতে বিষয় ত্যজিয়া হব তব অনুগামী।'
কহিলেন ন্যাসী,—'ভেবে দেখ ভাই, পারিবে কি যেতে সেথা,
যদি যেতে পার চল মোর সাথে জাগে যদি ব্যাকুলতা।
ন্যাসীর সম্মতি পাইয়া যুবক হরষিত অন্তরে,
কহিল,—'প্রভুজী, কল্য তব সাথে যা'ব মোর গৃহ ছে ড়ি।
এমত যুবক প্রতিজ্ঞা করি' ফিরিয়া আপন ঘরে,
কহে গৃহিনীরে,—'আগামী কল্য যা'ব এ ভবন ছেড়ে।'
গিন্নী শুধা'ল—'কত দূরে যাবে, কতদিন রবে সেথা,
আমিও তোমার সঙ্গী হইব, নহিলে পাবে ব্যথা।'

যুবা কহে—'প্রিয়া, ভুলে যাও মোরে, ফিরিব না হেথা আর,
শ্রীহরির লাগি যাব সাধু-সাথে ত্যজি' এই সংসার।'
ভার্য্যা তাঁহার দু'টি পায়ে ধরি' ব্যাকুলি' উঠিল কাঁদি'—
কহে,—'ওগো প্রিয়, আমারে মারিয়া ধর্ম্ম করিবে না'কি ?
জীবন থাকিতে ছাড়িব না তোমা', আগলি রাখিব বুকে,
মোরা অভিন্ন হৃদয় যদি গো, কেন ছাড়াছাড়ি রবে ?'
যুবক ভাবিল প্রিয়ারে ছাড়িয়া কেমনে সে র'বে দূরে !
কহে তাই,—'প্রিয়ে, কাঁদিও না আর, যাব না তোমারে ছেড়ে।
প্রভাতে উঠিয়া চলিল যুবক, সাধুর সন্নিধানে,
দেখিল সাধুজী দু'বাহু জড়া'য়ে ধরিয়াছে বটক্রমে।
কহিল,—স্বামীজী, কেন বা আছেন বৃক্ষে জড়ায়ে ধরি,
যাইতে নারিনু আপনার সাথে ভার্য্যা দি'ছে না ছাড়ি'।'
ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ন্যাসী—'বৃক্ষ না ছাড়ে মোরে,
যেমতি তোমার রূপসী ভার্য্যা রেখেছে তোমারে ধরে।'
যুবক কহিল,—আপনারে কভু ধরিয়া রাখেনি ইহো,
ন্যাসীজী জানায় তোমারেও ভাই ধরিয়া রাখে নি কেহ।
সংসার ত্যজিতে পারিলে না তুমি স্ত্রীতে মমতা-বশে,
মিছাই কহিছ বন্দী রহিছ সতত গৃহিণী-পাশে।
বিষয়ের 'পরে আসক্তি থাকিতে কৃষ্ণ মিলে না ভাই,
কৃষ্ণে লভিতে বিষয় তেয়াগি' শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গ চাই।
প্রণমি ন্যাসীরে কহিল যুবক,—সত্য কহিলে প্রভু,
সংসার ত্যজি' তব সাথী হতে পারিবনা আমি কভু।'
কহিলেন ন্যাসী,—'মাভৈঃ রে ভাই, ভজ নাম অনিবার,
নাম-বলে ক্রমে শুদ্ধভক্তি পেলে র'বে না'ক গৃহে আর।
হরিনাম ছাড়া গতি নাহি কভু, নামই স্বয়ং হরি,
সদ্‌গুরু-পাশে নাম-দীক্ষা ল'য়ে কহ সদা হরি হরি।'

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৩)

অনন্তর মানসপূজার মাহাত্ম্য বলা হইতেছে, এই মানসযোগ জরাব্যাধি-ভয়াবহ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এই উক্তি আছে—

যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যামহং মুনে॥

হে মুনে! যিনি একবার পরমভক্তিসহকারে যথোক্ত বিধানে ইহার অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হই। ভগবদর্চ্চন সম্বন্ধে যে অষ্টবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মানসীমূর্ত্তি অষ্টম স্থানীয়া বলিয়া কোন স্থলে ইহা স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে।

ভাঃ ১১।৩।৫০ শ্লোকে আবির্হোত্রবাক্য—'অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ' অর্থাৎ অর্চ্চাদিতে বা হৃদয়ে যথালব্ধ উপাচারদ্বারা ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতঃপর পূজাস্থান নিরূপিত হইতেছে,—

শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।

যে স্থানে শালগ্রামশিলা বর্ত্তমান, তথায় হরি নিত্য সন্নিহিত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মথুরাক্ষেত্র মহাধিষ্ঠানস্বরূপ। যথা মথুরা ভগবান্ 'যত্র নিত্যং সন্নিহিতোঃ হরিঃ।' এইরূপ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে তত্তন্মন্ত্রধ্যেয়-বৈভববিশিষ্টরূপে মথুরা-বৃন্দাবনাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্য অধিষ্ঠানে মথুরা-ক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে ভগবানের ধ্যান করিতে হয় শ্রীপ্রতিমায় উক্ত আকারের সমানরূপে ধ্যান করিতে হয়। যেহেতু তথায় আকারগত ঐক্য আছে।

শ্রীভাগবত ১১।২৭।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—'চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।' প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, জীবস্য জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ অর্থাৎ চলা ও অচলা এই দ্বিবিধা প্রতিমাই জীবমন্দির। প্রতিষ্ঠা অর্থে প্রতিমা। প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিমা আমার তদাস্পদ হইয়া থাকে।

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে শ্রীহয়শীর্ষকপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব।" হে বিষ্ণো! আপনি এখানে সন্নিহিত হউন। এই সান্নিধ্য-

করণমন্ত্র পাঠান্তে—যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ। "তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অর্থাৎ আপনার যাহা পরমতত্ত্ব এবং যাহা জ্ঞানময় শরীর, তৎসমুদয় এই দেহে একত্র লীনরূপে অবগত হউন। অথবা জীবমন্দির অর্থে সর্ব্বজীবের আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। পরমোপাসকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন করেন। যেহেতু ভেদস্ফূর্ত্তি ভক্তিচ্ছেদক বলিয়া ঐক্যদর্শনই সঙ্গত। ভগবানও এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন,—

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ। অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ মদীয় ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মাল্য এবং গন্ধলেপন দ্বারা সপ্রেমে যথোচিতরূপে আমাকে অলঙ্কৃত করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রতিমাবিষয়ে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য—

তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ।
উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ॥

হে রাজন্! তুমি তাঁহাতে চিত্ত সমাবেশপূর্ব্বক অন্য আশ্রয় ত্যাগ কর। যেহেতু উক্ত প্রতিমাই ভক্তিসহকারে পূজিতা ও চিন্তিতা হইয়া তোমার উপকারিণী হইবেন। তুমি গমন, অবস্থান, নিদ্রা এবং ভোজনকালে তাঁহাকেই নিজের অগ্রে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধভাগে, অধোদেশে এবং পার্শ্বে চিন্তা করিবে।

অতএব তৎপূজায় আগমে এইরূপ আবাহনরীতি উক্ত হইয়াছে। আদর-সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই 'আবাহন'। ভক্তিসহকারে তাঁহার নিবেশনই 'সংস্থাপন'। "আমি আপনারই হইয়া থাকি" এই তদীয়ত্বভাবপ্রদর্শনই 'সন্নিধাপন'। ক্রিয়াসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনই 'সন্নিরোধন' এবং সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনই 'সকলীকরণ'।

শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণবশূদ্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত, কিন্তু সর্ব্ববর্ণের মধ্যে যাহারা হরি-ভক্ত হয় না, তাহারাই শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য।

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৩৯)

নরগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞানতা (অসম্মান) তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া পূজার জন্য অর্চ্চা কৃত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অর্চ্চামধ্যে শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইলে উক্ত অর্চ্চা সিদ্ধি প্রদান করেন না।

অনন্তর জীবনের জাত্যাদি দ্বারা বিবৃত হইতেছে—

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪১)

হে রাজেন্দ্র! পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সুপাত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। যিনি তপস্যা, বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা শ্রীহরির শরীরস্বরূপ বেদ ধারণ করেন, তিনিই সুপাত্র।

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনতঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪২)

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ পাত্রেরই প্রশংসা করিতেছেন,—হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দৈবতস্বরূপ। জগদাত্মা অর্থে জগতে লোকসংগ্রহ-কর্ম্মাদি-প্রবর্ত্তনহেতু তাদের নিয়ামক।

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত, তথায় যোজনত্রয় পর্য্যন্ত স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটিগুণাধিক হইয়া থাকে।

অপুণ্যকীকটনামক দেশেও শালগ্রামের নিকট চতুর্দ্দিকে ক্রোশপরিমিত ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব অর্চ্চার আধিক্যই নির্ণীত হইল।

অন্য অধিষ্ঠানের কথাও বলা হইতেছে,—

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৪২-৪৬)

সূর্য্যে ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ সুক্তানুসারে উপস্থানাদি দ্বারা, অগ্নিতে হবি দ্বারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্য দ্বারা, গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সহকার দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যান-নিষ্ঠা দ্বারা, বায়ুতে মুখ্যধী (প্রাণদৃষ্টি) দ্বারা, জলে তর্পণাদি দ্বারা, স্থণ্ডিলে (ভূমিতে) মন্ত্রন্যাস দ্বারা, আত্মমধ্যে ভোগ দ্বারা এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ আমার পূজা করিবে। এস্থলে সর্ব্বত্র চতুর্ভুজেরই অনুসন্ধান হইলেও দ্বিবিধ মার্গ জানিতে হইবে। তন্মধ্যে মন্দির লেপনাদি দ্বারা যেরূপ তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠার উপাসনা হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠানবস্তুর পরিচর্য্যা দ্বারা অধিষ্ঠাতৃপুরুষের উপাসনা অন্যপ্রকার মার্গ। এই মার্গানুসারেই বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সৎকার এবং গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে বন্ধুভাব যেরূপ বৈষ্ণবেই সঙ্গত, সেইরূপ তৃণাদিভোজী গোসমূহে তৃণাদি প্রদানে গোসমূহই সম্প্রদান-কারক সঙ্গত হয়, কিন্তু এই দানে চতুর্ভুজপুরুষ সম্প্রদান-কারক হইবেন না। যেহেতু উহা অভক্ষ্য। জগতে যাহা আত্মার অভীষ্টতম এবং যাহা অতিপ্রিয়, তৎসমুদয়ই আমার উদ্দেশ্যে দান করিবে এবং তাহাই আমার হইবে—এই বাক্যে উৎকৃষ্ট প্রিয়বস্তুর দানই উক্ত হইয়াছে। হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যাদি দ্বারা ইত্যাদি স্থলে অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে তদন্তর্য্যামি-রূপেই ধ্যান হইবে কিন্তু নিজ প্রেম-সেবা-বিশেষের আশ্রয়ভূত স্বাভীষ্টরূপ বিশেষের ধ্যান নহে। যেহেতু তাদৃশ স্বাভীষ্টরূপবিশেষ কেবল পরম সুকুমারাত্মাদি-বুদ্ধিজনিতা প্রীতিসহকারেই সেবনীয় হইয়া থাকেন।

যথা ভগবদ্‌বচন—বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মাল্য এবং গন্ধলেপন দ্বারা আমার ভক্ত প্রেমসহকারে আমাকে যথোচিতরূপে অলঙ্কৃত করিবে।

এই ভক্তিরীতি অনুসারেই পরমেশ্বরের তাদৃশ ভাব শ্রুত হয়। নারদীয় বচন—

ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ।
ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্॥

জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ।
পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষ্ণার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা॥

শ্রীহরি ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, কিন্তু ধনদ্বারা গ্রাহ্য নহেন। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ উত্তম পানীয় জললাভে সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্ব্বক্লেশনাশন জগন্নাথ জলমাত্র দ্বারা ভক্তি-ভরে পূজিত হইলেই সত্বর সন্তুষ্ট হন।

এস্থলে দৃষ্টান্ত আশ্রয়ণীয়। বিপরীতভাবে দোষও হয়। যথা গ্রীষ্মে জলমাত্র দ্বারা পূজা প্রশস্তা, কিন্তু বর্ষায় তাহা নিন্দিতা। যথা গরুড়ে—

শুচি শুক্রাগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্।
জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ॥
ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্।
যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্॥

যাহারা গ্রীষ্মকালে বিবিধ পুষ্প দ্বারা জলস্থ শ্রীহরির অর্চ্চন করে, তাহারা যমযাতনা হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে যাহারা নারায়ণকে জলস্থ করে তাহাদের নিশ্চয়ই নরকপ্রাপ্তি ঘটে। পরিচর্য্যাবিধিকে দেশ, কাল ও সুখদবস্তুই বিহিত।

"অতএব জগতে যাহা আত্মার অভীষ্টতম" ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। তত্তৎশাস্ত্রে সর্ব্বকালসুখকর মনোরম শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ক্ষেত্রই ইষ্টমন্ত্রধ্যানের স্থলরূপে চিন্তনীয় বলিয়া বিহিত। অন্যথা তত্তদ্‌বিষয়ক আগ্রহের ব্যর্থতা হয়। অতএব অগ্নি প্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্য্যামীরূপই চিন্তনীয়।

অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধনামাত্মক যে মন্ত্র ক্রমদীপিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তৎস্থানে মূলকৃষ্ণমন্ত্রই ইচ্ছা করেন। এইরূপ তাঁহার মূলজ্যোতিঃ অনুগতরূপে ধ্যানার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা তদীয় ভোজনকালীন মুখপ্রসন্নতাস্বরূপই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ নবলীলাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধিক্রমেই জ্ঞাতব্য।

জপে মন্ত্রার্থ নানাবিধ হইলেও পুরুষার্থের অনুকূলরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার ভক্তিরই শুদ্ধত্ব-অশুদ্ধত্বরূপে দ্বিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই অর্চ্চনের ফল বলিতেছেন,—জীব এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ামার্গানুসারে অর্চ্চন করিয়া আমার নিকট হইতে উভয়তঃ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥
(ভাঃ ১১।২৭।৫৩)

জীবনৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যে এরূপ ভাবে আমার পূজা করে, সেই ভক্তিযোগ লাভ করে। নৈরপেক্ষ্য অর্থে নিরুপাধিক।

এই অর্চ্চনে নির্ম্মাল্যধারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে-সকল বৈষ্ণবচিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে অসংখ্যভাবে দ্রষ্টব্য।

এই অর্চ্চন সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বাশ্রম এবং স্ত্রীশূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তম শ্রেয়ঃ বলিয়া সম্মত। যথা,—এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥ (ভাঃ ১১।২৭।৪)

স্মৃত্যসারে উক্ত হইয়াছে,—

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥
শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥

স্ত্রী ও শূদ্রগণকর্তৃক আগমোক্তমার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য। স্ত্রীগণ হৃদয়ে পতির চিন্তা করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে এবং শূদ্রগণ নাম দ্বারাই দেবতার্চ্চন করিবে। পতির প্রিয়হিতকারিণী রমণীগণেরও বিষ্ণুপূজা করিতে অধিকার আছে।

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

দেবতা, মন্ত্র এবং মন্ত্রদাতাগুরু—ইঁহাদের প্রতি যাহার অষ্ঠবিধ ভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তজনে বাৎসল্য, পূজায় অনুমোদন, শুদ্ধচিত্তে সর্ব্বদা অর্চ্চন, তদ্‌বিষয়ে দম্ভত্যাগ, ভগবৎকথা শ্রবণে অনুরাগ, কথা শ্রবণে অনুরাগ, অঙ্গবিকার, সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ এবং একমাত্র তদীয় নামের শরণ গ্রহণ—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান থাকে, তবে তিনি মুনি, সত্যবাদী এবং যশস্বী বলিয়া গণ্য হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আমি মনে করি বস্তুলাভ করিতে হইলে যাঁহাদিগের পন্থা আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, সেই গৌরপার্ষদবৃন্দকে আমি প্রত্যহ অন্ততঃ একবারও ত' স্মরণ করিয়া এবং স্তব করিয়া থাকি। যেমন 'জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ।' কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিলে দেখিয়া বিস্মিত হই যে, নিত্যই যাঁহাদের স্তব করিয়া চলিয়াছি কার্য্যতঃ তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহাদের আদর্শচরিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ আমি যাহা করিব তাহা করিয়াই চলিয়াছি। 'শর্ম্মা যাহা গড়িবে তাহা তাহার মনে মনেই আছে।' যদি আমি গৌর-মনোঽভীষ্টের প্রচারক গৌর-পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর আদর্শচরিত্রের অনুসরণ একবারও করিতাম, যদি আমি নিজে কি পরিমাণ ভজন করিতেছি এবং ভজন বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা একদিনও অনুসন্ধান করিতাম, তাহা হইলে কখনই আমি এরূপ অসহিষ্ণু হইতাম না। আমি যদি একবারও বুঝিতে চেষ্টা করিতাম যে, আমার ভজনরাজ্যে ক্রমোন্নতির পন্থায় আমার অনবধানতা, আমার শৈথিল্য, আমার হঠকারিতা, বিশেষ করিয়া আমার অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যই প্রধান বাধা, অন্য কেহই বা অন্য কিছুই এত শত্রু নহে, তাহা হইলে ত' আমার সমস্ত দিকই পরিষ্কার হইয়া যাইত।

অনেকসময় আমি আবার মনে ভাবি—ধৈর্য্য ধরিয়া এবং অচঞ্চল হইয়াই বা একটা জীবন কাটাইয়া দিয়া লাভ কি? আমার এই সমস্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা

'ও শ্রেয়ঃ সাধন যদি শ্রীকৃষ্ণের গীতোপনিষদুক্ত আশ্বাস অনুযায়ী ছিন্ন মেঘের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মান্তরে উপযুক্ত সময়ে সুসংস্কাররূপে উদিত হয় তাহাতেই বা ফল কি? শ্রীকৃষ্ণ পরম ধন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তুলনা হয় না; সুতরাং সেই অমূল্য ধনকে তদনুরূপই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় সত্য, কিন্তু আমি কোথায় এত মূল্য পাইব? একটা বাড়ী, একটা গাড়ী করিবার যাহার সামর্থ্য নাই, সে কি দিয়া চিন্তামণি ধন কিনিবে? অর্থের কথা দূরে থাকুক, পাণ্ডিত্যবিচারেও অনুস্বার-বিসর্গ-জ্ঞানহীন মূর্খ আমি—গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবঞ্চিত আমি কি করিয়াই বা শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত ধরিতে সমর্থ হইব? শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন, শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত সাধুর সঙ্গ ভিন্ন কি করিয়াই বা সেই বেদগুহ্য ধনের সন্ধান পাইব? মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের অজস্র ধন ছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানেও তাঁহারা বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। যথা—'রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।' শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বড় জমিদারের আদরের একমাত্র দুলাল ছিলেন। রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সন্ন্যাসীরাও তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন; তাঁহারা সবাই গুণী, মানী, ধনী। কৃষ্ণচিন্তামণিধনের মূল্য দিতে তাঁহারাই না হয় সমর্থ। কিন্তু আমি কোন্ গুণে গুণী, যাহার বিনিময়ে এই ধন পাইতে পারি; সুতরাং বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া, বৃথা ধৈর্য্যধারণের উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া মায়ার বহুরূপী প্রদর্শনীতে খুঁজিয়া দেখি আর কি পাওয়া যায়। কারণ, আমার পক্ষে কৃষ্ণের ভজন এখন আকাশকুসুম কল্পনা এবং মৃগতৃষ্ণিকামাত্র।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া মন যখন অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠে তখনই কে যেন আবার আশ্বাস দিয়া বলে—"ব্যস্ত হইও না, ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদমূলে বসিয়া হরিকথা শ্রবণ কর। তুমি যে মনে করিয়াছ তোমার হরিবিষয়ক সমস্ত কথাই শ্রবণ হইয়া গিয়াছে বস্তুত তাহা নহে; শ্রবণ সিদ্ধ হইলে এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য আসে না। এই প্রকারের চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন একটিও হরিকথা তোমার শ্রবণ হয় নাই। সুষ্ঠু শ্রবণের পূর্ব্বে বস্তু যে প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, শ্রবণ সিদ্ধ হইলে তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীরূপ-সনাতন, রায়রামানন্দাদি মহাপ্রভুর

পার্ষদবৃন্দ জড় পাণ্ডিত্য, জড় ঐশ্বর্য্য অথবা জড়ীয় কোন কিছুর দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপাকর্ষণ করেন নাই। শ্রীভগবানে কোন প্রকার জড়ীয় সম্বন্ধ নাই; কারণ, তিনি জড়াতীত, চিদানন্দময়। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জীবের জড়দর্শনে জড় ঐশ্বর্য্যাদিদ্বারে তিনি বদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভুল। জড়দেহ এবং মনবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মদেহের অন্তরালে যে অণুচৈতন্য জীবাত্মা, যাহার স্বরূপের বৃত্তি বিভূচৈতন্য কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকূল সারসিকী সেবা, জীবের বিশুদ্ধ সত্ত্বের সেই বিশ্রম্ভ প্রীতি বা লোভই কৃষ্ণচিন্তামণিধন ক্রয় করিবার একমাত্র মূল্য, অন্য কিছুই নহে। সেটী তোমারও সমানভাবেই আছে; তুমি ইচ্ছা করিলেই সেই মূল্য দিয়া কৃষ্ণধন লাভ করিতে পার। তুমি ত দূরের কথা, ঐ যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অনাহারে কাতর হইয়া গিরিগহ্বরে পড়িয়া আছে, এই মূল্য দিবার ক্ষমতা উহারও আছে। বরং জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে স্ফীত ব্যক্তি অপেক্ষা দীনহীন অধমের এই ধন অধিক আছে। তাঁহারাই শ্রীভগবানের কৃপা অধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কারণ, অনুগত ব্যক্তিকেই—দীন, পতিতকে বা নিষ্কপটকেই ভগবান্ কৃপা করেন।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

তুমি কি বিদুর, সুদামাবিপ্র ইঁহাদিগের জীবনী শ্রবণ কর নাই? সে সব যাউক, সেদিনের কথা, মহাপ্রভুর সময়ের খোল-বেচা শ্রীধরের কথাও কি তোমার স্মরণ নাই? শ্রীধরের কি ধন বা কি পাণ্ডিত্য ছিল? তবুও মহাপ্রভুর তাঁহারই সঙ্গে যত কোন্দল, যত কৌতুক। তাঁহারই মোচা প্রভু কাড়িয়া কাড়িয়া লইতেন কেন?

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥"

এই শ্রীধরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই ত' শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

"থোড়-মোচা খোলা বেচি শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটী কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥"

মহাপ্রভু শ্রীধরের সঙ্গে কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীধর তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তাহা আমি কিছুদিন পরে লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিব। এই গুপ্তধনই কৃষ্ণচিন্তামণিধন আয়ত্ত করিবার একমাত্র চুম্বক। এই

গুপ্তধন আর কিছুই নহে—'কেবল কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতি—নিষ্কপটতা—সরলতা ও শরণাগতি।' এগুলি অর্জ্জন করিতে পয়সা লাগে না, তবে আর্ত্তি চাই—ঐকান্তিক ব্যাকুলতা চাই, তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে চাওয়া চাই। অন্তর হইতে না চাইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতায় ভগবান্ হস্তক্ষেপ করেন না। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী বদ্ধজীবকে স্বতন্ত্রার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, কৃষ্ণকে চাইতে হইবে। 'কৃষ্ণ তোমার হও' বলিতে হইবে। স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় প্রভুর কৃপার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে কৃপা নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

"কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥"

* * * * * *

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥" (চৈঃ চঃ)

* * * * *

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" (গীতা)

সুদৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অপেক্ষা কর। সময়ে ফল ফলিবেই, চঞ্চল হইও না।

এই সমস্ত আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তখন আবার প্রাণে নবপ্রেরণায় নূতন কামনার সৃষ্টি হয়, সব দুঃখ চলিয়া যায়। অমানিশার গভীর অন্ধকার গগনে নবোদিত তরুণ অরুণের সোনালী আভায় সুরঞ্জিত নবীন ধরায় নূতন প্রাণের জাগরণবৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন মহাসন্দিগ্ধ মনের শত শত কুহেলিকা নিমিষে দূরীভূত করিয়া আশা ও পুলক-স্পন্দনের নবীন আলোক হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দেয়। তখন আর কোন চাঞ্চলই চিত্তে স্থান পায় না; তখন হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া তাহাতে বাজিয়া উঠে একটি সুরের ঝঙ্কার—

"নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, প্রেম ব্যতীত নন্দদুলালকে পাইবার আর কোনই উপায় নাই। প্রেম কি বস্তু, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম'।

যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা আমাদের সাধনের লক্ষিতব্য বস্তু না হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনে দেহপাত করিলেও নন্দলালার পাদপদ্ম পাইবার অধিকারী হইতে পারিব না। সাত্বতশাস্ত্রে এই কথার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের উপাখ্যান অন্যতম।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসের সেবক শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ গোষ্ঠে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলে তিনি সখাগণকে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট হইতে তাঁহার নাম করিয়া আহার্য্য চাহিতে বলেন। কৃষ্ণ-সখাগণ যাজ্ঞিক-বিপ্রগণকে তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে যাইয়া কৃষ্ণের এই আদেশ জানাইলে বিপ্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'ন এবং বালকগণকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহারা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে পুনরায় যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের পত্নীদের নিকট যাইয়া খাদ্য চাহিতে বলেন। বালকগণ যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণের আদেশ জানাইলে বিপ্রপত্নীগণ দধি, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি যত ভাল ভাল সামগ্রী ঘরে ছিল তৎসমুদয়সহ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বসখা কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া ধন্য হইলেন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ যাঁহার জন্য যজ্ঞ সেই যজ্ঞোপাস্য বস্তুর কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পরিশ্রম মাত্র করিতে-ছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের স্ত্রীগণ, যাঁহাদের দ্বিজত্ব লাভ হয় নাই, যাঁহারা বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহাদের বহুজ্ঞতা লাভ হয় নাই, যাঁহারা যজ্ঞাদির কৃচ্ছ্রতাও করেন নাই, তাঁহারা 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারিণী হইয়া কৃষ্ণের সেবা বরণপূর্ব্বক ধন্যা হইলেন। বিপ্রগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ-পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তি-হীনতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যাচ্ঞা রক্ষা না করিয়া যে মহা অপরাধ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং আত্ম নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমরা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্! ব্রত, বহু

শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, কর্ম্ম-নৈপুণ্য প্রভৃতি সমস্তই ধিক্! অহো! ভগবানের বহির্ম্মুখিনী মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা মনুষ্য-লোকে শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্ত্তব্য-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছি; আমাদের পত্নীগণের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্ম-বিচার শৌচ ও মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই নাই, শুধু শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে; পক্ষান্তরে আমরা উপনয়ন-সংস্কারাদিযুক্ত হইয়াও কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রযুক্ত সেই ভক্তি হইতে বঞ্চিত। আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত বলিয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত। সজ্জনগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সাহায্যে অন্নপ্রার্থনা-বাক্যদ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন; নতুবা নিজ-সুখ-তৃপ্ত পূর্ণকাম সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের আমাদের ন্যায় তদীয় বশ্যগণের নিকট অন্ন-প্রার্থনার আবশ্যকতা কি ছিল? আমরা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই যোগাদি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি মূঢ়তা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ করিব", এই, বলিয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

বিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য মথুরায় যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া ব্রজগমনে সফলকাম হইলেন না। এই কংস শুষ্ক জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রতীক মাত্র। সৌভাগ্যশালী মানব যখন কর্ম্ম-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থের প্রতি অগ্রসর হইতে যত্ন-বিশিষ্ট হয়, তখন জ্ঞানমার্গ নিজেকে পরমার্থের পথ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক 'ঠগ'-এর কার্য্য করিয়া থাকে। পরমার্থপ্রয়াসীর এই 'ঠগ'টীর হস্ত হইতেও বিশেষ সতর্কতার সহিত উদ্ধার পাওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিকে বিশেষ সতর্ক করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"কর্ম্ম-কাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ্ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু,　　তুমি কৃষ্ণ কৃপা-সিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥"

নন্দ-লাল প্রেম-ভক্তিরই বশ। অবশ্য যাঁহারা রাগমার্গে ভজনের অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বিধিমার্গের নিয়মাবলী বিসর্জ্জন করিয়া অন্যাভিলাষিতার প্রশ্রয় দিবেন না। অন্যাভিলাষময় উচ্ছৃঙ্খল জীবন কখনই পরমার্থলাভে সমর্থ হয় না। তবে সাধন-ভক্তির অধিকারে যখন বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে, তখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাসনা পরিত্যাগান্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার প্রতি সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার প্রতিকূলে আমাদের বহির্ম্মুখিনী চিত্তবৃত্তি নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত; তাহাকে সেই দিক্ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি যে কৃষ্ণ-ভক্তি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্নই সাধন।

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥"

অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সাধন-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ ও জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলে সেই স্বরূপ-লক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমা উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেমা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য অভিধেয়ের দ্বারা সাধ্য নয়। 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'।

এই দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, সেই ব্যক্তির চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত হইলে তাহাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। সাধনভক্তি ক্রমশঃ ভাবভক্তিতে পরিণত হয়। ভাবের গাঢ় অবস্থাই প্রেম। কৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্যের-কিরণস্থলী বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ যে তত্ত্ব রুচি দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, তাহাই ভাব। এ স্থলে লক্ষিতব্য এই শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করা ভাবের তটস্থ লক্ষণ। যখন এই 'ভাব' চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ় স্বরূপ হয়, তখন তাহার 'প্রেম' আখ্যা। এই অবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিষদগণই একমাত্র মমতার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। এই প্রেম ব্যতিত অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

মঠবাসের সার্থকতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কলিকালে অন্য কোন প্রকারে ভগবানের আরাধনা করা যায় না, একমাত্র কেবল হরিসংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের নিত্য বিরাজ-ভূমি যে শুদ্ধভক্তিপীঠ তাহাতে বাস বা ভক্ত-সন্নিধানে বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ বা নির্জ্জন বাস বলিয়া তথাই কেবলমাত্র হরিভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইতে পারে; অন্যত্র ইহা সম্ভব-পর নহে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

"বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

অর্থাৎ জাগতিক যাবতীয় বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাবেশে উৎপন্ন। কিন্তু 'কৃষ্ণভক্তি' এই ত্রিগুণের অতীত বস্তু। সুতরাং তাহা নির্গুণ হওয়া চাই। এই ত্রিগুণের দ্বারাই জগতের যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু আমাদিগকে পালন করিতেছেন; এবং তাঁহার আদেশানুসারে ব্রহ্মা রজঃগুণের দ্বারা বিনাশ করিতেছেন। ত্রিগুণের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব ভাল। এই সাত্ত্বিক ভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয়ে দূরীভূত হইবে। কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়ে তাহা নির্গুণ হয়। বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রাম্যবাস রাজসিক এবং তাস-পাশা ক্রীড়াদিস্থান তামসিক বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার স্থান অর্থাৎ আমি যে স্থানে লীলা-বিলাসাদি করি সেই স্থান নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত। তথায় মায়ার কোন অধিকার নাই।

ভগবান্ যে স্থানে আবির্ভূত হইয়া নিজলীলা প্রকাশ করেন, সেই স্থানই নির্গুণ এবং নির্গুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে অন্য কোন স্থানে বাসের প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র নির্গুণ-ধামে বা হরিসংকীর্ত্তনে মুখরিত নির্গুণ মঠে বাসই প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাধুসঙ্গে ধামবাস বা মঠবাসই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তথায় বাস করিলে নিত্য-কল্যাণ-লাভের জন্য অগ্রসর হওয়া যায়। হরিভজন করিতে হইলে বনবাস বা অন্য কোন স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শ্রীধাম বা সাধু-সঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বত্রই ত্রিগুণাক্রান্ত এবং কলি-কোলাহলে মুখরিত। সুতরাং

নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহান্ধ-কূপাসক্তি ছাড়িয়া মঠবাসই জীব-মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মঠ বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান। তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের নিত্য কল্যাণলাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায়। কারণ, ভক্ত-সেবা দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়। ভগবান্ ভক্তের প্রেমাধীন। সেই বৈষ্ণবগণ যদি আমাদিগকে ভগবানের সন্ধান দেন, তবেই আমরা ভগবান্‌কে জানিতে পারি। সুতরাং তাঁহাদের নিকট অবস্থান না করিলে আমরা ভগবানের কথা জানিবার সুযোগ পাইব না। যদি আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকি, অসৎসঙ্গে বাস করি, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইব না এবং তৎফলে ভগবান্‌কে জানিবার ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগও হারাইব।

আমাদের যখনই হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদিত হইবে তখনই আমাদের মঠবাসের অধিকার হইবে এবং আমরা মঠবাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। এই সেবাবুদ্ধি বা গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানের পরিবর্ত্তে অন্য বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইলে মঠবাস হইবে না। তখন মঠকে সেবাগার বা সাধুনিবাস বলিয়া জানিতে না পারিয়া সাধুকৃপা হইতে বঞ্চিতই হইব। তৎফলে সংসার-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় মায়া আমাদিগকে অসৎসঙ্গে নিক্ষেপ করিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধানই মঠবাসের মূল উদ্দেশ্য, ইহা যখন বুঝিতে পারিব তখনই মঠবাস হইবে এবং মঠবাসী হইবার সৌভাগ্য পাইব। নচেৎ—

'করি' নীরে বাস,　　গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।'

—এই প্রকার দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে হইবে—সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মঠাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও কপটতার ইহাই বিষময় ফল।

তাই আমি গুরুবৈষ্ণবের নিকট কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছি যেন তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের পাদপদ্মে স্থান দেন; তাঁহাদের সেবা করাই যেন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবেই আমার মঠবাসের সার্থকতা হইবে।

—শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

কার্দ্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

(পূর্ব্বপ্রকাশিক ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

কপিলদেব মাতা দেবহূতির প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিলেন,—হে মাতঃ ! **চিত্তই জীবনের বন্ধন ও মুক্তির কারণ, ভগবানে ভক্তি-যোগ ব্যতীত আত্মমঙ্গলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অসদ্-বিষয়ে আসক্তিই সংসারবন্ধনের কারণ আর সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গই তাহা হইতে উদ্ধারের দ্বার।** সেই সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, বদান্য, সকল দেহীর নিত্যমঙ্গল-বিধাতা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, ত্যক্ত স্বজনাখ্যদস্যু, সর্ব্বদা শুদ্ধহরিকীর্ত্তনরত। একমাত্র সাধুগণের সঙ্গই কুসঙ্গ-জনিত-দোষহরণকারী। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই ভগবানের বীর্য্যবতী হৃৎকর্ণরসায়ন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বীর্য্যবতী কথা শ্রবণের ফলে শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করা যায়। শ্রীহরির প্রতি নিষ্কাম আত্মার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা পঞ্চবিধ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সালোক্যাদির মুক্তি দাস-দাসীর ন্যায় ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করিলেও শুদ্ধসেবক কখনও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভগবদ্ভক্তগণের নিত্যসেবাস্থল পরব্যোম কর্ম্মফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির ন্যায় কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্ভজনপরায়ণ, তাঁহারাই ঐরূপ সেবলাভে সমর্থ। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেববৃন্দ শ্রীভগবানের অধীন; তাঁহারা জীব-গণের কর্ম্মানুসারে ফলদান করেন, জীবগণকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। **ভগবান্ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ সেবকগণ ব্যতীত আর কেহই সংসারভয় নিবারণে সমর্থ নহেন।** একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগেই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং সেই শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই অবশ্য কৃত্য। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ভক্তিগ্রহণের অধিকারী।

সংসারমোচনের উপায় বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত সেশ্বর-সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে কপিল যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

দেবহূতি প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে কপিলদেব বলিতে লাগিলেন,—যে স্ব-প্রকাশ পরমাত্ম-পুরুষ প্রাকৃত-গুণরহিত,

তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় ও তদীয় ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থা। বহিরঙ্গা প্রকৃতির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকাভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি। জীবের প্রকৃতির গুণের অভ্যাস হওয়ায় সে নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে। জীব স্বরূপতঃ কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিবার ঔপাধিক অভিমান হইতেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ও কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়। অতঃপর কপিলদেব প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে গিয়া দেবহূতিকে 'প্রধান'-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং 'কাল' ও 'ঈশ্বর'-তত্ত্ব সর্ব্বসাকুল্যে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব এবং ক্রমশঃ ঐসকল তত্ত্বের উৎপত্তি, প্রকার ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করিলেন। অতঃপর তিনি মোক্ষ-লাভের প্রণালী ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বর্ণন করিয়া তৎসমুদয় হইতে শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। তৎপরে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে সগুণ ও সকাম ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া অবশেষে নির্গুণ ও নিষ্কাম শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবদাবেশাবতার কপিল-দেবের উপরিউক্ত উপদেশমালা শ্রবণ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সেশ্বর সাংখ্যতত্ত্বোপদেষ্টা কপিল ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন—প্রণেতা কপিল এক নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত কপিল-দেবহূতি-সংবাদের ফলশ্রুতিতে বর্ণন (ভাঃ ৩।৩৩।৩৭) করিয়াছেন,—

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্।
ভগবতী কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্॥

এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, দেবহূতিনন্দন কপিলের মত যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মতি দৃঢ় হয় এবং তিনি অন্তে ভগবৎপদারবিন্দসেবা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল বলেন,—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যদর্শন, ১।৯২) অর্থাৎ ঈশ্বর কোনও প্রকারেই সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, না হয় বদ্ধ বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্চয়ত্ব নাই, (সাংখ্য-দর্শন-১।৯৩) শ্রুতিতে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কথা আছে, তৎসম্বন্ধে নিরীশ্বর সাংখ্যকার স্বমতস্থাপনের জন্য বলিতেছেন যে, ঈশ্বর-বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য-সকল মুক্তাত্ম-

দিগের প্রসংশাসূচক অথবা অণিমাদি-সিদ্ধিযুক্ত বিষ্ণু-রুদ্রাদির উপাসনাপর। এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল-মতের আরও অনেক বিরোধী মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে জড়া প্রকৃতি জগৎ-কারণ। কিন্তু ভাগবত্যোক্ত সেশ্বর-সাংখ্যতত্ত্বের বক্তা কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্ম-পুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য-স্তথৈব চ ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বৈদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥"

বস্তুতঃপক্ষে ভগবতবতার কার্দ্দমি কপিলদেব সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে, 'আসুরী' নামক ব্রাহ্মণকে এবং স্বীয় জননী দেবহূতিকে সেশ্বর সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। তিনি স্বীয় অক্ষজ-চিন্তাস্রোতে কার্দ্দমির সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হন, কিন্তু ষড়্‌বিংশতিতম ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া "ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ" প্রভৃতি উক্তি প্রকাশ করেন এবং নিজের নামে নিরীশ্বর-'সাংখ্যদর্শন' প্রচার করেন। এই অগ্নিবংশজ নাস্তিক কপিলই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রুতি-বিরোধী নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনেরই অধিক প্রচলন। অধিকাংশ দার্শনিক পণ্ডিতই 'সাংখ্য-দর্শন' বলিতে এই নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবতের সেবকগণ কার্দ্দমি ভগবান্ কপিলদেবের সেশ্বর সাংখ্য-দর্শনেরই আদর করেন এবং সালোক্যাদি মুক্তির প্রতিও দৃষ্টিপাত না করিয়া শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী

আমাদের ইষ্টগোষ্ঠী

প্রথম ছাত্র—ভাই আমাদের পারমার্থিক বিদ্যালয়ে যে-যে বিষয়ে উপদেশ আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, চল, প্রত্যহ বৈকালে আমরা ঐ স্থানে যাইয়া তাহার আলোচনা করি। এইরূপ আলোচনার ফলে উপদিষ্ট বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা হইবে ও তাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইবে।

দ্বিতীয় ছাত্র—তোমার ও প্রস্তাব অতি উত্তম। 'শুভস্য শীঘ্রম্'। আচ্ছা, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তেই তাহার সূত্রপাত করা যা'ক। প্রথমতঃ তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করিব; তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি দৃষ্ট হইলে তুমি সংশোধন করিও।

প্রথম ছাত্র—আচ্ছা গোড়ার প্রশ্নটাই আগে করি। বল ত' ভাই আমি কেন হরিভজন করিব?

২য়—তোমার প্রশ্নে প্রধানতঃ ৩টী শব্দ আছে—'আমি', 'হরি', 'ভজন'। তন্মধ্য হইতে প্রথম শব্দটী সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা? 'আমি' কে, তাহাই প্রথম আলোচ্য। বাকী শব্দ দুইটী সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

১ম—আচ্ছা তাহাই কর। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটী কথা যেন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত হয়, অন্যথা তাহা অগ্রাহ্য।

২য়—উত্তম, সেই চেষ্টাই করিব। বদ্ধ জীবমাত্রই অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস ও চর্ম্মাদিময় নশ্বর দেহকে 'আমি' মনে করে। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

১ম—তাহার প্রমাণ কি?

২য়—শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।

এই বাক্যে পাওয়া গেল, যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি করেন তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ। কাজেই এই স্থূল দেহ 'আমি' নহে।

১ম—ব্যতিরেক প্রমাণ ত' পাওয়া গেল এখন অন্বয়মুখে শাস্ত্র-প্রমাণ-মূলে বল 'আমি' কে বা কি?

২য়—'আমি' বা 'আত্মা' বা 'জীব' দেহাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু, যাহার অনুপস্থিতিতে দেহ 'শব'-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেই বস্তুটি অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল বলিয়া গীতা-শাস্ত্র বলেন। (গীঃ ২।২৩-২৪)। সেই বস্তুটী সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ও ষড়্‌বিকাররহিত। সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ও নিত্য। জন্মমরণশীল দেহের বিনাশে সেই বস্তুটীর বিনাশ হয় না।

১ম—তবে সেই বস্তুটি কিরূপ ?

২য়—উপনিষদ্ বলেন, সেই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ অর্থাৎ দশ-হাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। যথা—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

১ম—তবে আমরা কিরূপে তাহা জানিতে পারিব ?

২য়—চক্ষুর অদৃশ্য হইলেও বিশুদ্ধ চিত্তে ইহার উপলব্ধি হয়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"।

১ম—এই 'আমি' বা 'আত্মা' বা জীবের স্বরূপ কি ?

২য়—বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহ আমি বা আত্মা নহে। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-দেহটীও জড় উহাও আত্মা নহে। আত্মা বা জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তি ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, চিজ্জগৎ ও জড়জগৎ এই উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জীব জড়শক্তি মায়া দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে চিদনুশীলন দ্বারা চিচ্ছক্তির উন্মেষক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া চিজ্জগতে কৃষ্ণদাস্যলাভেরও অধিকারী। কৃষ্ণের সহিত জীবের 'ভেদাভেদ' সম্বন্ধ বিদ্যমান।

১ম—ভেদাভেদ-সম্বন্ধের কথা পরে শুনিব। কৃষ্ণদাস্য কথাটাই যেন কিরূপ ঠেকিতেছে! দাসত্বের জন্য লালায়িত হওয়ার আবশ্যকতা কি ? উহা কি প্রয়োজনীয়—না গৌরবের বিষয় ?

২য়—কৃষ্ণদাস্য বিষয়টী জাগতিক দাস্যের ন্যায় উপেক্ষণীয় ত' নয়ই বরং অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

১ম—ইহা কিরূপে হইতে পারে ? ইহার প্রামাণিকতা ও যৌক্তিকতা কোথায় ?

২য়—এ সম্বন্ধে আমি অধিক কথা না বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত কয়েকটী পয়ার বলিতেছি,—

'নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণ কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ "কৃষ্ণদাস" নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
'দাস' নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণীধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥" (মঃ ২৩।৪৬৭-৭৩)

শরণাগতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিযাছেন,—

'কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥"

এতদ্ব্যতীত মুকুন্দমালা স্তোত্রেও দেখিতে পাই—

"ত্বদ্‌ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য।
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

অর্থাৎ, হে ভগবন্! আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন। আশাকরি ইহা হইতে কৃষ্ণ-দাসত্বের হেয়ত্বের ধারণা বিদূরিত হইয়া গৌরবাত্মক ধারণা তোমার হইবে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। অন্যদিন ইহার বিস্তৃত আলোচনা কর্‌বো।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

যথার্থ ধনী

যিনি অকিঞ্চন, যাঁহার এ জগতের কিছু নাই অথচ কৃষ্ণৈকশরণার্থী যিনি তিনিই প্রকৃত ধনী। কারণ, তিনি কৃষ্ণধনের মহাজন।

জড় জগতের অভিধানে আমরা 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দ্দকশূন্য, তাহারাই অকিঞ্চন। যাহার কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই 'অকিঞ্চন' শব্দবাচ্য। কিন্তু পারমার্থিকগণের বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধিতে

যাহারা 'অকিঞ্চন' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমার্থিকগণ 'অকিঞ্চনতা' বলিতে যে-প্রকার 'নিঃস্বতা' বুঝিয়া থাকেন, ততটা নিঃস্ব এ জগতে কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছু নাই, যে অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব পারমার্থিকের বিচারে তাহারও কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং সে 'অকিঞ্চন' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না।

যাহার কিছু নাই, সে অকিঞ্চন নহে অথচ যাঁহার অনেক কিছু আছে, তিনি কাঙ্গাল—পারমার্থিকের বিচারের এই এক মহারহস্য।

অবশ্য পারমার্থিকের বিচারে ধনিমাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে। ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাঁহাদের অকিঞ্চনতার standard নহে। পারমার্থিকের অকিঞ্চন, আর জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটি বিরাট্ পার্থক্য রয়েছে, যাহা সহজেই নিরপেক্ষ সত্যান্বেষীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইটি হইতেছে, চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। জড়-জগতের অকিঞ্চন—অভাবগ্রস্ত; প্রার্থিত বস্তুর, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তিজনিত শোকে ম্রিয়মান। পারমার্থিক যাঁহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু একেবারেই ইহার বিপরীত। জড় জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয় তাহার অভাববোধ তাঁহাকে পীড়িত করে না, চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার কাম্য নহে বলিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত-অনাকুল, তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্থূলদর্শনে তিনি কপর্দ্দকহীন, নিঃস্ব, তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীস্থ নহেন; কারণ, তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাব-বোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থূলদর্শনে তিনি যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ তাহাদের ন্যায় তিনি ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড় জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। চেতন রাজ্যে কিন্তু সেরূপ বিচার নাই। চেতন রাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত উর্দ্ধে। অকিঞ্চনের

ন্যায় এত ধন কাহার আছে? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরম-মমত্ববিশিষ্ট ভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয়? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন!

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী—ইহাই জড়জগতের সম্পত্তি। এই জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, আবার এই চারিটির মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত। এই অভাববোধজনিত ক্লেশ ও বিদ্যাবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা-লাভের বিঘ্নস্বরূপ। জড়-জগতে ধনী ও কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্। কিন্তু চেতন রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতন রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্। অচ্যুতগোত্রে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ন্যায় আভিজাত্য আর কাহার আছে? ব্রহ্ম—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। সেই বৃহত্তমের উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা কুলের এত মাহাত্ম্য। সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষ বিগ্রহ ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব—অঙ্গচ্ছটা মাত্র, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবকগোষ্ঠীতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মমাহাত্ম্য আরও অধিক; যিনি প্রেমসম্পদ্ দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্‌কে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে? "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই ভাগবত-বাক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরবিদ্যায় যিনি পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্বীয় রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই "অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর" স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের ন্যায় রূপ আর কাহার আছে?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক। আবার সেই ভগবদ্বস্তু যাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক। অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্য বিচারে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা

লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তদুপরি বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উন্নত প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, দীনতা সেইরূপই অপরিমেয়। রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবত্তত্ত্বের মূল অংশী শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদ্ শ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণ-মাত্রায় বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভারী; আবার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্য শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চন-সম্রাট্।

অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ্ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন—"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার" তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে কৃপার কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপালাভ করিয়া থাকেন। "শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার" বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, "প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।" —এই চিন্তা যাঁহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার ন্যায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। শ্রীশ্রীল গুরুদেব বলিয়াছেন,—"অকিঞ্চনেরই ভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবাসৌন্দর্য্য আমাদের অনুশীলনীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই 'তৃণাদপি সুনীচতা' বর্ত্তমান। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাস-দাসানুদাসঃ' বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।"

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ তিনি বাহিরে কৌপীনপরিহিত হইয়াও ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক নারায়ণের অংশী কৃষ্ণকেও বশ করিয়াছেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বিগত ১৭ই মধুসূদন, ২৪শে বৈশাখ, ৮ই মে, শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বাসুগাওঁস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং প্রপূজ্য-চরণ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বিশেষ সমারোহের সহিত সু-সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার অধিবাস-দিবসে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের নেতৃত্বে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরের চতুর্পার্শ্বে কদলী-রোপণ, আম্র-পল্লবাদিসহ কুম্ভস্থাপন এবং বিবিধ পত্র-পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্রাদি, বিভিন্ন বর্ণের পতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা সু-সজ্জিত করতঃ অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে এক মহতী সভার আয়োজন করায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির আসনে বৃত হন। সভার বিষয়বস্তু ছিল, 'শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা কি ও ইঁহার প্রয়োজনীয়তা।' বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ ব্যক্ত করেন যে, "নৈমিত্তিক পূজকগণের পূজারধারা দর্শনে অনেক বৈদেশীক বা বিধর্ম্মীগণ হিন্দুগণকে পৌত্তলিক (Idolator) বলিয়া অবিহিত করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় পূজার্চ্চনের পদ্ধতি অবগত হইলে কোন সৎচিন্তাশীল ব্যক্তিই এই আরাধনাকে পৌত্তলিক আখ্যা দিতে পারেন না। কারণ বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় ইহা পুতুল না হইয়া সাক্ষাৎ 'শ্রীবিগ্রহ'। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা জানিতে পাই ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের উপাখ্যানে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সেবিত গোপাল—ভক্ত ছোট বিপ্রের পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীবিগ্রহরূপী গোপাল উৎকলস্থ বিদ্যানগরে আসিয়া সাক্ষী দিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। সাক্ষী দেওয়ার জন্য ছোট বিপ্রের সানুনয় প্রার্থনাকালে কথোপকথন হইয়াছিল, যথা—

ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয়॥

* * *

এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে,—বিপ্র, তুমি যাহ স্ব-ভবনে।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
বিপ্র বলে,—"যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব্ব লোকে শুনে॥"
কৃষ্ণ কহে,—'প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি।'
বিপ্র কহে,—'প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী॥'
হাসিঞা গোপাল কহে,—'শুনহ, ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥'

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার পরমার্চ্চনীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥"

আমরা প্রতিমার পূজা করি না। প্রতিমা আমাদিগের উপাস্য নহে। ভক্তের হৃদয়ের নিধি পতিত জীবগণকে কৃপা করার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে ভক্তের দ্বারা স্বয়ং প্রকটিত হন। ভক্তবশ শ্রীভগবানই শ্রীবিগ্রহরূপে আমাদের আরাধ্য—উপাস্য। শ্রীগোপাল সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাক্ষিগোপাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন, যথা—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেঽহং তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥

অতএব কর্ম্মীগণের উপাস্য-প্রতিমা ও ভক্তের শ্রীবিগ্রহ এক নহেন। সুতরাং হিন্দুমাত্রেই পৌত্তলিক নহেন। তৎপর সন্ধ্যার আগমনে সন্ধ্যা-আরতির জন্য সভার কার্য্য কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হয়। তদন্তর সন্ধ্যারতি শেষ হইলে সমিতির আচার্য্যদেব রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রাতঃকালে শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে সমিতির সহঃ সভাপতি প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বাসুগাণ্ড রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিলে

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী এবং আরও অনেক বৈষ্ণবগণ খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তনসহযোগে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীল মহারাজকে বিভূষিত করতঃ শ্রীমঠে আনয়ন করেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে বাংলা এবং আসামের বহু ভক্তবৃন্দই উপস্থিত ছিলেন।

দিবা ৮টার সময় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সর্ব্বপ্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রমাপতি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন হইলে শ্রীল বামন মহারাজ বাস্তুপূজা ও পীঠপূজা সম্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্ ও পুরুষোক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পারায়ণ করা হয়।

শ্রীবিগ্রহ-অভিষেককালে পুরুষোক্তাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রীহরি-কীর্ত্তন-কোলাহলে গগন মুখরিত হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা, যমুনা, সর্ব্বোষধির জল ও ১০৮ ঘটের বিভিন্ন তীর্থের জল দ্বারা অভিষেক হইলে পর শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অর্চ্চন, পূজন, পুষ্পাঞ্জলি ভোগরাগ এবং আরতি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে সু-সম্পন্ন হয়। পরিশেষে নিবেদিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ উৎসর্গীত মহা-প্রসাদ উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ, নিমন্ত্রিত সজ্জনগণ ও আগত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ভাষণ দানকালে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করতঃ বর্ত্তমান দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ ও সমাজের কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণোদ্দেশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে,—"ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণ অসৎক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটি পৃথক্ বস্তু। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।"

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ বর্ত্তমান নাস্তিক ও শাস্ত্রবিরোধী অধার্ম্মিক সমাজের বিশৃঙ্খলতা উল্লেখ করতঃ নির্ভিক ও দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে,—"শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার দর্শন, অর্চ্চন, পূজন, পরিক্রমণ ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও আচারের দ্বারাই উচ্ছৃঙ্খল সমাজের তথা বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ বিশ্বে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, শান্তি সাধিত হওয়া সম্ভব ; নচেৎ হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশ আসিতে পারে না—ইহা সুযুক্তি তত্ত্বপূর্ণ ও স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষণ দ্বারা ভক্তবৃন্দকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করান। তৎপরে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সুধীসমাজকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে ভাষণ সমাপ্ত করেন। তাঁহার সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল ভাষা সমন্বিত বক্তৃতা শ্রবণে শোতৃমণ্ডলী ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সেবাকার্য্যের সম্পাদনায় শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বি.এ, প্রভুবরের সেবাপ্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি আদর্শনীয় ও প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ., ৩০ শ্রীধর, ৪৮৪ গৌরাব্দ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা
সোমবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।৮।১৯৭০

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

তস্যাঃ কণাদর্শনতোম্রিয়ন্তে সুখেন তস্যাঃ সুখিনোভবন্তি।
স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্ ॥৪০॥

যাঁহারা শ্রীরাধিকার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়েন এবং যাঁহারা শ্রীরাধিকার সুখে আপনাকে পরমসুখী বলিয়া বোধ করেন এবং যাঁহারা জন্ম জন্মান্তরে কতই পুণ্য পুঞ্জ করিয়াছেন, সেই স্নেহার্দ্র হৃদয় শ্রীরাধিকার পরিচারিকাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥৪০॥

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমুদ্বৃদ্ধয়ে
সৌভাগ্যোদ্ভটগর্ব্ববিভ্রমভৃতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটং।

গোবিন্দঃ স্মর ফুল্ল বল্লব বধূবর্গেণ যেন ক্ষণং
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমহাপুণ্যং চ বন্দামহে ॥৪১॥

সৌভাগ্য, গর্ব্ব, বিভ্রম প্রভৃতি নায়িকাগুণ বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার শৃঙ্গার-রস পুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই সকল ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজরমণীদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥৪১॥

ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরমুচ্ছলৎ সুখভরং তৎ কোটি সংখ্যাদপি
প্রেম্না কৃষ্ণ সুরক্ষিতাঃ প্রতিমুহুঃ প্রাপ্তাঃ পরং নির্বৃতাঃ।
কামং তৎপাদপদ্মসুন্দর নখপ্রান্তস্খলদ্রেণুকা
রখাব্যগ্রধিয়ঃ স্ফুরন্তি কিল যেন তান্ গোপবর্য্যান্ ভজে ॥৪২॥

যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডাতীত প্রচুররত পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণে আত্মাকে পরমসুখী বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটী ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা ও সমধিক প্রেমদ্বারা নিয়ত রক্ষা করিতেছেন ও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখ প্রান্ত হইতে স্খলিত রেণু কণিকার রক্ষণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই সকল গোপরাজদিগকে নিয়ত ভজনা করি ॥৪২॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকৈঃ প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজ যুগ্মবিগলদ্ঘর্ম্মস্য বিন্দোঃ কণং।
নির্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ড সুন্দর শিরশ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মঞ্ছয়ামি স্ফুটং ॥৪৩॥

যাহার স্নেহ বশতঃ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে বিগলিত ঘর্ম্মবিন্দুকণিকা, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি দ্বারা মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাঁহার শিখণ্ড শোভি মস্তক চুম্বন করিতেছেন, আমিও সেই মস্তক গোপিকাদিগের পাদপদ্মস্থিত ধূলি সকল নিয়ত মার্জ্জনা করি ॥৪৩॥

ইন্দ্রনীল খুররাজিতাঃ পরং স্বর্ণবদ্ধবর শৃঙ্গরঞ্জিতাঃ।
পাণ্ডুগণ্ড গিরিগর্ব্বখর্ব্বিকাঃ পান্তু নঃ সপদি কৃষ্ণধেনবঃ ॥৪৪॥

ইন্দ্র নীলমণির ন্যায় সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা যাঁহাদের খুরসকল সুশোভিত ও স্বর্ণজড়িত শৃঙ্গ দ্বারা যাঁহারা রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ দ্বারা যাঁহারা

পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডশৈলদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ আমাকে আশু রক্ষা করুন ॥৪৪॥

যাসাং পালন দোহনোৎসবরতঃ সার্দ্ধং বয়স্যোৎকরৈঃ
কামং রামবিরাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদরেণূজ্জ্বলং।
প্রীত্যা স্ফীতবনোরু পর্ব্বতনদীকচ্ছেষু বদ্ধস্পৃহো
গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো বিহরতে তাঃ সৌরভেয়ীর্ভজে ॥৪৫॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন, বলদেব ও শ্রীদামাদি বয়স্যগণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন যাহাদিগের পালন ও দোহন জন্য উৎসবে রত হইতেছেন ও যাহাদের খুরোত্থিত ধূলি পটলে উজ্জ্বল কলেবর হইয়া প্রীতিসহকারে বৃহৎ বন ও বিশাল পর্ব্বত এবং নদীকচ্ছে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করিতেছেন, আমি সেই সমস্ত সুরভীনন্দিনী ধেনুদিগকে ভজনা করি ॥৪৫॥

মণিখচিত সুবর্ণ শ্লিষ্ট শৃঙ্গদ্বয় শ্রী
রসিতমণিমনোজ্ঞজ্যোতি রুদ্যৎখুরাঢ্যঃ।
স্ফুরদরুণিমগুচ্ছান্দোল বিদ্যোতিকণ্ঠঃ
স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্মী ॥৪৬॥

মণিখচিত স্বর্ণ দ্বারা যাহার শৃঙ্গদ্বয় সুশোভিত ও নীল-কান্তমণির মনোহর কান্তি দ্বারা যাহার খুর চতুষ্টয় অতি রমণীয় হইয়াছে এবং যাহার কণ্ঠে অরুণবর্ণ উজ্জ্বল হার যষ্টি আন্দোলিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পদ্মগন্ধ বৃষভের জয় হউক ॥৪৬॥

মৃদুনবতৃণমল্পং সস্পৃহং বক্ত্রমধ্যে
ক্ষিপতি পরম যত্নাদল্প কণ্ডূঞ্চ গাত্রে।
প্রথয়তি মুরবৈরী হন্ত যদ্বৎসকানাং
সপদি কিল দিদৃক্ষে তত্তদাচীকনানি ॥৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিযুক্ত হইয়া যাহাদিগের মুখমধ্যে কোমল নবতৃণ অল্প অল্প করিয়া অর্পণ করিতেছেন এবং পরম যত্নে যাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছেন আমি সেই সমস্ত গোবৎসগণের উলম্ফগতি দেখিবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছি ॥৪৭॥

আচার্য্য-চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম

(ইংরাজী পত্র হইতে অনূদিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
২৩শে চৈত্র, ১৩৪১
৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয়—,

তোমার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অদ্য আমরা প্রায় বিশমূর্ত্তি ঢাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অর্চ্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * * * * * * মে মাসের পূর্ব্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদি সহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি রাণাঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অরিয়েণ্টেল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনীর বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হই।

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্ব্বে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি ইহার কএকমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব (দীক্ষিত শিষ্য) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ সংগঠন-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। **অভক্ত বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই।** সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু **ভগবদ্ভক্তগন যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন,** তদুপায়-প্রবর্ত্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্তগণের অসুবিধা দূরীকরণস্বরূপ আমার এই কার্য্যে স্মার্ত্ত ও অন্যাভিলাষিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, **দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম।** প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবদ্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতগ্রস্ত হইয়াছে। **বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সংস্কার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক।** অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দ্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্য্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়াছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিষ্কপট ও সৎসাহসী হন, তবে ভ্রান্ত-সমাজের নিগড় হইতে আমাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত-বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। **ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈব-বর্ণাশ্রমের মর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাবধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।**

যদি তুমি **যত্নপূর্ব্বক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচারধারা বুঝিতে পারিবে।** বিশেষতঃ তাকে সামান্যশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ-সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু **অপর পক্ষের অস্থির দর্শনে** আপাত বিরোধী **বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অন্যাভিলাষ)

১। জড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

"আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

২। কামিজনের অন্নপূর্ণা-পূজায় কি বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ্য আছে ?

"কানিজন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্ন-পূর্ণার পূজা করে, তাহাদের 'বিষ্ণুপ্রীতি-কাম' বলিয়া সংকল্পটি কেবল বাক্যমাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

৩। অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ-জন কয় প্রকার ?

"বহির্ম্মুখ জন ছয় প্রকার. যথা—(১) নীতিরহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন ; (৪) মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত) ; (৫) নির্ব্বিশেষ-বাদী ; ও (৬) বহ্বীশ্বরবাদী।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪। নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ ?

"যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ঘটিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৫। নিরীশ্বর-নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য ?

"নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষিত হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৬। সেশ্বর-কর্ম্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত ?

"তৃতীয় শ্রেণীর বহির্ম্মুখ লোকেরা 'সেশ্বর কর্ম্মী' বলিয়া অভিহিত হন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা নীতির মধ্যে ঈশকৃতজ্ঞতাকে একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বরকর্ম্মিগিণের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্ম্মিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না ; 'এই মতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থ-সম্বন্ধ মাত্র,—নিত্য নয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৭। মিথ্যাচারী কয় প্রকার ?

"মিথ্যাচারিগণ—চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৮। বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি ?

"বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অধর্ম্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্ব্বোধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শন-পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনক-কামিনী-সংগ্রহ চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের 'অন্তরঙ্গ' ভাব।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে ?

"ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর
আশা করে শঙ্করানুগত॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

১০। শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষাদির স্থান আছে কি ?

"শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তত্তৎস্বরূপে থাকিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৯।১৬৮

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আর কি প্রভু আস্‌বে না ?

প্রভু, তোমায় ডাক্‌ছি এত,
আর কি তুমি আস্‌বে না ?
তব রাতুল চরণ দু'টির
আর কি দেখা মিল্‌বে না !
আর কি আমার নামটি ধ'রে
ডাক্‌বে না'ক মধুর স্বরে,
হরি-বৈষ্ণবের সেবার তরে
আরকি আদেশ কর্‌বে না !
অসৎ পথে গেলে এবার
আর কি আমায় বক্‌বে না ?
প্রভু, তোমায় ডাক্‌ছি এত,
আর কি তুমি আস্‌বে না !
নিত্য লক্ষ নাম নিতে মোরে
আর কি বুঝি গো বল্‌বে না !
শাস্ত্র-পুরাণ পাঠের তরে
বল্‌বে না'ক আর কি মোরে ?
প্রণাম করে দাঁড়ালে আর
বস্‌তে কি গো বল্‌বে না !
মিষ্টি মধুর হাসি তোমার
আর কি কভু দেখ্‌বো না ?
প্রভু, তোমায় ডাক্‌ছি এত,
আর কি তুমি আস্‌বে না !
এ মহাপাপীর উদ্ধার-তরে
হরি-কথা কি বল্‌বে না ?

ওগো মোদের হৃদয়-নিধি
হারিয়ে তোমায় সদাই কাঁ'দি,
এতই মোদের বাস্‌তে ভালো,...
মোদের ছেড়ে থাক্‌তে না।
এবার তোমায় দেখ্‌তে পেলে
আর তো কভু ছাড়্‌বো না !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৪)

অতঃপর সখ্য বিষয়ে বর্ণিত হইতেছে,—

হিতকাঙ্ক্ষারূপ বস্তুভাবই সখ্য।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো নন্দগোপাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য! সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র, তাঁহারা আশ্চর্য্যজনক ভাগ্যবান্।

রামার্চ্চন চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে,—

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥

পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য ভগবন্মন্দিরে শয়ন করেন।

এই সখ্যপ্রেম বিশ্রম্ভযুক্ত ভাবনাময় বলিয়া দাস্যাপেক্ষাও উত্তমত্ব নিবন্ধন ইহা দাস্যের পর পঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' স্বয়ং দেব না হইয়া দেবতার অর্চ্চন করিবে না। সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়ে সখ্যভাবপ্রাপ্তি আশ্চর্য্যজনক নহে। পরন্তু শুদ্ধভক্তগণ নিজের দেবভাব-প্রাপ্তি ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া তাহার উপেক্ষা এবং অনুকূল হইলে তাহা গ্রহণ করেন। তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী দাস্যং

পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ (ভাঃ ১০।৮১।৩৬)—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া সুদামা এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সৌহৃদ—প্রেম, সখ্য—হিতাকাঙ্ক্ষা, মৈত্র—উপকারত্ব, দাস্য—সেবকত্ব। এই সৌহৃদ প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন হইয়াছে।

এস্থলে সাধ্যত্বনিবন্ধন প্রেমকে নববিধ ভক্তির অন্তর্ভূত করা হয় নাই। মৈত্রী সখ্যেই অন্তর্ভাবযুক্ত বলিয়া দাস্য ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে। ভক্ত-কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই সখ্যপদে উক্ত হইয়াছে। ভক্তবিষয়ে ভগবান্ যে হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার নিত্যত্বহেতু ভক্তের সখ্য সেবাও নিত্য ভগবদ্‌বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময়। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য সহবাস হেতু ও ভজন বিশেষ দ্বারাও বিশিষ্টতা সম্পাদন অতি দুষ্কর নহে, এই অভিপ্রায়েই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩৮)

হে অসুর বালকগণ! যিনি অশেষ দেহিগণের নিজ আত্মা অবিশেষে সখা ও নিজ হৃদয়ে ছিদ্রবৎ আকাশের ন্যায় অবস্থিত, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি? অতএব বিষয়োপপাদনের আবশ্যকতা কি? সামান্যতঃ সর্ব্বত্র পক্ষপাতশূন্যরূপে সখা অর্থাৎ যথাকালে বহিঃ ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িক সম্পত্তি এবং নিজপ্রেমাদিরূপ অমায়িক সম্পত্তি এবং দানহেতু যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই শ্রীহরির। বিষয়োপপাদনৈঃ অর্থাৎ জয়াপুত্রাদি কল্পিত নশ্বর বিষয় সকলের উপার্জ্জনের আবশ্যক কি?

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও আমাকে ভক্তিদ্বারা সেইরূপ বশীভূত করেন। এস্থলে দ্বারা আংশিক সখ্যভক্তি লক্ষিত।

অতঃপর আত্মনিবেদন—দেহ হইতে শ্রদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে সমর্পণই আত্মনিবেদন বলিয়া কথিত হয়। নিজের জন্য

চেষ্টাশূন্যতা, নিজ সাধনসাধ্যসমূহের তাঁহাতেই অর্পণ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতা উহার কার্য্য। গোবিক্রয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ কোন চেষ্টা থাকে না। পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গরুও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য নির্ব্বাহ করে, আত্মনিবেদন সম্বন্ধে তদ্রূপই জানিতে হইবে। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯ শ্লোকে) এই আত্মনিবেদন উক্ত হইয়াছে—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।

হে বিভো! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।

কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন। যথা ভক্তিবিবেকে—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

বিক্রয়কারী ব্যক্তি যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষণে কোন চিন্তা করে না, তদ্রূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহসমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

শ্রীমদালবন্দারু মুনির বাক্যে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞেরই অর্পণ জানা যায়—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

হে প্রভো! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে যে কোনরূপে এবং দ্বাদশ গুণানুসারে যে কোন প্রকারেই অবস্থিত হই, অদ্য আমার অহংতা আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি।

অম্বরীষ মহারাজের আচরণে কার্য্যের সহিত সমুদয়ই আত্মনিবেদনে উক্ত হইয়াছে,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপাদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

তিনি চিত্তকে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয় শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সৎকথাশ্রবণে, নেত্রদ্বয় মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয় দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভৃত্যগাত্রস্পর্শে, প্রাণ তৎ-পাদপদ্মর্পিত তুলসীতে, রসনা তৎপ্রসাদে, পাদদ্বয় শ্রীহরিক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরন্তু আত্মসুখ কামনায় নহে। ইহাতে উত্তম শ্লোকজনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে।

এস্থলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির প্রতি সমষ্টিভাবে আত্মনিক্ষেপ কৃত হইয়াছে বলিয়া বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হেতু স্মরণাদিময়ী উপাসনাই আত্মার্পণ।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥
(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

আমার অমৃতময় কথাতে শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্ত্তন, পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা স্তব, সেবায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের সহিত অভিবন্ধন, আমার ভক্তপূজা অধিকরূপে সর্ব্বপ্রাণীতে আমার অবস্থিতি স্মরণ, আমার নিমিত্ত অঙ্গচেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার কীর্ত্তন, আমাতে চিত্তের সমর্পণ, সর্ব্বপ্রকার কামনা বর্জ্জন, আমার নিমিত্ত অর্থত্যাগ, ভোগ ও সুখের ত্যাগ, আমার নিমিত্ত দান, যজ্ঞ, জপ, ব্রত তপস্যাদি—এই প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা আত্মনিবেদনকারীর আমাতে ভক্তি জন্মে তখন আর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে না। নিজের স্নান বস্ত্রপরিধানাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই যোগ্যতা-

সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না। শ্রীবলি মহারাজের এই আত্মার্পণ স্ফুটরূপে দেখা যায়।

এইপ্রকারে বৈধীভক্তির বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে রাগানুগার বিষয় উক্ত হইতেছে। বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। যেরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদিবিষয়ে সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী প্রীতি স্বাভাবিক, তদ্রূপ এস্থলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেম, তাহাই 'রাগ' নামে উক্ত হয়। বিশেষণ ভেদে এই রাগ বহুপ্রকার যথা—আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্ এবং ইষ্টদেব ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়। তিনি প্রেয়সীগণের পক্ষে প্রিয়, সনকাদির নিকট আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীব্রজেশ্বর প্রভৃতির নিকট সুত, শ্রীদামাদির সখা, শ্রীপ্রদ্যুম্নাদির গুরু, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুল, কাহারও বৈবাহিক ইত্যাদি রূপে তিনি তাহাদের পক্ষে বহুপ্রকারে সুহৃৎ এবং দারুক প্রভৃতি সেবকগণের ইষ্টদেব। শ্রীমোহিনীরূপী ভগবানের প্রতি শ্রীরুদ্রের যেভাব হইয়াছিল; তাহা রাগরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই। যেহেতু উহা মায়ামোহিত ভাব। এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাববিশেষ দ্বারা স্বাভাবিক রাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হইলে তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদন প্রায় ভক্তি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' সাধ্যস্বরূপা বলিয়া কথিত। সাধন প্রকরণে তাঁহার প্রবেশ নাই।

যাঁহার পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচি মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার হৃদয় রাগের প্রতি সমুল্লসিত হইলে শাস্ত্রাদি হইতে অবগত তাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহে তাঁহার রুচিদ্বারা রাগের অনুগমনলীলা ভক্তিই রাগানুগা। ইহা কেবল রুচিমাত্র হইতে প্রবৃত্তা হয় বলিয়া কাহারও মতে ইহা অবিহিতা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। বিধির অধীন জীবের ভক্তি সম্ভব নহে ইহা বলা যায় না। শ্রীভাগবতের ২।১।৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈগুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ হে রাজন্, প্রায়ই বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈর্গুণ্যস্থিত মুনিগণও শ্রীহরিগুণানুকথনে রত হন। অতএব বিধিমার্গভক্তি বিধিসাপেক্ষা বলিয়া দুর্ব্বলা এবং রাগানুগা স্বতন্ত্ররূপে প্রবৃত্তা হয় বলিয়া প্রবলা। অতএব ভক্তি ব্যতীত অন্যত্র অনভিরুচি প্রভৃতিও ইহার জন্মলক্ষণরূপে জ্ঞাতব্য। তৃতীয় স্কন্ধে ৫।১৩ শ্লোকে শ্রীবিদুরের

উক্তি,—'সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ। হরেঃ পদানুস্মৃতি নির্তব্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে।' শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা হইয়া ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে। অনন্তর তাহা শ্রীহরিপাদপদ্মস্মরণ হেতু স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্বর সর্ব্ব দুঃখ বিনষ্ট করে।

বিধি নিরপেক্ষতাহেতু পূর্ব্বোক্ত দাস্য সখ্য হইতে এই সম্বন্ধে দাস্য সখ্যের ভেদ জানিতে হইবে; ইহাতে বিধি-উক্তক্রম অস্থত হয় নাই, কিন্তু রাগাত্মিক শাস্ত্রগত ক্রমেরই আদর দেখা যায়।

রাগাত্মিকার রুচি (ভাঃ ১১।৮।৩৫)—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥

ইনি শরীরিগণের প্রিয়তম সুহৃৎ, স্বামী এবং আত্মস্বরূপ। আমি আত্মদ্বারাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া রমার ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব। এস্থলে স্বাভাবিক সৌহৃদ্যাদিধর্ম্ম সকলদ্বারা তাঁহারই স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অপর ব্যক্তির ঔপাধিক পতিত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। যেহেতু ছান্দোগ্য কথিত—'চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা হইয়া তিনি পতিতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'—বচনানুসারে অন্যত্র পতিতে কৃত্রিম আত্মত্বই জ্ঞাতব্য। পরন্তু পরমাত্মার স্বাভাবিক পতিত্ব বর্ত্তমান। যদিও তাঁহাতে স্বাভাবিক পতিত্ব বর্ত্তমান, তথাপি মূল্যস্বরূপ আত্মদ্বারাই তাঁহাকে ক্রয় করিয়া অর্থাৎ অপর কোন কন্যা যেমন বিবাহরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারা কোন পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করে, সেইরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত রমার ন্যায় রমণ করিব। সন্তুষ্ট শ্রদ্ধাযুক্তা ও যথালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবন-ধারিণী হইয়া রমণস্বরূপ ইহাঁর সহিতই আত্মদ্বারা বিহার করিব। আত্মদ্বারা—মনোদ্বারা। যেহেতু রুচিপ্রধান মার্গে মনের প্রাধান্য, তদীয় প্রেয়সীরূপে তিনি শ্রদ্ধাযুক্তা হন নাই, তাঁহার প্রায়শঃ মনের দ্বারাই তাদৃশ ভজন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিমাদিতে তাদৃশী প্রেয়সীদিগের ঔর্দ্ধত্য পরিহৃত হইল। পিতৃত্বাদি ভাবসকলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তি বলিতে কি বুঝি ?

গুণীভূতা ও প্রধানীভূতা

যাঁহারা দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করেন, এবং কথা প্রসঙ্গে ভাবকেলি প্রদর্শন করেন, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভক্ত, ভক্তিমান্, ভাবুক প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবকেলি প্রদর্শনের জন্য অনেকে 'সাধু' সংজ্ঞাও লাভ করেন। এই সকল সংজ্ঞা অনেক স্থলে যে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত না হয়, তাহাও নহে। বস্তুতঃপক্ষে যাঁহার ভাগবচ্চরণে ও ভাগবতচরণে ভক্তি আছে, তিনিই ভক্ত, ভক্তিমান বা সাধু-সংজ্ঞায় অবিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। ভক্তি ও সেবা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধভক্ত ভগবানের ও ভগবৎসেবকের সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহজগতে আমরা দেশসেবা, সমাজসেবা, জনসেবা, গোসেবা প্রভৃতি নানাপ্রকারের সেবার কথা শুনিতে পাই। যদি এই সকল সেবার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহাদের ভিতরে সেবকের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির বাঞ্ছা ষোল আনাই রহিয়াছে। যে-সকল কর্ম্মী ভগবানের সেবার ছলনা দেখায়, তাহাদের মধ্যেও ঐ বাঞ্ছাটী রহিয়াছে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটীর কোনওটীর না কোনটীর বাঞ্ছাশূন্য হইয়া একমাত্র শুদ্ধভগবৎ-ভাগবতসেবক ব্যতীত অপর কেহই কোনও প্রকারের সেবা করিতে পারেন না। 'ভক্তি' বা 'সেবা' বলিতে বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে অহৈতুকভাবে ভগবানের ও তদীয় অন্তরঙ্গসেবকের সেবাকেই লক্ষ্য করে; কিন্তু সাধারণের চিন্তাস্রোতে হৈতুক-ভাবেই হউক, আর যে-ভাবেই হউক, অপরের প্রতি প্রণতি দেখাইলেই তাহা 'ভক্তি' এবং অপরের কোন কার্য্য করিয়া দিলে তাহা 'সেবা' নামে অভিহিত। এই শেষোক্ত ধারণার ভক্তিকে শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—গুণীভূতা ভক্তি ও প্রধানীভূতা ভক্তি।

সকাম

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান যাহার প্রধান অঙ্গ এবং তত্তৎফলসিদ্ধির নিমিত্ত আনুষাঙ্গিক-ভাবে যে ভক্তির ছলনা, তাহাই গুণীভূতা ভক্তি। হিংসাদিমূলক তামসকর্ম্ম, দেহাদিমূলক রাজসকর্ম্ম, মোহাদিমূলক তামস-জ্ঞান, দেহাদিমূলক রাজসজ্ঞান প্রভৃতি এই ভক্তির অন্তর্গত। স্বর্গাদি

বিষয়-ভোগই এই ভক্তির ফল। এই গুণীভূতা ভক্তির অপর নাম সকাম-ভক্তি ; আর্ত্ত ও অর্থার্থিগণকর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা

আর, ভক্তি যাহার প্রধান অঙ্গ এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যাহার সহায়মাত্র তাহা 'প্রধানীভূতা' ভক্তি নামে অভিহিতা। ইহার অপর নাম মিশ্রা নিষ্কামা বা সাত্ত্বিকী ভক্তি। এই মিশ্রা ভক্তি আবার দুই প্রকার—কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিতা। মুমুক্ষুগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে সকল সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফল ভগবানে অর্পণ করেন, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি। ইহার অপর নাম আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি। কারণ, ইহার অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্ম্মসকল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ন্যায় স্বয়ং সিদ্ধ নহে এবং ভক্তির কার্য্য যে চিত্তশুদ্ধি তদ্দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির আভাসের কথঞ্চিৎ কার্য্য করিয়া কথঞ্চিৎ ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

সঙ্গসিদ্ধা

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল যোগমিশ্রা ভক্তি বা কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বা জ্ঞানযোগ। এই কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ-মোক্ষ বা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করা। মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক-জ্ঞানের চর্চ্চাই জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি। ইহার অপর নাম সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি ; কারণ ইহার অঙ্গীভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসকলও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ নহে এবং উহারা শ্রবণাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া ভক্তির কার্য্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, পরমাত্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার—এই তিনটির অন্যতম যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তদ্দ্বারা আংশিক ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

শুদ্ধা ভক্তি

নির্গুণা স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধা ভক্তি এই আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্না ও স্বতন্ত্রা। ইনি কখনও কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অধীনা নহেন ; ইনি সম্পূর্ণ স্বাধীনা। ইনি স্বাধীনভাবে থাকিয়া স্বীয় আভাস-দ্বারাই কর্ম্মের ফল যে চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদুভয় প্রদান

অনন্তর স্বয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকার ও ভগবৎপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধাভক্তির অধিকারীর সেবা করিবার জন্য কর্ম্মের ফল ধর্ম্মার্থকাম ও জ্ঞানের ফল মুক্তি মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

উপরি যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, গুণীভূতা ও প্রধানীভূতা ভক্তির বিচার কখনই শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না। 'ভক্তি' শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বাণী—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভোগবাসনোত্থ অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মকাণ্ড এবং ত্যাগবাসনোত্থ জ্ঞান-কাণ্ডের স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত বা নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য-লীলাদ্বারা আকর্ষণকারী, পরমপ্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্বয়সেবানুকূল অনুশীলনই ভক্তি। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তির দুইটী তটস্থ লক্ষণ আছে—(১) এই শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্তা থাকিবে, (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

শুদ্ধভক্তের আনুগত্যময় সঙ্গ হইলে আর যাহাকে তাহাকে 'ভক্তিমান্' মনে করিয়া অসৎসঙ্গ করিবার স্পৃহা হইবে না। তখন বুঝা যাইবে, কেন মহাপ্রভু কর্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম্ম, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি প্রভৃতিকে 'বাহ্য' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এই উপেক্ষণীয় আবরণ-সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইলে প্রকৃত ভক্ত বা ভক্তিমান-সজ্ঞার সার্থকতা হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ভক্তপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ

পাণ্ডবংশধর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুর পুত্র। বিরাট্-রাজদুহিতা উত্তরা তাঁহার জননী। তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। জগন্মঙ্গলের জন্যই তাঁহার এজগতে শুভাগমন। মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব ও উদ্ধারকর্ত্তা গ্রন্থচক্রবর্ত্তী ভগবদভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ববাসী পাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—কৃষ্ণবিগ্রহ।

দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তক দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করে। তাহাতে মহাভাগবত শ্রীদ্রৌপদী বিহ্বল হইবার লীলাভিনয় করিলে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে আনিয়া দিবেন। তদনুসারে শ্রীঅর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসেন। কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধম) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জ্জুন খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থ মণি ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বাথামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে কলিশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে উত্তরার গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই। তিনি বিষ্ণুদ্বারা নিত্য রক্ষিত বৈষ্ণব। তিনি বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একনাম 'শ্রীবিষ্ণুরাত'। তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নাম 'শ্রীব্রহ্মরাত'। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মের—বৃহতের কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত। শ্রীশুকদেব—গুরু, আর পরীক্ষিৎ—শিষ্য। এই গুরু শিষ্যের সম্মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য।

ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থ ভক্তবীর পরিক্ষীৎ ব্রহ্মাস্ত্রানলে আক্রান্ত হইয়া একটি শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ব্রহ্মতেজঃ প্রশমিত করিতেই দেখিতে পান এবং 'ইনি কে ?' এইরূপ চিন্তা করেন। শ্রীহরি গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ ভূমিষ্ট হন। এই বালক মাতৃগর্ভে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই "ইনি কি সেই পুরুষ ?" এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ'। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরিক্ষীতে নরেদ্বিহ ॥

শ্রীপরিক্ষীৎ মহারাজের সর্ব্বত্র ভগবদ্ দর্শন। তিনি দর্শনমাত্রেই প্রত্যেক বস্তুকে শ্রবণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন—"ইনিই কি সেই আমার আরাধ্য বিষ্ণু ?" প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করিতেন—প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার বিষ্ণুসেবা হইতেছে কি না ভক্তের এইরূপ চিন্তাস্রোত।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শুভক্ষণে বিশ্বে আবির্ভূত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল-চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ গাভী, হস্তি, ঘোটকাদি দান করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন যে,—সর্ব্ববিধগুণে এই বালক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজা-রক্ষক, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণহিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। এই শিশু পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুগণের অনন্যগতি, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং মাতাপিতার ন্যায় স্নেহ-বশতঃ সহানুভূতিশীল হইবেন। ইনি সৎপথে ধাবমান লোক-সমূহের শাসনকর্ত্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কলিদণ্ডপ্রদাতা হইবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে,—শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গী-প্রেরিত তক্ষকনাগ হইতে নিজ বিনাশ ঘটিবে জানিয়া বিরক্ত হইয়া এই বালক শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষিৎ-হস্তে রাজ্যভার অর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীযুধিষ্ঠির স্বগণসহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া দ্যূতক্রীয়া, মদ্যাদি আসব-পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা

স্ত্রীসঙ্গাশক্তি, প্রাণিবধ এবং স্বুবর্ণ—এই পাঁচটীর মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অভ্যর্থনা না পাইয়া ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐপ্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজাকে ঐদিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুনির অবমাননার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিৎ—এইরূপ আর্ত্ত কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন। এমন সময়ে শমীকমুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিষণ্ণ হইবার পরিবর্ত্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হন। মহারাজ পূর্ব্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; এখন এই জগৎ পরিত্যাগের সাতদিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজের এইরূপ অলৌলিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানাদেশ হইতে সশিষ্য মহানুভব মুনিঋষিগণ সেই প্রায়োপবেশনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, সুবাহু, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—সকল অবস্থার, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কর্ত্তব্য কি, তাহা অপনারা আমাকে বলুন। রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি-ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা

যোগ, কেহ বা তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় পরমহংসকুলচূড়ামণি ষোড়শ-বর্ষীয়, দিব্যকান্তি, দিগম্বর, শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেইস্থানে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনকে সকলে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মুনিঋষিগণের পরস্পর বিবাদ শাস্ত্রসমূহের আপাত বিরোধ—সকলই প্রশমিত হইল। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেবোন্মুখ হইয়া প্রণিপাতের সহিত শ্রীশুকদেবকে মুমুর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব 'শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল অমৃতময়ী কথা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য'—এই কথা বলিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতটস্থ শুকরতলই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শম্যাপ্রাস-নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ-সুশোভিত ব্যাসস্থান। সেখানে বক্তা শ্রীব্যাসদেব ও শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। আর শ্রীমদ্ভাগতের দ্বিতীয় অধিবেশন-স্থানও—শুকরতল। সেখানে বক্তা—শুকদেব এবং শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ। তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতীতটস্থিত নৈমিষারণ্য। সেখানে বক্তা শ্রীসূত গোস্বামী আর শ্রোতা শ্রীশনকাদি ঋষিগণ।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দ্বিজশাপের কোন-প্রকার প্রতীকার না করিয়া উহাকে ভগবদনুকম্পা বলিয়া বরণ করিলেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রতগণের মঙ্গলের কারণ, ইহা জানাইয়া সমাগত মুনিগণকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—'হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিত-চিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু-প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা কেবল হরিকথা কীর্ত্তন করুন। আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং কৃষ্ণসঙ্গী মহানুভব সাধুগণের সঙ্গ ও সর্ব্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল কুশলসকল

পাতিয়া তাহার উপর উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণে সিদ্ধি লাভ করিলেন। শ্রবণের এমনই প্রভাব যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। এইখানে শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে সুষ্ঠু শ্রবণ করিয়া পুনরায় তদনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রবণ করিতে করিতে পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র শ্রবণ-হলেই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের রূঢ়ভাব তদতিরিক্ত গোপীগণের অধিরূঢ়ভাব এবং গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর মহাভাবময়ী বিপ্রলম্ভসেবায় বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ কিংবা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্ন দেখান নাই। কারণ স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই অধীন ও তদন্তর্গত। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ধ্বনি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার।

শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই প্রয়োজন অর্থাৎ হরিদর্শন লাভ হয়। আগে শ্রবণ, তারপর দর্শন। শ্রবণহীন বা শ্রবণবিমুখ দর্শনে গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ী বা প্রাকৃত ভোগ্যসামগ্রী দর্শন হয়। কিন্তু শ্রবণ-প্রভাবেই দর্শন সম্ভব। তাহাই প্রাকৃত দর্শন। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র কাণ দিয়াই দর্শনাদি করিতে বলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে জগদীশ ও জগদীশের সেবোপকরণ জগৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করেন। কর্ণপথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে সতন্ত্র দর্শন চেষ্টা, সেখানেই সংসার, সেখানেই বন্ধন। শরণাগত শিষ্যই সেবোন্মুখ শ্রৌতমূলে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রবণপথেই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার পান। শ্রবণফলেই প্রকৃত পারায়ণ হয়। পারের—কেবল মাত্র ভবপারের নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে চেতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যে পার (শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ), তাহার অয়ন অর্থাৎ পথ—আশ্রয় গতি লাভ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-পারায়ণফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ রূপশিক্ষার কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কথাটির অর্থ—শ্রীগুরুবর্গ এইরূপ করিয়াছেন,—'প্রায়োপ-বেশন—প্র-অয়্, ই-ভাবে অল্—'প্রায়', প্র—প্রকৃষ্ট-রূপে অয়্—গতি—

সেবাগতি—প্রগতি, 'ই'—গতি ; 'প্রায়'-শব্দের অর্থ উপবাসও হয়। সেবা-প্রগতির জন্য উপবেশন—অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্মসম্প্রসাদিনী প্রগতি বা অধোক্ষজ হরিকথা-শ্রবণ-ভক্তি-মন্দাকিনীর নবনব বর্দ্ধমান প্রবাহ সমীপে বাস।

বদ্ধজীব নিরাশ্রয়, তাই সে সর্ব্বদা আশ্রয়ের ভিখারী। ভগবানই তাহার একমাত্র আশ্রয়, সে ইহা জ্ঞানে না বলিয়া তাহার আজ এই দুরাবস্থা ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেবই তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নতুবা তাহার ভোগকামিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় অবতীর্ণ শব্দাবতারে পথে আত্ম-সমর্পণই জীবের রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বা শ্রৌতপথ। সুতরাং মহাভাগবত মুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তগুলি যাপনই মানব-জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা—ইহাই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী

শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধার্ম্মিক হওয়া যায়?

কামিনীনগরে হিরণ্যাক্ষদত্ত নামে একজন ব্যবসায়ীর নিবাস ছিল। ধর্ম্মভীরু বলিয়া সেই অঞ্চলে তাঁহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি উপদেশ পাইয়াছেন যে,—"গুরুই কর্ণধার। গুরুসেবা ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই। গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায়।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ উপদেশ পাইয়াছেন যে, যাঁহারা বংশানুক্রমে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরি একচেটিয়া কারবার তাঁহাদেরই। আর কাহারও এই কারবারে প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারবারকারিগণ লোক ভাল হউক মন্দ হউক, কেহ যেন তাহার বিচার না করে; বিচার করিলেই নরক। এই সকল শুনিয়া হিরণ্যাক্ষবাবু তাহার গুরুর (?) এক রক্ষিতা ও অর্থাদি-প্রদানদ্বারা সেবা করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে হিরণ্যাক্ষের পাঁচ বৎসর বয়সের পুত্র একটী দধি-ভাণ্ডে দধি আছে মনে করিয়া খানিকটা চূণ মুখে দিল। তাহাতে সে ঠোঁট, জীব ও সমুদয় মুখ হাজাইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। হিরণ্যাক্ষ

সংবাদ পাইয়া সকলকার্য্য ফেলিয়া আসিয়া দেখেন—সর্ব্বনাশ! বহুব্যক্তি ছেলেটির শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল—কেহ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইতেছিল, কেহ বা অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিল। ভাগ্যক্রমে তাঁহার গুরুদেবও সেই সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত। তিনিও দুই একটি উপদেশ দিয়া একপ্রান্তে একখানা কেদারায় বসিয়া রহিলেন। বহুলোকের সমাগমে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছিল। তন্মধ্যে একটি বাচাল ছেলেও ছিল। সে হিরণ্যাক্ষের গুরুদেবের নিকট যাইয়া জোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো অনুমতি করেন ত' একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, এই দুধের বালক না জানিয়া দইয়ের ভাড়ে দই আছে মনে করিয়া চুণ মুখে দিয়াছে বলিয়াই ও'র এত সাজা কেন?" গুরুদেব (?) তখন গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতেছিলেন। তিনি স্নিগ্ধভাবে উত্তর করিলেন,—"তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে হইয়া ইহা বুঝিতে পারিতেছ না? দ্রব্যের ফল কি না ফলিয়া পারে? ছোট ছেলে সাপ না চিনিলেও সাপে কামড়াইলে সাপের বিষ হইতে কি তাহার নিস্তার আছে?" ঐ ছেলেটা আবার প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা—ভাল-লোক মনে করিয়া যদি আমরা চোরের সহিত কিছুকাল ঘুরি, তাহা হইলে কি ফল হইবে?" গুরুদেব হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"চোর হবে।" "আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা, যদি কেউ মাতালের সঙ্গে মেশে সেও কি মাতাল হবে?" গুরুদেব এবার একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—'তুমি এসব বাজে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? একথা কে না জানে যে, লোকে মাতালের সঙ্গে থাকিলে মাতাল হয়?" সে ছেলেটা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"প্রভো, আমরা ত' আপনাদের নিকট অবোধ শিশু; অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনি চটিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে? যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমার শেষ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করি।" গুরুদেব ভাবিলেন, যদি আর একটী প্রশ্নের জবাব দিয়াই আর একটী শিষ্য পাওয়া যায় তাতে মন্দ কি? তাই তিনি এবার নম্রভাবে বলিলেন,—"না হে, তোমাদের কথায় কি আমরা রাগ করিতে পারি? তোমরা আমাদের পুত্রতুল্য, তবে সময় সময় যে একটু মেজাজ দেখাই, তাহা তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। বল, তোমার শেষ প্রশ্নটী কি?" গুরুদেবের ঐ লোকটীর সহিত আলাপ শুনিতে পাইয়া হিরণ্যাক্ষ আসিয়া যোড়হস্তে গুরুদেবের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন; মনটা যদিও পুত্রের দিকে, তথাপি তাহাকে দেখিবার লোক আছে বলিয়া সে

দিকে তাকাইতেছিলেন না। এবার সুযোগ বুঝিয়া ঠোঁটকাটা লোকটা হিরণ্যাক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—"আচ্ছা প্রভো, যদি কেহ আপনার ন্যায় রক্ষিতা-রাখা গুরুর চেলা ..... । "গুরু দেখিল, ছেলেটা শিষ্য হইবার নহে, কেবল তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মতলব, তাই উহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি চটে চাঁইলেন, আর ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড, দাম্ভিক, নাস্তিক ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! হায়, হায় সংসারটা হ'ল কি ? লঘু গুরু-বিচার নাই। যেখানে অপমান সেস্থানে এক মুহূর্ত্তও আর থাকৃব না। ওহে হিরণ্য, তোমার লোক লইয়া তুমি থাক। আমি চল্লুম্।" হিরণ্যের এক বিপদের উপর আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। পুত্রের চিন্তাই তাহার মন বিশেষ খারাপ ছিল, তাহার উপরে আবার গুরুদেব রুষ্ট ! ঐ ঠোঁটকাটা লোকটা এই ফাঁকে গা ঢাকা দিয়াছে। হিরণ্য তখন সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, অপরাধ ক্ষমা করুন। ও লোকটা আমার আত্মীয় নয়, তথাপি যখন আমার বাড়ীতে আপনাকে বলিয়াছে, তখন অপরাধ আমারই। কিসে এই অপরাধ মোচন হইবে তাহা বলুন। আমি আপনার সেই আদেশ প্রতিপালনে যত্নপর হইব।" গুরুদেব দেখিলেন,—অপদস্থ হওয়ার পর, এবার পুরস্কার লাভের সময় আসিয়াছে। তাই মনে মনে একটু হাঁসিলেও গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যদি তোমার ঐ বাড়ীটা, যেটা ভাড়া দিচ্ছ, তাহা তোমার ছোটমার নামে লিখে দাও, তা' হ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক'র্ব, নতুবা তোমার অবস্থা কি হ'বে বুঝ্তেই পার।" এই কথা শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঠোঁটকাটা লোকটা আমার কি সর্ব্বনাশ করিল !" ইহার পরে কি হইয়াছে, সে ঘটনা আমরা জানি না। জানিবার আবশ্যকও বোধ করি না। তবে এই কথা জানি যে, 'ছোট মা' বলিতে গুরুদেব (?) তাঁহার রক্ষিতার কথাই বলিয়াছেন।

বাস্তব-সত্যের প্রচার যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশে কি-প্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, উপরিউক্ত চিত্রটী তাহারই নিদর্শন। এই-প্রকার ঘটনা যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে বেশী দেখা যায় না, তথাপি কোথাও কোথাও যে একেবারে না আছে তাহা মনে হয় না।

"স্বয়ং অসিদ্ধ কথং অপরান্ সাধয়েৎ"

এই কথাটী স্মরণ থাকিলে বোধ হয় লোকে সাধারণ নৈতিক জ্ঞান পর্য্যন্ত বর্জ্জিত সংসারাসক্ত অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তিকে কখনও ভবপারাবারের কাণ্ডারিরূপে বরণ করিতে পারে না। অবশ্য হিরণ্যের প্রতি অক্ষি বা ভোগরত থাকিলে পরতত্ত্বের সন্ধানের সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় না তখন 'হাতের জলশুদ্ধ' করিবার বিচারে অন্ধভাবে কাণে 'ফু' লইবার যে প্রযত্ন, তাহাতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাইবার পথ কণ্টকাকীর্ণই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগকে উন্নতির যুগ, শিক্ষালাভের যুগ বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তব-শিক্ষাপ্রদান করিয়া পরমার্থপথে যিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আচার ও প্রচারপরায়ণ জনগণের চরণাশ্রয়ই কর্ত্তব্য। ঐ ঠোঁটকাটা লোকটির অন্তরে যে সদুদ্দেশ্য ছিল, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জানা যাইবে, সে সর্ব্বনাশ করে নাই, সর্ব্বনাশ হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

—শ্রীউচিতরাম দেবশর্ম্মা

সংসারে আসক্তির পরিণাম

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য ১।২০২)

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে চেতন জীব জগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেরূপ পিতার আনুগত্য ও পূজনই ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ব্ববিশ্বের মূল-জনক অর্থাৎ আকর-চেতন জানিয়া তাঁহাকে নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্ত্তব্য। যে সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত, তাহারা জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করে। এই পিতৃদ্রোহী পাতকী জীব আপন পিতা কৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্য না করিয়া এই সংসারে কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-

মৈথুনাদি ক্ষণিক নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, তদ্বিষয় ভগবান্ কপিলদেব (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) জননী দেবহূতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান কাল সে সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহগেহ-ক্ষেত্র-বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে ; সুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণবিস্তার-দুরাশায় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদ-মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখ-প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষ শিশুগণের আধ-আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জনবিরচিত সম্ভোগাদি রূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে, আর নিরন্তর দুঃখপ্রতিকারের যত্ন-করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসার দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জ্জন-পূর্ব্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনবিশেষে যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন সে জীবিকা-রহিত হইয়া পড়ে, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সেই গৃহব্রত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির-ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে যেইরূপ অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদি ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর

করে না ; কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না ; জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যা কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন সে রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে ; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। তখন দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন—মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং বায়ুর টানে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে ; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তখন আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। কিন্তু সে কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে পারে না। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহব্রত ব্যক্তি এরূপ অবস্থাতেও ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের অতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া ব্যাকুল হয় এবং অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহ ব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ পথে প্রস্থান করিতে থাকে। তখন যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকাপরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা

পানীয়জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনা লাভ করিয়া দুঃখবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমালয়ে নীত হয়।

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়,—'কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীরা দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা একে অপরের, আবার কোথাও বা আপনার মাংস আপনি ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে। জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ তাহাদের নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে; যমদূতেরা কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।' এই সকল যাতনা সে-ও ভোগ করিতে থাকে। অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—কেহ কেহ ইহাই বলিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্ব-পোষণেই নিযুক্ত থাকুক, বা স্বীয় উদর ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, পাপীদিগকে মৃত্যুর পর এই কুটুম্ব এবং নিজ দেহ—উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন--এই উভয়কেই এই জগতে রাখিয়া পাপীরা পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ সকল নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।"

ঐ গৃহব্রত বা সংসারাসক্ত ব্যক্তি পুনরায় নরলোকে আগমনকালে জননী-জঠরে গর্ভবাসে নানাপ্রকার দুঃসহ যাতনা এবং জন্ম-গ্রহণের পর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন-সময়ও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী

দন্তবক্র-বধ

দন্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্ব ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ববধের পর রথে আরূঢ় ছিলেন। দুর্ম্মদ দন্তবক্র ঐরূপ দুর্দ্দান্তমূর্ত্তিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদাদ্বারা দন্তবক্রের গতিরোধ করিলেন।

দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দুরাত্মা দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—'তুমি আমাদের মাতুল পুত্র হইলেও মিত্রঘাতী। তুমি ভ্রাতা হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদাদ্বারা বিনাশ করিব।' দন্তবক্র এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া গদাদ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করতঃ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী-গদাদ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল। তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিল। অনন্তর শিশুপালবধের ন্যায় দন্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সর্ব্বভূতের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

দন্তবক্রের বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দন্তবক্রবধ-প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। তাহাতে দেখা যায়—দন্তবক্র শিশুপালের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ

করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দন্তবক্র ও শ্রীকৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দন্তবক্রের সর্ব্বাঙ্গ চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী ও বিনাশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"শাল্ববধের পরে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দন্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্য অদ্যাপি মথুরায় দ্বারকায় দিগভিমুখী দ্বারস্থানে 'দন্তবক্র-হা' এই সংস্কৃত শব্দের অনুগ লৌকিক ভাষায় 'দতিহা' নামে বজ্রের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ গদ্য বাক্য আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দন্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপ-গণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ-গোপাদি সকলেই শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে পুত্রপরিজনের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমসুখদ নিজপদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ই কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে আসিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভবর্ণ ও শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে ভগবল্লীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ শিশুপাল-দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ (ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুতাজাত তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

এই সাযুজ্যমুক্তি ভক্তের কাম্য নয়। সাযুজ্য দূরের কথা, অন্যান্য চতুর্ব্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী।

—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী

স্বধামে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ

দুর্ব্বিসহ বিরহবেদনায় ভারাক্রান্ত অব্যক্ত বেদনা-পুঞ্জিভূত-করালস্রোতে ভাসমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ 'শ্রীভাগবত-পত্রিকা'র কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজের** প্রপঞ্চ-লীলা-পরিহারে বিরহ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় আজ ভাসমান। ইনি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরে কৃপাপাত্র ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত।

শ্রীল মহারাজ বিগত ৩রা বামন (৪৮৪ গৌরাব্দ), ৭ই আষাঢ় (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), ২২শে জুন (১৯৭০ সন) সোমবার রাত্র ৮ ঘটিকার সময় সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম মথুরায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঐসময় পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ থাকিলেও তিনি উক্ত দিন সকাল-বেলা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজকে ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণকে ডাকিয়া তাঁহার স্বধামে গমনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন,—"আমি অদ্যই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।" তাঁহার শারিরীক অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বা মঠবাসী কেহই উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সকালের দিকে তিনি নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি সমাপ্ত করিয়া ঠাকুরের বাল্যভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নেও যথাক্রমে প্রসাদ ফলমূলাদি গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-গণের সান্নিধ্যে শ্রীহরি-কীর্ত্তনাদি করেন। তদন্তর সন্ধ্যা ৭'৪৫ মিনিটের সময় হইতে তিনি উচ্চৈস্বরে দয়াল নিতাই—দয়াল গৌর—হা রাধে—হা কৃষ্ণ! প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন; ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া অবশেষে নিস্তব্ধ হইলে জানা যায় তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ঐ সময় মঠস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীহরি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ডাক্তার ও অন্যান্য উপস্থিত সকলে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী এবং ঐরূপ বৈষ্ণবোচিত অপ্রকট দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বৈষ্ণবোচিত স্বধাম গমন সুদুর্লভ।

পূজ্যপাদ শ্রীল মুনি মহারাজ হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের সংলগ্ন খরগড়াই গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আবির্ভাব হন। তাঁহার পিতা কেদার নাথ দাস পুত্রের নাম শ্রীশরৎচন্দ্র দাস রাখেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ৬ বছর বয়সেই পিতা পরলোক গমন করেন। তখন তিনি পিতৃস্বসা গৃহে লালিত হন। কিন্তু ১৮শ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃস্বসাও তাঁহাকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া পৈতৃক নিবাসস্থল বেগমপুরে বসবাস করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর পরলোক গমন হওয়ায় ৩৮ বৎসর বয়সে পুনঃ দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীনারায়ণ, গোপাল, রাধারমণ ও নিমাই প্রভৃতি চারজন পুত্র বর্ত্তমান।

শ্রীশরৎ দাস পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ (সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি শ্রীমদ্ নেমি মহারাজ নামে পরিচিত হন) মহাশয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণে বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হন। এবং পারমার্থিক জীবনযাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল নেমি মহারাজের নিকট স্বস্ত্রীক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া সনাতন দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনারায়ণ দাসও পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপাল দাসও স্বস্ত্রীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্যের নিকট শ্রীহরিনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। এই প্রকারে তাঁহার পরিবারবর্গ বৈষ্ণবধর্ম্মে আশ্রিত হন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইয়া পড়েন এবং তাঁহারই সাহায্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার জন্মস্থান ব্রাহ্মণ গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার বস্ত্র ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মপ্রচার করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া সর্ব্বদাই জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ প্রভুর সর্ব্বমুখী প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। বিদ্যাভূষণ প্রভু জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার

সন্ন্যাস প্রাপ্তান্তে

শ্রীল মুনি মহারাজ ও শ্রীল স্বামী মহারাজ

মধ্যস্থলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার বামদিকে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (অধুনা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি) ও তদ্দক্ষিণে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ।

প্রিয়তম শিষ্য সনাতনকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৯ সালে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীনাম-দীক্ষা প্রদান করেন। তদ্বধি সনাতন প্রভু গৃহস্থ জীবন-যাপন করিলেও সর্ব্বদাই গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীর সহিত প্রচার করিতেন। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তিনি "নিমি মহারাজের সনাতন" নামে সুপরিচিত।

তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তিনি স্বহস্তেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে পরাইতেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের এবং পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা আচার্য্য-সভাপতি নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও নির্ভিক ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া শেষ জীবন তাঁহার সহিত কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬ (ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) বৃহস্পতিবারে তাঁহার নিকট মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ গৌড়ীয় বা চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিলেও অধিকাংশ ভাগ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তিনি অতিশয় মৃদুভাষী, সকলের সহিত অত্যন্ত নিষ্কপটতা ও মধুর ব্যবহার, গুরুনিষ্ঠা সম্পন্ন, হরিনাম পরায়ন, বৈষ্ণব-সেবাতে সর্ব্বস্ব অর্পণকারী, দৃঢ় পারমার্থিকনিষ্ঠা সম্পন্ন, আদর্শ ও নির্ম্মল চরিত্রবান্, অল্পভাষী, অজাতশত্রু, অমানি-মানদ, সহিষ্ণু ও সকল বৈষ্ণবগুণে ভূষিত ছিলেন। সময় সময় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পাই-কপর্দ্দক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার পরিবার পোষণ কিরূপে হইবে তাহা একেবারেই চিন্তা করিতেন না। তাঁহার এইপ্রকার ব্যবহারে শ্রীল প্রভুপাদ এবং সমস্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা এবং পারমার্থিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের ২।১ টি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে।

গৃহস্থলীলা অভিনয়কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-গ্রহণ করার পর পূজ্যপাদ মুনি মহারাজকে আসুরিক সমাজ তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এবং তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্য বহুপ্রকার নির্য্যাতন করে। এমনকি তাঁহার নাপিত ধোপা, সমাজ-বিবাহাদি সব কিছু বন্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার তৃতীয় কন্যা "বিষ্ণুপ্রিয়ার" বিবাহের দিন বর-যাত্রী এবং বর বাড়ীতে আসিলে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া

দিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন প্রভু এইপ্রকার নির্য্যাতনে ও অত্যাচারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বর এবং বরযাত্রীর জন্য একত্রিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য কলিকাতাস্থ বাগবাজরের শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে উপস্থিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ, নিমি মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার আনিত দ্রব্যগুলিকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহা আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবানের কৃপা বলিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ও সমাজের উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মুখে সমাজের এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কাপিতে কাপিতে হাত তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—সমাজ ধ্বংস হউক! সমাজ ধ্বংস হউক!! সমাজ ধ্বংস হউক!!! আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপুরুষের অশিস্-অভিসম্পাতে সেই আসুরিক সমাজ অচিরেই ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তিন চার দিনের মধ্যেই ঐ মহপুরুষের কৃপায় পূর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বর তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু স্মার্ত্ত-সমাজের ক্রীয়াকলাপ অযৌক্তিক, একেশ্বর চিন্তাশ্রোতের পরিপন্থী জানিয়া বৈষ্ণব-বিধান মতেই তাঁহার সন্তানগণের বিবাহাদি দিতে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার চতুর্থ কন্যা "কমলা"কে (যিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যের নিকট আশ্রিতা) তাঁহার স্বজাতি শ্রীপাদ রাখাল দাস অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত শ্রীবিষ্ণুপদের সহিত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বিরচিত সৎক্রিয়াসার দীপিকামতে বিবাহ দেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা আদর্শস্বরূপ। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গৃহস্থ চরিত্র যেরূপ আদর্শস্থল, সেইরূপ তাঁহার মঠ-জীবনও প্রশংসাযোগ্য। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রচলন করেন। সেই সময় পরিক্রমার যাত্রীগণের থাকিবার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে অনেকগুলি তাবু ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অর্পণ করেন। পরমাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীব্রজমণ্ডলে যখন একটি আশ্রম করার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার সংগৃহিত সম্পূর্ণ অর্থ শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মে অর্পণ

করিয়া শ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এতৎব্যতীতও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য-বিষয়ে শ্রীল গুরু-পাদপদ্মকে প্রচুর ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিরোধানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় ব্রতী থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভরূপে প্রকটিত ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সমিতির সেবকবৃন্দ একটি জ্যোতিষ্ক হারাইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার বিরহ উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ অবস্থাতেও প্রচারকার্য্য ও মঠের সেবাকার্য্যে প্রচুর তৎপর থাকিতেন। তাঁহার প্রায় এক শত বৎসর বয়ঃক্রমেও চক্ষু, কর্ণ ও দাঁত সম্পূর্ণরূপে ঠিক ছিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুই লক্ষ বা ততোধিক হরিনাম নিয়মিত করিতেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই রবিবার শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীপাদের তিরোধান তিথিতে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন তাঁহার বিরহসভা আয়োজিত হইয়াছিল। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি তাঁহার নির্ম্মল জীবন-চরিত্রের বহু বিষয় স্মরণ করতঃ উল্লেখ করিয়া বিরহপূর্ণ ভাষণ প্রদর্শন করেন ও তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভান্তে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং তাঁহাদের আশ্রিত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের সমস্ত অর্থানুকূল্য পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বৈষ্ণব শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু নিজে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদিগের এই উৎসবে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ অসুবিধা বিধায় মথুরায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। অবশেষে আমরা স্বধামে গত পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচর হইলেও তিনি সর্ব্বদাই আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাতে যেন উৎসাহ-উদ্দিপনা প্রদান করেন।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

উৎসব-সমাচার

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিগত ২৯শে ত্রিবিক্রম, ৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার দিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও তৎ অধিনস্থ মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন-বিহীন জীবন অশৌচ ও মৃত্যুতুল্য; সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকেলিদিবসে আত্যন্তিক মঙ্গলার্থিগণ ইহা উদ্‌যাপিত করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্ম নিস্থতধারা দ্বারা আত্মশোধন করতঃ পবিত্রীভূত হন।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসবের সহিত উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবও জড়িত। সুতরাং উক্ত মঠে এই মহোৎসব অধিকতর সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া পারমার্থিক রাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদস্পর্শে এই পিছলদা গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। শ্রীগৌর পদাঙ্কপূত স্থানে উক্ত সেবা-সূচী অনুষ্ঠিত হওয়ায় নামসুধারসে প্রমত্ত ভক্তগণ এক অপূর্ব্ব আনন্দবন্যা প্রবাহিত করিয়া তত্রস্থ জনসাধারণের মনে আত্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত কীর্ত্তন ও হরিকথা পঠন এবং জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে থাকে। অপর দিকে ১০৮ কুম্ভের জলদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করান হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টি-ফল-মূলাদি দ্বারা ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সমাগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকালে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রস্য উদ্‌ঘাটন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করান। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাঁহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দায়ীত্ব লইয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

প্রকাশ যে, এই উৎসব সম্পাদনায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা প্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতিকে স্বাগত জানাইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই বৎসরও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত মঠে বিগত ১৪ই বামন, ১৮ই আষাঢ় হইতে ২৪শে বামন, ২৮শে আষাঢ় সোমবার (পুনর্যাত্রা) পর্য্যন্ত একাদশদিবসব্যাপী বিপুল সাড়ম্বরের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পাঠ-বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন-মাধ্যমে যথারীতি অনুষ্ঠান-সূচী প্রতিপালন করা হয় এবং উৎসব সমাপ্তি-দিবসে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রত্যেককেই বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

সমিতির আকর মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে প্রচলিত হইয়া আসা এখানকার রথযাত্রা-মহোৎসব স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে ইহা ম্লান হয় নাই। এই রথযাত্রা উপলক্ষে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ তথা আরও মঠের অনেক সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহন করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর-বাটীতে (শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী) শুভবিজয় করিয়াছেন ও তথা হইতে পুনর্যাত্রা দিবসে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সহরস্থ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি শাখামঠ (প্রচার কেন্দ্র) এই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তথাকার জনসাধারণের বিশেষ উদ্দীপনায় সেখানেও শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এক একজন এক একটি সেবার দায়ীত্ব লওয়া উৎসবটি বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। সমিতির সুযোগ্য প্রচারক ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সেবা প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত উৎসবের প্রস্তুতি লওয়া সম্ভব হইয়াছে। এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিলিগুড়ি সহরে শ্রীবেদান্ত সমিতির আশাতী শ্রীগৌর-বাণী প্রচার হইয়াছে। স্থানাভাবে এখানে বাহুল্য বর্ণনা ক সম্ভব হইল না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২ পদ্মনাভ, ৪৮৪ গৌরাব্দ { ৭ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।৯।১৯৭০

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নক্তং দিবং মুররিপোরধরামৃতং যা
স্ফীতা পিবত্যলমবাধমহো সুভাগ্যা।
শ্রীরাধিকা প্রথিতমানমপীব দিব্য
নাদৈরধোনয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥৪৮॥

যিনি দিবা রাত্র অবাধে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া অতিশয় পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং যিনি মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট মান অপনয়ন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীকে আমি নিয়ত নমস্কার করি ॥৪৮॥

দূতীভির্বহুচাটুভিঃ সখিকুলেনালং বচোভঙ্গিভিঃ
পাদান্তে পতনৈর্ব্রজেন্দ্রতনয়েনাপি ক্রুধালীগণৈঃ।

রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যে! নৈব মানোযয়া ফুৎ-
কৃত্যৈব নিরস্যতে সুকৃতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ ॥৪৯॥

বৃন্দাদি দূতীগণ বিবিধ চাটু বাক্য দ্বারাও যাহা খণ্ডন করিতে পারে না, মধুমঙ্গলাদি সখাগণও বাগ্‌ভঙ্গী অর্থাৎ পরিহাস বাক্যদ্বারা যাহা অপনয়ন করিতে সমর্থ হন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়াও যাহা খণ্ডন করিতে পারেন না, অন্যান্য সখীরাও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াও যাহা দূর করিতে পারে না, সেই শ্রীরাধিকার অত্যুৎকট মানকে যিনি ফুৎকারমাত্রেই অপসারিত করিতে পারেন সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে আমি নিয়ত স্তব করি ॥৪৯॥

স্ফীতস্তাণ্ডবিকোহরেমু´রলিকানাদেন নৃত্যোৎ সবং
ঘূর্ণচ্চারু শিখণ্ডবল্গু সরসীতীরে নিকুঞ্জাগ্রতঃ।
তন্বান্ কুঞ্জবিহারিণোঃ সুখভরং সম্পাদয়েদযস্তয়োঃ
স্মৃত্বা তং শিখিরাজমুৎসুকতয়া বাঢ়ং দিদৃক্ষামহে ॥৫০॥

যিনি মুরলীকার নাদে প্রফুল্ল হইয়া রাধাকুণ্ডতীরবর্ত্তি নিকুঞ্জের দ্বার-প্রদেশে মনোহর পুচ্ছ ঘূর্ণনপূর্ব্বক নৃত্যোৎসব বিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখাতিশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রেষ্ঠকে স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৫০॥

সপ্তাহং মুরমর্দ্দনঃ প্রণয়তো গোষ্ঠৈকরক্ষোৎসুকো
বিভ্রন্মানমুদারপাণিরমণৈর্যস্মৈ সলীলং দদৌ।
গান্ধর্ব্বা মুরভিদ্বিলাসবিষলৎ কাশ্মীররজ্যদ্‌গুহ স্তৎ
খট্টায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্দ্ধনঃ পাতু বঃ ॥৫১॥

মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ প্রণত বশত কেবল গোকুলের রক্ষা বিষয়ে উৎসুখ হইয়া মনোহর হস্তের পূজা পরিপাটীসূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি ক্রীরা দ্বারা যাঁহাকে সপ্তাহ ধারণ করিয়া মান অর্থাৎ সর্ব্ব পূজ্যস্বরূপ মর্য্যদা প্রদান করিয়াছিলেন, তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস বিগলিত কুঙ্কুমরাগে যাঁহার গুহা রঞ্জিত হইয়াছে এবং যাঁহার শিলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্ন খট্টার ন্যায় আচরণ করিতেছে সেই গোবর্দ্ধন তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫১॥

নীপৈশ্চম্পক পালিভির্নব বরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈ র্লবঙ্গলতিকা বাসন্তিকাভির্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎ প্রিয়কুণ্ডয়ো স্তটমিলন্মধ্য প্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে ॥৫২॥

প্রাচীরস্বরূপ কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, অত্যুৎকৃষ্ট ও অভিনব অশোকশ্রেণী, আম্র, নাগকেশর, বকুল, লবঙ্গলতা এবং মাধবীলতা দ্বারা যে অতিমনোহর এবং যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের মধ্যপ্রদেশস্বরূপ, সেই রাধামাধবের কেলী প্রিয়স্থল অর্থাৎ রাসস্থলকেই আমি আশ্রয় করি ॥৫২॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলৎ রসময়ী কিং তাবদন্যাৎ স্থলং।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোপ্যধিকপ্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥৫৩

সুরম্য শ্রীবৃন্দাবিপিন অনুভূত শোভাশালী সেই গোবর্দ্ধন, সেই রাসস্থলী যাহাতে অত্যন্ত রসোদ্গম হয়, অন্য স্থল আর কি বলিব তাহারা দূর হউক, অংশ লব মাত্রেও এই বৃন্দাবিপিনাদি যাহার সমান হইতে পারে না, মুকুন্দের সেই প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা রাধিকার ন্যায় প্রিয়তম সেই রাধা-কুণ্ডকেই আশ্রয় করি ॥৫৩॥

স্ফীতে রত্ন সুবর্ণ মৌক্তিকভরৈঃ সন্নির্ম্মিতে মণ্ডপে
থূৎকারং বিনিধায় যত্র রভসাত্তৌ দম্পতী নির্ভরং।
তন্বাতে রতিনাথ নর্ম্ম সচিবৌ তদ্রাজ্য চর্চ্চাং মুদা
তং রাধা সরসীতটোজ্জ্বল মহাকুঞ্জং সদাহং ভজে ॥৫৪॥

রত্ন সুবর্ণ এবং মৌক্তিকসমূহ দ্বারা সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও অতি বিস্তৃত যাহার মণ্ডপে অর্থাৎ বেদীতে সেই দম্পতী শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৌতুকবিষয়ে রতিপতি কন্দর্পকে মন্ত্রী করিয়া থূৎকার নিক্ষেপপূর্ব্বক যথায় অত্যন্ত হর্ষ সহিত সেই কামরাজ্যের আলোচনা অর্থাৎ কামক্রীড়া করিতেছেন, সেই রাধাকুণ্ডের তটস্থিত সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥৫৪॥

কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্ফূটং হৃদি তটে সম্বিম্বিতং দ্যোততে
প্রীত্যা তন্মিথুনং মুদা পদকৰদ্রাগেণ বিভ্রদযয়োঃ।
ধাত্রা ভাগ্যভরেণ নির্ম্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাস্পদে
গৌরশ্যামতমে ইমে প্রিয়তমে রূপে কদাহং ভজে ॥৫৫॥

কুঞ্জ বর্ণন সময়েই হঠাৎ হৃদয়াবির্ভূত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! প্রীতি বশতঃ স্বীয় কান্তি দ্বারা হৃদিপটে পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া যে শোভা পাইতেছে এবং বিধাতা ভাগ্যাতিশয়দ্বারা যাহাকে উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত করিয়াছেন এবং ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর আস্পদস্বরূপ, এবং অনুরাগ বশতঃ অতিহর্ষে পরস্পরের রূপকে পরস্পর ধারণ করিতেছে সেই অতি প্রিয়তম অতি গৌর ও অতি শ্যাম রূপকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥৫৫॥

নেত্রোপান্ত বিঘূর্ণ নৈরলঘু তদ্দোর্মূল সঞ্চালনৈ
রীষদ্ধাস্যরসৈ সুধাধরধয়ৈশ্চুম্বৈ র্দৃঢ়ালিঙ্গনৈঃ।
এতৈরিষ্ট মহোপচার নিচৈয়স্তন্নব্যযূনো র্যুগং
প্রীত্যা যং ভজতে তমুজ্জ্বল মহারাজং প্রবন্দামহে ॥৫৬॥

নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষপাত অথবা বস্ত্রাঞ্চলের অত্যন্ত বিঘূর্ণন অর্থাৎ সঞ্চালন, বাহুমূলের অত্যন্ত সঞ্চালন অথবা তৈল মর্দ্দনাদির নিমিত্ত বাহুমূলে স্তন সমীপে ঈষৎ হাস্যরসের সহিত সঞ্চালন এবং যাহাতে ঈষৎ হাস্যরস প্রকাশ পাইতেছে এবং সুধাস্বরূপ অধর অথবা সুধা যুক্ত অধর কিম্বা সুধাকেও অধর অর্থাৎ ক্ষীণগর্ব্ব করে তাদৃশ অধর পান সাধন দ্রব্য দ্বারা অথবা সুধাধরে পানবিশিষ্ট চুম্বন দ্বারা এবং ঈষৎহাস্য রসযুক্ত বাহুমূলের সঞ্চালনযুক্ত, সুধাধর পান, চুম্বনবিশিষ্ট সুদৃঢ় আলিঙ্গন এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত মহোপচার সমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি সেই নব্যযুব যুগল অর্থাৎ উক্তবিধ শৃঙ্গার বিলাস মনে স্মরণপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ লীলা ভজনা করে সেই উজ্জ্বল মহারাজকে আমি কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি ॥৫৬॥

(ক্রমশঃ)

মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু!

* * **আমাদের কোন মঠেই স্ত্রীলোকের রাত্রি বাস করিবার ব্যবস্থা নাই ;** তবে যোগপীঠে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস্ * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. secy.র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা ; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। **সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের ন্যায় নানা কথা উঠিতে পারে।** * * * বিদ্ধ শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane society.

* * * * *

দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। **বিরহে 'বিষয়ে'র চিন্তা অনুস্যূত থাকায় তন্ময়তা হৃদ্দেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদ্দিষ্ট হয় নাই।** কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্ব্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্যা চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্ব্বক সেইরূপ

চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃত্তানর্থ ও তত্তদ্‌ভাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীরূপানুগবরের অনুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি,' শ্রীরূপের 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা', শ্রীল কবিরাজের 'চরিতামৃত'-বর্ণিত শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদ্‌গতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি স্বভাব' মাথুর-বিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনুকরণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার ন্যায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক সুখৈষণা—অন্যাভিলাসিতাযুক্ত. আর ভক্তি—অন্যাভিলাষিতা-শূন্য। প্রভুত্বকামীর সৎ ও অসৎকর্ম্মবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ লাভ ঘটে। বদ্ধজীব সুখভোগ করিলেই তাহার পুণ্যার্জ্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। **পাপ-পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংশ হয়; তজ্জন্য ভক্তিকেই নৈষ্কর্ম্ম বলা হয়।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মর্কট-বৈরাগ্য)

১। মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

"মর্কট-বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।"

—'মর্কটবৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয় দর্শন করা উচিত ?

"যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে, বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৩। ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি ?

"'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

৪। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপক্কাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কি ?

"যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৫। কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ?

"ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কটবৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৬। মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি ?

"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।২৩৮

৭। মর্কটবৈরাগী কে ?

"বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

৮। কেবল কি অগৃহিগণই মর্কটবৈরাগী হয় ? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ ?

"মর্কটবৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কটবৈরাগী ও অগৃহী মর্কট বৈরাগী। * * গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল তাঁহারা অত্যাচারী।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৯। বৈরাগ্য বেষগ্রহণেই কি নির্ব্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায়?

"বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন।" —'জনসঙ্গ,' সঃ তোঃ ১০।১১

১০। মুমুক্ষাবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয়?

"মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

১১। 'অস্থির বৈরাগী' কাহারা?

"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১২। 'ঔপাধিক বৈরাগী, কাহারা?

"যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১৩। জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক কে বা কাহারা?

"ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইলে যিনি বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৪। সমস্ত নিঃসঙ্গ-সাধুর প্রতি লোকের অবিশ্বাস ঘটিবার জন্য দায়ী কাহারা ?

"নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৫। আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য ?

"আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে-আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত-পুরুষ কখনই থাকেন না। দেব-সেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৬। কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সুফল পাওয়া যায় ?

"বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনেয় চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৪র্থ প্রঃ

১৭। পরমার্থের উদ্দেশ্য না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি ?

"প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি ; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ, —উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"

—প্রেঃ প্রঃ, ২য় প্রঃ

১৮। কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয় ?

"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।"

—জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

প্রভু বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব ছার ॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥
সর্ব্বপাপপ্রশমক সর্ব্বব্যাধিনাশ।
সর্ব্বদুঃখবিনাশন কলিবাধা হ্রাস ॥
নারকী-উদ্ধার আর প্রারব্ধ-খণ্ডন।
সর্ব্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে অনুক্ষণ ॥
সর্ব্বার্থপ্রদাতা নাম সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্‌বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥
সর্ব্বপাপনাশ করা নামের এক ধর্ম্ম।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম্ম ॥
পাপী অজামিল দেখ বিবশ হইয়া।
হরিনাম উচ্চারিল নারায়ণ বলিয়া ॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত।
সে সকল হৈতে মুক্ত হইল সাম্প্রত ॥
স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মদ্যরত।
গুরুপত্নীগামী-মিত্রদ্রোহী-চৌর্য্যরত ॥
এ সবের পাপ আর অন্য পাপচয়।
হরিনাম উচ্চারণে সব পরিষ্কৃত হয় ॥
পাপ সুনিষ্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সম্পত্তি ॥

কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে।
সর্ব্বপাপ হৈতে পাপী মুক্ত হয় তবে ॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে।
সর্ব্বপাপ ভস্ম হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যর্পণে ॥
বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত।
ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত ॥
অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥
হরিনামে যত পাপ নির্হরণ করে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্ব্বপাপ নাশ করে শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥
নারকী কীর্ত্তন করে 'হরে কৃষ্ণ' বলি।
হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি ॥
শ্রদ্ধা করি নাম লৈলে অপরাধ কোটি।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটী ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন।
বড়ই দুর্ভাগা তার নাহিক মোচন ॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রমে কিবা ফল হবে।
'হরেকৃষ্ণ' নিত্যগানে সব ফল পাবে ॥
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে।
কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজ্য সর্ব্বমতে ॥
হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা।
কেহ নাহি ত্রিজগতে নামই জীবের ত্রাতা ॥ (ক্রমশঃ)

(প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৫)

বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্য ও নিষেধের অনুষ্ঠান ও পরিহার একমাত্র বিষ্ণুর সন্তোষার্থই হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়ের তাদৃশ প্রয়োজন অবগত হইলে তদীয় রাগযুক্ত ব্যক্তির স্বতঃই আবশ্যক কৃতে প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি হয়। যেহেতু শ্রীভগবানের সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন-স্বরূপ। অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যে রাগের অনুগমন করিতেছেন তাদৃশ রাগাত্মিক সিদ্ধভক্ত-কর্ত্তৃক কৃতত্ব ও অকৃতত্বের অনুসন্ধান ও অপেক্ষণীয় হয় না। পরন্তু তৎকৃতত্ব হইলে বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে। এস্থলে রাগরুচি দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহা রাগানুগারই অন্তর্গত। যাঁহারা শ্রীগোকুলাদি-বিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিষয়ক বিঘ্নসমূহের বিনাশ প্রভৃতির কামনা অনুসারে বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। রাগানুগা-বিধিদ্বারা অপ্রবর্ত্তিতা হইলেও তাহা বেদবাহ্য নহে। যেহেতু তত্তদ্‌বিষয়ক রুচিনিবন্ধন উহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধাই হইয়া থাকে। বেদে বেদবাহ্য বুদ্ধাদির বর্ণন বিরুদ্ধরূপেই হইয়াছে।

অতএব রাগানুগা সমীচীনা এবং বৈধী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। মর্য্যাদাবচন কেবল আবেশের জন্যই হইয়া থাকে। উক্ত আবেশ রুচিবিশেষরূপ মানস-ভাবহেতু যেরূপ হয়, বিধিপ্রেরণাদ্বারা তদ্রূপ হয় না। যেহেতু তাহা চিত্তের সহজধর্ম্ম। তদবিষয়ে অনুকূলভাবের কোন কথাই নাই। পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাব দ্বারাও সত্বর আবেগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তদাবেশসামর্থ্য হেতু প্রতিকূল দোষের বিনাশ ও সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তিও হয়। তদ্‌বিষয়ে অনুকূলভাব পরমৈকান্তি ভক্তসাধ্যই হইয়া থাকে। অতঃপর ভাবমার্গ-মাত্রের বলবত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে নারদ! ইহা অতি অদ্ভুত যে ঐকান্তিকগণেরও যাহা দুর্লভ, বিদ্বেষী শিশুপালের পরমতত্ত্ব বাসুদেবে তাদৃশ প্রাপ্তিসংঘটিত হইল! হে মুনিবর আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ভগবানের নিন্দাহেতু বেন রাজা কেন দ্বিজগণ কর্ত্তৃক তমোমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল? এই পিশুপাল ও দন্তবক্র বাল্যকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিল। দেবর্ষি তাহার উত্তরে (ভাঃ ৭।১।২২-২৫) বলিয়াছিলেন,—

নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়োরাজন্ অবিবেকেন কল্পিতম্॥
হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিতি ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব॥
যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে॥
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥

হে রাজন! নিন্দন, স্তব, সৎকার এবং ন্যাক্কারের জন্য প্রধান ও পুরুষের অবিবেকবশতঃ কলেবর কল্পিত হইয়াছে। ইহলোকে তদভিমানহেতু ভূতগণের যেরূপ "আমি আমার" ইত্যাদি বৈষম্য হয়, তজ্জন্য সেইরূপ হিংসা দণ্ড পারুষ্যাদিও হইয়া থাকে। যাহাতে এই অভিমান নিবদ্ধ তাহার বধ হেতু প্রাণিগণের বধ হয়। কিন্তু কৈবল্যহেতু অখিলাত্ম শ্রীহরির তাদৃশ অভিমান হয় না। সুতরাং পরমেশ্বরের হিংসা কি হেতু হইবে! তাদৃশ অভিমানের অভাবহেতু বলিতেছেন,—কৈবল্য হেতু অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদিহেতু তাদৃশ নিন্দাদির অগম্য। অতএব যেহেতু ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই, তজ্জন্য যেকোন উপায়ে তাঁহার আভাস মাত্রেরও ধ্যান করিলে তদাবেশ দ্বারাই নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয়। অতএব বৈরাযুক্ত নির্ব্বৈর ভয়, স্নেহ অথবা কাম যে কোনরূপে তাঁহার ধ্যান হইলে তিনি তাহা পৃথক্ দর্শন করেন না।

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ (ভাঃ ৭।১।২৬)

অতএব মর্ত্ত্যজীব বৈরানুবন্ধ হেতু যেরূপ তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগ দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি। তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমীয়ুরনুচিন্তয়া॥ (ভাঃ ৭।১।২৭-২৮)

পেশস্কারী কীট কর্ত্তৃক ভক্ষণার্থ নিজ গৃহে আনীত ও আবদ্ধ অন্যজাত কীট সংরক্ষক ভয়যোগে সর্ব্বদা ঐ পেশস্কারী কীটের স্মরণ হেতু তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এইরূপ ময়ামনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবে অনুচিন্তা হেতু পূতপাপ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রবিহিত ভাগবতধর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি হয় কামাদিদ্বারা হয় না ইহা বলা যায় না।

কামাদ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ (ভাঃ ৭।১।২৯-৩০)

ভক্তিদ্বারা যেরূপ ঈশ্বরে মনোনিবেশ হয় তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহাদি দ্বারাও হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, বৈদ্যাদিরাজগণ বিদ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু এবং আমরা ভক্তিহেতু তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিহিত ভক্তিদ্বারা তদ্গতি প্রাপ্তির ন্যায় কাম দ্বারাও অনেকে তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ কামকে পাপজনক মনে করেন। এবিষয়ে বিবেচ্য হইতেছে—ভগবদ্বিষয়ে কেবল কামই পাপজনক অথবা পতিভাবযুক্ত বা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপজনক? যদি বলা যায়, কেবল কামই পাপজনক। তাহা হইলে তাহা কি দ্বেষ প্রভৃতি ভাব সমূহের অন্তর্গত বলিয়া পাপজনক অথবা শাস্ত্রে কাম বিষয়ে পাপ শ্রবণহেতু পাপজনক! এখানে দ্বেষাদিকে কামের সমানরূপে কীর্ত্তন না করিয়া নীচই বলা হইয়াছে। স্নেহের ন্যায় কামও প্রীত্যাত্মকত্ব নিবন্ধন দোষজনক নহে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কামুকত্বাদির আরোপণ এবং অধরপানাদি মর্য্যাদালঙ্ঘন-জনক হয় না। বেদান্তের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" সূত্রানুসারে তাঁহাতে স্বভাবতঃ লীলা সিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ-লীলা প্রভৃতির সহিত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তাদৃশী লীলা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র লীলাবিনোদ সেই ভগবানেরই অভিলষিতরূপে অবগত হইতেছে, সুতরাং লীলাকালে সহচরিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার ভগবদ্ভাবের অননুসন্ধান এবং কামুকত্বাদি ভাবের আরোপ তাদৃশ লীলারসজনিত মোহের স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া তাহা তাঁহার অভীষ্টরূপেই জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং প্রেয়সীগণ তাঁহার স্বরূপ-

শক্তির বিগ্রহস্বরূপ বলিয়া পরম শুদ্ধ এবং তাঁহার অপেক্ষা অন্যূনই হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের অধরপানাদি অসঙ্গত হয় না।

গোপীগণ, তৎপতিগণ ও সমস্ত দেহিগণের অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন সেই বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরম পুরুষ লীলাবিগ্রহধারী হইয়া রাসলীলার নায়কত্ব করিতেছেন এইবাক্যে শ্রীশুকদেবও তদবিষয়ক দোষের পরিহার করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সুবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সম্ভোগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোকুলে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রণ করিয়া কামসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাবে উদ্ভব এবং ভগবদ্‌বিষয়ত্ব নিবন্ধন কাম প্রাকৃত কাম নহে; কিন্তু তাহা শ্রীভগবান কর্ত্তৃক তদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কাম। এজন্য উদ্ধব ও গোপীগণের প্রশংসামুখে বলিয়াছিলেন—এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে সার্থক জন্মা। শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপীভাবাভিলাসী হইয়া তদ্‌গণান্তর্গত হইয়াছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে ভাবমার্গমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব সমর্চিত হইলেও কৈমত্যু ন্যায়ে রাগানুগাই অভিধেয় রূপে বলিতেছেন,—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব
পৌণ্ড্রদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, উপবেশনাদিতে বৈরভাবে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া তদীয় গতিবিলাসাদিদ্বারা তত্তদাকারবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অর্থাৎ তাঁহাদের মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। অতএব ভাঃ ১১।১১।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বার্থ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

যাঁহারা সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে জানিয়া বা নাজানিয়াই অনন্যভাবে ভজন করেন। তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত। এই বাক্যে কেবল রাগানুগার অনুষ্ঠানই প্রশংসিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

শ্বেতদ্বীপাভ্যন্তরে সহস্রফণান্বিত অনন্তরূপপর্য্যঙ্কে শ্রীহরি চারিমাসকাল শয়ন করেন। শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথের সেবার নাম **'চাতুর্ম্মাস্যব্রত'**।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নোঽপি মৃতো হিঃ সঃ॥

অর্থাৎ নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থায় সেই মূর্খ মৃততুল্য গণ্য হইবে।

সনৎকুমারেণোক্তম্—

একাদশ্যাস্তু গৃহ্ণীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥

অর্থাৎ সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, ভক্তিভরে শয়নৈকাদশী বা কর্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত ধারণ করাই মানবের কর্ত্তব্য।

সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি ভগবচ্চরণাম্বুজ সেবা না হয়, তবে জীবনধারণ বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করিয়াছেন—'পুরষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসমর্পণমেব কর্ত্তব্যম্'। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবনই ভক্তি। 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'—অর্থাৎ পরমেশ্বর কেবলা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হন। অতএব এই হরিভক্তিবৃদ্ধ্যর্থে মানবমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করা একান্ত বিধেয়।

সঙ্কল্পমন্ত্র যথা,—

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থানাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত॥

হে অচ্যুত! সম্বর্ষের মাস চতুষ্টয় দেবতার উত্থান পর্য্যন্ত এই নিয়ম করিব, আপনি কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্ন দূর করুন।

স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে প্রকাশিত আছে যে, শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ আছে যে, পটল, শিম ও বরবটী ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত সম্পর্কে ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর জনার্দ্দন নিদ্রিত হইলে ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমুদয় আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরি প্রসুপ্ত

হইলে যে নিয়ম পালন করা যায়, তাহা সমস্তই অনন্ত ফলদায়ক হয়। জপ, নিয়ম, স্বাধ্যায় বা ব্রত সবই শ্রীভগবানের তুষ্টির নিমিত্ত করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া হরিশয়ন কাল পর্য্যন্ত দিন যাপন করে, সে ধনবান হয়। যে মানব একদিন অন্তর ভোজন করে, সে ধনবান্ এবং রূপবান্ হয়।

শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনার্দ্দনের শয়নকালে ত্রিরাত্র-উপবাসী হইয়া কাল যাপন করিলে এ সংসারে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা একদিন প্রাতর্ভোজন, আর একদিন সায়ং ভোজন করে, তাহারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। যাহারা তৈলাভ্যঙ্গ বর্জ্জন করে, তাহারা স্বর্গভাগী হইয়া থাকে। তৈলহীন স্নানে ও মধু-মাংস বর্জ্জনে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ ত্যাগ করিলে সংবৎসর যাবৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে মানব এই সময় বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ এই চারিমাস বিষ্ণুমন্দিরে চতুর্ব্বেদ দ্বারা স্বাধ্যায় আচরণ করেন, তিনি নিশ্চয় বিদ্বান্ হইয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীতাদি করিলে জীবনান্তে গান্ধর্ব্বী যোনি লাভ হয়।

পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবদেব কমলাসনকে বলিলেন,—আমি অধুনা আপনার নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! তুমি আমার নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে বৎস! এই ব্রত মুক্তিপ্রদ এবং সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র কারণ; ইহা স্মরণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। দেখ, এই লোকে মনুষ্যত্ব সুদুর্লভ, তদুপরি সৎসঙ্গ আরও দুর্লভ। যে ব্যক্তি সৎসঙ্গ করে না এবং যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করা উচিত। যে জন এ ব্রত করে না, তাহার পুণ্য নিরর্থক। ব্রতকালে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলে হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও জীবন শোভমান হয়।

চাতুর্ম্মাস্যে প্রাতঃস্নানে সর্ব্বযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুষ্কর, প্রয়াগ, রেবা, ভাস্করক্ষেত্র ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয় ও সহস্র সহস্র পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। এই ব্রত-যাপনকালে বিশেষরূপে স্নান ও বিষ্ণুনাম জপ করিলে নর দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। মন্ত্রস্নান,

বিষ্ণুপাদোদকগ্রহণ, নারায়ণাগ্রে স্নান, ক্ষেত্রতীর্থ-নদীস্নান—এই সকল স্নান যে করে, সে বিশুদ্ধি লাভ করে।

ব্রহ্মা বলিলেন,—স্নানাবসানে নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃতর্পণ করিবে। ইহা মহাফলপ্রদ। পরে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক শুভকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। ইহা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তৃপ্তিদায়ক হয়। চাতুর্ম্মাস্যে ধর্ম্মসঙ্গত শ্রদ্ধা ও স্মৃতিপূত কর্ম্মসকল করিবে। সৎসঙ্গ, দ্বিজভক্তি, গুরুদেবাগ্নি-তর্পণ, গোদান, বেদপাঠ, সৎক্রিয়া, সত্যভাষণ, গো-সেবা ও দানভক্তি এইগুলি ধর্ম্মের নিয়ম বলিয়া কথিত; শ্রীহরির শয়নকালে ইহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে সাতিশয় ফলদায়ক হয়।

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যেরূপ নিয়ম দ্বারা শ্রীহরি তুষ্টিলাভ করেন, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ম অবলম্বনে সুখী হন। ইহা ষড়্‌বর্গহারী; রিপু-নিগ্রহের পরম কারণ। বিবিধ যজ্ঞকরণে যে ফল লাভ হয়, তাহা এই নিয়ম-পালনের মধ্যে নিহিত আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিলে শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই নিয়ম দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসাদিশ্রম সঙ্কুচিত হয়। যিনি হরিশয়নকালে নিয়মাবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী।

এই সময়ে কায়মনোবাক্যে অহিংসা আচরণ করিবে। পরস্বহরণ, দেবস্ব-হরণ ও অকার্য্যকরণ বর্জ্জন করিতে হইবে। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা লোভকে জয় করিবে।

চাতুর্ম্মাস্যে সদ্ধর্ম্ম, সদালাপ, সৎসেবা, সাধুদর্শন, বিষ্ণুপূজা ও দান মহাফলপ্রদ। পরনিন্দা মহাপাপ এবং মহাভয় ও মহাদুঃখদায়ক। ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—বিষ্ণুপ্রীতির জন্য যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

বেদবিধিকে বিধি কহে। আর নিয়মকে নিষেধ বলে। বিধি ও নিষেধ উভয় বিষ্ণুস্বরূপ। অতএব যত্নসহকারে সকলেরই বিষ্ণুসেবা করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুকথা, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান ও প্রণাম—বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যিনি আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিভাগী হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

"চাঁদকাজী-উদ্ধার"

(নাটিকা)

—চরিত্র—

(পুরুষ-চরিত্র)

মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

শ্রীনিত্যানন্দ—ঐ ভক্ত

শ্রীঅদ্বৈত—ঐ ভক্ত

শ্রীবাস—ঐ ভক্ত

কাজী—মৌলানা সিরাজউদ্দীন (চাঁদকাজী) নদীয়ার শাসনকর্ত্তা

সিপাহশালার—ঐ সেনাপতি

দূত—ঐ ভৃত্য

১ম নাগরিক—জনৈক নদীয়াবাসী

২য় নাগরিক—ঐ

খুকুমণি—শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র (মৃত)

(স্ত্রী-চরিত্র)

মালিনী দেবী—শ্রীবাসের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নগরপথ

(নদীয়া নগরে ভ্রমণরত কাজী মৌলানা সিরাজউদ্দীন ও সিপাহশালার)

কাজী—ওহে সিপাহশালার, আজ ক'দিন ধরে নদীয়ার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল্ শোনা যাচ্ছে কেন বল্‌তে পার ? নদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন কাঁদ্‌ছে,…কা'র শোকে কার দুঃখে এই আর্ত্তনাদ !

সিপাহশালার—(কান পাতিয়া শব্দ শ্রবণ করতঃ) জি-হুজুর, আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যই যেন একটা করুন ধ্বনি ভেসে আস্‌ছে ; তবে মনে হচ্ছে যেন ঐ সঙ্গে কোন বাদ্যও বাজ্‌ছে।

কাজী—কিসের বাদ্য ? এ কি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ধ্বনি.…না কোন করুণ আর্ত্তনাদ !

সিপাহশালার—হুজুর, আপনার আদেশ পেলে আমি এর সঠিক সন্ধান দূতের কাছ থেকে নিয়ে আস্‌তে পারি। তবে আপনাকে দয়া করে ধৈর্য্য ধরে একটু অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

কাজী—বেশ আমি অপেক্ষায় রইলাম। তুমি সত্বর সঠিক সংবাদ নিয়ে এসো।

সিপাহশালার—জি-হুজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—ঐ, ঐ আবার বাদ্য বাজ্‌ছে,…বাদ্য-ধ্বনি যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুল্‌ছে। ঐ বাদ্যের তালে তালে লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার রাজ্যের প্রজাদের তো কোন অভাব-অনটন নেই; আমি সর্ব্বদাই তাদের সুখশান্তির দিকে নজর রেখে চলেছি। কাজেই তাদের অভাবজনিত কোন হাহাকার বা হা-হুতাশ কি থাকৃতে পারে? তারা ইহলৌকিক সর্ব্ব সুখ উপভোগ কর্‌তে থাকায় এটা কি তাদের উল্লাসের অভিব্যক্তি!

(দূতকে সঙ্গে লইয়া সিপাহশালার উপস্থিত হইল ও উভয়ে কাজীকে সেলাম করিল)

সিপাহশালার—হুজুর! এই দূতের মুখে আমি সঠিক সংবাদ পেলাম,—এই নদীয়ার ঘরে ঘরে হিঁদুরা খোল, করতাল, মৃদঙ্গ বাজিয়ে তাদের দেবতার জয়গান গাইছে। আপনার আরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে সেজন্য এই দূতকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কাজী—কাফের হিঁদুদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। (দূতের প্রতি) কি হে, তুমি এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাও নি কেন? তুমি জান না,…আমার রাজ্যে কোন হিঁদুয়ানী চল্‌বে না?

দূত—(সেলাম করতঃ) জানি হুজুর; আপনার রাজ্যে হিঁদুয়া তাদের দেবতার নাম নিতে পার্‌বে না। তারাও আপনার নাম শুন্‌লে ডরায়। কিন্তু কি কর্‌ব হুজুর! আমি দেখেছি তারা যখন তাদের দেবতার নাম নিয়ে কীর্ত্তনে মেতে ওঠে, তখন তাদের ভাবাবেশে দু'চোখ জলে ভরে যায়; তাদের সেই করুণ আকুতি ও ব্যাকুল ক্রন্দন বড় মর্ম্মভেদী।

কাজী—বুঝেছি, তুমিও তাদের দলে ভীড়ে পড়েছো। তাই তাদের কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে আমায় খবর দিতে পার নি। শোন শয়তান, এ ভাবে দুতিয়ালী করা চলে না। জান না,…তুমি যে বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করেছো তা'র পরিণাম কি হবে?

দূত—(কাজীর পদতলে পড়িয়া) হুজুর, আমায় মাপ কর্‌বেন। আপনার পা ছুয়ে শপথ কর্‌ছি,—জীবনে আর এমন কাজ কখনও কর্‌ব না।

কাজী—যাও, এবারের মত তোমায় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, যেন বিপথে আর এক পাও বাড়িয়ো না। সমস্ত গোপনীয় সংবাদ তাড়াতাড়ি আমার কাছে পৌছানো চাই।

দূত—জি-হুজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—সিপাহশালার, হিঁদুদের এত স্পর্দ্ধা কি করে হল বল্‌তে পার? আমার রাজ্যে হিঁদুয়ানা? হিঁদুরা স্বাধীন ভাবে তাদের দেবতার নাম নেবে, আর আমি তা' দেখে নীরবে সহ্য করে যা'ব? আমার মত মৌলানা এ বাংলায় কে আছে? বঙ্গেশ্বর বাদশা হোসেন শাহ্‌ যা'র শিষ্য, যা'র অঙ্গুলি হেলনে সারা নদীয়া তথা বাংলার নরনারী ভয়ে বিকম্পিত, সে উপস্থিত থাকৃতে এই নদীয়ায় কাফের হিঁদুদের এত বড় বেয়াদপী নির্বিঘ্নে ঘট্‌বে? না—না—তা' হয় না,…তা' হ'তে দেবো না।

সিপাহশালার—হুজুর, এই নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিতের দৌরাত্ম্যে হিঁদুদের এত বাড়্‌ বেড়েছে। নিমাই পণ্ডিতই সকলকে কীর্ত্তনে উৎসাহিত করেছে।

কাজী—কে,-কে সেই নিমাই পণ্ডিত? তার পরিচয় কিছু জানো?

সিপাহশালার—জানি হুজুর; জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের ছেলে ঐ নিমাই পণ্ডিত। সে বয়সে প্রবীন না হ'লেও প্রবীনদের মত পাকা বুদ্ধি ধরে। কীর্ত্তনকারীরা তারই উৎসাহে ও আদেশে বিপুল উদ্যমে নির্ভয়ে কীর্ত্তন করে চলেছে।

কাজী—আরে, জগন্নাথ মিশ্রকে তো আমি চিনি। সে ব্রাহ্মণ বিশেষ বিনম্র ও ভাবুক প্রকৃতির। তার ছেলে এত বড় দুষ্ট? এ যে তাজ্জব ব্যাপার!

সিপাহশালার—হুজুর, ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে আপনার সম্মান খর্ব করে ইসলাম ধর্ম্মকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে তার হিঁদু ধর্ম্মকে জাহির করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে।

কাজী—কি বল্‌লে?…এই মৌলানা সিরাজ উদ্দীনকে ভয় করেনা এমন লোক নদীয়ায় আছে? ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে কিনা আমার সম্মান খর্ব করে ইস্‌লাম ধর্ম্মকে জগতে হেয় কর্‌বে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ… আল্লার দয়ায় এই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম কোন দিনই হেয় হবে না—এ ধর্ম্মের কোন ক্ষয় নেই—ধ্বংস নেই। এ ধর্ম্মের

সে উচ্ছেদ চাইবে, সেই কাফের নিজেই দোজকে যাবে—ধ্বংস হ'বে বরং কাফের হিঁদুধর্ম্মের বিলোপ সাধন করাই ইস্‌লামের একান্ত পুণ্য কর্ম্ম। আমি আজই রাত্রে সমস্ত কীর্ত্তনকারীদের বাড়ী হানা দিয়ে এর তথ্য অনুসন্ধান ক'রে আস্‌ব এবং কীর্ত্তনে নিষেধাজ্ঞা জারী কর্‌ব দেখি তারা কত শক্তি ধরে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ……।

(সিপাহশালার প্রতি) যাও, সমস্ত পাইক বরকন্দাজকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিঁদুদের হাম্‌লা রুখবার জন্য প্রস্তুত থাকৃতে বলগে।

সিপাহশালার—জি-হুজুর। (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—যদি হিঁদুরা প্রকৃতই সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তা'হ'লে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আমার রাজ্যে কাফের হিঁদুদের কোন ধর্ম্মালোচনা ও ঔদ্ধত্য চল্‌বে না,—তা' বন্ধ কর্‌তেই হবে (প্রস্থান)। [**ক্রমশঃ**]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

স্বার্থসর্ব্বস্বতা

স্বার্থকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করার ভাব স্বার্থসর্ব্বস্বতা। স্বার্থ বলিতে নিজ প্রয়োজনকে বুঝায়। এই প্রয়োজন যখন দেহ ও মনের তোষণপর বস্তুতে আবদ্ধ তখন স্বার্থ অপস্বার্থকেই লক্ষ্য করে; এই অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মানব অপরের ক্ষতি করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিপাল্যগণের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সৎকার্য্য-কার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য, অপচয় প্রভৃতি বহুবিধ পাপ অপস্বার্থন্ধতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থ যখন নিজ দেহ-মনের আরাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তখন স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার ন্যায় পাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিবেকিগণের বিচারে স্ব—আত্মা, অর্থ—নিত্যপ্রয়োজন ভগবৎপ্রীতি। বস্তুতঃ বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে আত্মার ভগবৎপ্রীতি-বিধানরূপ প্রয়োজনই স্বার্থ। এই স্বার্থই অর্থাৎ শুদ্ধসেবা দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীজনবল্লভের আনন্দ-বিধানই যখন সর্ব্বস্ব বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় তখন স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার মধ্যে পরার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। ইহজগতে আমরা যে-সকল পরোপকার করিয়া থাকি, তাহা ক্ষণিক; উহাতে নিত্যকালের উপকার হয় না। আবার এই উপকারের অভ্যন্তরে অপকার যে লুক্কায়িত না থাকে তাহাও নহে। স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য; সুতরাং

তৎসম্বন্ধীয় যে উপকার তাহাও অনিত্য না হইয়া পারে না। কিন্তু আত্মবস্তু নিত্য; সুতরাং আত্মসম্বন্ধীয় উপকারও নিত্য। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পত্রাদি সঞ্জীবিত ও সতেজ থাকে, পৃথগ্‌রূপে প্রতি শাখায় বা প্রতি পল্লবে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার যাবতীয় অণুচিৎ জীবাত্মার আকার বিভুচিৎ ভগবানের সেবা করিলে—তাঁহার আনন্দবিধান করিলে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং" জগৎকে পৃথগ্‌ভাবে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তাহাতেই যুগপৎ স্বার্থসর্ব্বস্বতা ও পরার্থপরতা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাটী প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩১।১৪) বলিতেছেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তিতৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
াণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

আত্মার নিত্য বৃত্তি—ভগবৎসেবা। সুতরাং আত্মার প্রয়োজন অর্থে 'স্বার্থ'-শব্দ ব্যবহৃত হইলে স্বার্থসর্ব্বস্বতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মানবের আর কিছুই হইতে পারে না। দেহ ও মন-সম্বন্ধীয় অপস্বার্থে সুখ আছে মনে করিয়া মানবগণ সেই দিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় শিক্ষা করে যে তাহার ফলস্বরূপে চিন্তানল-দহন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ঐ চিন্তানল তুষানলের ন্যায় ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া মানবের বিবেক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। চিন্তানলের লেলিহান জিহ্বায় পতিত হইলে মানব ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতবুদ্ধি হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হয়। সুতরাং এই প্রকার অপস্বার্থ-সর্ব্বস্বতায় শুধু যে অপরেরই অনিষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু নিজেরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপস্বার্থ-সর্ব্বস্বতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভগবৎসেবাপরায়ণতারূপ প্রকৃত-স্বার্থসর্ব্বস্বতার এমনই মহান প্রভাব যে, তাহার আশ্রয়কারী অপরের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য যত্নপর না হইয়া পারেন না। "জন্ম-সার্থক করি' কর পর উপকার"বাণী তাঁহার প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। সাধুমুখে ভগবদ্বাণী-শ্রবণে জন্ম সার্থক হয় সেই শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনে—আচারের সহিত প্রচারে নিজের ও অপরের নিত্য-কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভক্তের স্বার্থসর্ব্বস্বতার কি-প্রকার সুন্দর

বিকাশ, তাহা ভক্তবর প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ-সমীপে নিম্নলিখিত বাক্যে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (ভাঃ ৭।৯।৪৪) —

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥

—হে দেব, প্রায়ই নিজমুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌনব্রত পালন করেন ; তাঁহারা পরার্থপর নহেন। দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবান্, তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না।

প্রকৃত-স্বার্থসর্ব্বস্ব জনগণ অপস্বার্থসর্ব্বস্ব জনগণের দুঃখ-দর্শনে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কিপ্রকার আগ্রহ-বিশিষ্ট তাহা আমরা গৌরজন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্রে আরও সুন্দররূপে দেখিতে পাই। তিনি ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—"হে প্রভো, এই অপস্বর্থান্ধ জনগণের দুঃখ দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। উঁহারা সুখের অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু প্রকৃত সুখ—প্রকৃত আনন্দ—অখণ্ড আনন্দ যে তোমার পাদপদ্মসেবায় আছে, তাহা মায়ামোহবশতঃ উঁহারা বুঝিতে পারিতেছে না। তুমি উঁহাদিগকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত কর ; কর্ম্মজনিত উঁহাদের যে-সকল দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে তৎসমুদয় আমার মস্তকে অর্পণ কর। তাহা আমি অনায়াসে ভোগ করিব কিন্তু উঁহাদের দুঃখ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিতেছি না।" মহাত্মা যীশুখৃষ্টের বাণী কি এই গৌরসেবকের বাণী অপেক্ষা অধিক উদার ? যাঁহার সেবক এই প্রকার ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার অসীম ঔদার্য্য বারিধির তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে ? তিনি যে অনর্পিতচরী স্বভক্তি-শ্রী শৃঙ্গারদ্বারতিতে ভগবদ্ভজনের যে অফুরন্ত অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, জগৎকে অপর কেহ কখনও তাহা দান করিতে পারেন নাই ; অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ স্বয়ংরূপ অবতারীর তাহা নিজস্ব ধন। সুতরাং অপস্বার্থ-সর্ব্বস্বতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পর-স্বার্থসর্ব্বস্বতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্নিধি গ্রহণ করিতে হইলে গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

লাম্পট্য

উপক্রমিকা

লাম্পট্য একাদশ প্রকার পাপের অন্যতম। অসদ্‌বিষয়ে আশক্তিই 'লাম্পট্য'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহ জগতে আসক্তির বিষয় প্রধানতঃ তিনটি—অর্থ, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠা। তাই লাম্পট্যকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থ-লাম্পট্য স্ত্রী-লাম্পট্য ও প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য। 'লাম্পট্য' বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী-লাম্পট্যকেই বুঝিয়া থাকি; বোধ হয় 'রম্'-ধাতু হইতে লম্পট-শব্দের উৎপত্তিক্রমেই ঐ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই 'রম্' ধাতুও অনুরক্ত হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থ-লাম্পট্য শীঘ্রই স্ত্রী-লাম্পট্যে পরিণত হয়, প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যের শেষ গতিও তাহাই।

অর্থ-লাম্পট্য

অর্থের অত্যধিক আসক্তি জন্মিলে ধন ও বিষয়াদি-লাভের আশা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় যে, তাহা বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তিকে তৎস্থানে স্থাপন করে, ফলে মানব-জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এই প্রকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থ-লাম্পট্যবশে উৎকোচাদির প্রতি প্রধাবিত হইবার ফলে দুর্দ্দশার চরম-সীমায় উপনীত হইবার উদাহরণ আমরা প্রায়ই সংবাদ-পত্রের 'আইন-আদালত'-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। এত দেখিয়াও কয়জনের শিক্ষা হয়? অশুক্লবৃত্তি কেন, শুক্লবৃত্তিতেও যদি অর্থাদির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, তাহাও অশুভেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অশুক্লবৃত্তির পরিণাম কিপ্রকার ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থলাম্পট্য সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিয়া যাহাতে সংসারযাত্রা কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশপূর্ব্বক সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-সাধনে যত্ন বিশিষ্ট হইবেন।

স্ত্রী-লাম্পট্য

কামিনীতে আসক্তিই স্ত্রী-লাম্পট্য। বেশ্যাসক্তি, পরদারে আসক্তি এবং শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজ স্ত্রীতে ভোগ্যা জ্ঞান—ত্রিবিধ প্রকারে স্ত্রী-লাম্পট্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। দেশে এই ভীষণ পাপটী কি ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাধির অসংখ্য প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই অনেকটা অনুমান করা যায়। দুর্দ্দশার চরম সীমা এই যে, অপর ধর্ম্মের স্ত্রীলোকগণকে ধর্ষণও কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন

ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই মূঢ়তা —অজ্ঞতা ও স্ত্রীলাম্পট্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ইহার প্রতি থুৎকার না করিয়া থাকিতে পারেন না—সামান্য নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাকে কুক্কুরবৃত্তি অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানেন। এই জঘন্যবৃত্তি নিবারণের জন্য কোন কোন বিচারক কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা কয় জন জানে ? ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার শাস্তি চিত্রে অঙ্কন করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা উচিত এবং যাহাতে অজ্ঞতামূলে জাত ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত হইতে পারে তজ্জন্য নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীলাম্পট্যের ফলে কি দুর্দ্দশা হয় তাহা বর্ণনা করিয়া কপিলদেব স্বীয় মাতাকে (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪) বলিতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

এই শ্লোকদ্বয়ে জানিতে পারি যে, স্ত্রী-লাম্পট্যের কথা কি, তাহার সঙ্গ যে করে তাহারও—সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীলাম্পট্য ত' বিসর্জ্জন করিতে হইবেই, অধিকন্তু অশান্ত দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের অঞ্চলধৃক্, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। লৌকিকতা অনেক সময় এই পরিত্যাগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে লৌকিকতা লোকের সর্ব্বনাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ?

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মায়া নানা মূর্ত্তিতে মানবগণকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করে। এই বিচ্যুতির ফলেই মানবগণ গৃহকে যোষিৎ-জ্ঞানে এবং গৃহিণীকে আশ্রয়-জ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণরত হয়। ফলে ভগবৎসেবারূপ সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইয়া থাকে। চেতনের অপব্যবহারের ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও অক্ষজ জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার মানবকে আবৃত করিয়া

ফেলে ঐ আবৃতির ফলে সেব্যের আসনে ভগবান্‌কে স্থাপনের পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্যকেই পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করে। আর্য্যভারত চিরকালই ঐ কার্য্যকে অনার্য্যোচিত অসভ্যতা বলিয়া জানেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের তরল প্রাচ্যকে স্পর্শ করিতে বসিয়াছে। আধুনিক মনীষিগণ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হইবেন কি?

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য মানবকে অপস্বার্থে অন্ধ করিয়া থাকে। আমি প্রতিষ্ঠার দাস কিনা তাহা জানিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। একটু প্রতিষ্ঠা কম হইলেই যখন কার্য্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে তখনই বুঝিতে হইবে, প্রতিষ্ঠালাম্পট্য অহিরূপে আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। তখনই সাবধান হইয়া উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবদ্ভক্ত-গণের শরণাপন্ন লইতে হইবে—শরণাগতিসহ উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দ-রব করিতে হইবে।

শুনিয়া গোবিন্দ-রব　　আপনি পলাবে সব
সিংহ-রবে যেন করিগণ।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য, একমাত্র ভগবৎ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ-ব্যতীত অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের কামেন্ধন-বৃদ্ধি-যজ্ঞে বার্ষভানবীর পৌরো-হিত্যে সেবা-ঘৃতাহুতি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার লাম্পট্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই। অন্যের কথা কি, ভগবৎ-সেবা-বিস্মৃত হইয়া আধিকারীক দেবতাভিমানী ব্রহ্মা পর্য্যন্ত একদিন স্বীয় দুহিতার রূপে মোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মতনয়া মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি তপস্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া পাঞ্চভৌতিক নশ্বর-দেহ-বিশিষ্ট নারীর দাস্যবরণপূর্ব্বক যোষিৎ-ক্রীড়ানকরতায় ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে —লাম্পট্য-কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুসভ্য হইতে কৃষ্ণদাস্যই বরণ করিতে হইবে।

—শ্রীজন্মদেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুবর প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—২য় বর্ষ)। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবকে মহাপ্রভু বলিয়া সকলেই জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন, গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে প্রভু বলিয়া অনেকে জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তিনি রূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী, চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।" (গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে "তোষণীর কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছে। শ্রীজীব প্রভু বাংলা-ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার 'সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ-গণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ভজন-মার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের

অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহ উৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচবংশ-জাত', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী', প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "সনাতন কহে,—নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥ (— চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।২৮) নীচজাতি, নীচসঙ্গ করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮৯) স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্‌গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেমন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্ব-লেখনী মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিলে বহির্ম্মুখ মনুষ্যজাতি এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে যে স্বীয় বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ হইতে আমরা এই প্রকার জানিতে পারি,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাটদেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন। তিনি 'জগদ্‌গুরু' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভা-গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বঙ্গদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ-জগদ্‌গুরুর পুত্র 'শ্রীঅনিরুদ্ধ'। ইঁনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ৮টী ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যা-সহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপন-পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—'শ্রীপদ্মনাভ'।

পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'। নৈহাটীতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'— এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়-রাজধানীর সাকুর্ম্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের মন্ত্রিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যথাক্রমে 'সাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস'-উপাধি লাভ করেন।

জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশ বৎসর-বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিত আছে, যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব প্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। "শ্রীজীবাদি সংগোপনে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল।" (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৬৩৮ সংখ্যা)

বাল্যকাল হইতে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণগরিমা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহবিধুর হইয়া উঠে, তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌর-

সুন্দরের শ্রীনাম-কীর্ত্তনে শ্রীজীব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শনদানপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউন। শ্রীজীব-প্রভু বাকৃলা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন।

অনন্তর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। কীংবদন্তী এই যে, নীলাচলে শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যেসকল চিদ্বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সেই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন। "শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত' আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি' বর্ণিলা॥ 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥" (—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃতপদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব প্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ১ম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ২৫টী গ্রন্থের এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্যরীত॥ (২) 'সূত্রমালিকা', (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' সুপ্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার॥ (৫) গোপালবিরুদাবলী', (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ॥ (৮)

'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পূ' অতি চমৎকার ॥ (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা', (১১) 'টীকা ব্রহ্মসংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা,' (১৩) শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর ॥ (১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ 'শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি ॥ (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন ॥ (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর বিভাগেতে। বর্ণিলেন কি অদ্ভুত, বিদিত জগতে ॥ (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি। তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥ এই ছয়, 'ক্রমসন্দর্ভ' —সপ্ত হয়। (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৮৩৩—৮৪২)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতমৃতের অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে নিম্ন-লিখিত তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলে। শ্রীজীব-প্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্ম" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃনাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীব-প্রভুকে গ্রহণ করেন। ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কৃপায় যে দিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপালাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,— শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনার সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'

খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন। নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপিগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয় রসে'র অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেন না, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।"

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই কথাটী সকলের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীপত্রিকার ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার **সন্দর্ভ-সার** (ভক্তি-সন্দর্ভ—৫৩) শিরোনামায় "জরাব্যাধি-ভয়াবহ"-এর স্থলে "জরাব্যাধি-ভয়াপহ" হইবে। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করতঃ পাঠ করিবেন। —প্রকাশক

সমিতির উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ শ্রীএকাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র সমূহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীবলদেব পূর্ণিমা-দিবসে সমাপ্তি হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির সমস্ত প্রচার কেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে বিশেষভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ১লা হৃষীকেশ, ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার দিন শ্রীবলদেব পূর্ণিমার পারণ উপলক্ষে জনসাধারণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমুদয় মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করা হয়। বেদান্ত সমিতির এই ব্রত পালনে বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী, কোথাও বা শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোথাও বা শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ) পারায়ণ করা হইয়াছে। দিবারাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনই এই ব্রত-উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য। ইহাতে সর্ব্বক্ষণ অন্য চিন্তাশূন্য হইয়া অনাহারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই বিধি। শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত গৌড়ীয়গণের অন্যতম প্রধান কৃত্য; সুতরাং এই ব্রতে নিরম্বু উপবাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিতান্ত অসমর্থপক্ষে মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পর তাঁহার পূজা, ভোগরাগ, আরতির পরে কিঞ্চিৎ অনুকল্প বিধেয়। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অর্থাৎ রাত্র ১২টার পর অনুকল্পের পরিবর্ত্তে অন্ন, লুচি, পুরি প্রভৃতি বৃহৎকল্পের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আমাদের মনে হয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত।

এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর প্রত্যেক মঠেই শ্রীনন্দোৎসব বিপুলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রভৃতি উৎসবে যোগদানকারী প্রত্যেককে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সপ্তাহব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-লীলা-প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী সম্পাদনায় শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারীজীর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব

বিশেষতঃ মহিলাগণ সমগ্র সতীগণের মধ্যে শ্রীরাধারাণীকে সর্ব্বোত্তমা জানিয়া তাঁহাদের সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের কোন কোন স্থানেও বৈষ্ণবগণ এই তিথিতে উপবাস করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে শক্তি-তত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবাদিতে উপবাসের বিধান লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই নিমিত্ত গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত সেবকগণের মধ্যে শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত অন্যান্য জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতির ন্যায় অনাহার বা আহার সঙ্কোচের দ্বারা উদ্‌যাপিত হয় নাই। পরন্তু বিপুল সমারোহের সহিত বিবিধ প্রসাদের দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম প্রদেশস্থ অন্যতম প্রচার কেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ষষ্ঠ দিবসব্যাপী এই বৎসরও শ্রীঝুলনযাত্রা মহামহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিগত ২৬ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩০ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধারাণীসহ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউকে সুশোভিত হিন্দোলদোলায় সুসজ্জিত করায় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ তাহা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম্ম-সভার মাধ্যমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী আশাতীত ভাবে প্রচার হইয়াছে। উক্ত উৎসবে বহু দূর হইতেও ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডীত করিয়াছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্যহ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং বিভিন্ন দিবসে যথাক্রমে স্থানীয় আঞ্চলীক পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, বি.এ. (Ex-M.L.A.), স্থানীয় জগমোহন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী, অধ্যাপক শ্রীযুত জয়ন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ; অধ্যাপক শ্রীযুত হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, রেলওয়ে বিভাগের বর অফিসার মিঃ এন, এন, চ্যাটার্জ্জী, ও স্থানীয় বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীকালিদাস দাস মহাশয় প্রভৃতি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উক্ত সভাগুলিতে ঝুলন-যাত্রা-রহস্য, বিদ্যার তাৎপর্য্য, ঈশ্বর ও জীব-তত্ত্ব, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান প্রভৃতির বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ ও শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলীত প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

প্রতিদিনের সভায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর নিগূঢ় রহস্যসমূহ বিভিন্ন বক্তা এবং সভাপতি মহারাজ প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। বিভিন্ন বক্তাগণের মধ্যে মঠ রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশে প্রতিদিন সেই সেই বিষয় ভাষণ দান করায় তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীতও বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ. প্রভুর 'বিদ্যা'-সম্পর্কে ভাষণ বিদ্বৎ-সমাজ তথা ছাত্রমণ্ডলীকে বিশেষ আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করিয়াছে।

এই প্রকার পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা প্রভৃতির উপরিও প্রতিদিন নিমন্ত্রিত ও আহুত ব্যক্তিগণকে যথারীতি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। তদুপরি ১ হৃষীকেশ, ১ ভাদ্র, মঙ্গলবার দিন শ্রীশ্রীল বলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই সকাল হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবানৈপুণ্য সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবদাস ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সেবাচেষ্টাও ধন্যবাদার্হ।

—শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও উর্জ্জব্রতকালে **শ্রীব্রজমণ্ডল**-পরিক্রমা এবং দিল্লী, হরিদ্বার প্রভৃতি উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনের আয়োজন করিয়াছেন। তজ্জন্য আগামী ১০ই কার্ত্তিক ১৩৭৭ (ইং ২৭।১০।৭০) মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে বেলা ৯ টায় যাত্রা করিবেন। আমরা সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকেই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী-অনুযায়ী ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি, ইতি। নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে যাতায়াত ট্রেণভাড়া, কুলিভাড়া ও দূরস্থ স্থানের বাসভাড়ার জন্য ৩৫৫·০০ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ সংক্ষেপে বিছানা, জামা, চাদর সঙ্গে আনিবেন। ১টী থালা, ১টি ঘটী, ১টি বাটী ও টর্চ্চলাইট লইবেন, জিনিষপত্র সর্ব্বমোট ১০।১২ কেঃ জির অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। যাত্রিগণকে ২৮শে আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ তারিখের মধ্যে দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১৫০·০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর, মঙ্গলবার যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

গয়া, কাশী, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), আগ্রা, মথুরা, গোকুল, রাভেল, মধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন (পরিক্রমা) কাম্যবন, বর্ষাণা, সঙ্কেত, নন্দগ্রাম, যাবট, বৃন্দাবন, বেলবন, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কঙ্খল, হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য। যে-কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিস্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
২৯শে হৃষীকেশ, ৪৮৪ গৌরাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ১৪ই কার্ত্তিক, ইং ৩১শে অক্টোবর শনিবার শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। প্রাতে **শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দজীউ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ** তথা অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও মধ্যাহ্নে মহা-প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ সাল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

———

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

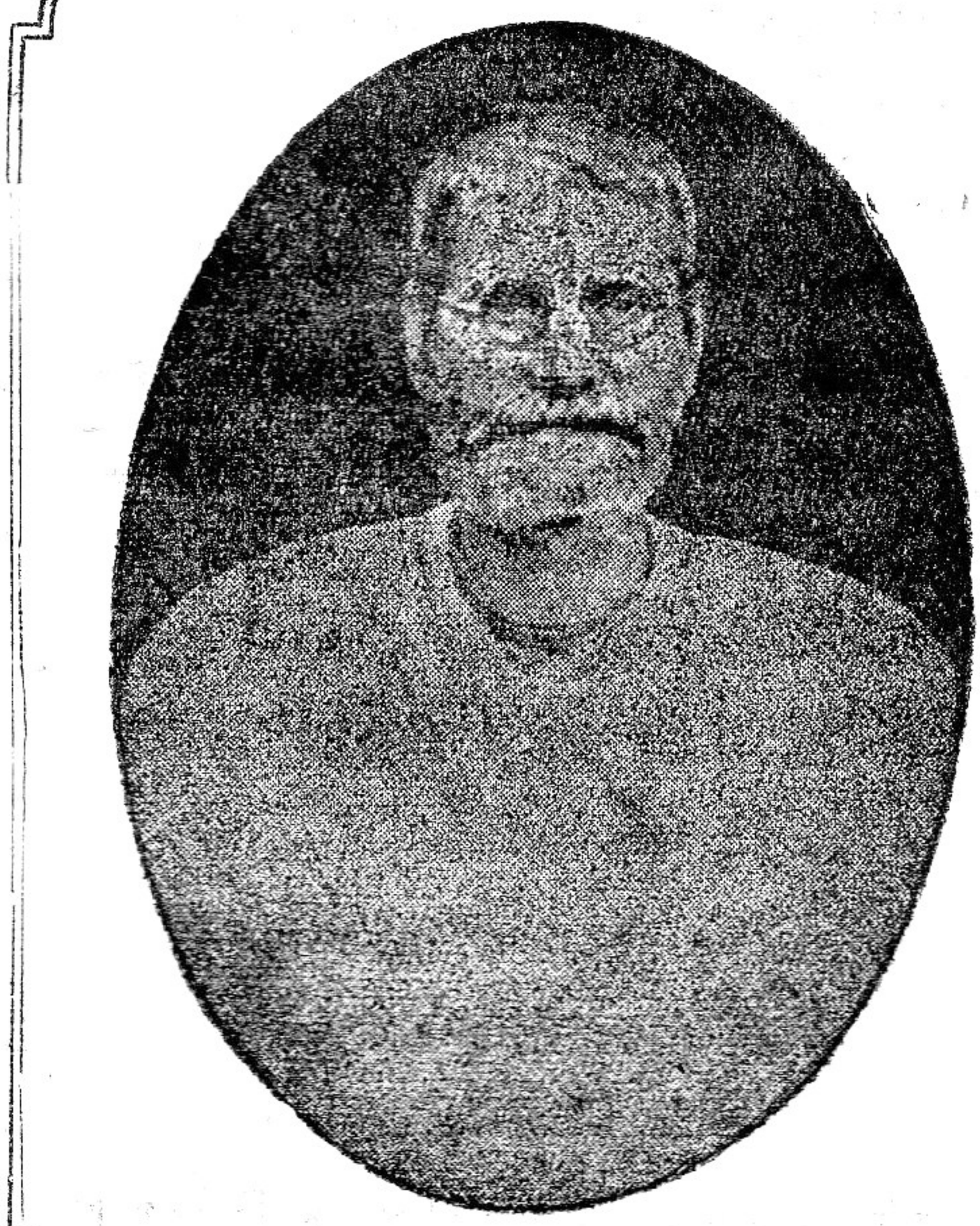

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৫।৯।৭০

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাসর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিত্যলীলায় প্রবেশ-কাল ধীরে ধীরে দ্বিবর্ষ অতিক্রম করিতে চলিল। আগামী ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে তদীয় দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে। অতএব আপনি সবান্ধব উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত ঠিকানায় কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ অস্মত্তুল্য অযোগ্য সেবকগণকে বৈষ্ণবসেবায় অধিকার দানে চিরকৃতার্থ করিবেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২৮ আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণ—৪-৩০ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন।

সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ৩ দামোদর, ৪৮৪ গৌরাব্দ { ৮ম সংখ্যা
শনিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।১০।১৯৭০

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নেত্রে দৈর্ঘ্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলতা বক্ষোজ বক্ষঃস্থলে
স্থৌল্যং তন্মৃদু বাচি বক্রিমধুরা শ্রোণৌ পৃথু স্ফারতা।
সর্ব্বাঙ্গে বরমাধুরী স্ফুটভূদেযনেহ লোকোত্তরা
রাধামাধবয়োরলং নববয়ঃ সন্ধিং সদা তং ভজে ॥৫৭॥

নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে অর্থাৎ নেত্র প্রান্তে কুটিলতা, স্তন এবং বক্ষঃস্থলে স্থূলতা, মৃদুবাক্যে অতিবক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গে যদ্দ্বারা অলৌকিক মাধুর্য্য প্রকাশ হয় সেই রাধামাধবের নূতন সুমধুর বয়ঃসন্ধি অর্থাৎ পৌগণ্ড কৈশোর সংযোগকে আমি অনুভব করি ॥ ৫৭ ॥

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দ বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়া সর ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজে ॥৫৮॥

পুষ্প বিকাশের পরিপক্কাবস্থাতে মকরন্দ যেরূপ পুষ্প হইতে নিজেই গলিত হয় সেইরূপ দুষ্ট অরিষ্টাসুরের বধকালে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং শ্রীরাধিকা অতিপ্রিয় জ্ঞানে স্নানাদির সুবিধার নিমিত্ত যাহাকে সোপান দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীরাধার এই কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড "অতিপ্রিয়" এই জ্ঞানে যেন রাধাকুণ্ডকে আলিঙ্গনই করিতেছে, অতিস্ফীত অরিষ্ট নামক সেই ইষ্ট সরোবরকে প্রাপ্ত হইয়া আমি নিত্যই ভজনা করি ॥ ৫৮ ॥

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার ললিতৈঃ
পরীতে যত্রৈব প্রিয় সলিল লীলাহৃতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজ দৃশো
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥৫৯॥

মধুপকুলের ঝঙ্কার বিশিষ্ট কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং সুনির্ম্মল জলাহরণ ছলে রাজিবলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ অতি প্রীতিতে বিনোদনার্থ যেস্থানে আগমন করিয়া বারম্বার শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করেন সেই পাবননামক সরোবর আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ তত্তীর বাসে প্রতিবন্ধক দূর করুন (শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলানুভবার্থ আমাকে স্বনিকটে স্থাপন করুন ইতি তাৎপর্য্য) ॥ ৫৯ ॥

পর্য্যণ্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূত পুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রা বাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রোগুণৈকাকরঃ
ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥৬০॥

পর্য্যণ্য নামক নন্দরাজের পিতা অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নারায়ণদেবকে আরাধনা করিয়া অপুত্রক গোষ্ঠপতি স্বীয়াত্মজ নন্দেতে গুণের একমাত্র আকর অসুরারি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণকে যেস্থানে

পৌত্র রূপে উপ্ত অর্থাৎ বীজরূপে বপন করিয়াছিলেন, সেই ক্ষুণ্ণাহাররূপ কারণ বশতই যে তড়াগ "ক্ষুণ্ণাহার" এই নাম ধারণ করে, সেই তড়াগই আমার আশ্রয় হউক ॥ ৬০ ॥

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবী মুখ নদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদি সুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরণ্যে রাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥৬১॥

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী ব্রহ্মার আকাশবাণী হেতুক মানস গঙ্গা প্রভৃতি নদীবর্গ এবং রঙ্গোৎকর অর্থাৎ নৃত্যের হস্তপদচালনাদি বিশিষ্ট আনন্দে কৃত নৃত্য সাবিত্রী প্রভৃতি দেব-পত্নীগণের সহিত যাহাকে বৃন্দারণ্যরূপ উৎকৃষ্ট রাজ্য বিষয়ে অভিসিক্তা করিয়াছিলেন সেই উন্মত্ত রাধারূপস্থলী আমার সুখাভিষেক অর্থাৎ সুখ বিতরণ করুন ॥ ৬১ ॥

প্রীত্যা নন্দীশ্বরগিরিতটে স্ফার পাষাণবৃন্দৈ-
শ্চাতুষ্কোণেঽনুকৃতি গুরুভির্নির্ম্মিতা যা বিদগ্ধৈঃ।
রেমে কৃষ্ণঃ সখিপরিবৃতো যত্র নর্ম্মাণি তন্ব-
ন্নাস্থানীং তাং হরিপদলসৎ সৌরভাক্তাং প্রপদ্যে ॥৬২॥

বিদগ্ধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত শিল্পাচার্য্যগণ নন্দীশ্বর গিরি সমীপে বিস্তৃত পাষাণ সমূহ দ্বারা প্রীতি সহকারে চতুষ্কোণাকারে যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বয়স্য পরিবৃত হইয়া যে স্থানে বিবিধ কৌতুক বিস্তার করত ক্রীড়া করেন, হরিপাদপদ্মের সৌরভ-যুক্ত আস্থানী অর্থাৎ মণ্ডপকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ আশ্রয় করি ॥ ৬২ ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবল্লবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতি সঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী পরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী ॥ ৬৩ ॥

মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণ অতি বিদগ্ধ অর্থাৎ সুচতুর বল্লু গোপ-পত্নীগণের সহিত নৃত্য করিয়া উক্ত পত্নীবর্গকে পরিত্যাগ করত পুষ্পালঙ্কার সমূহ দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ভূষিতা করিয়া যে স্থলীতে অতি প্রমোদে ক্রীড়া করিয়াছিলেন,

সেই ত্রৈলোক্যের অদ্ভুত মাধুর্য্য পরিবৃত্তা রাসস্থলীবাসের প্রতিকূল হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দন নৌবিহার
লীলা বিনোদ রসনির্ভরভোগিয়ীয়ং।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতুমানসজাহ্নবী মাং ॥৬৪॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার লীলারূপ চিত্ত বিনোদন রসসমূহকে যিনি ভোগ করেন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গ ভরে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন সেই মানসগঙ্গা আমাকে প্রতিকূল হইতে রক্ষা করুন ॥ ৬৪ ॥

যেষাং ক্বাপিচ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্ব্বরস্যোৎকরৈ
স্তদ্ধাতুদ্রব পুঞ্জ চিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিলপালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধা সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে ॥৬৫॥

যাহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য সমূহে চিত্রিতাঙ্গ সুস্নিগ্ধ বয়স্যগণ কর্ত্তৃক উক্ত ধাতুদ্রবে নিজে চিত্রিত হইয়া বয়স্য সঙ্গে খেলা করিতে করিতে এবং গোচারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত যাহার কোনও গহ্বর প্রদেশে রমণ করেন সেই শৈলবর্য্যকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৫ ॥

স্ফীতে যত্র সরিৎ সরোবরকুলে গাঃ পালয়ন্নিবৃতে
গ্রীষ্মে বারি বিহারকেলি নিবহৈর্গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ।
প্রীত্যা সিঞ্চনি মুগ্ধমিত্র নিকরান্ হর্ষেণ মুগ্ধস্বয়ং
কাঙ্ক্ষন্ স্বীয়জয়ং জয়ার্থিন ইমান্নিত্যং তদেতদ্ভজে ॥৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণ, বিস্তৃত যে সরিৎ সরোবর কুলে অর্থাৎ যমুনা এবং রাধাকুণ্ডে (লক্ষণাশক্তি দ্বারা এ স্থলে সাধারণ সরিৎ সরোবর পদে বিশেষ যমুনা ও রাধাকুণ্ড বুঝিতে হইবে) গোচারণ করত গ্রীষ্মকালে বিবিধ ক্রীড়ারসে প্রেম বশতঃ মুগ্ধ মিত্রগণকে সহর্ষে নিজ জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সেচন করিতেছে, সেই জয়ার্থি বয়স্যগণ এবং সেই সরিৎ সরোবরকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৬ ॥

(ক্রমশঃ)

বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩, মল্ রোড্, কানপুর

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩।১১।২৭ ও ১৬।১১।২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি। * * আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি ** বাবুকে দেখাইবেন। গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonistএর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। *** প্রভুর article মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর 'deduction' বা 'অবরোহ' বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **Absolute Truth আপাত প্রতীতে unknown বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই best known.** অবরোহ বা অবতার-বিচারে unknown অবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down but is not unknown. He comes upon the material eyesight. যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিষ্ট্রী বুক্‌প্যাকেটে আপনার অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পড়িতেছি, সেজন্য শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও *** প্রভু প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। * * * 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" দশম স্কন্দ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক। "চৈতন্যমঙ্গল"ও শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত "বিলাস ও বিরাগ"-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonistএ প্রকাশার্থ Regd-packetএ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(যোষিৎসঙ্গ)

১। 'যোষিৎসঙ্গ' কাহাকে বলে ?

"স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'; সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

"যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ; তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুর বর্জ্জনীয় কি ?

"যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারা পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

"রক্তমাংশগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। **এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত।** তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, **তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।**

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৫। কাহারা ধার্ম্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

"স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ

এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ-স্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত; তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি স্ত্রৈণ বা যোষিৎসঙ্গী?

"গৃহীই হউন, আর গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৭। স্ত্রৈণ হওয়া কি ভাল?

"কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন; স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ?

"গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

৯। স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জ্জনীয়?

"স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট; **কেননা, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়**; তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার', শ্রীভাঃ মঃ ১৪।৩৬ বঙ্গানুবাদ

১০। হরিভজনে জড়ভাব বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিলে কি কুফল হয়?

"শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষসাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৫।৬

১১। কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।

"যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।"

—'সাধুসঙ্গ', হঃ চিঃ

১২। ইচ্ছাপূর্ব্বকস্ত্রীলোক-দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

"ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাওয়া-পাওয়া *

যাহা চাহিয়াছি তোমার চরণে
দিয়াছো তা' কৃপা করে,
কভু তো চাওয়ার বেশীই নিয়েছি
প্রাণের কুম্ভ ভরে।
তবু যেন চাওয়া হয় নাই শেষ,
পেতে চাহি আরও তব কৃপা-লেশ,
মোর চাওয়া-পাওয়া সদা নিবদ্ধ
তোমার চরণ ঘিরে।
তুমিই আমার শেষ-পাওয়া হ'য়ে
তারিও গো শেষ বারে॥

চেয়েছিনু নিতি হেরিতে ও পদ
সারাটি জীবন ভরে,
কিন্তু হায় গো নিঠুর নিয়তি
নিল তা' সহসা কেড়ে।

---

* নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজাপোলক্ষ্যে আর্ত্তি।

এ জগৎ ত্যজি' চলে গেছ জানি ;
তবু মোরে ছেড়ে যেতে তো পার নি'—
আজো হৃদি মাঝে পূজি তব পদ
ভকতির উপচারে।
বিরহের তাপে সান্ত্বনা পেতে
স্মরি তোমা' বারে বারে ॥

নদীয়া নগরে 'দেবানন্দ মঠে'
আজো লীলা কর না'কি ?
বিগ্রহ ধরি' আছো তুমি সেথা
ভকতের সুখ লাগি'!
তোমার অভয় রাতুল চরণ
করে ভকতের অভীষ্ট পূরণ,
গুঞ্জরিছে মন-অলি হ'য়ে সেথা
ঐ পাদ-পদ্ম-সুধা লাগি'।
যুগ যুগ ধরি' তব পদ-ছায়ায়
সদাই আশ্রয় মাগি ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৫)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর ভগবান্ নিজ ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বলিতেছেন,—

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥
ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥
(ভাঃ ১১।২৯।১২-১৪)

বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বভূতে এবং আত্মমধ্যে আকাশতুল্য অপাকৃত বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্থিত আত্মবস্তুর দর্শন করিবেন অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমাকেই দর্শন করিবেন। ঈশ্বর কিরূপ ? বাহ্যাভ্যন্তরে স্থিত অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ। পূর্ণত্বের হেতু—অপাকৃত অর্থাৎ আচরণ শূন্য। তদ্ধেতু—আকা শতুল্য। আকাশের ন্যায় অসঙ্গত্ব ও বিভুত্ব হেতু আচরণ শূন্য। এস্থলে আমাকেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল অন্তর্যামিরূপ নহেন। হে মহস্যতে! যিনি কেবল-জ্ঞানাশ্রয় হইয়াও ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, চৌর ও ব্রাহ্মণ্য, সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ, অক্রূর ও ক্রূরচিত্ত ব্যক্তিতে সমদর্শী এবং সমস্ত ভূতগণকে মদ্ভাবে মনে করিয়া সম্মান করেন, তিনি পণ্ডিত রূপে সম্মত। সদ্ভাবে—শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার যে অস্তিত্ব, তদ্বিশিষ্টরূপে মনে করিয়া সম্মান করেন—সমরূপে অবস্থানকারী আমার দর্শনকারী। যিনি নিরন্তর সদ্ভাবে ধ্যান করেন, তাঁদের স্পর্দ্ধা অসূয়া তিরস্কার নষ্ট হইয়া যায়। তিনি উপহাসশীল নিজ বান্ধবগণ, উচ্চনীচদৃষ্টি এবং দৈহিকী লজ্জা ত্যাগ-পূর্ব্বক কুকুর, চণ্ডাল, গোগর্দ্দভ প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন। তাদৃশ দৃষ্টিসর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বনমস্কারের উপদেশপূর্ব্বক—যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সদ্ভাব উপজাত না হয়। উক্তকাল কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবেন।—সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টিহেতু সঞ্জাতজ্ঞাননিবন্ধন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি মুক্তসংশয় ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হইয়া সর্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অতএব মৎকথাশ্রবণহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ আমি ব্রহ্মবাদিগণকে দ্বারস্বরূপ করিয়া শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ নূতনরূপে প্রবেশ করিয়া থাকি—প্রবেতোগণের প্রতি এই উপদেশে প্রতিক্ষণে নূতনত্ব স্ফূর্ত্তিই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে তাদৃশ উপাসনাকে প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৯)

সর্ব্বভূতে কায়মনোবাক্যবৃত্তি দ্বারা মদ্ভাবই সর্ব্বকল্পের (উপায়ের) মধ্যে সমীচীন মদ্ভাব—কৃষ্ণরূপী আমার উপাসনা। অন্তর্য্যামী-ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের আধিক্য গীতায় উপসংহার বচনেও উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর নিজ মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূতগণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও। তাহা হইলে তদনুগ্রহে পরমশান্তি ও নিত্যস্থান লাভ করিবে। আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান উপদেশ করিলাম। তুমি সর্ব্বতোভাবে বিচারপূর্ব্বক যাহা অভীষ্ট হয়, তাহাই কর। অতঃপর আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়, সেজন্য তোমার হিতার্থে বলিতেছি—আমাতে মন দিয়া আমার ভক্ত হও আমার ভজনে রত হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব তুমি শোক করিও না।

এস্থলে গুহ্যজ্ঞান অর্থে পূর্ব্বাধ্যায় বর্ণিত জ্ঞান গুহ্যতর জ্ঞান—অন্তর্য্যামি জ্ঞান এবং সর্ব্বগুহ্যতর জ্ঞান—ভগবদ্গতচিত্বাদিরূপে জ্ঞান এবং একমাত্র তাঁহারই শরণাগতিরূপ জ্ঞান। অতএব সর্ব্বান্তর্য্যামি ভজন হইতেও উত্তমত্ব নিবন্ধন এবং 'সর্ব্বগুহ্যতম' বাক্যে সর্ব্বশব্দের গ্রহণহেতু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণভজন সিদ্ধ হওয়ায় অবতারান্তরের ভজন হইতেও তদীয় ভজনের উত্তমতা সিদ্ধ হইতেছে।

অতঃপর কৈমুত্য ন্যায়ে বলিতেছেন—

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্‌ভয়াদেরিব সত্তম ॥ (ভাঃ ১১।২৯।২১)

হে উত্তম! পরম পুরুষ আমাতে যে যে ধর্ম্ম, তাহা যদি নিষ্ফলের জন্য (ফলাভাবের জন্য) কল্পিত হয়, অর্থাৎ ফল কামনায় অর্পিত না হয় তাহা হইলে ভয়াদির ন্যায় তদ্‌বিষয়ক আয়াস (পরিশ্রম) অনিরর্থক হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। "নিষ্ফলের জন্য" এই পদটী ফলভোগাদিরূপ তদ্ভক্তির অন্তরায় সমূহের অভাবহেতু অনিরর্থকত্বের অতিশয় বিষয়ে তাৎপর্য্যযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধবও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন—,

নমোঽস্তুতে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৪০)

হে মহাযোগিন্! আপনাকে প্রণাম করি। যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে অনপায়িনী ভক্তি হয়, এই শরণাগতি আমাকে তদ্রূপ অনুশাসন করুন। (অনুশিক্ষিত করুন)। অনপায়িনী—মুক্তিকালেও বর্ত্তমানা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটিরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সৎসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ অসদ্‌বার্ত্তাতেই তাঁহার জীবনাতিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুলক্ষণও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবনকালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্যা লাভ করিলেন। তখন উপরি-উক্ত চারিটি মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চ-মকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ভোগানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ কাষ্ঠকে ইক্ষুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐপ্রকার আচরণ তাঁহাদের

নিকট মোটেই ভাল লাগিত না, তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্ত-গণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐসকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! একবার 'হরি' বলুন ত'! কিন্তু যাঁহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার জিহ্বায় কিপ্রকারে মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হইবে, তখন নিজ পুত্রগণকে কম্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি-অত-কথা-বল্‌তে পারি ?"

এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। 'হরি' এই কথাটী মাত্র দুইটী অক্ষর, আর "আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি" এই কথাগুলি বারটী অক্ষর, তিনি এক নিমিষের মধ্যে বারটী অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন কিন্তু 'হরি' এই দুইটী অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিস্থজ মতি সর্ব্বস্বহরিণীঃ"।

'কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আর,　　অসদ্বার্ত্তা বলি জান,

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি,　　জীবের দুর্ল্লভ অতি,

সেই বেশ্যা মতি লয় হরি॥"

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে সমস্তবার্ত্তা ব্যবহৃত হয় তাহাই অসদ্বার্ত্তা, তাই শাস্ত্র অসদ্বার্ত্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বেশ্যা যে প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্ বার্ত্তারূপ ভয়ঙ্করী বেশ্যাও জীবের সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি নিমিষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন 'হরি' এই শব্দ-দ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেহ, গেহ যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি, এই প্রকার যথাসর্ব্বস্ব হরণকারী হরি, পাছে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া তাহার জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাঁহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তানমুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায়! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তান-গুলি আমা বিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে। এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক তামস যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার অভিমানের কানাকড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও যদি হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ সুবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে প্রকার শোভা হয় না, হৃষীকপতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়সকলও ঠিক সেই প্রকার।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ"

বিষ্ণুর কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হইতে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর মায়ার কীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহার সর্ব্বনাশ করে, ছদ্মবেশী মায়ার সুসজ্জিত সংসার-কারাগৃহে গৃহিনীর মুচ্‌কিহাসিমাখা নির্জ্জন আলাপ, বালকের সুললিত

কোমল কণ্ঠে আধ, আধ বুলি, কনকের শ্রুতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতিফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ-কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ অর্থাৎ "কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে" ॥ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্ত্তন ছাড়া ইতরবাক্যে যেন জীবন ব্যয়িত না হয়। যদি অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয় তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রজল্প, অসদ্বার্ত্তারূপ যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত যে প্রেমভক্তি তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ ॥
(ভাঃ ২।৩।২৪)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূরি-গুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ, আষাঢ়ের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'গেঁয়র' 'গেঁয়র' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার গমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়, তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করতঃ তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেই প্রকার ভেকের ন্যায়, যে-সকল ব্যক্তি বিষয় কোলাহলে মত্ত থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া বহুমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করেন।

"কৃষ্ণের অধরামৃত,　　কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দিত।

তার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥”

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন, যাঁহার জিহ্বা ভগবদ্‌গুণগান করে না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না, যাহার মস্তক ভগবানের পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসৎ ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন করিবে—তাহারাই আমার দণ্ড্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের বাণী-কীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ রত, তাঁহাকে স্বয়ং যমও ভয় করেন।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। ইহ জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পরব্যোমের যে-শব্দ, সে-শব্দ এপ্রকার সামান্য শব্দ নহে, তাহা শব্দব্রহ্ম।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই। “যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥” ইহ জগতে শব্দের আদান প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, দ্বেষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে। শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে। শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে। অতএব শব্দই মূল। ‘রুদ্ধ-দ্বারগৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য্য করিতে পারে না; একমাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে তদ্রূপ বিষয়কলুষে কলুষিতচিত্ত অসদ্বার্ত্তার ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সম্বল। তাহা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই। সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্ত্তা ষড়বেগজয়ী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ

করিলে অসৎসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না—লজ্জিতাবস্থায় অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তখন নাম গ্রহণের জন্য এই প্রকার আর্ত্তি হয়।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিনা, দেখ যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিস্ময় করে। বহু কথার সেবা করা অর্থে বেশ্যার সেবা করা। বেশ্যার সেবাবর্জ্জন করিয়া 'এক কথা' গ্রহণ করিলে অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরির কথা সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প গ্রাস করিতে পারেনা। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায়না, সেই প্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চমকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি—
"আমি কি অত কথা ব'লতে পারি?"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রাদ্ধ

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে 'শ্রাদ্ধ' কহে। গোভিল-সূত্রে দেখা যায় "শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পুলস্ত্য-সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতেক ॥"—

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কর্ম্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন,

'শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃ-কর্ম্ম' শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে—তত্ত্বদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, মনুবংশোদ্ভূত 'আত্রেয়' নামক জনৈক মুনির 'নিমি' নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। মুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোকসন্তাপ-নিবারণের জন্য পুত্রের উদ্দেশ্যে ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেইস্থানে নারদ মুনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এই কার্য্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্ম্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল অধিকারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেকধৃত বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ-প্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সব শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই—নিত্যশ্রাদ্ধ ; (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক ; (৩) সঙ্কল্প করিয়া কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ—কাম্য ; (৪) বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা —বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসর অন্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ড-ভোজনের যে কার্য্য তাহাই সপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধ ; (৬) অমাবস্যা বা পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠানের শ্রাদ্ধই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ; (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠিগণের (জাতিগণের) মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহাই গোষ্ঠি-শ্রাদ্ধ ; (৮) শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—শুদ্ধ্যর্থ ; (৯) গর্ভধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহাই কর্ম্মাঙ্গ ; (১০) দেবতাগণের অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—দৈবিক ; (১১) তীর্থ বা দেশান্তরগমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—যাত্রার্থ (১২) শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা—পুষ্ট্যর্থ।

কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতভাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাদি

কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহ-ত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একবিংশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে "একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ" এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জলশস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম "আদ্য-ক্রিয়া" মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া তাহাকে অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩।৩৪-৩৫)। কর্ম্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বারমাসে কর্ত্তব্য ; বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষাণ্মাষিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ—সাফল্যে এই ষোলটী শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের সূক্ষ্ম দেহ একবৎসর পরে প্রেত-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ॥"

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডকরণান্ত ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের পক্কান্ন দ্বারাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। গ্রামযাজক বা যাহারা বেতনগ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা দেবল অর্থাৎ অর্থগ্রহণ-পূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬-৭)। গয়া গমন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত স্মার্ত্তপণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামে একখানি বৃহৎসংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ হিন্দু-নামধারী ব্যক্তিগণ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কর্ম্মপালনেই বদ্ধ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের' অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্বনামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্‌বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ছেলে ভুলান কথাগুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট মানবগণের জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্র, আর রজোগুণবিশিষ্ট মানবগণের জন্য রাজসিক শাস্ত্র, এবং তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জন্য তামসিক শাস্ত্র, আর নির্গুণ পুরুষগণের জন্য শুদ্ধভক্তি-প্রতিপাদক নির্গুণ শাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকারগত স্বভাব অনুসারে সুকৃতিফলে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে 'বিশ্বাস' কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নির্গুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্ম্মল ও অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্য ভাগবত শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্য্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, নির্গুণভাবান্বিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। যাঁহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তাঁহারা জানেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৩৪-৪৪)—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং সুতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন না কেন—পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়-লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা অসাধু পথে ধাবিত

তাহাদের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্য-কর্ম্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেইপ্রকার কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১২।২১।৩৫) আরও বলিয়াছেন,—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে ঐসকল বেদ-মন্ত্র কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ড-ময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মায়াবাদীর অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ়তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মুণ্ডক-শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা আত্মধর্ম্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্ম্মবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিপুণ কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছাতোঽপি ভিষক্তমঃ॥
(ভাঃ ৬।৯।৫০)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যেসকল দুষ্কৃত ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুড়িয়া বেড়ান। কর্ম্ম তাহাদিগকে—

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন,—(৬।৩।২৫) জৈমিন্যাদি বা মন্বাদি ঋষিগণ—যাঁহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাহারা বেদের আপাত-

রমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহ মুগ্ধ। সুতরাং তাঁহারা দ্রব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারিত আরম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬।৬) ভগবান্ জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'দৈব' ও 'অসুর'। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং যাহারা তদ্বিপরীত, তাহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পরমপদে নিত্যকাল শরাণাগত। তাঁহারা জানেন—একমাত্র বিষ্ণুসেবা দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূতসকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নামপরায়ণ তাঁহারা নামাপরাধী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

উদার ধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম শব্দদ্বয় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, অনুদারতা, শিষ্টতার অভাব, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি দোষসমূহ ইহাতে আরোপ করিতে উদ্যত হন।

অক্ষজজ্ঞানের ধারণায় আমরা শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকি। ইহাতে অনেক সময় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হই। যেমন 'ইন্দ্র' শব্দে তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকার ধারণা ক'রে থাকেন—অজ্ঞ লোকের এক প্রকার ধারণা, সাধারণ লোকের এক প্রকার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্য প্রকার। 'ইন্দ্র' শব্দটী ইন্দ্+র নিষ্পন্ন। 'ইন্দ্' সৌন্দর্য্যার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুগণ, যাহারা শাস্ত্রবিদ্ নহে, তাহারা 'ইন্দ্র' শব্দটী শ্রবণ করিয়া মনে করিবে, তাহার সহপাঠী ইন্দ্রের কথা! তার ঐশ্বর্য্য হয় ত' মোটেই নাই। হয় ত' সে এমন দরিদ্র যে, পরিধানে শত ছিদ্র-যুক্ত বস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, 'ইন্দ্র' 'শব্দে' দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর যিনি শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত, তিনি মনে কর্‌বেন, দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সাময়িক।

কিন্তু পরব্রহ্ম পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুতরাং তাঁহাকে ইন্দ্রশব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সেই পরমপুরুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সুতরাং অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা যাহা আলোচনা করি, তাহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

শ্রৌতপথে আলোচনা করিলে 'বৈষ্ণব' শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বিষ্ণু'—'বিষ্+নুক্'। 'বিষ্' 'ব্যাপ্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার যতদূর ব্যাপ্তি, আমরা তা'র ঠিক ততদূর ধারণা করিতে পারি। ব্যাপ্তি ৩ প্রকার—(১) স্থানগত, (২) কালগত ও (৩) পাত্রগত। যেমন মনে করুন, একটি ঘড়ি বিনয়বাবুর টেবিলের উপর রহিয়াছে। ইহার স্থানগত ব্যাপ্তি এই যে, ঘড়িটি বিনয়বাবুর গৃহে, কালগত ব্যাপ্তি ইহাতে যতট বাজিয়াছে এবং পাত্রগত ব্যাপ্তি— ইহা টেবিলের উপর। ঘড়ির ব্যাপ্তি অনিত্য কারণ, ইহার ত্রিবিধ ব্যাপ্তিই অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু 'বিষ্ণু'-বস্তু তদ্রূপ নয়। বিষ্ণু—যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়" সুরিগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্তির নিত্যত্ব আছে! তিনি অখণ্ডকালে বিরাজমান এবং তিনি যে ধামে বিরাজিত সে ধামও নিত্য। সুতরাং 'বিষ্ণু' শব্দটি উদারতাবাচক 'বিষ্ণু'র সহিত যাঁহার সম্বন্ধ তিনিই "বৈষ্ণব"! বিষ্ণু+ষ্ণ করিয়াই 'বৈষ্ণব'-পদ সাধিত হইয়াছে।

বৃ+মন্=ধর্ম্ম। সোজা কথায় আমাদিগকে যে জিনিষ ধরিয়া রাখে সেটাই হইল আমাদের ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা। তরলতা বাদ দিয়ে জল থাকে না। যদি প্রশ্ন হয়—জল যদি বরফ হয়, তবে কাঠিন্য তাহার ধর্ম্ম হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তরলতা। কিন্তু কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ উহা বরফ হইয়া যায়। বরফ জলের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, ইহা কৃত্রিম স্বভাব নিত্যকাল কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যে জিনিষ নিত্যকাল আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে সেটাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। যখন দেহটাকে আমি বলিয়া মনে করি, তখন দেহের স্বভাবই (অর্থাৎ কর্ম্ম করাই) আমার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার যখন মনকে কেন্দ্র করি তখন মনের ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম মনে হয়। মনের

পিপাসাই হইল জ্ঞান আহরণ। আবার যখন দেখি আত্মারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আত্মার যে ধর্ম্ম পরমাত্মার কাছে ছুটিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নিত্য সেবা, তাহাই আমার ধর্ম্ম হয়।

এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ছোটকে আকর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। মায়ার ব্যবধান না থাকিলে আত্মা পরমাত্মার সেবা করিতেই প্রভাবিত হয়। যখন জাহ্নবী কুলুকুলুনাদে সাগরের দিকে প্রধাবিত হয় তখন যেমন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়ার ব্যবধান যখন সাধুর কৃপায় কাটিয়া যায়, তখন আত্মা পরমেশ্বরের দিকে সেবার জন্য এমনই বেগে ছুটিয়া যায় যে, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। অনন্ত বিশ্ব তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইলেও কিছু করিতে পারে না। যাঁহারা ঐপ্রকার অপ্রতিহতগতিতে বিষ্ণুর সেবা করেন সেই সকল মহাত্মাগণই বৈষ্ণব। স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্ত ধর্ম্মের ধর্ম্মী সেই বিষ্ণুর উপাসক যাঁহারা, তাঁহাদের উদারতা স্বাভাবিক। তিনি উদার, তিনি বদান্য, সহিষ্ণু, সুন্দর, মহান্, সরল ও পরম সৌন্দর্য্যবান্। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত। দক্ষিণদেশে আচার্য্য-চতুষ্টয়—মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী—বৈষ্ণবগণের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব শুদ্ধদ্বৈত, শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের দার্শনিক বিচারের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥"

একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর বলিতেছিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

—এই জগতের যত কিছু দয়া সমস্তই মন্দোদয়দয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া। যেমন আমি মিষ্টি খুব ভালবাসি, আত্মীয় স্বজন আমাকে খুব মিষ্টি দিলেন। পরিশেষে আমি উদরাময়ে বা কৃমিরোগে আক্রান্ত হইলাম। এই প্রকারে পরিশেষে মন্দের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই জাগতিক দয়া মন্দোদয় দয়া। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ায় পরিণামে মন্দ উদয় করাইবার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে নিরন্তর সেবা-সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্মের কথা কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন কি?

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈক তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

"এই মহাপুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" —কৃতি পুরুষগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।" —আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, বোরালিয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরদিকে শ্রীখেতুরী বা শ্রীখেতরী অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দিতে আবির্ভূন হন। আধুনিক রাজসাহী-অঞ্চলে একজন রাজোপাধিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবস অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত "শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥" —এই ছয় শ্রীবিগ্রহ এখনও খেতুরী-গ্রামে শুদ্ধভক্তগণের

নয়নাভিরামরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে এখন শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই পঞ্চ শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী-সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্দ্ধ দুইহস্ত পরিমিত দীর্ঘ একটী কৃষ্ণ প্রস্তর রহিয়াছে। কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতরীতে সর্ব্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবের দিবস এক পরম ভাগ্যবান্ দৈবজ্ঞ সেই অতিমর্ত্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর নরোত্তম নাম রাখিলেন; কারণ ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্ত্তা জগদ্‌গুরু মহাপুরুষ। মুখে অন্ন প্রদানকালে শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে শিশুর অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হইল।

বাল্যকাল হইতে রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীমহাপ্রসাদ. শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরী-বাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবে স্বাভাবিক আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুত্রগতপ্রাণা নারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে রাখিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হইল না। মাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জ্জনে প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। কখনও বা তিনি বিষয়িগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া বন্দি-প্রায় আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—"হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা অদ্বৈত!" এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

শ্রীখেতরী-গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ একজন বিপ্রের নিকট শ্রীনরোত্তম প্রত্যহই গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদ-বৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের

অদ্ভুত চরিত, শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্ষদগণের শ্রীচৈতন্যপ্রীতির কথা প্রভৃতি শ্রবণ করাইতেন ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন। "শ্রীরূপ-সনাতনাদিসহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ হইল না," —এইভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম আপনাকে শত-শত ধিক্কার প্রদান ও বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন।

এমতাবস্থায় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীগৌররায় স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তৃত বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন, —"নরোত্তম! তোমার আর্ত্তি-ক্রন্দনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভিষ্ট-ফল লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্ধানের পর জগতে উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এইসকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধি হইতে উত্থিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের বিরহ-সিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন এবং 'শ্রীগৌর', 'শ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীঅদ্বৈত', 'শ্রীগদাধর' 'শ্রীশ্রীবাস' 'শ্রীগোস্বামিবৃন্দ'— এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্ন সমাধিতে আবিষ্ট নরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ,

শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত সংকীর্ত্তন-রাসের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রঙ্গ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়নযুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে শ্রীনরোত্তমের স্বপ্নসমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগনের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত উপদেশামৃত পান করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কৌশলে মাতা নারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনরোত্তম আর্ত্তিক্রন্দন করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে বহু স্থান অতিক্রম ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনা-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর্ত্তি উদ্বেলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া "চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী" অর্থাৎ চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবব্রহ্ম-স্বরূপিণী পাপনাশিনী জগতের মঙ্গলকারিণী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন—এই স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া বিশ্রাম ঘাটে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমাবেশে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন অতি শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুর-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসহ শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বাৎসল্যের সহিত শ্রীনরোত্তমকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

অনন্তর ঐ বৈষ্ণববিপ্রের মুখে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টের লীলা-সঙ্গোপন-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র শ্রীল নরোত্তম শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক

ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন, কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠীত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা 'হায়! হায়! ইঁহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না'—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা অতিশয় দৈন্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে. এইরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত—এই কয়েকজন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারাও পরমস্নেহে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তৎকালে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও নরোত্তকে স্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। এ দিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও তখন শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব্ব-প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা পরস্পরের মিলনে বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপের 'গোবিন্দবিরুদাবলী'-স্তব করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তখন শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান-সমূহ দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে তাহার কৃপা প্রার্থনা সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তমের প্রতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (প্রথম তরঙ্গ) এইরূপে বর্ণিত আছে,—

"হেনই সময়ে নরোত্তম তথায় গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষচিত হৈয়া॥
সেবায় প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামন্ত্র দিল।
ররোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল॥
"শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর।
নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের দোসর॥
তথা 'শ্রীঠাকুর মহাশয়' নাম হৈল।
শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি।
তেঁহ যত সুখ পাইল তা'র অন্ত নাই॥
শ্যামানন্দসহ তথা হৈল মিলন।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "প্রার্থনা" ও "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" এই দুইখানি গীতিগ্রন্থে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ, গীতাদি-শাস্ত্রের সারকথা—সর্ব্বজীবের আত্ম-মঙ্গলের চরম উপদেশসমূহ অতি সহজ পয়ার-ছন্দে-লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত দুইখানি গীতিগ্রন্থের কথা জানেন ও পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদ্‌গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দুর্ল্লভ সঙ্গ তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ না করায় উক্ত গীতি-গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আত্মমঙ্গলের কথাগুলি উপলব্ধি ও নিজ নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিতে নাপারায় পরম মঙ্গললাভে অসমর্থ হন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবনমঙ্গলময় অতিমর্ত্ত্য অগাধ চরিত্র ও শিক্ষার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যমাত্রও প্রকাশিত হইল না, একটুকু দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা হইল। "শ্রীভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর জীবন-চরিত, শ্রীনরোত্তমের খেতরীতে ছয়বিগ্রহ প্রকাশ; পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-নরোত্তের শ্রীমাথুরমণ্ডল দর্শন; শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন; ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর আদেশে গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ-যাত্রা; অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশ ও উৎকল দেশ ভ্রমণ; দশম তরঙ্গে—ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট-বিলাস ও চতুর্দ্দশ তরঙ্গে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহভাজন হইয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-সহ উৎকল প্রদেশ ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

অমায়া

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষা রহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময়-নিবারণ-কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাত সুখহানিকর, পরিশেষে সৎফলপ্রসূ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব অপ্রিয়সত্য ও নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণতাপ্রযুক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত সুখের ভিক্ষুক হইয়া সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাত সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিণত করিতে গিয়া জীব পরচর্চ্চাক্রমে স্ব-স্বার্থহানিকর মায়িক আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতিপ্রচারক, দয়াবান্—সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে ও নিজানুভূতিকে মায়ার আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কালপর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্-ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার

বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—হে জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত তুমি সহৃদয় দৈন্য সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখকাতর ও সম্পূর্ণ-ভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতবুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট যুক্তিময় দৈন্য দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ "প্রাকৃত-সহজিয়া" করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যে তুমি পরমার্থ বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ব-বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে। মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই গৌর-সুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাহারা মায়াকর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান করিয়া এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সম্বর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকের হরিসেবা মনে করেন। পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণের বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌসুন্দর দয়াহীন জীবকে সংসারসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়া-বাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবিমুখজনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিতে বলিয়াছেন, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মিছা ভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, শ্রীচক্রবর্ত্তি ঠাকুর কোমল-শ্রদ্ধকে জাতরতি বলেন নাই, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর অশুদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের নিত্যকল্যাণ-প্রদাতার এই সকল আচরণে তখন তিনি অনুদারতা লক্ষ্য করেন !! বস্তুতঃপক্ষে ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী নহে; যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিলে আমাদের ঐ প্রকার বিচার-মূঢ়তা দূরীভূত হইতে পারে। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে হইলে আমরা প্রাকৃত বিষয়ের স্পৃহায় বঞ্চিত না হইয়া 'অমায়ায় কৃপা'ই বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিব।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

অর্থ

অর্থ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। 'অনিত্য' অর্থ—বিষয়বৈভবে 'আমিত্ববুদ্ধি।' তাহা যদি কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হয়, তবে তাহা অনর্থে পর্য্যবসিত হয়, আবার তাহাই যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমরা গুণাতীত সাধ্যস্বরূপ পরম অর্থ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্য অর্থ পাঁচ প্রকার,—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

তাপ, পুণ্ড, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ কার্য্য এবং পঞ্চপ্রকার অর্থজ্ঞ ব্যক্তিই মহাভাগবত। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা এসমস্ত কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীল রামানুজ স্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য সংসারী জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য নিত্য অর্থকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের পরস্বরূপ, পরমার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ। জীবের স্বরূপ আবার নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুভেদে পাঁচপ্রকার। ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চাবতারভেদে পাঁচপ্রকার। পুরুষার্থস্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—এই পাঁচপ্রকার। বিরোধিস্বরূপ— স্বরূপ, পরতত্ত্ব, পুরুষার্থ, উপায় ও প্রাপ্যবিরোধী—এই পাঁচপ্রকার।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতাশাস্ত্র হইতে নিত্য অর্থপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১। পূর্ণচৈতন্য ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য জীব, ৩। সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের আশ্রয় প্রকৃতি বা মায়া, ৪। ত্রিগুণের প্রভাবশূন্য জড় দ্রব্যকাল, ৫। পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি কাল—এই চারিটী তত্ত্ব নিত্য। কর্ম্ম অনাদি হইলেও নশ্বর। জীব, প্রকৃতি, কাল—ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর—গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত হইলেও অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" জীব ও ঈশ্বরে নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার রচিত ভক্তিসন্দর্ভে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে অর্থ-পঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা। ১। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। ২। তাঁহার ধাম প্রকৃতির

পরপারে শুদ্ধতত্ত্বময়, সর্ব্বভূতের আধার ; সর্ব্ব-প্রলয়বর্জ্জিত কোটিসূর্য্যচন্দ্রসম জ্যোতির্ম্ময় এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণাবিশিষ্ট। ৩। সেই স্থানে কল্পতরুসমূহ সর্ব্বভোগপ্রদ, তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ এবং তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসস্বরূপ। ৪। তাঁহার মন্ত্র বাচ্য ও বাচক রূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদ্‌গণ উভয়ের অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫। সাগর-জলে বায়ুর সংযোগে তরঙ্গ হইতে যেরূপ কণিকা উত্থিত হয়, অথবা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ সেব্য ভগবানের লীলাপুষ্টি-বৈচিত্র্য-জন্য জীবস্বরূপবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয় ভগবানের সহিত স্বীয় স্বতন্ত্র সেবকপরিচয়জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্য চৈতন্যসত্তাকে জীবশক্তি কহে ; ঐ জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে বর্ত্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির অন্যতম তটস্থা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটী তত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে, উহার নাম জীবতত্ত্ব। জীবের গঠন চিৎপরমাণু, তবে অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশ-যোগ্য। চিন্ময়ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশই এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহচ্চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেব-প্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। কৃষ্ণ—পূর্ণ স্বতন্ত্র, জীব—অণুস্বতন্ত্র। এই জীব তটস্থধর্ম্মক্রমে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে গুণান্তর্গত হইয়া জড়ভোগে প্রমত্ত অবস্থায় মায়াবদ্ধ হয়।

"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ", আমি চিন্ময় সমুদ্রের চিন্ময় তরঙ্গ হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতাকে অবৈধভাবে নিয়োগ করার দরুণ মন রাজা হইয়া তাহার দ্বিতীয় সহোদর বুদ্ধিকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করত তৃতীয় ভ্রাতা অহঙ্কারকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আমাকে মায়ার অনর্থসমুদ্রের বৈমুখ্য-তরঙ্গে পরিণত করিয়াছে। মন দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই, আবার সেবোন্মুখ হইলেই মুক্ত হইতে পারি।

মায়াগ্রস্ত জীব নিজে রাজা সাজিয়া সোঽহংবাদী হইয়া কামভোগের প্রধান উপকরণ অর্থে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে ; অর্থাসক্তি এত প্রবল হয় যে, বৈষ্ণব বা প্রকৃত সাধু আমাদিগের আসক্তির বস্তু যে-অর্থ, তাহা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সেই কৃষ্ণাভিন্ন বস্তুকে আমরা সামান্য ধনের ভিক্ষুক মনে করি। অনেক সময় বলি, সাধুর আবার অর্থের দরকার কি ? কিন্তু সাধু যে আমাকে কৃপা করিতে আসিলেন—আমার অর্থাসক্তির কিয়দংশ পরমার্থ নিয়োজিত করিতে আসিলেন তাহা অতি বদ্ধতার দরুণ মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না।

যাঁহার অর্থ তাঁহার সেবার উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার ভোগবুদ্ধি দূর হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আবার এই অর্থ ত্যাগ করিবার অধিকারও আমার নাই, ভোগ করিবার অধিকার ত' আমার নাইই। কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্মমরণ-মালার জ্বালা গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" এখানে 'হি' এবং 'এব' শব্দের দ্বারা বাক্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদির আদি সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে ত্যাগ করিলে তাহা শুষ্কবৈরাগ্যে পরিণত হইবে এবং উহা ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব যুক্তভাবে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ-রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে সমর্পণপূর্ব্বক তদর্পিত বস্তুকে সেব্যভাবে যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তজ্জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবর জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপসযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আমার মত অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ায় ইহা তাহার স্মৃতিতে উদয় হয় না এবং ইহার অর্থও তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র সনাতন পন্থা। 'অর্থ' শব্দে ধন, কনক, সারবস্তু, সুবিধা ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু, আমরা যাহা অর্থ নহে অর্থাৎ অনর্থকে 'অর্থ' বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক নরকের প্রশস্ত পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছি।

কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া আমরা পুত্রধন, স্ত্রী-ধন—এইরূপ বলি; কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ ভজনহীন পুত্র বা স্ত্রী কি প্রকৃত ধন? তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা

নেপাল দর্শন

দীর্ঘকাল হইতে প্রতিবৎসরেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে ভারত তথা বহির্ভারতস্থ বিভিন্ন হিন্দুতীর্থস্থানসকল দর্শন ও পরিক্রমণের উদ্যোগ হইয়া থাকে। এই বৎসর উত্তরখণ্ড পরিক্রমণের উপরিও নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু সহরে পশুপতিনাথ, গুজ্জেশ্বরী, বিশ্বরূপ-মন্দির, বাগমতিস্নান (গঙ্গা) ও জনকপুরস্থ জনকরাজপ্রাসাদ-মন্দির, জনককুণ্ড, রামসীতা-বিহারসাগর প্রভৃতি বহু তত্তৎ দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করা হয়। এতৎব্যতীত সীতাপুর দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

উক্ত পরিক্রমণে সমিতির পরিক্রমা-সঙ্ঘের প্রবীনতম ও সুযোগ্য সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ পরিক্রমা-পার্টী পরিচালনা করিয়াছেন। তৎসহ শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারীজীর সেবা-কুশলতাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১৫ পদ্মনাভ, ২৩ আশ্বিন, শনিবার শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি সংরক্ষক তথা প্রবর্ত্তক আচার্য্য-কুলতিলক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে শ্রীমন্ মধ্বমুনির অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সমারোহের সহিত পূজার্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শুভবিজয়োৎসব উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তাগণ তাঁহার অবদান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অনুসৃত সম্প্রদায়কে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় বলিয়া কেন স্বীকার করিয়াছেন সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতঃ আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন। প্রকাশ যে, বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপরূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

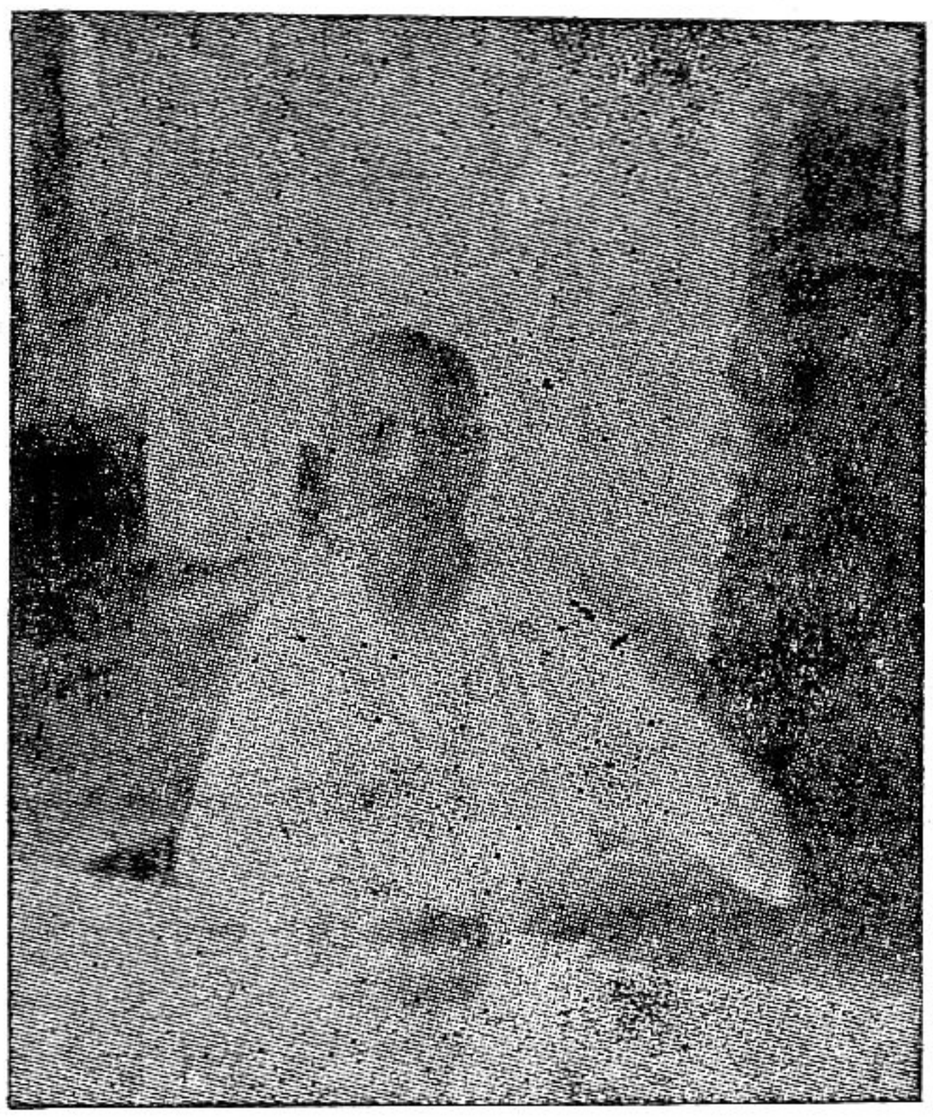

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-
নিয়ামক তদীয় ভজন-সদনের
অলিন্দে উপদেশরত।

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তৎঅধিনস্থ অন্যান্য মঠসমূহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিরহসেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে বিরহবেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে যথা কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দিরকে সুসজ্জিত করিতে থাকেন। কেহ বা শ্রীসমাধি মন্দিরের চূড়াগুলি বিচিত্র রং-এর পতাকা দ্বারা, কেহ বা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউর শ্রীমন্দির ও কীর্ত্তন-মন্দির প্রভৃতিও কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লবযুক্ত ঘট, পত্র, পুষ্প ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সম্ভারে ভক্তজন-চিত্তহারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিতে থাকেন।

উক্ত দিবসেও যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি—যথাক্রমে এবং শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বিভিন্ন কীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তিত হয়। অতপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের জীবনী পদ্যাকারে রচিত পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন সেবকগণ যথাক্রমে পারায়ণ করিতে থাকেন।

পূর্ব্বাহ্ন অতিক্রান্ত হইতে চলিলে বিভিন্ন মঠ হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ, আমন্ত্রিত সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইলে এক বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ও অতিমর্ত্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অন্যতম সুহৃদ সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবারিধী পুরী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে স্বাগত নিবেদন করেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিবিধ মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দান করে। তৎপর মধ্যাহ্নে বিভিন্ন অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লোহ্য, পেয় প্রভৃতি সম্ভার নিবেদিত হইলে কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিকান্তে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলীকে বিশেষ আপ্যায়নের দ্বারা মহাপ্রসাদ সেবন করা হয়। তদন্তর অনাহূত, রবাহূত ও আগত প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে দ্বিতীয়বার শ্রীবিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরিতাবলী বর্ণনা করতঃ তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল সভাপতি মহারাজ উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও নির্ভিকতার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারক হিসাবে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-সমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন প্রভৃতি ভাবাবেগে তাঁহার অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

বলা বাহুল্য যে সমিতির প্রত্যেক মঠে তথা অনেক গৃহস্থ ভক্তের গৃহেও তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—প্রকাশক

স্বধামে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের নবাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ

অত্যন্ত বেদনার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের অন্যতম প্রিয়পার্ষদপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ বিগত ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৭০) বুধবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ সঙ্ঘের মূল মঠ শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীহরিনাম স্মরণ করতঃ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

ইঁনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের (General Secretary) পদে নিয়োজিত থাকিয়া প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজের (ইঁনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ও পূজ্যপাদ গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত) নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করেন ও **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ** নামে পরিচিত হন এবং পরবর্ত্তিকালে সঙ্ঘের সেবকগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায়

তিনি উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি-আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। সম্পাদকপদে যথা-কালে তিনি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিসিন্ধু, বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী নামে বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

শ্রীল পরমার্থী মহারাজ এখন হইতে প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার (বর্ত্তমানে পূর্ব্বপাকিস্থান) অন্তর্গত চাতলপাড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই খুব শান্ত ও ধীরস্থির ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ মঠজীবনে উহা আরও যেন সুদৃঢ়রূপে প্রকাশিত হয়। কারণ তাঁহার দন্তপূর্ণ মধুর ব্যবহার সঙ্ঘের প্রত্যেক সেবকেরই মন-প্রাণ জয় করিয়াছিল যার জন্য সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আমরা শুনিতে পাই তিনি কোন দিন কাহারও প্রতি কখন রূঢ়ভাষা ব্যবহার করেন নাই।

তিনি প্রায় ২৪ বৎসরাধিককাল নিষ্কপটে ও কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সেবাধিকার লাভ করিয়া পরিশেষে তদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীল মহারাজের গুরুভক্তিও ছিল আদর্শস্থানীয়। তঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ দর্শন করিয়া তদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে 'ভক্তিসিন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শুধু দাস্যেরই প্রতিস্ফূর্ত্তবিগ্রহরূপী ছিলেন না—সঙ্ঘ-পরিচালন ব্যাপারে সেবাকুশলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটি বিশেষ অবদান এই যে, তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখিতেও পটু ছিলেন। তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য খুবই প্রীত হইতেন।

তাঁহার তিরোধান-লীলায় আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রোগাদি যন্ত্রণার জন্য অধিককাল তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয় নাই বা নিজের সেবার জন্য কোন সেবককে উদ্বেগ দিতে হয় নাই। তিনি হঠাৎ এভাবে তিরোহিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট সেবাপ্রাণ বৈষ্ণবের অপ্রকটে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘই শুধু এক অমূল্য রত্ন হারাইলেন ইহা নহে—পরন্তু শ্রীগৌড়ীয় সমাজেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল ইহা সুনিশ্চিত।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৩ কেশব, ৪৮৪ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।১১।১৯৭০ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

যেষাং কচ্ছপিকা লসন্মুরলিকানাদেন হর্ষোৎকরৈঃ
স্রস্তার্দ্ধস্তৃণগুচ্ছ এষ নিতরাং বক্ত্রেষু সংস্তম্ভতে।
সখ্যেনাপি তয়োঃ পরং পরিবৃতা রাধাবকদ্বেষিণো স্তে
হৃষ্যা মৃগযূথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু স্ফুটং ॥৬৭॥

কচ্ছপী নামক শ্রীরাধিকার বীণা এবং মনোহর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর শব্দে শ্রবণে অতিহৃষ্ট যে মৃগগণের মুখের তৃণগুচ্ছ ভূমিতে অর্দ্ধ পতিত হইয়া স্তব্ধ অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াই থাকে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের সখ্যভাবের বশম্বদ হইয়া যাহারা নিয়ত চতুর্দ্দিগ্ বেষ্টিতা হইয়া থাকে, সেই মনোহর মৃগ-যূথপতি অর্থাৎ মৃগপতিগণ নিত্যই আমাকে সন্তুষ্ট করুন ॥৬৭॥

গুঞ্জদ্ভৃঙ্গ কুলেন জুষ্টকুক্ষুমৈঃ সংলব্ধ মঞ্জুশ্রিয়াং
কুঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যবিস্তারিণাং।
উদ্যৎকামতরঙ্গ রঙ্গিত মনস্তন্নব্যযূনোযুগং
তেষাং বিস্তৃত কেশপাশনিকরৈঃ কুর্য্যামহোমার্জ্জনং ॥৬৮॥

সগুঞ্জিত ভৃঙ্গকুল সেবিত কুসুম দ্বারা যাহার মনোহর শোভা হইয়াছে, তাদৃশ সৌরভ যুক্ত যে কুঞ্জ সমূহে নব্য-যুবক শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সমুদিত কাম-তরঙ্গে রঙ্গিত চিত্ত হইয়া রমণ করেন, হে কৃষ্ণভক্তগণ! আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা সেই কুঞ্জের মার্জ্জন করিব ॥৬৮॥

যেষাং চারু তলেষু শীত নিবিড়চ্ছায়েষু রাত্রিন্দিবং
পুষ্পাণাং বিগলৎ পরাগ বিলসত্তল্পেষু ক্ষ্ণপ্তাশ্রয়ং।
প্রীত্যা স্নিগ্ধমধুব্রতৈ র্মুধুকণৈঃ সংসেবিতং তন্নবং
যূনোর্যুগ্মতরং মুদা বিহরতে তে পান্তু মাং ভূরুহাঃ ॥৬৯॥

যাহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযুক্ত মনোহর তল প্রদেশে পুষ্প বিগলিত পরাগ দ্বারা শোভিত পুষ্প শয্যায় আশ্রিত এবং মধুকণা হেতু চঞ্চল মধুকরগণ কর্ত্তৃক হর্ষে সংসেবিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নবযুবদ্বয় দিবা রাত্র হৃষ্ট চিত্তে বিহার করিতেছেন সেই সকল বৃক্ষ আমাকে রক্ষা করুন ॥৬৯॥

গান্ধর্ব্বা মুরবৈরিণোঃ প্রণয়িণোঃ পুষ্পাণি সংচিন্বতোঃ
স্বৈরং স্মেরসখীকুলেন বৃতয়োরীষৎস্মিতেন দ্বয়োঃ।
দৃষ্ট্বা কেলিকলিং তয়োর্নবনবং হাস্যেন পুষ্পচ্ছলৈঃ
কামং যা বিলসন্তি তাঃ কিল লতাঃ সেব্যাঃ পরং প্রেমভিঃ ॥৭০॥

মধুরহাসিনী সখীগণে পরিবৃত হইয়া যিনি ঈষৎ হাস্য করিতেছেন এবং মন্দ মন্দ গমনে যিনি পুষ্প চয়ন করিতেছেন সেই সপ্রণয় রাধাকৃষ্ণের নূতন নূতন কেলিকলাপ অবলোকন করিয়া যাঁহারা পুষ্পচ্ছলে যথেষ্ট বিলাস করেন সেই লতাগণকে আমি অতি প্রেমে সেবা করি ॥৭০॥

পরিচয় রসমগ্নাঃ কামমারাত্তযোর্যে
মধুরতররুতেনোল্লাসমুল্লাসয়ন্তি।
ব্রজভুবি নবযূনোঃ সুপ্রিয়াঃ পক্ষিণস্তে
বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭১॥

পরিচয় রস মগ্ন অর্থাৎ সর্ব্বদা নৈকট্যবাসে পরিচিত ভাবে রসমগ্ন যে পক্ষিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সমীপে সুমধুর শব্দ দ্বারা যথেষ্ট উল্লাস বিস্তার করেন. সেই রাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় ব্রজস্থ পক্ষিগণ আমাকে অবলোকনকরত আমার সুখাতিশয় সম্পাদন করুন ॥৭২॥

চূতেষ্বেষু কদম্বকেষু বকুলেষ্বন্যেষু বৃক্ষেষ্বলং
প্রীত্যা মাধবিকাদি বল্লিষু তথা ভাঙ্কারনাদৈর্দ্বয়োঃ।
যে ভৃঙ্গাঃ পরিতস্তয়োঃ সুখভরং বিস্তরয়ন্তি স্ফুটং
গুঞ্জন্তো বত বিভ্রমেণ নিতরাং তানেব বন্দামহে ॥৭২॥

আম্র বকুল কদম্ব ও অন্যান্য বৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাকে উপদিষ্ট হইয়া যে ভ্রমরগণ সজাতীয় ঝঙ্কারধ্বনিতে ভ্রান্ত হইয়া গুঞ্জন করত রাধা-গোবিন্দের অত্যন্ত সুখাতিশয় বিস্তার করেন আমি অতি যত্নে তাঁহাদিগকে বন্দনা করি ॥৭২॥

পুষ্পৈর্যস্য মুদা স্বয়ং গিরিধরঃ স্বৈরং নিকুঞ্জেশ্বরীং
ফুল্লাং ফুল্লতরৈরমণ্ডয়দলং ফুল্লো নিকুঞ্জেশ্বরঃ
ঈষন্নেত্র বিঘূর্ণনেন কলিত স্বাধীন উচ্চৈস্তয়া
শ্রীমান্ স প্রথয়ত্বহো মম দৃশোং সৌখ্যং কদম্বেশ্বরঃ ॥৭৩॥

নিকুঞ্জেশ্বর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ, প্রফুল্ল চিত্তে যাহার প্রফুল্ল কুসুমদ্বারা অতি হর্ষে স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তা নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে ভূষিতা করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রীরাধা ঈষৎ নেত্র বিঘুর্ণন করিয়া যাহাকে স্বাধীন সেই শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর আমার নেত্র সুখ বিস্তার করুন ॥৭৩॥

নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গাঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুর্ভূত সদা স্ফুরতু তৎদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥৭৪॥

"শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার গর্ব্ব কিঞ্চিৎকর" এই ভয়ে স্বয়ং ইন্দ্র পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক এই স্থানে মন্দাকিনীর জলে সুরভি দ্বারা গোবিন্দের গোপালকত্ব রাজ্যে অতি কৌতুকে নূতন অভিষেক করিয়াছিলেন সেই অভিষেক জলে প্রাদুর্ভূত গোবিন্দকুণ্ড আমার নেত্র গোচর হউন ॥৭৪॥

ব্রজেন্দ্র বর্য্যার্পিত ভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥৭৫॥

ব্রজেন্দ্রবর্য্য নন্দরাজ যাঁহাকে ভোগ অর্পণ করিয়াছেন তাদৃশ একটি সুবৃহৎকায় ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ "আমি পর্ব্বত, বর গ্রহণ কর" এই বরে শ্রীরাধাকে ছলনা করিয়া যথায় অন্নকূট ভোজন করিয়াছিলেন সেই স্থানকে আমি আশ্রয় করি ॥৭৫॥

গিরিন্দ্রবর্য্যোপরিহাররূপী
হরিঃ স্বয়ং যত্র বিহারকারী।
সদা মুদা রাজতি রাজভোগৈ-
র্হরিস্থলং তত্তু ভজেঽনুরাগৈঃ ॥৭৬॥

গোবর্দ্ধনের উপরি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মনোহর রূপে যে স্থানে বিহার করতঃ অতি হর্ষে সুশোভিত হইয়া রাজভোগ ভোজন করিয়াছিলেন আমি সেই বিহারাস্পদকে অতি অনুরাগে ভজনা করি ॥৭৬॥ (ক্রমশঃ)

সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬ ; ৭ই মে, ১৯২৯
১৪ই মধুসূদন, ৪৪৩ গৌরাব্দ।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম। এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসেন নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে

নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন; তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই গরমের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জল-ভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্ব্বক সাংসারিক অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হউন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(প্রতিষ্ঠাশা)

১। কাপট্যের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাববিকার প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

"অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত,　　লম্ফ-ঝম্ফ অকস্মাৎ
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ,　　প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥"

—কঃ কঃ 'উপদেশ' ১৮

২। সর্ব্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ?

"সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ ॥"

—ভঃ রঃ '২য় বামসাধন'

৩। শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি ? আনুকরণিক চেষ্টা স্থায়ী হয় ?

"যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।" —'বৈষ্ণব-স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৪। মৌখিক দৈন্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ ?

"যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন 'বৈষ্ণব হইয়াছি—এরূপ মনে করিতে পারি না। **কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না।** আমি বলিয়া থাকি,—'আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই'; **কিন্তু মনে মনে** করি 'শ্রোতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!' হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। —'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৫। শান্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থে পতিত হয় ?

"প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে!"

—'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৬। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কেন ?

"প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।" —'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

৭। কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করেন ?

"আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্যই অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ,

পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।" —চৈঃ শিঃ ৫।৪

৮। নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান দূষণীয় কেন?

"'আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয়ে দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।"

—কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়)—৮

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টক

[শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর-বিরচিত-পদ্যানুবাদ]

মধুর মৃদুল চিত্ত প্রেমই যাঁহার বিত্ত,
সজ্জনে রচিত বেশ অতি শোভাময়।
বিবিধ মণি অলঙ্কারে শোভাময় সংসারে,
হৃদে জাগো হে গোপাল! ওগো প্রেমময়॥

নিরুপম গুণরূপ সর্ব্ব মাধুর্য্য ভূপ,
অঙ্গের লাবণি হেরি কোটি চন্দ্র মুরছয়।
শ্রীহীন অমৃত হাস্যে যাঁর হাসির বিকাশে,
হৃদয়ে জাগো হে শ্রীগোপাল প্রেমময়॥

শ্রীহস্তে ধরিয়া গিরি সজনেরে রক্ষা করি,
মহিমা প্রকাশ করহ সুলাবণ্যময়।
হে ভকৎ বৎসল! হে প্রেমিক সুন্দর!
জাগো হৃদয়ে শ্রীগোপাল, জাগো প্রেমময়॥

তব অনুরাগী ব্রজাঙ্গনা যোগী,
তব রসে রসময় সদা হাস্যময়।
প্রীতিহংসির তড়াগ সতত অনঙ্গ যাগ,
স্মরিতা—হে গোপাল? জাগো প্রেমময়॥

মধুময় কটিদেশে ত্রিবলি লক্ষিতালস্যে,
জিনিয়া কন্দর্প রেখা অতি শোভাময়।
সেই ত্রিবলি ওপারে জিনিয়া কন্দর্পরেখা
শোভে যাঁর, হে গোপাল ? জাগো প্রেমময়॥

বরষায় অভিভূত আপনার অনুগত,
সজনে করিলে রক্ষা ওহে কৃপাময়।
বান্ধব শ্রীদাম সম হৈল শ্রীগোবর্দ্ধন,
হে গোপাল ! হৃদে সদা জাগো প্রেমময়॥

বিকাশিয়া স্বীয়শক্তি বল্লভাচার্য্যের ভক্তি,
মাধবেন্দ্রের অনুরাগ প্রেম কিশলয়।
প্রকাশি হৃদয়ে মোর সদা হই বিভোর,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময়॥

নিয়ত ভকতবৃন্দ যাঁহার প্রণয় রসে,
অভিভূত হয়ে সদা তদ্গত তন্ময়।
অসমর্থ কৃতিজন নির্ধারিতে তবগুণ,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময়॥

দিবা রাত্রি গৃহে বনে ভকতি অন্তর মনে,
স্মরে সেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টক ভাবময়।
সে সরল ভক্ত প্রাণে প্রেম ভক্তি অনুক্ষণে,
জাগাও হে শ্রীগোপাল ! জাগো প্রেমময়॥

—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শাওতালডি ; পুরুলিয়া।
গ্রাহক নং ৫০৮১

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১)

প্রীতিবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সকল নিগূঢ়োক্তি আছে, এই সন্দর্ভে সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছে। প্রেমের পরম পুরুষার্থরূপতা এই গ্রন্থে ব্যক্ত হওয়ায় বিবিধযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রীতি-রহস্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির এই সন্দর্ভ অবশ্য আলোচ্য।

ভাগবত সন্দর্ভের চারিটী সন্দর্ভে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের বিষয় বিচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভে তাঁহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন বিচার হইতেছে।

উপাস্য, উপাসনা ও তাহার ফল নিরূপণই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। উপাস্য ও উপাসনা নিশ্চয়ের পর উপাসনার ফল নির্ণয় বাঞ্ছনীয়।

সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন। শ্রীভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। অন্য উপায়ে সুখলাভ হইলেও তাহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না এবং তাহা অফুরন্ত নহে। কিন্তু ভগবৎপ্রীতিতেই তাহা সম্ভব।

শাস্ত্র যে পরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অনন্ত পরমানন্দস্বরূপে বিরাজমান। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের সেই মীমাংসা হইয়া থাকে" হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষানন্দঃ হইতে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শতগুণ উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ—

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ।

যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্ম-দেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-হতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। (২।৮।১-৩)

ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন। লৌকিক আনন্দ ক্ষণিক, ঐন্দ্রীক এবং তাহার পরিমাণও অতি সামান্য। ব্রহ্মানন্দ নিত্য ও অনন্ত। ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতিতে বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণদের মীমাংসা এইপ্রকার হইয়া থাকে—যে যুবা সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকর্ম্মী, দৃঢ়কায় ও বলবান্, সর্ব্ব সম্পৎ পরিপূর্ণা পৃথিবী তাহার অধিকৃতা হয়। সে ব্যক্তি বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করে; তাহা মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দকে পরিমাণ করিয়া অন্যান্য আনন্দের পরিমাণ করা হইতেছে। মানুষানন্দের শতগুণ মানুষগন্ধর্ব্বের আনন্দ (কর্ম্মবিদ্যাবিশেষ দ্বারা যে মানুষ গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে মানুষগন্ধর্ব্ব)। আর এই মানুষগন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ দেবগন্ধর্ব্বের (যাহার জন্ম হইতেই গন্ধর্ব্ব) আর যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয় কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেবগন্ধর্ব্বতুল্য আনন্দ ভোগ করেন। এই দেবগন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ চিরলোকালোক পিতৃগণের আনন্দ। চিরস্থায়ী লোক অর্থাৎ স্থান যাঁহাদের তাঁহারা চিরলোকালোক, আর যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনি এই চিরলোকালোক পিতৃগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। এই পিতৃগণের যে আনন্দ তাহার শতগুণ আনন্দ আজানজ দেবগণের (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন)। আর যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয় কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। আজানজ দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ আনন্দ কর্ম্মদেবগণের আনন্দ (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন)। আর যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেব-গণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। কর্ম্ম দেবগণের শতগুণ আনন্দ ইন্দ্রাদি দেবগণের আনন্দ। আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। ইন্দ্রের যে আনন্দ তাহার শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দ। আর যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও বৃহস্পতি তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। বৃহস্পতির শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিগণের আনন্দ এবং বিষয়-কামনাত্যাগী

ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণও তত্তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। প্রজাপতিগণের শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মানন্দ এবং তদ্রূপ আনন্দ বিষয় কামনাত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের। এই মান তুলনায় ব্রাহ্মণাদের যথার্থ পরিমাণ হয় না, তাহা অপরিমিত। সেজন্য শ্রুতি বলিলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" পরিমাণ না পাওয়ায় যাহা হইতে মনের সহিত বেদলক্ষণবাক্যসকল নিবৃত্ত হয়। বেদ ও ব্রহ্মণাদের পরিমাণ নির্ণয়ে অসমর্থ। মনও তাহাতে অসমর্থ।

এস্থলে কামনারহিত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মানুষানন্দ ছাড়া অন্য দশ প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পারেন—ইহা বলিবার তাৎপর্য্য—তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তিলাভের অধিকারী। মুক্তি দুইপ্রকার—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সদ্যোমুক্তিতে যাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা দেহভঙ্গের পর ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। আর ক্রমমুক্তিকামী ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বলোকাদির আনন্দ ভোগ করিয়া সত্যলোক প্রাপ্ত হন। মহাপ্রলয়ে সত্যলোক ধ্বংস হইলে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। অনাসক্তভাবে বিভিন্ন লোকের সুখভোগ করেন বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন হয় না। মুক্তির অন্তরায়ও ঘটে না। পার্থিব সুখভোগে বিরক্ত বলিয়া তাঁহাদের মানুষানন্দ প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই।"

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" (তৈত্তিরীয় ২।৭) যদি পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে কে অপান-বায়ুর চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত! এই শ্রুতিবাক্যে কেবল তাঁহার আনন্দরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন অষ্টাশ্বযুক্ত রথ, সারথি ও সূর্য্যদেবসমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল এবং বিবিধ জীবাবাস, গিরি নদীসমন্বিত তরল বায়বীয় নানাবস্থাপন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কেবল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিবিধস্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীভবান্‌কে শ্রুতি কেবল আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত অন্য বস্তু-সকল অভিভব প্রাপ্ত বলিয়া তৎসমুদয়ের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আনন্দ প্রাচুর্য্যহেতু অন্যান্য স্বরূপধর্ম্মসকল অভিভব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

জীব শ্রীভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক হইলেও শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ত বলিয়া তদীয় মায়াদ্বারা পরাভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানের লোপ হেতু মায়াকল্পিত দেহাদিতে আবেশজনিত অনাদি সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রমতে অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সাংসর্গভাব আবার তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভবও অত্যন্তাভাব। এস্থানে ঘট নাই। ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব বিনাশী। ঘট সেখানে রাখিলে ঘটাভাব দূর হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ঘটেরই ধ্বংস হইল, সেই ঘটেরই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব নিত্য। যে ঘট ভাঙ্গিল তাহা আর হইবে না। অত্যন্তাভাব শশবিষাণ শশকের শৃঙ্গ নাই কখনও শৃঙ্গ উদ্গম হয় না।

জীবের ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞানের প্রাগভাব অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে জীবে ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব আছে। শ্রীভগবৎকৃপায় সেই অভাব দূর হইতে পারে। জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে; যদি এই জ্ঞানের ধ্বংসাভাব বা অত্যন্তাভাব থাকিত তবে কখনও সে জ্ঞান লাভ হইত না। কোন কোন দার্শনিকের মতে—পূর্ব্বে জীবের সে জ্ঞান ছিল, কিন্তু মায়ার কুহকে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে জীবের অজ্ঞান ধ্বংসাভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে কোন কালে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য সংসর্গাভাবের অন্তর্ভুক্ত প্রাগভাব স্বীকার করা গেল।

অন্যোন্যাভাব—ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই। এই অভাব কখনও ঘুচে না। অতএব ইহাই জানা যাইতেছে যে, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লক্ষণ শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানই পরমানন্দ প্রাপ্তি। তাহাই পরম পুরুষার্থ। নিজস্বরূপে অজ্ঞান ও সংসার দুঃখ প্রাপ্তির কারণ পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব। রোগের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ দূরীভূত হইলে যেমন রোগ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাব ঘুচিলে বিনাপ্রযত্নে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞাননিবৃত্তি ও সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। জীব শ্রীভগবানকে জানে না বলিয়া নিজকেও জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ সূর্য্য যেমন নিজে প্রকাশ পাইয়া জাগতিক বস্তুসকলকে প্রকাশ করেন, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ মহিমায় প্রকাশ পাইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠকে প্রকাশ করিতেছেন। যে সূর্য্য দেখে না, সে নিজকেও দেখিতে পায় না; অন্যকেও দেখে না পরন্তু অন্ধকারে মগ্ন থাকে। এইপ্রকার যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে দেখে না, সে নিজকেও দেখে না এবং অন্যের স্বরূপও দেখিতে পায় না। মায়ার কুহকে ডুবিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। সূর্য্যকে দেখিতে পাইলে নিজকে দেখার জন্য বা অন্ধকার দূর করার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবানকে

দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন সাংসারিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আর কখনও সেই অজ্ঞান বা দুঃখ আসিতে পারে না।

বদ্ধজীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতা দোষে ভগবতত্ত্ব জ্ঞান হয় না। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা ধর্ম্মের কখনও ব্যভিচার হয় না কিন্তু জীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতাদোষে তাহা অনভিব্যক্ত আছে, উহা দূর হইলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাই স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তি। একবার পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে আর কখনও তাহার অন্তরায় ঘটিবে না। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আর উৎপন্ন হইতে পারে না। দুঃখ নিবৃত্তিও সেই জাতীয় বলিয়া পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা উহা চলিয়া গেলে আর দুঃখ থাকিতে পারে না। শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক-সকল স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ (ভাঃ ১।২।৯-১২)

যে ধর্ম্ম হইতে অপবর্গ সিদ্ধ হয় তাহার ফল অর্থ (জাগতিকবস্তু প্রাপ্তি) কখনও সম্ভাব হয় না। আর ধর্ম্ম যাহার একমাত্র ফল সেই অর্থের ফল কাম নহে। কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি নহে। জীবন যতদিন আছে ততদিন কাম সেব্য হয়, কিন্তু তাহা পুরুষার্থ নহে অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাসনা জীবের কাম্যবস্তু নহে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই একমাত্র পরমফল বা প্রয়োজন।

সেই তত্ত্ব কি, তাহাই বলিতেছেন—তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত হন। অন্যান্য দেবতা-উপাসনা তত্ত্ববস্তু নহে।

অতএব শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্তির স্বরূপ অবগত হইলে সেই ভক্তিপ্রভাবে শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

তাহার ফল বলিতেছেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (ভাঃ ১।২।২১)

ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়। সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায় আর কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্ব্বভৌম-সংলাপ

মেধাবী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি ভগবানের নির্ব্বিশেষতত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময় আমরা সাধারণ ব্যাপারেও দেখিতে পাই কোনও ব্যক্তির উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ উক্তির একদেশের উপর বিশেষ জোর দিয়া তাহার উক্তির বিরুদ্ধার্থ গ্রহণপূর্ব্বক বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকি। শ্রুতি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মেধা যতই সমৃদ্ধই হউক না কেন, তাহা অধোক্ষজ বাণী শ্রুতির মর্ম্ম অবধারণে অসমর্থ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত আমরা আমাদের জ্ঞান-গরিমা-প্রদর্শনে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। তাহা অক্ষজ জ্ঞানিগণ স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া বিশেষ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণার্থ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতগণকে বেদান্তবিচারে পরাজিত করিয়া শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচারের কিয়দংশ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীব-বিশেষ জ্ঞান করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার সন্ন্যাস সংরক্ষণার্থ বেদান্ত-শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা স্বীয় ভগ্নীপতি

গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের ঐ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌমের ঐ প্রকার উক্তির কথা মহাপ্রভুকেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, সার্ব্বভৌমের সঙ্গে তোমাদের ঐ প্রকার বিতণ্ডা করা উচিত হয় নাই। তাঁহার উক্তিতে আমার প্রতি যে তাঁহার স্নেহ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরে একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণের জন্য বলিলেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। সার্ব্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিয়া মায়াবাদ-ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা হইল। মহাপ্রভু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। অষ্টম দিবস মহাপ্রভুকে মৌন থাকিবার কারণ সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন,—"আপনি বলিয়াছেন, বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাই শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া মৌন হইয়া রহিয়াছি। বেদান্তের সূত্রসমূহ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য করিতেছেন তাহা, আমার মনে হয়, সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্যার্থ, তাহাই বেদব্যাস সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই মুখ্যার্থই জ্ঞাতব্য। সেই মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিলে শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া 'লক্ষণা' করা হয়, উহা অমঙ্গলজনক। বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতি-প্রমাণই অমল-প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে হইলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। কিন্তু মায়াবাদী-গণ স্বকল্পিত-ভাষ্যরূপ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরধর্ম্মে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে

তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে সেই বৃহৎ ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত। সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতি তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

এই শ্লোকে ভগবান্ যে চলিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, দেখিতে পারেন, বুঝিতে পারেন এবং তিনি যে সকলের বেত্তা তাঁহার বেত্তা যে আর কেহ নাই তাহা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাকৃত হইবার পরিবর্ত্তে ঐ সকল ইন্দ্রিয় যে অপ্রাকৃত এবং তাঁহার যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাহাও এই শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" বাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতির ঐ প্রকার আরো অনেক বাক্যে জানা যায় যে, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে. ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সকল শ্রুতি-প্রমাণে পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম কি-প্রকারে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নিঃশক্তিক হইতে পারেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদের "বহুস্যাম্" বাক্যে ভগবান্ যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" এই শ্রুতি-বাক্যমতে তিনি প্রাকৃত শক্তিতে ঈক্ষণ করিলেন। সে সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ যে মন দ্বারা চিন্তা করিলেন ও যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই যে ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন আছে, ইহা সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদের প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম'

শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণ অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্; ইহাই বেদের মুখ্যার্থ। বেদের মুখ্যার্থ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

ঐতরীয় উপনিষদের "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" "ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥" তৈত্তিরীয় উপনিষদের "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইতেছে। বেদের সার্ব্বদেশিক বিচার না করিয়া একদেশীয় বিচারক্রমে "তত্ত্বমসি শ্বেতোকেতো" প্রভৃতি বাক্যসমূহকে মহাবাক্যজ্ঞানে অপর বাক্যের অনাদর দ্বারা যে ভ্রান্তির উদয় মায়াবাদিগণের বিচারে দৃষ্ট হয় তাহা অপসারিত হওয়া কর্ত্তব্য। 'তত্ত্বমসি' বলিতে ব্রহ্মবস্তুর জড়সাকারস্বরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপের নিষেধ তাহাতে নাই। জীব যে ব্রহ্মজাতীয় বস্তু অর্থাৎ স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু ও অচিদ্ হইতে বিলক্ষণ তাহাই উহাতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। চিত্তত্ত্বের অণুত্ব ও বিভুত্ব ভেদে ঈশ্বরের ও জীবের ভেদ। আবার 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। এই বাক্য অনুসারে উভয়ের মধ্যে অভেদ-তত্ত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ না জানিয়া ব্রহ্মকে নিরাকার বলা অজ্ঞতারই পরিচয়।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" বাক্যে তাঁহাদের ঐ উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রুতির ঐ উক্তিটী আরও বিশ্লেষণ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র-সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥"

বস্তুতঃপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি জীবশক্তি। জীবের অবস্থিতি মায়িকশক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যস্থানে। কিন্তু জীব চিদ্‌বস্তু হইয়াও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইবার যোগ্য। ঐভাবে আবৃত হইলে অমৃতের সন্তান হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সংসারতাপ ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যে তিনটি শক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত শ্লোকসমূহে বলিতেছেন তন্মধ্যে চিৎ শক্তি সর্ব্বোত্তমা, জীবশক্তি মধ্যমা ও অচিৎ-শক্তি বা মায়া-শক্তি অধমা।

বেদান্তমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বরস্বরূপ জানা প্রয়োজনীয়। সচ্চিদানন্দ-মাহাত্ম্যই ঈশ্বরের স্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশে তিন রূপে প্রকাশমানা। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ও চিদংশে সম্বিৎ সেই সম্বিদই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। চিৎশক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎদ্বারা জীবকে কৃপা করিলে জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া পরাৎপর বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং বুঝিতে পারেন যে, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্যবিলাস-লীলার প্রকাশক। মুণ্ডকোপনিষদ্ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" প্রভৃতি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে চিৎ-সবিশেষবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানকারী জনগণের বিচার বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদের ঐ বাণীতে ইহা জানা যায় যে, জীব ঈশ্বরকে ভুলিলে দণ্ডনীয় হয়।

শ্রীব্যাসদেব শক্তিপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু ঐ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম বিকারী হন, এই বিতণ্ডা উঠাইয়া মায়াবাদিগণ শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃপক্ষে নিত্যমুক্তশিরোরত্ন শ্রীব্যাসদেবের বাক্যে কখনও ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে অবিকৃত্য থাকিয়াও

জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন। ইহজগতে আমরা 'মরকধ্বজ' প্রস্তুত প্রণালীতে দেখিতে পাই, সুবর্ণ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়াও মকরধ্বজে এমন একটী রাসায়নিক ক্রিয়া প্রদান করিয়া থাকে, যাহার রহস্য মানব-মনীষা আজ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারে নাই। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এই প্রকার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে অবিকৃত থাকিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী মুখ্যার্থ আবরণপূর্ব্বক গৌণার্থ দ্বারা যে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সজ্জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে জগৎ মিথ্যা নয়। বিবর্ত্তবাদিগণ যে সর্প ও রজ্জুর উদাহরণ দিয়ে থাকেন, তাহাতে সহজেই সর্প ও রজ্জু দুইটী বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। "একমেব দ্বিতীয়ম্"— এই বিচার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঐ উদাহরণ কি-প্রকারে দিতে পারেন? দুইটী বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে একটীর সহিত অপরটীর ভ্রম কি-প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং সহজেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা বলিয়া বিবর্ত্তবাদ-স্থাপনের যে প্রয়াস, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে বা মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম দেহে যদি আত্মবুদ্ধি করা হয় তাহা হইলে বিবর্ত্ত স্থাপিত হয়।

বেদকল্পতরুর বীজ মহাবাক্য প্রণব! তাহাই ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ, প্রণব হইতেই যাবতীয় বেদের উৎপত্তি। প্রণবের স্বপ্রকাশিত বিগ্রহই শ্যামসুন্দর।

মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুযুক্তিদ্বারা মায়াবাদিগণের গৌণার্থ খণ্ডন করিয়া মুখ্যার্থ বর্ণন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মায়াবাদ বিদ্যালয়ের একজন প্রধান পণ্ডিত। সুতরাং তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। মহাপ্রভুর যুক্তিখণ্ডনের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ প্রভৃতি উঠাইয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু তৎসমস্তই খণ্ডবিখণ্ড করিয়া 'পরিণামবাদ' স্থাপন করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাঁহার সেবা বা ভক্তিই অভিধেয় এবং তাঁহার আনন্দবিধান বা প্রেমই প্রয়োজন। ভগবান্ নিত্য, ভক্তি নিত্য, ভক্ত নিত্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন নির্ব্বাক ও বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য গুণসমূহের কথা কীর্ত্তন করিয়া আস্বাতেই যাহাদের রতি এরূপ

বাসনা গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও যে কৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা বলিলেন। সার্ব্বভৌম পাণ্ডিত্য-প্রতিভার শ্রীমদ্ ভাগবতের "আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন কিন্তু মহাপ্রভু ঐ অর্থের একটিও স্পর্শ না করিয়া ঐ শ্লোকের যে একাদশটি পদ আছে তাহার প্রধান ৭টি পদে আত্মারাম যোগ করিয়া ৭টি অর্থ এবং ১১টী পদের ১১টী অর্থ এই প্রকারে অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। প্রত্যেকটী অর্থেই শুদ্ধভক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম এইবার বিস্মিত হইয়া নিজের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিতে দিতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন। শরণাগতজনকে মহাপ্রভু সর্ব্বদা কৃপা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শরণাগত সার্ব্বভৌমকে নিজের চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বিগ্রহ দেখাইলেন। তৎপরে মাধুর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর বংশীবদন দ্বিভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

চাঁদকাজী-উদ্ধার

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য

শ্রীবাস-অঙ্গন

(কীর্ত্তন-মণ্ডপ)

[শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস প্রভুর কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস—"এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥" (গীত)

(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

মহাপ্রভু—(কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে) আজ আমার কীর্ত্তনে কোন আনন্দ লাগ্‌ছে না,... ...মন যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে! আচ্ছা, এ বাড়ীতে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?

শ্রীনিত্যানন্দ—প্রভো, শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র চারিদণ্ড রাত্রি থাকৃতে দেহত্যাগ করেছে। ওরা আজ বড় বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকাচ্ছন্ন।

মহাপ্রভু—হায়, হায়! এমন কথা তো আমায় বল নি! কৈ, শ্রীবাসের মুখে তো কোন শোকের ছায়া দেখ্‌ছি না! কই, শ্রীবাসের দেহ-মনের কোন বিকার বা বিকৃতি তো নেই? শ্রীবাস, তুমি কি শোকাতুর নও? পুত্র হারা হয়ে তোমার প্রাণ কি একটুকুও কাঁদে নি?

(মালিনদেবীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

মালিনীদেবী—না—না, প্রভু! উনার প্রাণ এতটুকুও কাঁদে নি! উনি কি পাষাণ! (প্রভুর পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়া) যখন আমার খুকুমণি জ্বরে বিভোর হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল, তবুও উনি তা'র চিকিৎসার জন্য বৈদ্য ডাকৃতে ইতঃস্ততঃ কর্‌ছেন,—আর বল্‌ছেন সবই শ্রীহরির মায়া, তারই খেলা! আমি অনুরোধ করায় শেষে বৈদ্যকে ডেকে আন্‌লেন, বৈদ্য দেখ্‌লো, ঔষধ দিল, কিন্তু কই? বাছা তো ফির্‌লো না, বাছা আমায় ছেড়ে চলে গেলো! (ক্রন্দন) ওগো প্রভু, তখনও উনি বল্‌ছেন তোমাদের কান্নায় মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ভঙ্গ হ'লে আমি গঙ্গায় প্রবেশ কর্‌বো। আচ্ছা প্রভু, উনার হৃদয়ে কি স্নেহ-মায়া-মমতা এতটুকুও নেই!

আমি আজ অভাগী পুত্রহারা জননী; আমি এখন কি করি প্রভু, উপায় ব'লে দাও, আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও!

মহাপ্রভু—এখন আর কি কর্‌বে দেবী? মৃত্যুর পর মানুষ বা জীব মাত্রেই দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধানের মত কর্ম্মানুসারে অন্য দেহ আশ্রয় করে। কাজেই মৃত্যুর পর সেই দেহের পুনর্জীবন লাভ কেমন ক'রে সম্ভব? তুমি তো ধর্ম্মপ্রাণা বুদ্ধিমতী—সবই জানো। শ্রীহরির ভজনে মন প্রাণ নিবেদন কর,.. শান্তি পা'বে।

মালিনীদেবী—উনি আমায় বলেছেন,—সবই শ্রীহরির মায়া,...তাঁরই খেলা! তা' যদি সত্য হয় আমি জানি তুই স্বয়ং শ্রীহরির! এ তোমারই খেলা। কৃপা ক'রে আমার খুকুমণিকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু!

(মহাপ্রভুর শ্রীচরণসরোজে পতিত হইল)

মহাপ্রভু—নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, তোমরা শুন্‌ছো তো! দেখ-দেখ এ অভাগীর কাণ্ডখানা! আমার উপর কিরকম চাপ সৃষ্টি কর্‌ছে দেখ।

নিত্যানন্দ—ওতো যথাস্থানেই দুঃখ জানিয়েছে প্রভু ! ওর নিষ্ঠায় তোমার মহিমা কিছুটা দেখ্‌বার আশা রাখি।

মহাপ্রভু—(নিরুত্তর ও নীরব রহিলেন)

মালিনীদেবী—(ক্রন্দনরত অবস্থায় করযোড়ে) প্রভু, আমায় ছলনা ক'রো না। আমি জানি তুমি কে ? আমার কাছে কি তুমি লুকাতে পার ? দাও,—দাও আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও। আমি তা'কে এই শিশু বয়সে আমায় ছেড়ে যেতে দেবো না।

মহাপ্রভু—ভেবে দেখ দেবী ঐ শিশু আর তোমার আছে কি না !

মালিনীদেবী—সে কি প্রভু ! খুকুমণি সে আমারই সন্তান ! আমায় ছেড়ে সে কা'র কাছে যাবে ? সে যে মা ছাড়া এক তিলও থাকে না ! (ক্রন্দন)

শ্রীবাস—আঃ, প্রভুকে বিরক্ত করছ কেন ? তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও।

মালিনীদেবী—ওগো আমায় দূর ক'রে দিও না। আমার খুকুমণির জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না নিয়ে আমি এখান থেকে কেমন করে শূন্য মনে ফিরে যাবো !

(প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক) প্রভো, আমি আবার বাছার হাসিমুখ দেখতে পাবো তো ? সে আবার আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে তো ? (ক্রন্দন)

মহাপ্রভু—তুমি বড় উতলা হয়েছো দেবী। প্রকৃতিস্থ হও,—শোক পরিত্যাগ কর। ভেবে দেখ এ সংসারে প্রত্যেক মানুষ তথা জীবমাত্রেই মরণশীল। কেউ তা'র মায়ের জীবদ্দশায়, আবার কেউ মাতৃ-বিয়োগের পর দেহত্যাগ করে। এজগতে কোন জাগতিক বস্তুই স্থায়ী নয়। 'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ'…; অতএব প্রাণীগণের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মিছা বাৎসল্য স্নেহে মৃত পুত্রের জন্য শোকাকুলা হওয়া উচিত নয়। চল' অন্তপুরে গিয়ে তোমার পুত্রকে একবার দেখে আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

[ইত্যবসরে মৃত শিশুপুত্রকে মৃত-শয্যায় ধারণপূর্ব্বক দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

নগর পথ

(১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক—নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিত কত অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছে শুনেছিস্ ?

২য় নাগরিক—না, শুনি নি তো ! কি অলৌকিক খটনা বল্ দেখি !

১ম নাগরিক—জানিস্ নে ? ঐ নিমাই পণ্ডিত একটা মরা ছেলের মুখ দিয়ে কথা কইয়ে দিলে ! কি আশ্চর্য্য, নিমাই পণ্ডিতের কথায় একটা মরাছেলে শবাধার থেকে তরাক্ করে উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে শুদ্ধ বাংলায় পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগ্‌ল আবার শেষে ঐ শিশু-মুখে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিও শোনা গেল।

২য় নাগরিক—তারপর···তারপর !

১ম নাগরিক—তারপর তা'র উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে আবার সেই যে মরা সেই মরা ! ছেলেটা মরে গেল,···তার শবদাহ হ'ল।

২য় নাগরিক—এ ঘটনা তুই প্রত্যক্ষ দেখেছিস্ ?

১ম নাগরিক—হ্যাঁরে ভাই, আমি স্ব-চক্ষে দেখেছি।

২য় নাগরিক—দূর তোর চোখকে বিশ্বাস নেই ; কি দেখ্‌তে কি দেখেছিস্ তার ঠিক নেই।

১ম নাগরিক—কি বল্‌ছিস্ ? আমি কি কানা না অন্ধ যে দেখ্‌তে পাবো না ? তুই বিশ্বাস কর্ আর নাই কর এ ঘটনা সত্য জেনে রাখিস্।

২য় নাগরিক—এইবার নিমাইয়ের সব বুজরুকি ভেঙ্গে যাবে দেখ্‌বি। কাজীজী সংকীর্ত্তন বন্ধ করে দিচ্ছে। সংকীর্ত্তনের জোরেই ওর এত বড় স্পর্দ্ধা ! এতো একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি !

১ম নাগরিক—তুই ভুল বুঝ্‌ছিস্ ভাই ! আমার মনে হয় যে ব্যক্তি একটা মরা শিশুকে কথা কওয়াতে পারে, সে কখনই সাধারণ শক্তিধর পুরুষ নয়। দেখিস্-সংকীর্ত্তন বন্ধ কর্‌তে গিয়ে কাজীর আবার না দশায় ধসা ধরে।

২য় নাগরিক—তোর কোন ধারণা নেই। একটা রাজশক্তির কাছে সামান্য সাধারণ মানুষের শক্তি কতটুকু ?

১ম নাগরিক—আরে মূর্খ, প্রজাদের শক্তির জোরেই রাজার শক্তি; রাজার শক্তির জোড়ে প্রজার শক্তি নয়। প্রজাগণ একমতাবলম্বী হ'লে যে কোন রাজশক্তিই পরাভূত হবে।

২য় নাগরিক—তুই একটা মহামূর্খ। বঙ্গেশ্বর হোসেন শা'র গুরু এই চাঁদ-কাজী কি না ঐ একটা তুচ্ছ বামুন নিমাই পণ্ডিতের কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌বে···ঐ বামুনের না আছে সৈন্য, না আছে অর্থ, না আছে রাজবুদ্ধি! তুই আমায় বড্ড হাসা'লি ভাই!···হা-হা-হা-হা···!

১ম নাগরিক—কি, আমায় ব্যঙ্গ কর্‌ছিস্? দেখ্‌তেই পা'বি আর বেশী দেরী নেই। ফলেন পরিচীয়তে।

২য় নাগরিক—যদি বাঁচ্‌তে চাস্, আড়ালে-আব্‌ডালে বেড়াবি। খবরদার, —প্রকাশ্যে কোথাও বেড়াস্ নে।

১ম নাগরিক—কেন, কি হয়েছে? পাপ কর্‌লে তা'র সাজা পা'ব এতে আর কি আছে? তা'বলে ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাক্‌বো না কি?

২য় নাগরিক—আরে তা' বলি নি। পাপের সাজাকে আমিও ভয় করি না। তবে কিনা যুদ্ধে মরে গেলে ঘটনা দেখ্‌বি কি করে?

১ম নাগরিক—তা' বটে। চল্ দেখি গে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

বৈষ্ণববন্ধু—(মৃত শিশুকে নামাইয়া রাখিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ বিনম্র ভক্তিযুতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিল)

মহাপ্রভু—এই তো দেবী...তোমার পুত্রের মরদেহ এসে গেছে। (মৃত-শিশুটীর প্রতি) কি হে, তুমি এই অল্প বয়সে শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে যাচ্ছ কেন?

খুকুমণি—(শ্রীবাসের মৃতপুত্র)—(শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহা-প্রভুকে (সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক) প্রভু, আপনি কৃপা করে এই অধমের জন্ম-জন্মান্তরের সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি নিজ কর্ম্ম-ফলে বহু উচ্চ-নীচ লোক ও লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এবার সৌভাগ্যফলে আপনার পরম প্রিয় ভক্তের গৃহে জন্ম লাভ করেছি। এবার আপনার অহৈতুকী কৃপায় আমার ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মৃত্যুকালে আপনার কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেছি ; ফলে আপনার অনুগ্রহে আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছে। এ দেহের নির্ব্বন্ধ ঘুচিলে আর কি এ পৃথিবীতে থাকা যায় প্রভু! এখন আমায় কৃপা করুন যেন আমি কখনও আপনাকে না ভুলি। প্রভু, কে কা'র বাপ, কে কা'র নন্দন!···সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জন করে। যতদিন শ্রীবাস ঠাকুরের ঘরে থাকা ভাগ্যে ছিল, ততদিন এখানে ছিলাম ; এখন অন্য পুরে চল্‌লাম। প্রভু আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। আপনাকে আর কি জানাবো! আপনার নির্ব্বন্ধ অন্যথা কর্‌বার শক্তি কা'র আছে! লীলাময়, আপনার মহানুভব লীলায় আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম ; আমার এ জন্ম সার্থক হ'ল। সপার্ষদ আপনার পাদপদ্মে প্রণাম!

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায়-কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌর-ত্বিষে নমঃ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকম্॥"

(সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল)

[অনন্তর শিশুটী নীরব হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিয়া শবাধারে শুইয়া রহিল। মৃত পুত্রের মুখে ঐরূপ অপূর্ব্ব কথন শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মীত হইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। মালিনীদেবী এই দৃশ্য দর্শনে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রভু মালিনীদেবীর দেহ স্পর্শ করা মাত্রই দেবী সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিলেন।]

মহাপ্রভু—(মালিনীদেবীর প্রতি) দেবী, এবার প্রকৃতিস্থ হও! তুমি ও শ্রীবাস তোমরা দুজনেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। (মৃতের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক) তোমাদের এই অনিত্যপুত্র চলে গেছে ; এখন আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের নিত্যপুত্ররূপে রহিলাম। দেবী, তুমি সমস্ত নম-প্রাণ আমাদের নিবেদন কর, আমরা তোমার পুত্ররূপে সকল আশা-আকাঙ্খা পূরণ কর্‌ব। এখন অন্তঃপুরেগিয়ে শোক পরিত্যাগ করে আমাদিগকে তোমার পুত্রবৎ চিন্তা করে স্নেহরসে মগ্ন হও' গে। এসো শ্রীবাস, এসো নিত্যানন্দ, এইশিশুটীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গঙ্গাতীরে যাই!

সকলে—জয় মহাপ্রভু! জয় গৌর হরি! (সকলের প্রণাম ও প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রাদ্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবগণ যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন সেই বংশ ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়; তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে একবার মাত্র নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মননিবেশিত করিলে, যম অথবা যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না। সুতরাং সেই সকল ভগবদ্ভক্ত 'পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। অসুরপ্রকৃতি দৈবমায়াবিমূঢ় লোকেরাই একমাত্র দেবের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কামাকর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও ঐ ঐশ্বর্য্যসুখলাভের উপায়স্বরূপ আপাত মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে কষ্টদায়ক) পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হন (গীতা ২।৪৩) ঐসকল মূঢ়লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না সুতরাং উঁহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, উঁহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্তৎ ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হয়, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহার কখনও চ্যুতি নাই, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভ করেন। প্রযতাত্মা ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান্ অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহাই অক্ষয় হয়, তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাহা আহার করেন, তপস্যা করেন বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন। (গীতা ৯।২৪-২৭)

কর্ম্মকাণ্ডীর শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর-অধিকারবিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহা দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না; অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পতিত করে।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপুণ। তাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দুক নহেন।

চার্ব্বাক বলেন যে, যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তির বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার

কোন প্রয়োজন নাই। বাটিতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্ত হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চিদুচ্চস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গাস্থত ব্যক্তির তৃপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র। ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোকে গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত রাক্ষসের রচিত; বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদাবদ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজ সেবক সুতরাং বেদবাদে ও দৈবস্মার্ত্তবাদের হেয়তা-প্রদর্শনকারী, জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি উন্মোষিত করাইবার জন্যই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন। যদি বেদপুরাণ-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণদ্বারাই আমাদের পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমই উদিত না হইল তবে পণ্ডশ্রম করিয়া কি লাভ?

বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ও ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার সৎক্রীয়াসারদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

যতোঽভ্যর্চ্চিতে নারায়ণে সতি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিভূতাদয়শ্চ সর্ব্বেপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্ব্বতোভাবেনে সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ। তত্রাহ বিষ্ণুযামল-সংহিতায়াং মৎ পূজনেন বিবুধা পিতরোচ্চিতাশ্চ তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতাঃ সলোকপালাঃ। সর্ব্বে গ্রহান্তরণি-সোমকুজাদিমুখ্যা গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি * * * শ্রীভাগবতে—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

যথোত্তরগীতায়াং—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বাঢ্যা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্পং চ তদা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥

বশিষ্ঠ-সংহিতায়াম্—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

অতএব শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ, ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, আদিপুরুষের পূজা দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃসকল, ঋষিসমূহ, লোকপালবৃন্দ, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গলাদি নবগ্রহ সগণ সহিত পূজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছেন, যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচ করিলে শাখাপ্রশাখা পত্র-পুষ্প-ফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (অর্থাৎ কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ, পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

উত্তরগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, অর্জ্জুন! দেবতাগণের এবং বর্ণিগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বারাধ্য। আমার পূজার দ্বারা তাহাদের সকলেরই পূজা হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ন্যায় আর সঙ্কল্প দান, পিতৃদেবার্চ্চনাদি বা কুশধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন, অর্চ্চনাদিদ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বচনপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে মানুষ মাত্রেরই ইহসংসারে আগমন করিলে ছয়টি ঋণের অধীন হইতে হয়; তদুত্তর এই যে, ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই অনন্যশরণ

গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই ঐ ছয় প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রের যে-কেহ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভপূর্ব্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্যশরণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্ন-জলাদি নিবেদন, পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কর্ম্মিগণের ন্যায় তর্পণ-শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্ব-সংঘাতকব্রত-ক্রিয়াপর হন তাহা হইলে তিনি তত্তৎ কর্ম্মফলে ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দসাগর ঘনশ্যাম-সুন্দরস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান্ অনন্যশরণদিগের একমাত্র সেব্য, তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাহাদের স্বাভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ট-সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু উপাসক গৃহস্থ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কখনও করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

ভক্তি ও ভীতি

ভীতি ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত জিনিষ। ভক্তিতে ভীতি নাই, যেখানে ভীতি সেখানে ভক্তি নাই। আলো ও অন্ধকার, ভয় ও অভয়, ভগবান্‌ও মায়া, ভীতি ও ভক্তি যুগপৎ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। একাভিনিবেশ যেখানে, সেখানে ভক্তি। ভক্তের রক্ষক আছেন। ভগবান্ ভক্তের রক্ষক। ভক্ত সরল, একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। যেখানে সরলতা ও একনিষ্ঠতার অভাবে বহুমুখিনী চেষ্টা, সেইখানেই ভয়। যিনি ঈশাশ্রিত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন, তিনি নির্ভীক। আর যিনি নিজেকে নিজের রক্ষক কল্পনা করেন, যাঁহার ঈশাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা না থাকায় তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত।

অভয়াশ্রিতের আবার ভয় কোথায়? যিনি অভয়পাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারই যত ভয়। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—সকলেই অভয়। 'অভয়ের আমি' কি কখনও ভয়কে ভয় করে? ভয় ত' সেখানে যাইতেই পারে না। যাঁহারা অভয়-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভয়ের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। ভয় মানে কাল বা মৃত্যু। হরিনামের ত্রিসীমানায় কালের গতায়াত নাই। শ্রীনাম অভয় ও অমৃত। সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে বা হরিনামের বা হরিজনের ভয় বা মৃত্যু নাই। সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষক। ভোগ্য-দর্শনেই ভয়। যেখানে সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন, সেখানে ভয় নাই। ভীত ভক্ত নহে। শরীরের প্রতি অত্যন্ত মমতা থাকিলেই মৃত্যু ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিবিমুখেরই মৃত্যুভয় থাকে। যমরাজ বৈষ্ণব, কাজেই তিনি বিষ্ণুর কৃপাভিখারী বা আশ্রয়-প্রার্থীর নিকট ভয়াবহ নহেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। শ্রীহরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজ ভোগের ইচ্ছায় যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণেতর বস্তু বা মায়াই দ্বিতীয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞানবস্তু। জড়াভিনিবেশই ভোগবুদ্ধি। ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে অভিনিবেশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয়। ভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই সপরিকর শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিলে ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে কোন প্রকারে একের প্রতি—কৃষ্ণের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই। একাভিনিবেশ না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি করিয়া যাইবে? অসতে অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। অভিনিবেশই সৎসঙ্গ। দ্বিতীয় বা জড়ের প্রতি অভিনিবেশই অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গের দ্বারাই এই অসৎসঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। দাসাভিমানে নির্ভীকতা, আর প্রভু অভিমানে ভয়। যেখানে দম্ভ সেইখানেই ভয়। গুরুবৈষ্ণবভৃত্যানুভৃত্যের—দীন হীন কাঙ্গালের ভয় নাই। ভগবান্ ভক্তকে সর্ব্বক্ষরণ রক্ষা করেন তাই প্রপন্ন ব্যক্তির ভয় নাই। প্রহ্লাদের ভয় ছিল কি? তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কি ভগবান্‌কে ভুলিয়াছিলেন? সুদর্শন সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবলজাতা জলদগ্নিরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় ভক্তপ্রবর শ্রীঅম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, তখন কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীঅম্বরীষ ভীত হইয়াছিলেন কি? ভগবৎপাদপদ্মে

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্ভীক শ্রীঅম্বরীষ স্বস্থান হইতে একচুলও বিচ্যুত হন নাই। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তখন তিনি ভীত হইয়াছিলেন কি? মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি তিনি অচল-অটল থাকিয়াও বজ্রগম্ভীরস্বরে এই কথা বলেন নাই?—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥

বৈষ্ণবচূড়ামণি জগদ্‌গুরু শ্রীশিব বলিয়াছেন যে, নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে তাঁহারাই—কেবল নির্ভয়। কারণ তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয়স্থল।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহ-গ্রহণ ত'। একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা পোষাক গ্রহণ,—ইহার জন্য চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্ম-মরণমালা নিবৃত্ত হয়। নামাভাস হইলে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। আর নামের ফল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ। সুতরাং যাঁহারা শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে মস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। হরিনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে ভয়ই ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—এখন জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ্—সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া দরকার। সেবোন্মুখ হইয়া যত্নপর হইলে কৃপা নিশ্চয় হইবে।

সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থযুক্ত ও অভয় হইবার উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৩)

এই অনর্থবহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমলসেবা অর্থাৎ তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবের সর্ব্বদা অভয়স্থল। অনিত্য দেহাদি-বিষয়ে 'আমি আমার বোধ লইয়া শত-সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ অভয়পদ-সেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে। কোন বিঘ্ন বা ভয় ভক্তের গন্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। ভক্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই চান না, আর কিছুই জানেন বা, আর কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহার অন্তর বাহির কৃষ্ণময়। যে সর্ব্বক্ষণ অভয় চিন্তায় রত, তাঁহার ভয় থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা শুনিলাম,—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় হয়। সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশটী কি? ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভোক্তৃ-অভিমান বা পুরুষাভিমানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়, আর সেবকাভিমানে সেব্য ভগবানের প্রতি অভিমান হইয়া থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই তৎসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন'—এইরূপ অভিনিবেশের অন্যথায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ। যেখানে কৃষ্ণবিস্মৃতি সেইখানেই চিন্তা বা ভয়। ভক্ত কখনও ভগবান্‌কে ভুলে না, পরন্তু গুরুদেবাত্মা হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন বলিয়া তাঁহারা সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত।

জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নজাতীয় বস্তু। জৈবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল কল্পিত অনিত্য মনোধর্ম্ম নহে। জীব চেতন—জন্ম-মরণহীন, অশোক, অজর। তিনি কর্ম্মফলবশতঃ কৃষ্ণেচ্ছায় মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল দেহে প্রবেশ করিলেও কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন হন না, নিত্য অবস্থায় থাকেন। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম না থাকায় ইনি অব্যয়, অমর, অপরিণামী বা সৎ কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট; সুতরাং অ-সৎ।

সতের ধর্ম্ম এবং অসতের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের ভয় খুব বেশী। কিন্তু যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়-অভিনিবেশ না থাকায় যাঁহারা নিত্য স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহার দেহ, মন আত্মা ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, গৃহ, ধনাদি সবই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। আমার বস্তু বা ভোগ্য বস্তু নাশ হইবে বলিয়াই লোক ভয় পায়। কিন্তু ভোগ্যবস্তুই যাঁহার নাই, যিনি নিজেকে কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণকে নিজের বলিয়া জানেন, তাঁহার ভয় থাকিবে কেন? তিনি ত' কখনও নষ্ট হইবেন না। সুতরাং যেখানে নাশ নাই, সেখানে ভয়ও নাই। ভক্তের নিজের কোন চিন্তা নাই; তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করেন। তিনি ভগবানের আশ্রিত বলিয়া শ্রীভগবান্‌ই তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। শরণাগতের ভয় নাই। অশরণাগতেরই ভয়। যেখানে ভীতি, সেখানে শরণাগতি নাই; যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। সেইজন্যই বলিতেছে, ভক্তি ও ভীতি যুগপৎ একসঙ্গে থাকে না।

—শ্রীচিন্ময়ানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"— এই কথাটী অনেকেই অনেক স্থলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সংশয়ের বা সন্দেহের বিষময় কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করেন কয়জন? আমরা এরূপ লোকও দেখিতে পাই, যে অন্যত্র দুইজন লোককে পরামর্শ করিতে দেখিলেই মনে করে,-- ঐ লোকদ্বয় তাহার বিরুদ্ধেই পরামর্শ করিতেছে। কোনও সময় কোনও জজ সাহেব কোনও ব্যক্তির জবানবন্দী শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট বলিয়াছিল যে, জজ সাহেব নিশ্চয়ই ঘুস খাইয়াছেন নতুবা হাসিবেন কেন? আমরা তাহাকে তাহার বিচারের প্রতিকূলে বুঝাইতে যাহা কিছু বলিলাম তাহার কোনটীই লোকটীর অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। শুধু সন্দেহের প্ররোচনায় কত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর কার্য্য ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংশয়ের দাসত্বের ফলে কত সোনার-সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাও সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ মানব এইসকল প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র সাবধান হইতে পারেন না, ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা? আবার কলির সুব্যবস্থায় এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা সন্দিগ্ধচিত্ততার সুযোগ লইয়া মনের আনন্দে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে।

সাংসারিকজনগণ সন্দেহের বসে যে অসুবিধায় পতিত হয়, তাহা খুব বিস্ময়ের কথা নহে। কিন্তু নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও যে বহু ব্যক্তি সন্দেহের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অকল্যাণ করণ করে ইহা বড়ই দুঃখের কথা। নিজের ছিদ্র কিছুমাত্র না দেখিয়া—বহির্ম্মুখতার খরস্রোতে যে অনন্ত নিরয়ের দিকে চলিয়া যাইতেছি তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া শুধু সন্দেহেরবশে পরনিন্দা পরচর্চ্চা ও অপরের কুৎসা বর্ণন করিবার জন্য যে শতমুখ হইতেছি। তাহার কী ভীষণ পরিণাম, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কি? পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় অনভীপ্সিত কার্য্যের সঙ্গ হয় বলিয়া ঐকার্য্যগুলি যে ঐ চর্চ্চাকারীকে গ্রাস করে তাহা অভিজ্ঞতায় অনেকেই হয়ত' লক্ষ্য করিবেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা— "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ" যে কার্য্যে আমার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে না—নিন্দাও করিতে হইবে না। কারণ উভয় কার্য্যেই তাহার সঙ্গ হইয়া থাকে। আবার

"সংসর্গজা দোষাঃ গুণাঃ ভবন্তি।" এখন সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া যদি পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় পঞ্চমুখ হই, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের জন্য ত' ভীষণ অসুবিধায় পতিত হইতে হইলই, তদতিরিক্ত যাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছি তিনি যদি প্রকৃত সাধু হন তাহা হইলে সেই সাধুর চরণে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইল তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিন্দুমাত্রও উপায় নাই। তাহাতে বিনাশ বা ত্রিতাপের লৌহ শৃঙ্খলে দৃঢ়াবদ্ধাবস্থা লাভ অবশ্যম্ভাবী।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাধু চেনা যায় না। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়" আর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সাবধানবাণী— "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত-জনস্য পশ্যেৎ।" কিন্তু মঙ্গলকামী এইসকল আচার্য্যগণের বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না, কর্ণ অগ্রসর করি অন্যের নিন্দা-শ্রবণের জন্য অন্যায়ভাবে কেন, ন্যায়ভাবেও যদি কেহ আমার নিন্দা করে, তাহা হইলে আমি 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া উঠি, অথবা অপরকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না।

নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনকারিগণ বাস্তব-বস্তুরই উপাসক— সন্দেহের নহে। সুতরাং সন্দিগ্ধচিত্তজনগণ ভাগবতধর্ম্মে বা বৈষ্ণবধর্ম্মে অবস্থিত নহে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অপরের যশ ম্লান করিবার জন্য—সাধুগণকে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগি আর গৃহাসক্তির অঞ্চলতলে অবস্থানপূর্ব্বক ভাগবত আলোচনার ছলনা করি! ভাগবতের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যে, অভিযান, ইহা কি ভাগবত আলোচনা, না ভাগবতের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ? আবার বাবাজীর বেশ পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত সৌখ্য স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদের সন্দেহ হইতে উত্থিত মধুর-বাণীতে ভরপুর হইয়া চতুর্দ্দিকে তাহা ছড়ানোর যে হীন-চেষ্টা, তাহার সহিত ভাগবত শিক্ষার কি সম্বন্ধ, অথবা ভাগবত ঐসকল ব্যক্তির গতি কি নির্ণয় করিয়াছেন তাহারও আলোচনা হওয়া দরকার। বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়াছে, যমের দ্বারে এক পা দিয়াছি কিন্তু তথাপি ভিত্তিহীন কুৎসা রটনাদ্বারা অপরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার বা আমি যে-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছি সেই বিষে অপরকেও দগ্ধ

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—এই কথাটী অনেকেই অনেক স্থলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সংশয়ের বা সন্দেহের বিষময় কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করেন কয়জন? আমরা এরূপ লোকও দেখিতে পাই, যে অন্যত্র দুইজন লোককে পরামর্শ করিতে দেখিলেই মনে করে,—ঐ লোকদ্বয় তাহার বিরুদ্ধেই পরামর্শ করিতেছে। কোনও সময় কোনও জজ সাহেব কোনও ব্যক্তির জবানবন্দী শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট বলিয়াছিল যে, জজ সাহেব নিশ্চয়ই ঘুস খাইয়াছেন নতুবা হাসিবেন কেন? আমরা তাহাকে তাহার বিচারের প্রতিকূলে বুঝাইতে যাহা কিছু বলিলাম তাহার কোনটীই লোকটীর অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। শুধু সন্দেহের প্ররোচনায় কত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর কার্য্য ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংশয়ের দাসত্বের ফলে কত সোনার-সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাও সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ মানব এইসকল প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র সাবধান হইতে পারেন না, ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা? আবার কলির সুব্যবস্থায় এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা সন্দিগ্ধচিত্ততার সুযোগ লইয়া মনের আনন্দে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে।

সাংসারিকজনগণ সন্দেহের বসে যে অসুবিধায় পতিত হয়, তাহা খুব বিস্ময়ের কথা নহে। কিন্তু নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও যে বহু ব্যক্তি সন্দেহের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অকল্যাণ বরণ করে ইহা বড়ই দুঃখের কথা। নিজের ছিদ্র কিছুমাত্র না দেখিয়া—বহির্ম্মুখতার খরস্রোতে যে অনন্ত নিরয়ের দিকে চলিয়া যাইতেছি তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া শুধু সন্দেহেরবশে পরনিন্দা পরচর্চ্চা ও অপরের কুৎসা বর্ণন করিবার জন্য যে শতমুখ হইতেছি। তাহার কী ভীষণ পরিণাম, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কি? পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় অনভীপ্সিত কার্য্যের সঙ্গ হয় বলিয়া ঐকার্য্যগুলি যে ঐ চর্চ্চাকারীকে গ্রাস করে তাহা অভিজ্ঞতায় অনেকেই হয়ত' লক্ষ্য করিবেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ" যে কার্য্যে আমার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে না—নিন্দাও করিতে হইবে না। কারণ উভয় কার্য্যেই তাহার সঙ্গ হইয়া থাকে। আবার

চিৎসবিশেষবাদ-অস্বীকারকারী নির্ব্বিশেষ বাদিগণের বিচার বহু প্রবন্ধে নিরস্ত করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা অনাবশ্যক পল্লবগ্রহিতার পক্ষপাতী নহি। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন—তখন প্রসঙ্গক্রমে অসৎ মতগুলি অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে-বিচার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডিত হইয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে শুভবিজয় করেন, তখনও পূর্ব্বোক্ত মতবাদসমূহ ঐ শেষবাসিগণকে গ্রাস করিয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন,—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রেঽ বৈষ্ণবান্॥

উক্ত শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীগৌরসুন্দর বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা উদ্ধার করিয়া 'বৈষ্ণব' করিয়াছিলেন। 'বৈষ্ণব' বলিতে সাধারণ জনগণ শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির ন্যায় একটি সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমযুক্ত। যাঁহারা বিষ্ণুসেবক তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু খণ্ড ধারণায় আবদ্ধ নহেন। পঞ্চোপাসকীয় ধারণায় বিষ্ণুর অভিজ্ঞান নাই। "ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ।" শিব, শক্তি, গণেশ, প্রভৃতি সকল দেবতাই বিষ্ণুর সেবক। বস্তুতঃপক্ষে—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস"। বিষ্ণুকে না মানিলে বিষ্ণুর কিছু ক্ষতি হয় না। নিজের কল্যাণের পথে কুঠারাঘাত করা হয় মাত্র। বৈষ্ণব হওয়াই মনুষ্যজীবনের সাধনের চরম ফল। পঞ্চোপাসকগণ কল্পনা-মূলে যে সাকার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'মনুষ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ' অপেক্ষাও হীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কাল্পনিক বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বা ভগবান্ বলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হনী (Psilanthropy)। এতদ্ব্যতীত অণুচিৎ জীবকে বিভুচিৎ ব্রহ্ম বলা কি Psilanthropy নহে? বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে এই প্রকার Psilanthropyর কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গোলে হরিবোল দিয়া "ঐ চোর" বলিবার যে বাহাদুরী, তাহা সজ্জন-সমাজে প্রশংসনীয় নহে।

সংসারে একশ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারাও অক্ষজজ্ঞানী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অধোক্ষজ-তত্ত্ব হৃদ্দেশ আলোকিত করিলে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে না। সেই অধোক্ষজ-কৃপালোক হৃদ্দেশে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে ধারণা তাহাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইহজগতে আমরা দেখিতে পাই, সুচতুর পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট ছদ্মবেশ-ধারী ব্যক্তির গুপ্তবেশ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত সুচতুর। তাঁহার চাতুর্য্যের নিকট ভগবানের চাতুর্য্যও অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়। তাই মহাপ্রভু নিজকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণের নিকট আত্ম-স্বরূপ গোপন করিতে পারেন নাই। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা নীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ষড়্ভুজবিগ্রহ প্রদর্শন, রায়-রামানন্দের নিকট রসরাজ মহাভাববিগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতিতে আমরা তাঁহার জলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। নাস্তিকগণ এই সকল লীলা অস্বীকার করিলেও সত্যবস্তু কখনও মিথ্যা হইয়া যাইবে না। যাঁহারা মহাপ্রভুর অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহেন তাঁহারা "ধোয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট-দোহং", "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং", "আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" প্রভৃতি শ্রীভাগবতের শ্লোক অধোক্ষজতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর পাদপদ্মে অনুশীলনের সুযোগ পাইলে জানিতে পারিবেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

নিম্নলিখিত শ্লোকমালা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অবতারিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

মহাভারতে—

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ।
সুবর্ণবর্ণহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

গরুড় পুরাণে—

কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাম্।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥
অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

বায়ুপুরাণে—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥

নারদীয় পুরাণে—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

স্কন্দপুরাণে—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ॥

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্ ॥

উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্‌সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

বস্তুতপক্ষে ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তায় যাঁহাদের সন্দেহ তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। "মনুষ্যে ভগবত্তারোপ" ও "ভগবানে মনুষ্যত্বারোপ" প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যাঁহারা আত্মকল্যাণ লাভে যত্নশীল আমরা তাঁহাদিগের নিকট শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিম্নলিখিত সাবধান-বাণী কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং।
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন তয়ি ॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিশালী নামাবলীই উচ্চৈ-স্বরে কীর্ত্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্যমধুর রূপই ধ্যান কর,—যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না।

নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র বর্ত্তমান বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল,—সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক,—
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥

পরস্পর বিপরীত

কাম ও প্রেম। দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি। অনুকরণ ও অনুসরণ। শুদ্ধ ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য। বদ্ধ ও মুক্ত। ভক্তিগত ও ভক্তিস্তব্ধ। অপ্রাকৃত-সহজিয়া ও প্রাকৃত-সহজিয়া। চিদ্রস ও জড়রস। বিলাস ও বিরাগ, শ্রীধাম ও গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ ও মায়া। সেবা ও ভোগ। সেব্য ও ভোগ্য। নাম ও নামাপরাধ। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ। জল ও গঙ্গা।

ক্লেশ ও তাপ

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ইহাই ক্লেশ। অধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক—ইহাই ত্রিতাপ।

দশা

শ্রবণ-দশা, বরণ-দশা, স্মরণ-দশা আপন-দশা ও সম্পত্তিদশা।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

নবেজ্যা

অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামকীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নধারণ, অর্চ্চন ও বৈষ্ণব-আরাধন।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

লোৎপাদয়েন্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ নারায়ণ, ৪৮৪ গৌরাব্দ / বুধবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ; ইং ১৬।১২।১৯৭০ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ঘট্টক্রীড়াকুতুকিঅমনা নাগরেন্দ্রোনবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীং ॥৭৭॥

ঘট্টক্রীড়ার কুতুকিতমনা নবীন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রাতঃকালে বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া দানী ভাবে যে স্থানে মদন নৃপতির গব্যদানচ্ছলে সখী-বেষ্টিতা শ্রীরাধিকাকে অবরোধ করিয়াছিলে, সেই কৃষ্ণবেদিকাকে আমি নমস্কার করি ॥৭৭॥

নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননিবৃত্তিরস্মি-
ন্নত ইদমভিধানং প্রাপয়ত্তৎ সভায়াং।

রসবিমুখ নিগূঢ়ে তত্র তজ্জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনেন ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু এই সরোবরে অতি নির্জ্জনে দানলীলা নির্ব্বর্ত্তন হইয়াছিল এই হেতু সেই সভাতে যে সরোবর দানসরোবর এই নাম লাভ করিয়াছেন আর যিনি দানলীলানভিজ্ঞজন সকল কর্ত্তৃক এক মাত্র বেদ্য হইয়াছেন, সেই দানসরোবরে দানলীলা প্রবর্ত্তন দ্বারা আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥

সীরি ব্রহ্মকদম্বখণ্ড সুমনোরুদ্রাপ্সরোগৌরিকা
জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহার বিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া ।
যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতোগোবর্দ্ধনাদ্রে রমূ
নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবতগিরি শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥ ৭৯ ॥

সীরি সরোবর অর্থাৎ বলদেবের কুণ্ড, কদম্বখণ্ড সরোবর, পুষ্প সরোবর, রুদ্র সরোবর, অপ্সর সরোবর, গৌরী সরোবর, জ্যোৎস্নামোক্ষণ সরোবর, মাল্যহার সরোবর, বিবুধারী সরোবর, এবং ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি যে সমস্ত সরোবর গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, ইহাদিগকে এবং চক্রকতীর্থে দৈবৎ গিরিস্থিত শ্রীরত্নপীঠ সমূহকে আমি স্তব করি ॥ ৭৯ ॥

অহো দোলাক্রীড়ারসবরভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিবরধরৌ তৌ প্রতি মধু ।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিত মুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ ৮০ ॥

দোলা ক্রীড়ার রসভরে উৎফুল্ল বদন শ্রীরাধাগোবিন্দকে সখীগণ প্রত্যেক বসন্তকালে যে স্থানে অতি হর্ষে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ মহৎ গোবিন্দস্থলকে আমি ভজনা করি ॥ ৮০ ॥

প্রিয়া প্রিয়প্রাণবয়স্যবর্গে ধৃতপরাধং কিল কালিয়ং তং ।
যত্রার্দ্দয়ৎ পাদতলেন নৃত্যন্ হরির্ভজে তং কিল কালিয়ং হ্রদং ॥৮১॥

প্রিয়তম প্রাণাধিক বয়স্যগণের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে যে স্থানে অর্দ্দিত করিয়াছিলেন সেই কালিয়হ্রদকে আমি ভজনা করি ॥ ৮১ ॥

স্যূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত্ত উগ্রাতপৈ-
র্ভক্তিপ্রেমভরৈ রুদারচরিতঃ শ্রীমান্মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ ক্বণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্য নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥ ৮২ ॥

স্ত্রী পুরুষগণে এবং শব্দায়মান পশুগণে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদার চরিত্রে অর্থাৎ মানবলীলা বশতঃ অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া যে স্থলে প্রেমভক্তি সহকারে দ্বাদশ সূর্য্য কর্ত্তৃক উগ্র আতপ দ্বারা অতি হর্ষে সেবিত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্বাদশসূর্য্য নামক তীর্থকে আমি সর্ব্বদা আশ্রয় করি ॥ ৮২ ॥

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজ্ঞাতঘর্ম্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতোনিপতিতৈ র্যত্তীর্থ মুচ্চৈরভূৎ।
তত্তৎ কোমলসান্দ্র সুন্দরতর শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-
দ্গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥৮৩॥

অত্যন্ত আতপ সেবনে গোবিন্দের অঙ্গ হইতে পতিত সঞ্জাত ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা যে তীর্থ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অতি সুন্দর শোভাশালী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গোদ্গত গন্ধ দ্বারা যাহার জল অতি মনোহর ও দ্যুতিশালী হইয়াছে সেই প্রস্কন্দন নামক কুণ্ডকে বন্দনাপূর্ব্বক আশ্রয় করি ॥ ৮৩ ॥

কাত্যায়ন্যতুলার্চ্চনার্থমমলে কৃষ্ণাজলে মজ্জতঃ
কন্যানাং প্রকরস্য চীরনিকরং সংরক্ষিত তীরতঃ।
হৃত্বারুহ্য কদম্বমুজ্জ্বল পরীহাসেন তং লজ্জয়ন্
স্মেরংস্তং প্রদদৌ সুভঙ্গিমুরজিত্তং চীরঘট্টং শ্রয়ে ॥ ৮৪ ॥

কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পূজনার্থ যমুনা জল মগ্ন গোপকন্যাগণের তীর সংরক্ষিত চীরনিকর অর্থাৎ বস্ত্র সমূহ যে স্থলে অপহরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করত সমুজ্জ্বল পরিহাসে উক্ত কন্যাগণকে সমধিক লজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে পুনরায় সেই বস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন, আমি সেই চীর ঘাটকে অশ্রয় করি ॥ ৮৪ ॥

হেষাভির্জ্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিত পূর্ণং দহন্তং জগৎ।

তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং যত্র
ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥ ৮৫ ॥

সমধিক অহঙ্কারে হেষারব দ্বারা "হে লাভিঃ" এই পাঠে হেলা অর্থাৎ অবলীলাক্রমে যে ত্রিজগৎকে কম্পিত করে এবং প্রফুল্ল নেত্র ঘূর্ণনে সমগ্র জগৎকে দগ্ধকরে সেই পরম শত্রু কেশীকে অর্থাৎ অশ্বরূপধারী কংস প্রেরিত কেশী নামক চরকে শ্রীকৃষ্ণ তৃণতুল্য নিঃশেষ রূপে বিদারিত করিয়া রুধির ক্লিন্ন স্বীয় হস্তদ্বয়কে যে স্থানে ধৌত করিয়াছিলেন সেই কেশীতীর্থ অর্থাৎ কেশীঘাটকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৫ ॥

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগণৈঃ সৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতে মহোসিদ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতং ।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞ সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা ভক্ত্যা
ভোজিতবান্ স্থলং চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥৮৬॥

সুবিজ্ঞ যাজ্ঞিক মুনিগণের পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণ স্বয়ং অতি ভক্তি ও হর্ষের সহিত বিবিধ স্নিগ্ধ বয়স্যগণে বেষ্টিত এবং বলরাম সহিত স্বেচ্ছা বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-ভেদে চতুর্ব্বিধ অমৃত নিন্দি এবং স্বাস্থ্যাদি গুণযুক্ত অন্ন যে স্থলে ভোজন করাইয়াছিলেন আমি সেই স্থানকে এবং যাজ্ঞিক বধূবর্গকে বন্দনা করি ॥ ৮৬ ॥

মুদা গোপেন্দ্রস্যাত্মজ ভুজপরিষ্বঙ্গ নিধয়ে
স্ফুরদ্গোপীবৃন্দৈর্যমিহ ভগবন্তং প্রণায়ভিঃ ।
ভজদ্ভিস্তৈর্ভক্ত্যা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তমচিরা-
দযমীতিরে গোপীশ্বরমনুদিনং তং কিল ভজে ॥৮৭॥

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গরূপ রত্ন লাভের নিমিত্ত যমুনাতীরে কৃষ্ণপ্রণয়ি গোপীগণ, স্ফূর্ত্তি সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক যে ভগবান্ সদাশিবের ভজন করতঃ অতিশীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গোপেশ্বর সদাশিবকে আমি প্রতিদিন ভজন করি ॥ ৮৭ ॥

(ক্রমশঃ)

জাগতিক উচ্চাবচজাতিত্ব পারমার্থিক-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building.
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram
New Queen's Road, Chaupatty, Bombay.

২৯ ফাল্গুন, ১৩৩৯, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৩
১লা বিষ্ণু, ৪৪৭ গৌরাব্দ

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম,—রায়সাহেব * * * আর ইহজগতে নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার যতই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

শুনিতেছি যে, * * নামক এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর কোন ধনী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন জাতিবিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাবচ জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্তৎ সামাজিক জাতিরমধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিদ্বেষী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দু-জাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চ-জাতি-বিশেষের ন্যায় উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্ম্মধ্বজি ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব,—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহও যদি একযোগে ধর্ম্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোন দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত * * বিদ্যাভূষণ "গৌড়ীয়-সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাস্থ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরি-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(কুটীনাটী)

১। 'কুটীনাটী' কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি ?

"'কুটীনাটী' শব্দে—'কু-টী' ও 'না-টী' এই দুইটী কথা বলা আছে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কু-টী' দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কু-টী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটী-নাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটী-নাটী। কুটী-নাটী প্রবল থাকিলে মনে খাদ্যদ্রব্যে সুখ-লাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণ-ভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ কুটীনাটী-গ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধককে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন ?

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

৩। মহাপ্রভু 'কুটীনাটী' শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

"'কুটীনাটী' শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল এই মন্দ' শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

৪। 'কুটীনাটী'-গ্রস্থ ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয় ?

"কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান প্রযুক্ত মহামহা প্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া-সময়ে ঘৃণা

প্রকাশ করেন ; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হে সনাতন ! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

৫। কিরূপ 'তাপ'কে ভণ্ডামি বলা যায় ?

"যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাশ্রয়-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৬। কপটীদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন ?

"নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে।"　　—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৭। শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটীল নহে ?

"পরমার্থবিচারেঽস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ॥

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থের আলোচনা-সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্য দোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্কসমূদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়।"

কৃঃ সঃ, ১০।১৯, অনুবাদ

৮। কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ ?

"নাটকাভিনয়-প্রায়,　　সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার,　　সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ॥ —কঃ কঃ 'উপদেশ', ১৯

৯। ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে ?

"ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে।"　　—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে হরে হরে ।
সদ্যমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম ।
তাকে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণানিদান ॥

কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায় ।
নরমাত্র ত্রাণ পায় সর্ব্ববেদে গায় ॥

এরূপ মাহাত্ম্য নামের শুনিনু শ্রবণে ।
সর্ব্বত্র সমান ফল নাহি হয় কেনে ॥

প্রভু বলে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল ।
বিশ্বাস অভাবে কেহ নাহি লভে ফল ॥

প্রভু বলে অন্তর্য্যামী নাম-ভগবান্ ।
বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান ॥

নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে ।
নামের ফল নাহি পায় নামাপরাধে মরে ॥

নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে ।
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় ।
অপরাধ নাশিতে আর কারো শক্তি নয় ॥

যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায় ।
যে করে আশ্রয় তার সর্ব্বলাভ হয় ॥

যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী ।
যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী ॥

কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে ।
কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে ॥

পরি খসি ভগ্ন দষ্ট দগ্ধ বা আহত ।
হঞা বিবশে বলে আমি হৈনু হত ॥

কৃষ্ণ হরি নারায়ণ নাম মুখে ডাকে ।
যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাঁহাকে ॥

মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিনামে।
শুদ্ধ হঞা গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে॥
আর্ত্ত বা বিষণ্ণ শিথিলমনা ভিত।
ঘোরব্যাধি-ক্লেশে আর নাহি দেখে হিত॥
নারায়ণ হরি বলি' করে সংকীর্ত্তন।
নিশ্চয়ই বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন॥
সর্ব্ব অনর্থ-নাশী হরিনামসংকীর্ত্তন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাস্খলিতাদি বিপদনাশন॥
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়।
নামের বিক্রম কভু না হয় উদয়॥
বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়।
এ এক রহস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চয়॥
শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তাঁরে।
যাঁহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে॥
সর্ব্ব-অর্থদাতা হরিনাম-মহামন্ত্র।
ফুকারিয়া কহে যত বেদাগমতন্ত্র॥
হরিনামবলে সর্ব্ব ষড়্বর্গদমন।
রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্মসাধন॥
মুক্তি ত সামান্য ফল নামের নিকটে।
হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
মুক্তিহেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহেন, নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥　　(প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২)

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ইহার পূর্ব্বেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে অরুণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূর হয়, মুক্তিও তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৩৪) উহাকে আত্যন্তিক লয় বলা হইয়াছে.—

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্॥

যখন বিবেকাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক অচ্যুতাত্মানুভব উপস্থিত হয় তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়।

সংসারাবস্থায় জীবের মায়াময় অহঙ্কার—আমি অমুক ব্যক্তি, অমুকের পুত্র, অমুক জাতি, বিদ্বান্, সুন্দর ইত্যাদি অভিমান থাকে। বিবেক বলে এই অভিমান তিরোহিত হইলে যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়—তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়। ভগবদ্ বহির্ম্মুখতা জন্য যে সংসারভ্রম হইয়াছিল তাহা সম্যকধ্বংস হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।' অন্যথারূপ অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ভাবনিবৃত্তি হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। স্বরূপে ব্যবস্থিতির অর্থ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। জীব যখন মায়াপরবশ হইয়া সংসারে যাতনা ভোগ করে—দৈহিক মমতা-পাশবদ্ধ মনুষ্য পশ্বাদি অভিমান থাকে তাহা স্বরূপজ্ঞানের অভাবে। সেই অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নিজ চিৎ স্বরূপতা বোধগম্য হয়।

এস্থলে যে স্বরূপে অবস্থিতর কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্ম-লক্ষণ মুখ্যস্বরূপ। রশ্মি পরমাণু সকলের সূর্য্য যেমন পরমাশ্রয় তদ্রূপ পরমাত্মাও জীবসমূহের পরম অংশস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন (ব্রহ্মার প্রতি ভগবদুক্তি)—

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥

শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—আত্মানং জীবং তত্ত্বং ত্বং পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্যাত্মভূতেন ময়া তৎপদার্থেন উপেতং অর্থাৎ আত্মাকে শুদ্ধ-জীব স্বরূপত্বং-পদার্থকে স্বরূপ—নিজাত্মভূত আমার—তৎপদার্থের সহিত যুক্তদর্শন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। পরমাত্ম স্বরূপের সত্তায় জীবাত্ম স্বরূপ সত্তাবান্। এইজন্য পরমাত্ম স্বরূপকে মুখ্যস্বরূপ বলা হয়।

অণুচিৎ জীব স্বরূপে অণুপরিমাণ আনন্দ আছে। সেই স্বরূপ অনুভূত হইলে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না, তজ্জন্য ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষা করিতে হয়। ভগবৎকৃপায় জীব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং অখিলাত্মানাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

দেহিগণের আত্মাই প্রিয়তম। আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই অখিল জীবের আত্মাস্বরূপ। তিনি জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবীতি। (তত্তিরীয় ৭।২) অর্থাৎ পরব্রহ্মই রসস্বরূপ। সেই রস লাভ করিলে জীব সুখী হয়।

মায়ার কার্য্য "অজ্ঞান" দ্বারা জীব আবৃত হইয়া বিবিধ সংসার যাতনা ভোগ করে। সেই অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই নিজস্বরূপ জ্ঞান আবির্ভূত হয়। তাহাতে সংসার-দুঃখ নাশ হয়। তৎপরে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানোদয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। তাহা দুইপ্রকার—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগৎপ্রাপ্তি। মায়ার বৃত্তিরূপ অবিদ্যা নাশের অব্যবহিত পরে যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আবির্ভাব। ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অধ্যায়নাদিজনিত ব্রহ্মজ্ঞান নহে। যেরূপ সূর্য্য হইতে রশ্মিসকল পৃথিবীতে আসিয়া পার্থিববস্তু ও সূর্য্যকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ চিচ্ছক্তি সাধকজীবে আবির্ভূত হইয়া নিজ স্বরূপানুভব ও ব্রহ্মানুভব উপস্থিত করে।

সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি উপাসনা তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। স্বস্থানে কিম্বা সর্ব্বলোক ও সর্ব্বাচরণ অতিক্রমের পর যে সকল ব্যক্তি তৎপ্রাপ্তির জন্য পরমোৎকণ্ঠিত হন, তাঁহারা স্বস্থানে অবস্থান করিয়া তথায়ই ব্রহ্মানুভব লাভ করেন।

যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।
(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

আর যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের বৈভব দর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা বিভিন্ন লোকের (ভূয়াদি) বৈভব উপভোগ করিয়া প্রকৃতির অষ্ট আবরণের

বৈভব উপভোগ করেন। তৎপরে প্রকৃতির আচরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির পরপারে গিয়া ব্রহ্মানুভব লাভ করেন।

ভগবৎ প্রাপ্তিও দুইপ্রকার—ভজন স্থানে ভগবৎ প্রাপ্তি এবং বৈকুণ্ঠে ভগবৎ প্রাপ্তি। তাহা দেহত্যাগের পরে হয় এবং জীবদশায়েও সম্ভব হয়।

জীব পরতত্ত্ব বৈমুখ্য দোষে মায়াদ্বারা অভিভূত তদ্বয়ায় স্বরূপ বিস্মৃতি ও অস্বরূপ দেহাদিতে আবেশ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য বিবিধ সংসার দুঃখ ভোগ। ধর্ম্মার্থ কামের সেবায় কিঞ্চিৎ সুখানুভব হইলে উহা বাস্তবিক সুখ নহে। তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী। মুক্তিতে অনবচ্ছিন্ন সুখানুভব হয়। এজন্য তাহাকে চরম পুরুষার্থ বলে।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। মুক্তিতে স্বরূপ স্মৃতি উদিত। অস্বরূপ আবেশ তিরোহিত এবং পরতত্ত্বানুভব হয়। এজন্য মুক্ত জীব নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।

সেই পরতত্ত্ব কি বস্তু? তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু—নিজ প্রভাবে প্রকাশমান আছেন। মন্তোত যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। তদ্রূপ জীবও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীব নিজ দোষে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্ম হইতে জীব দূরে অবস্থান করে বলিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত আছে। সংসার দশায় মায়িক উপাধি (আবরণ) দ্বারা পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের ব্যবধান ঘটিয়াছে। সেই ব্যবধান তিরোহিত হইলেই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। বিমুখতাদোষ উপাধির উদ্ভব। উন্মুখতা হইলেই মায়িক উপাধি ক্ষয় এবং স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের সহিত জীবের সংযোগ হয়।

জীব যে-দেহদ্বারা পার্থিব সুখদুঃখ ভোগ করে, উহা স্থূল দেহ। মৃত্যুতে তাহা ধ্বংস হইলেও সূক্ষ্মদেহাবলম্বন করিয়া পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। উভয় দেহ ধ্বংস হইলে মায়িক সুখদুঃখ নাশ হয়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই তাহা সম্ভব।

জীবন্মুক্তিতে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহ দৈহিকাভিমানের মিথ্যাত্ব প্রতীতিহেতু দুঃখ বোধ থাকে না। আর পরতত্ত্ব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় তাহাতেও পরমানন্দ লাভ হয়।

সেই পরতত্ত্ব দুইপ্রকারে আবির্ভূত হয়—অস্পষ্ট বিশেষরূপে ও স্পষ্ট স্বরূপভূত বিশেষরূপে। ব্রহ্ম অস্পষ্টবিশেষ আর পরমাত্মা ও ভগবান্ স্পষ্ট-

বিশেষ স্বরূপ। ব্রহ্ম নামক অস্পষ্টবিশেষ হইতে পরমাত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি স্পষ্টবিশেষ সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ শ্রীনারদোক্তিতে দেখা যায়—

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যৎ তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥

শ্রীনারদের বেদব্যাস প্রতি উক্তি—হে প্রভো, সনাতন ব্রহ্মকে তুমি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভব করিয়াছ, বিচার করিয়াছ ও তাহা প্রাপ্তও হইয়াছ ; তথাপি কৃতার্থের ন্যায় কিজন্য শোক করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার প্রাণ যেন শান্তি পাইতেছে না—এরূপ বোধ কেন হইতেছে ? বিভিন্ন প্রকার ভগবৎ সাক্ষাৎকার মতেই প্রীত্যাস্পদ ভগবানের প্রিয়ত্বলক্ষণ ধর্ম্ম-বিশেষের সাক্ষাৎকারকেই পরমপুরুষার্থ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে প্রীতির অভাব হেতু প্রিয়ত্ব লক্ষণধর্ম্মের সাক্ষাৎকারেই মহানুভবগণ পরম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন। যে প্রীতি ভিন্ন শ্রীভগবৎস্বরূপ ও অন্যস্বরূপ ধর্ম্ম সকলের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় না, সেই প্রীতিই পরমপুরুষার্থ।

প্রীতিদ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। প্রীতি ভিন্ন ভগবৎস্বরূপ ও অন্য স্বরূপ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারের অভাব হয়। এস্থলে ভাগবতীয় প্রমাণ—'প্রীতির্ন-যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ' (ভাঃ ৫।৫।৬) বাসুদেব আমাতে যতদিন না প্রীতির আবির্ভাব হয়, ততদিন দেহ সম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে না।

জীব স্বরূপ আত্মায় কোন দুঃখ নাই তাহা অণু আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু দেহে অভিনিবেশ হেতু যাবতীয় দুঃখের উপস্থিতি।

স্থূলদেহে জীব প্রায়ই কোন না কোন দুঃখ ভোগ করে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। সূক্ষ্মদেহী দেবগণেরও কখনও কখনও দুঃখানুভব পুরাণবচনে জানা যায়। স্থূল সূক্ষ্মদেহের দুঃখ নাশের যতপ্রকার চেষ্টাই করা যায় তাহাতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। দেবগণ নিরূপদ্রবে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইলেও মধ্যে মধ্যে অসুরাদির উপদ্রবে অসুবিধা ও দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে স্বর্গের অনিত্যতা হেতু স্বর্গীয় সুখও অনিত্য। সুতরাং দেহসম্বন্ধ মাত্রই দুঃখের নিদান। প্রেমভক্তি দ্বারা সেই দেহসম্বন্ধ নষ্ট হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রাদ্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে যদি ঐকান্তিক গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পিত্রাদি তর্পণ নিষিদ্ধ হইল তবে জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় কেন গয়াতে পিণ্ডাদি প্রদান-পূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠে জানা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করিবেন তাহাই'ত ইতরজনে অনুবর্ত্তন করিবে?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (৩।২৬)
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ (৩।২৯)

অর্থাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ। এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই আর কিছু অলভ্যও নাই এবং কর্ম্ম করারও কোন প্রয়োজন নাই; তবে তিনি যে কর্ম্ম করেন—তাহা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মূঢ় লোকদিগকে ক্রমশঃ সৎকর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য; তিনি অজ্ঞান কর্ম্ম-জড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি-ভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া পড়িবে। তাহারা ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারবেই না, পরন্তু পাপ কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। এইজন্য ভগবান্ নিজে সৎকর্ম্ম আচরণ করিয়া বহির্ম্মুখগণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূঢ়ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন। এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্ম স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। ঐ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দমতিগণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নয়—ভক্তগণ তাঁহার অতিপ্রিয়, তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

যাবতীয় বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম বা বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তোমার প্রত্যবায় হইবে, এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না। আমার ভক্তের কোনও পাপ নাই, আমি তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মোচন করিয়া থাকি। যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয়, তবে আমার ভগবৎস্বরূপে প্রণিপাত কর—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু॥"

ভগবানের কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম একমাত্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন; অপরে মোহিত হইয়া পড়ে। এই প্রপঞ্চে বিষ্ণুর অসুর-মোহনরূপ একটি নিত্যকার্য্য আছে। ভোগী অসুর-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা গৌরসুন্দরের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—সুতরাং আমাদিগেরও ঐরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য' এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-বিরোধী লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা যে কার্য্যটি তাহাদের মনের মত অর্থাৎ অমঙ্গলময় কুকার্য্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইবে সেই কার্য্যটী ভগবানে বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকে—কিন্তু যাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের সহায়ক হইবে না, সে বিষয়টি গ্রহণ করিতে তাহারা নারাজ। যিনি স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্, যাঁহার পিতামাতা, আত্মীয়বর্গ অভিন্ন নন্দ-যশোদা ও ব্রজের পরিকরসমূহ তাঁহাদের কি প্রাকৃত লোকের মত জন্ম মৃত্যু বা প্রেত-যোনি লাভ হয়?

অসুরপ্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ অনন্তনরকপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে। পিণ্ডদান-প্রসঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন,—

"প্রভুবলে গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাই দান॥

ইহাদ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদ্‌গুরু-প্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। পাঠকগণ! যদি সুবুদ্ধি, বিচারজ্ঞ ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা গ্রহণ করুন, যিনি হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া লউন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী॥

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে-দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ঐসব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎ-সেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্ বিমুখ 'অহংবুদ্ধি'-বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমা-ধিকারী গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসদ্‌বস্তু কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবদ্‌ভক্তগণ

সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তদিগের ন্যায় অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উদয় করাইয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাইয়া থাকে। এইজন্য বর্ণাশ্রমাশ্রিত বিষ্ণু-আরাধকগণের জন্য স্মৃতিপ্রবন্ধ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসের' ৯ম বিলাসের ৮৫—১০৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' সঙ্কলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধ-মূলে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনেকে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এইরূপেই অসুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানের স্তব-স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিরোধা-চরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহা ধরিতে পারেন না। কর্ম্মজড়গণ ভগবান্‌কে কর্ম্মবশ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বীকার করেন না। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিরোধাচরণ ছাড়া আর কিছু নহে।

"ধিক তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র স্মার্ত্তের প্রত্যক্ষ-আসুর-বিচারে যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ (চৈঃ চঃ আদি ১২শ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন,—

"কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার॥"

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরু-বংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রসাদ-দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিরই প্রচলন আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

তথাচ পদ্মে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসস্তাং নয়েৎ পরমং পদম্॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ॥

শ্রুতৌ চ—এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাৎদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ।

অতত্রবোক্তঃ শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—

"ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি শ্রীরূপানুগত্যের বিরুদ্ধ ?

[২]

"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলি আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদের কল্পনাও হইতে পারে না। শ্রীরূপানুগ হওয়া সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি রূপানুগ মহাভাগবত—এত বড় দাম্ভিকতা কোনদিন পোষণ করিনা। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল প্রভুপাদের 'স্নেহবিগ্রহ'— শ্রীরূপানুগবর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিকণার অহেতুক কৃপা স্মরণ করিয়া উপরিউক্ত বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি। ইহাতে অজ্ঞাতসারে কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইলে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন – ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্তের ও ভজনের সর্ব্বথা অনুকূল—ইহা আমরা পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্-ভাগবত এবং শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্গের রচিত শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ হইতে প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সেইসকল অকাট্য প্রমাণাবলী এবং অভেদ্য যুক্তিসমূহের কোন প্রকার উত্তর দিতে না পারিয়া কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপ, অযথা গালাগালি, ঈর্ষামূলে কটাক্ষ এবং অবশেষে অযথা বৈষ্ণবাপরাধের ভয় দেখাইয়া 'শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনে' শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহাতে লেখক মহাশয়ের স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অস্থিরমতি লোকের কোনদিনই স্থির-সিদ্ধান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের 'স্নেহবিগ্রহ' মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালে তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়ায় ও শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত শ্রীরথ-যাত্রায় বিপুল ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীরথের দড়ি টানিয়াছেন, চাকা ঠেলিয়াছেন, তদুপরি পরিশ্রান্ত হইয়া রথোৎসবে বা হেরা-পঞ্চমীদিনে উদর পূর্ত্তি করিয়া চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন, সেই দামোদর

মহারাজ শ্রীআচার্য্য-সিংহের অপ্রকটের পরে সেই রথযাত্রাকে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসবিরোধ ও রসাভাস বলিবার অপরাধমূলক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। এমতাবস্থায় তিনি একবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীরূপানুগ ছিলেন, না পূর্ব্বে ছিলেন না, না অধুনা একবৎসর হইতেই রূপানুগ হইয়াছেন? অথবা পূর্ব্বেও রূপানুগ ছিলেন না, এখনও হন নাই? কোন্‌টি ঠিক? একটিকে ঠিক মানিলে অপর পক্ষে তিনি নিজেই মামুলী সিদ্ধান্তবিৎ অথবা অস্থির-সিদ্ধান্ত বা শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন নাকি?

যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই নিষ্কপটে নিজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রকারে মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, যাঁহার গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠা শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত, যাঁহার রূপানুগত্য অবিসংবাদিত, যাঁহার নিকটে এই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ পালিত, পোষিত ও শিক্ষিত সেই আচার্য্যবর্য্যের বৃথা ছিদ্রান্বেষণ, সিদ্ধান্ত বিরোধ এবং রসাভাস-দোষ দেখাইতে গিয়া তাঁহার কি বৈষ্ণবাপরাধ বা মহতের অবজ্ঞা হয় নাই? যদি কোন গুরুসেবানিষ্ঠ সৎশিষ্য বৈষ্ণবগুরুবর্গের সৎ-সিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষকারীর কুবিচারের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবাবজ্ঞা হয় এবং ঈর্ষামূলে কোন বৈষ্ণবগুরুর ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহার রূপানুগত্য খারিজ করিয়া তাঁহাকে অপসিদ্ধান্তবাদী বলে, তাহা হইলে তাহার বৈষ্ণবাপরাধ হয় না—এরূপ সিদ্ধান্তকে বলিহারী যাই! এস্থলে তাহার তৃণাবর্ত্ত দানব ও অশ্বত্থামার কদর্য্য দৃষ্টান্তসমূহ সেই এঁচড়ে পাকা মামুলী সিদ্ধান্তবিদের ঘাড়েই জোর করিয়া চাপিয়া গিয়াছে। এই প্রকার স্বয়ং বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারী নিজের দোষ নিজে উপলব্ধি না করিয়া ভ্রমবশতঃ একান্ত গুরুনিষ্ঠসেবকগণের ঘাড়ে চাপাইবার কুচেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বলীয়সী বিষ্ণু মায়ারই প্রভাব।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"বৈষ্ণবগুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে **তাঁহাদের বিস্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়।** ..... বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবল-মাত্র পাপ নহে—**আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,**—ইহা

আমরা জানি। **ইহাতে সমগ্রজগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।"**

—(পত্রাবলী, ২য় খণ্ড)

স্বয়ম্ভূ মহাভাগবতগণ (?) শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশসমূহ কি অবলোকন করেন নাই? কোন ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবগুরুকে কটাক্ষ করিলে গুরুনিষ্ঠ সৎশিষ্য তাঁহার যথার্থ কর্ত্তব্য জানেন। সেই কটাক্ষকারীর অপসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় যদি আমাদিগকে দাম্ভিক হইতে হয়, পশু হইতে হয়, অনন্তকাল নরকে যাইতে হয়—আমরা অনন্তকালের তরে contract করিয়া সেরূপ নরকে যাইতে প্রস্তুত। জগতের অন্যান্য যে-কোন লোকের গুরুবিরোধী চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ঠাঘাতে বিদূরিত করিব—আমরা এতদূর দাম্ভিক। নিজেই পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি? বর্ত্তমানে সদুত্তর প্রদান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইল বলিয়া এত চীৎকার কেন?

এই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপে রথনির্ম্মানের জন্য নিজেই শ্রীরামপুর নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীহরিপদ দাসাধিকারীকে অর্থ দেওয়ার প্রেরণা দিয়াছিলেন—শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ স্বহস্ত লিখিত পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন এবং মথুরা মঠে আসিয়া সাক্ষাতেও বলিয়াছেন বৈষ্ণবী মর্য্যাদারক্ষার আদর্শস্বরূপে নিম্নে তাঁহার অন্য একটি পত্র উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসারস্বত চৈতন্যাশ্রম,
পোঃ—শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ!

আশাকরি ভজন-কুশলে আছেন। **পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের বিশেষ অনুরোধে রথযাত্রা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার মর্য্যাদ থাকে না।** সেইজন্য তাঁহার····· বিশেষ অনুরোধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার ব্যক্তিগত কোন দোষ লইবেন না। আমার সহ আপনার যে সদ্ভাব তাহা চিরকালই আছে জানিবেন। আমার শুভানুধ্যান জানিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং"—কি প্রকার? শ্রীরথ-যাত্রা যদি অনুকূল অনুশীলন না হয়, তাহা হইলে গমভাঙ্গা কার্য্য, কয়লা, মৎস্য প্রভৃতির ব্যবসায়গুলি কি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইবে? উচ্চাধিকারীর এরূপ চিন্তা-স্রোত কনিষ্ঠ অধিকারীর দুর্ব্বোধ্য।

যাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের রচিত শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলনরূপ শুদ্ধভক্তির অঙ্গসমূহকে Libraryর গ্রন্থ আওড়ান বলেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে ধিক! এবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়াছেন—**"সর্ব্বদা "গৌড়ীয়" এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণ ফললাভ হইবে।"** শ্রীল প্রভুপাদের বাণী না পড়িয়াই ঐরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। এই প্রকার শুদ্ধভক্তির ক্রিয়া-সমূহে দোষদর্শন কোন্ ভক্তির অঙ্গ, তাহা বুঝিলাম না।

"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারে ও বিচারে একই সময়ে জাতরতি ও অজাতরতি বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধ ও সাধকের জন্য রাগের পথ ও বিধির পথ অনুস্যূত রহিয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের ক্রিয়া-কলাপও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অন্তরঙ্গ ভাব জানেন ও বুঝেন অন্তরঙ্গজন, বহিরঙ্গস্থলধী জনের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। স্থূলধীরা অযথা পরের দোষই অন্বেষণ করেন।

"গুণিজন-গুম্ফিত কাব্যে খলখলু পশ্যতি দোষম্।
মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপে রথ-যাত্রায় রাগপথ ও বিধিপথ উভয় অধিকারীর অধিকার অনুস্যূত আছে জানিলে এত বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন হইত না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রথযাত্রাকালে দ্বারকার স্ফূর্ত্তি কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু "সেইত পরাণনাথ পাইনু" এবং "কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অন্তর"—এই ভাব সমূহই সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুন্দরাচল হইতে নীলাচলের পথে রথ আকর্ষণের সময়ও শ্রীশ্রীরাধাভাব-কান্তিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ পূর্ব্বের মতই পরম আনন্দে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥"

এখানে "পূর্ব্ববৎ" "পরম আনন্দে" "লঞা ভক্তগণ" এবং "নর্ত্তন-কীর্ত্তন" —শব্দে কি "সামান্য লোক-সংগ্রহ" বোধ হয়? **এখানে স্পষ্টই "পরম আনন্দে"—"ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ" এবং "সেইত পরাণনাথ পাইনু"—এই সুদীপ্ত ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে।** অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপানুগ-আচার্য্যবর্গের উল্টারথ-যাত্রায়ও উল্লাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা "পরম আনন্দে" এবং "পূর্ব্ববৎ" শব্দে কেবল "লোক-সংগ্রহ" বুঝেন, তাঁহাদের ভারবাহী মনোবৃত্তিকে লক্ষকোটি ধিক্ !!

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলে—"সেইত পরাণ-নাথ পাইনু"—ভাবিয়া পরমানন্দিতমনা হইয়াও তৃপ্ত না হইয়া প্রিয়তমের কাছে—

"বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ;
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥" ভ.র.সি.১০

—এরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রিয়তমকে রথে আরোহণ করাইয়া ব্রজে লইয়া গিয়াছিলেন। পথে "ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ" এই পরমানন্দ অনুভব করেন। অবশেষে সুন্দরাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভুর ভাব—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হইল অবসান॥
রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা—এই হইল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৭৩-৭৪

আবার উল্টারথেও—

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
—শ্রীচৈঃ চ. মধ্য ১।২৪৩-২৪৫

এই সকল পয়ারের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করিতে পারিলে শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীরথ-যাত্রার বিরোধিতা থাকিত না। **শ্রীরথ-যাত্রার পরিসমাপ্তি বৃন্দাবনে। রথদ্বারা কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন হইলে ব্রজ-গোপীগনের উল্লাসই হয়। তখন তাঁহাদের লেশ মাত্রও দ্বারকার স্ফূর্ত্তি হয় না।**

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১।৫৩-৫৬ পয়ারের অনুভাষ্যে এইরূপ জানাইয়াছেন—"গোপ-ললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা-মন্দিরাভিমুখে রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাবগান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।" এখানে দ্বারকার কোন স্ফূর্ত্তির কথাই জানান নাই।

শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ নিজেই শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত পত্রাবলীর ১ম খণ্ডের উল্লেখ করিয়া রথের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। এতএব এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।

যদি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে (ব্রজপত্তনে বা শ্রীরাধাকুণ্ডে) স্বয়ং মহাপ্রভুর দ্বারকাস্থ রুক্মিণীভাবে নৃত্য সম্ভব হয়, তবে সেই ব্রজপত্তনে বা শ্রীধাম নবদ্বীপে কিম্বা অন্যত্র কোথাও দ্বারকা দর্শনের অসম্ভবনা কোথায়?

'সবে কৃষ্ণ ভজে শুধু এই মাত্র জানে।
'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥'

ইহাই মহাভাগতগণের দর্শন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে proof reader-এর মত নিম্নাধিকারীর খুটিনাটি দর্শন কিরূপে সম্ভব? ব্রজমণ্ডলে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রা হইলেও তাহা যদি রূপানুগ-মহাভাগবতগণের (?) দৃষ্টিপথে না আসে, তাহা হইলে ব্রজাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপের রথযাত্রা কিরূপে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে?

যাঁহারা গৌরধামে শ্রীরথ-যাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে বলিহারি! তাঁহারা আর যাহাই হউন না কেন, শ্রীরূপানুগ-পথ বা শ্রীভক্তিবিনোদান্বয় হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। **কৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণেশ্বর জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। 'শ্রীগৌর ভজিব আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না, একথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না—ইহাও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।** শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃত-রূপে উদ্ভূত হইয়াছে।"

—[শ্রীল ঠাকুরের 'গৌর-কৃষ্ণ' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

অতএব যাঁহারা শ্রীধাম নবদ্বীপে রথযাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীমন্দিরে **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের** শ্রীবিগ্রহকে পৃথক্ করিয়া কেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? তাঁহারা সেখানে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ পালন করেন কেন? তাহা হইলে কি তাঁহাদের রূপানুগত্য বা গৌরনিষ্ঠা ব্যহত হয় না? মনে হয় তাঁহারা পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ পড়েন নাই। তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস পড়িবেন, পরে রূপানুগত হইবার দৃষ্টতা করিবেন। রথযাত্রা সম্বন্ধে যদি রূপানুগ-গণের আনুগত্য অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত বিষয়ছাড়া অন্যপ্রকারে রথযাত্রা-প্রচলন অশাস্ত্রীয় বা অপরাধজনক হইত, তাহা হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে বহুপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া সর্ব্বজনের জন্য কৃষ্ণসেবার একটি বিধি প্রবর্ত্তন করিতেন না। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব মাত্রেরই পক্ষে সর্ব্বত্রই রথযাত্রা উৎসব পালন করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ॥

সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ, রসাভাস ও রসতত্ত্বের জ্ঞান রূপানুগ গুরুর নিষ্কপটে সেবা ও সঙ্গছাড়া সম্ভবপর হইতে পারে না। দীর্ঘ বিপ্রলম্ভটী কোন্ রস, জানাইলে ভাল হয়। প্রাকৃত সহজিয়ার বৃত্তি অবলম্বনে কতক-গুলি আজে-বাজে বুলি কপ্‌চাইলেই রূপানুগসিদ্ধান্তবিৎ হওয়া যায় না। মনঃস্থির করিয়া "কৃষ্ণভক্তি, রসভাবিতা মতিঃ"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেই প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা। নচেৎ সিদ্ধান্তবিরোধ রস-বিরোধ ও রসাভাস-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

নিজ গুরুদেবের অথবা শ্রীল প্রভুপাদের অন্যান্য অন্তরঙ্গ সেবকগণের সঙ্গ করিলে বৈষ্ণবসঙ্গ হয় না, আমিই একমাত্র ভূঁইফোড় মহাভাগবত, আমার সঙ্গ না করিলে বৈষ্ণব সঙ্গ হইবে না—একথা কখনও রূপানুগজন বলেন না। "তৃনাদপি সুনীচ"—শ্লোকই বৈষ্ণবগণের ভূষণ। এই ভূষণে ভূষিত বৈষ্ণবগণই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। এস্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৮।১২৪ পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কতিপয় সংখ্যক-শিষ্যের গুরু বা এক ব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পতিত-দিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্যজ্ঞান করেন, তিনি জগদ্‌গুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে—এই বাহ্যাভ্যন্তরে নিষ্কপট ভজন-শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্ব্বোপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত জগদ্‌গুরু। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাঁহারাও জগদ্‌গুরু; কেননা, আমার ন্যায় সর্ব্বাধম পতিত পাষণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবক অধিকার দান করিতে পারেন—আমি জগতের বাহিরে নহি। **বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য্য করিতে পারে না।"**

ব্রজে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রার নজীর আমাদের প্রয়োজন নহে। কোবিদ্ মহোদয়ই নজীর সম্বন্ধে দেখাইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ব্রজে কোথাও রথযাত্রার প্রচলন নাই। কিন্তু প্রচলন প্রমাণিত হইলে সুর পাল্টাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, রূপানুগ জন (?) সেই রথযাত্রা-প্রচলন দর্শন

করেন না। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন, "এই প্রচলন-কর্ত্তাগণ সহজিয়া-এবং শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহাদের কোন বিচারই সমর্থন করেন নাই।" ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্মকে শ্রীল প্রভুদের 'স্নেহবিগ্রহ' ও 'সিদ্ধান্তবিদ' জ্ঞান করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঐ স্নেহবিগ্রহের শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকটিত রথযাত্রাকে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আদি উল্লেখ করাতে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই বা বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে তাঁহার হাত হইতে লেখনী খসিয়া পড়ে নাই। উর্দ্ধে থু-থু ফেলিলে নিজের গায়েই পড়িবার সম্ভাবনা।

পরস্পরের প্রতি অযথা কটাক্ষাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার বিরোধকারী পাষণ্ডী এবং আমাদের শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের প্রদর্শিত শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ করিয়া শ্রীকোলদ্বীপস্থ ক্যাঁকড়ার মাঠে প্রাচীন মায়াপুর স্থাপনে প্রয়াসকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হইত এবং সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইত। তাহা না করিয়া মিশন, সঙ্ঘ ও গৌড়ীয় মঠগুলিতে ভেদসৃষ্টি করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-ধারার সর্ব্বনাশ করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম অভিলাষানুসারে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করাই আমাদের শ্রেয়স্কর পন্থা। তদ্‌বিপরীত হইলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই দাসাধমের প্রার্থনা—

"দন্তে নিধায়তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীরূপানুগবৈষ্ণব-দাসানুদাসাভাস—

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

পত্রোত্তরে শ্রীরথ-যাত্রার সিদ্ধান্ত *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ,
ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর); ১লা নভেম্বর '৭০

শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ,

আপনার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি রথযাত্রার সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন সে-বিষয়ে আমার বক্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বার্দ্ধক্য আসিয়া সকল প্রকারে আমাকে দুর্ব্বল করিয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী—

বৃদ্ধকাল আওল, সর্ব্বসুখ ভাগল, পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥
জ্ঞান-বল-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত, আর মোর কি হবে উপায়?

এই অবস্থায় পড়িয়া সর্ব্বদিকেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। এতদিন বৃথায় কাটাইয়াছি, এখন অন্তিমদশায় কি হইবে এই চিন্তায়ই অস্থির।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ও মাসিক-পত্র প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন দেশের মনুষ্যগণের সুকৃতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রকে "বৃহৎমৃদঙ্গ" ও সন্ন্যাসীদিগকে "জীবন্ত-মৃদঙ্গ" বলিতেন। মৃদঙ্গ-সাহায্যে কীর্ত্তন করিলে অল্প কিছু মনুষ্যের হরিকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সাহায্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন প্রচারের সুযোগ হয় বলিয়া মুদ্রাযন্ত্রের নাম "বৃহৎমৃদঙ্গ"। আর সন্ন্যাসিগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "জীবন্তমৃদঙ্গ" বলিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করা, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশে পত্রিকা পাঠান হইত। এছাড়া প্রচারের অন্য উপায়ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর হইতে প্রায় ৪৫ বৎসরকাল সম্পাদকীয় বিভাগে সেবা করিয়া আসিতেছি। এক সময় দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদনার্থ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দেখাইয়াছিলাম,

---

* ["হিন্দীর শ্রীভাগবত-পত্রিকার" সম্পাদক—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের একটি পত্রের উত্তরে সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তবিৎ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের একটি পত্র সকলের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল।] —সম্পাদক

তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করিয়া কিছু লেখা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি কিছু সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপে আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—প্রতিবাদ-মূলক প্রবন্ধটি ভাল হইয়াছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি মানহানির মামলা করেন তাহা হইলে আপনাকে হাজত বাস করিতে হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে গিয়া যদি ক্রোধ, হিংসা মৎসরতা প্রভৃতির উদয় হয়, তবে তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। প্রবন্ধ এরূপভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে কোনরূপ আক্রমণ না থাকে, আর সেই ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অপরে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেন বুঝিতে না পারে। কারণ সাধারণ গ্রাহকগণ ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

রথযাত্রা-প্রসঙ্গে দু-একটি কথা আলোচনা করিতেছি। বিহার ও উত্তর প্রদেশে হোলি খেলার মত বঙ্গদেশে রথযাত্রার প্রচলন প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বালক-বালিকাগণ ছোট ছোট রথ লইয়া ক্রীড়া প্রসঙ্গে তাহা টানিয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় রথযাত্রা-প্রসঙ্গ একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, সে বিষয়টি আমার অজ্ঞাত থাকায় প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দিই নাই।

উপস্থিত রথযাত্রা-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধার করিলাম। জানিনা ইহাতে আপনার অভীপ্সিত বিষয়ের উত্তর হইবে কিনা।

রথযাত্রা-প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসের ষোড়শবিলাসে কতকগুলি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা শ্রীহরির উত্থান-কালের পরে এবং অন্য সময়েও রথযাত্রার বিষয়ে জানিতে হইবে—

ভজন্তে যে রথারূঢ়ং দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং।
তেষাং যাত্রাকৃতাং নৃণাং কামানিষ্টান্ প্রযচ্ছতি॥

শ্রীকৃষ্ণরথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
তেষাং মনোরথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুষোত্তমঃ॥১৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণরথসংশোভাং যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।
বাঞ্ছিতং তস্য যচ্ছন্তি নিত্যং সূর্য্যোদয়ো গ্রহাঃ॥

কৃষ্ণস্য রথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
পদে পদে তথা পুত্র তেষাং পুণ্যং প্রয়াগজম্॥

রথযাত্রাস্থিতে কৃষ্ণে জয়েতি প্রবদন্তি যে।
জয়েতি চ পুনর্যে বৈ শৃণু পুণ্যং বদাম্যহম্॥

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে।
বারাণস্যাদি-তীর্থেষু দেবানাঞ্চৈব দর্শনে॥
যৎ ফলং কবিভিঃ প্রাক্তং কার্ৎস্ন্যেন চ নরেশ্বর।
জয়শব্দে কৃতে বিষ্ণৌ রথস্থে তৎ ফলং স্মৃতম্॥
রথস্থিতো নরৈর্যৈস্তু পূজিতো ধরণীধরঃ।
যথালাভোপপন্নৈশ্চ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা সমর্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং পদম্॥১৮৪॥
রথস্যাকর্ষণং পূর্ব্বং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ।
ততঃ সুরাঃ সিদ্ধসঙ্ঘা যক্ষগন্ধর্ব্ব-মানবাঃ॥১৮৮॥
ইত্থঞ্চ রথযাত্রায়া বিধির্ব্যক্তঃ স্বতোঽভবৎ।
তথাপি কশ্চিত্তত্রান্যো বিশেষোঽপি বিতন্যতে॥১৮৯॥
মোদন্তাং সুজনা হ্যনিন্দিতধিয়ঃ স্রস্তাখিলোপদ্রবাঃ,
স্বস্থাঃ সুস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখং।
রে দৈত্যা গিরিগহ্বরাণি গহনান্যাশু ব্রজধ্বং ভয়া-
দ্দৈত্যারির্ভগবানয়ং যদুপতির্যানং সমারোহতি॥
পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজ-দানবাঃ।
সংরক্ষণায় লোকানাং রথারূঢ়ো নৃকেশরী॥১৯২॥

অনুবাদ— যাহারা রথারূঢ় সর্ব্বেশ্বরদেবকে ভজন করেন, সেই সকল যাত্রাকারী মনুষ্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন॥১৮৩॥

যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রথ সংশোভিত করেন, সূর্য্যাদি গ্রহগণ তাহার বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন॥

হে পুত্র! যে-সকল ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথশোভা করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে প্রয়াগ গমনজনিত পুণ্য হয়॥

শ্রীকৃষ্ণ রথযাত্রাস্থিত হইলে যে-সকল ব্যক্তি জয় জয় শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগের যে পুণ্য হয়, আমি তাহা বলি শ্রবণ কর॥

গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ এবং দেবগণের দর্শনে, পণ্ডিতগণ সাফল্যরূপে যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে নরেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণের রথাবস্থানের পর জয়-শব্দ কৃত হইলে সমগ্ররূপে ঐ সমুদয় পুণ্য লাভ হয়॥

মানবগণ কর্ত্তৃক যথালব্ধ পুষ্পসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে পরম পদ প্রদান করেন॥১৮৪॥

অগ্রে দৈত্যনায়ক শ্রীপ্রহ্লাদ, তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য সকল রথের আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥১৮৮॥

এই প্রকার রথযাত্রার বিধিস্বতই ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি ঐ রথযাত্রার অন্য কোন বিশেষ বিধি অর্থাৎ আশীর্ব্বাক্য কীর্ত্তনাদি বিধি বিস্তার করিতেছে ॥১৮৯॥

হে অনিন্দিত বুদ্ধি সম্পন্ন সজ্জনগণ! তোমাদিগের উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা আনন্দিত হও। হে স্বস্থব্যক্তিগণ! তোমার সুস্থির বুদ্ধি, তোমাদিগের শত্রুকুল প্রতিহত হইয়াছে, সুখে ক্রীড়া কৌতুক কর, অরে দৈত্য সকল! ভীত চিত্তে শীঘ্র গিরিগহ্বর এবং নির্জ্জন বনে প্রবেশ কর, দৈত্যারি ভগবান্ যদুপতি রথে আরোহণ করিতেছেন ॥

অরে দৈত্য দানবগণ! পলায়ন কর, পলায়ন কর, লোক সকলের রক্ষা-নিমিত্ত নৃসিংহদেব রথে আরোহণ করিলেন ॥১৯২॥

পুনশ্চ আষাঢ় মাসে রথবিষয়ক প্রমাণ—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদ্ বিশেষতঃ।
আষাঢ় শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্ ॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুক্লাএকাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এইদিন জপ ও হোমাদি মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে বিষ্ণুকে রথে গমন-সময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! **আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই শ্রীবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসম্মত এবং ইহা অপেক্ষা পরম মঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই।**

এইরূপ বহু প্রমাণ ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়। অতএব রথযাত্রা যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যে করিলে কোন দোষ হয় না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইতি—

নিঃ—**শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী**

চাঁদকাজী-উদ্ধার *

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্রীবাস-অঙ্গন

[নাম সংকীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস ঠাকুরের প্রবেশ]

উভয়ে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(খোল করতাল বাদ্যাদি সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনে রত হইলেন)

[নগর ভ্রমণ করিতে করিতে ইত্যবসরে চাঁদকাজী ও সিপাহশালার শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন)

চাঁদকাজী—(স্বগতঃ স্বরে) সিপাহশালার, এই শ্রীবাস-অঙ্গনের মধ্যে বাদ্যধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ ?

সিপাহশালার—হুজুর, এখানে হিঁদুরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে তাদের দেবতার জয়গান গাইছে।

কাজী—বটে, আমার এই ইস্‌লামী রাজ্যে হিঁদুয়ানা ? না-না, হিঁদুদের দেবতার নাম নিতে দেবো না। এসো আজ এদের সংকীর্ত্তন পণ্ড ক'রে আমার আদেশ জানিয়ে যাই।

(দ্রুত গতিতে কাজী ও শিপাহশালার শ্রীবাস-অঙ্গনের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে প্রবেশ করিল)

কাজী—থামো, নাচ-গান থামাও ! (রোষকষায়িত নেত্রে)

(ভক্তগণ কীর্ত্তন বন্ধ করতঃ হতচকিত হইয়া নীরব রহিলেন)

কাজী—বেয়াদপ, যত সব কাফের হিঁদুরা আমার এই সুন্দর নদীয়া রাজ্য ছারখার ক'রে দিল। যেখানেই যাই···কান পাতা যায় না,··· কেবলই শুনি ঐ কাফেরদের নাচ-গান,—আর ঐ হিঁদুদের দেবতা লম্পট্‌টার পূজা। আমি আদেশ জারী কর্‌ছি ঐ লম্পট্ দেবতাটার পূজা ও জয়গান এই নদীয়ায় কেউ কর্‌তে পার্‌বে না।

---

* বর্ত্তমান বর্ষের ৯ম সংখ্যার ৩৪২ পৃষ্ঠার পরে ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনের 'বৈষ্ণবদয়' হইতে ৩৪৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণখানি সংযোজিত করিয়া ৩৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম হইতে ৩৪৪ পৃষ্ঠার "উভয়ের প্রস্থান" পর্য্যন্ত তৎপর মুক্ত করতঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। —প্রকাশক

শ্রীঅদ্বৈত—কি বল্‌লে কাজী? আমার কৃষ্ণকে বল্‌ছ লম্পট? সাবধান, তুমি যে রসনায় ঐ বাক্য উচ্চারণ করেছো আমার মনে হচ্ছে এখনই তোমর ঐ রসনায় টেনে ছিঁড়ে দিই! হা কৃষ্ণ, হা গৌর···

তোমার ধামে এ কি ব্যাভিচার, এ কি অত্যাচার প্রভু! হা ভগবান নন্দনন্দন, তোমার অলৌকিক দিব্যলীলা অনুধাবন করার ক্ষমতা ঐ স্থূল মস্তিস্ক নরাধমদের নেই! এক তুমিই বহু হয়ে একই সময়ে ব্রজধামে তোমার বিভিন্ন লীলার কত যে চমৎকারিতা ও মধুরতা প্রকাশ করেছো তা ঐ মূঢ় পাষণ্ডরা কি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লো না! তোমার কৃপা বিনা তোমার তত্ত্ব কি কেউ জান্‌তে পারে? গৌরহরি, গৌরহরি, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হে।

(মুদ্রিত নয়নে কিছুক্ষণ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলেন)

শ্রীবাস—কাজী, তোমরা মুসলমান, আমরা হিন্দু। কিন্তু ঈশ্বর উভয়েরই এক। আমাদের উপর তোমাদের এত হিংসা কেন? তোমাদের ধর্ম্মে কি এতকুটুও উদারতা নেই।

(সক্রোধে) তুমি এখনই তোমার দলবল নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে যাও। আমার বিনা অনুমতিতে এ বাড়ীতে তোমাকে ঢোক্‌বার অধিকার কে দিয়েছে? যদি বাঁচতে চাও তো এখনই দূর হও! নইলে··।

কাজী—নইলে আমায় কোতল কর্‌বে,···না আমায় এই নদীয়া থেকে বহিষ্কার করে দেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ শর্ম্মা কিছুতেই ভীত নহে। জেনে রেখো এই নদীয়ার শাসনকর্ত্তা স্বয়ং এই মৌলানা সিরাজউদ্দীন।

(কাজীর ইঙ্গিতে সিপাহশালার অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে মৃদঙ্গ প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া দিল। কাজী নিজে শ্রীবাসের খোল ভাঙ্গিয়া দিল)

[ইত্যবসরে দূতের প্রবেশ।]

দূত—[সেলাম করতঃ] হুজুর, আপনার যে সমস্ত পাইক-বরকন্দাজ হিঁদুদের সংকীর্ত্তন নিষেধ কর্‌তে গেছলো, সহসা অগ্নি-উল্কা লেগে তাদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। এখন পাইকরা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। হায়, হায়, হুজুর, হিঁদুরা কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী! নইলে সকলেরই মুখে হঠাৎ অগ্নিউল্কা লেগে এ অবস্থা হবে কেন?

কাজী—তুমি সত্য খবর বল্‌ছ তো ? কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখ্‌ব যদি তোমার এ কথা অসত্য হয়, তা'হলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌ব।

[শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস প্রভুর প্রতি] শোন, ঐ মালা-তিলকের ভণ্ডামিটুকু এবার তোমাদের ছাড়্‌তে হবে। আজ থেকে নদীয়ায় সংকীর্ত্তন বন্ধের আদেশ জারী করেছি। সমস্ত পাইকদের মারফৎ হিঁদুদের ঘরে ঘরে এ খবর পাঠিয়েছি। আজ আর তোমাদেরকে বেশী কিছু শাসন কর্‌লাম না। ভবিষ্যতে আমার আদেশ অমান্য করে তোমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন কর তা'হলে তোমাদের জাতি নেব,···আর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর্‌ব।

[কাজীসাহেব, সিপাহশালার ও দূতের প্রস্থান]

শ্রীবাস—[শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখিয়া] কি ভাব্‌ছো প্রভু, সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইগে চল। তিনি নিশ্চয় এর একটা প্রতি-বিধান কর্‌বেন !

শ্রীঅদ্বৈত—প্রভুর কাছে যাবে ? আমি তো প্রভু ছাড়া এক দণ্ডও থাকি না ও থাকতেও পারি না ভাই ! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রভু গৌর-হরি তো সবই দেখেছেন ও দেখ্‌ছেন। হা গৌর, তোমার লীলাভূমি এই নদীয়ায় গোলোকের হরিনামসুধা আপনার জনসাধারণের কাছে কেমন করে বিকাবে ! এই মহাপাপী অত্যাচারী মোস্লেম কাজী কেমন করে উদ্ধার পাবে !

মহাপ্রভু—[অলক্ষ্যে থাকিয়া] নাড়া, আমায় ডাক্‌ছো ! তোমার ব্যথা আমি সমস্তই শুনেছি ও জানি। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন বন্ধ করার মত ক্ষমতা ঐ কাজীর নেই। মাভৈঃ, তুমি ও শ্রীবাস কেউই কোন ভয় ক'রো না। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গেই আছি। নাড়া, তোমার ইচ্ছা কোনদিনই অপূরণ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত—[সানন্দে] তুমি এসেছো প্রভু ; আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো !

শ্রীবাস—প্রভো ! যদি এখানেই এলে তো অলক্ষ্যে না থেকে কাছে এসে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দাও। আমরা একবার তোমার দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হই।

মহাপ্রভু—ভক্তগণ! তোমাদের ভক্তির ডোরে আমি সর্ব্বদাই বাঁধা আছি। আমি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে তোমাদের সাথে মিলিত হব। এখন অলক্ষ থেকেই তোমাদের দেখা দিচ্ছি! তোমরা দিব্য-চক্ষে আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। [মহাপ্রভু অলক্ষ্যে দেখা দিলেন ও ভক্তবৃন্দ তাহা দেখিয়া পুলকিত হইলেন]

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস—প্রভো! প্রসন্ন হউন! প্রণাম গ্রহণ করুন!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাঁদকাজীর বাড়ীর বহির্ভাগ

[কাজী ও সিপাহশালারের প্রবেশ]

কাজী—সিপাহশালার, আর তো নদীয়ায় খোল-করতালের বাদ্যধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না! মনে হয় এইবার হিঁদুদের সংকীর্ত্তন নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে আমাদের মোস্লেম ধর্ম্মের বাণী নদীয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। হিঁদুদের মোস্লেম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হবে। তুমি পারবে সিপাহশালার!

সিপাহশালার—হুজুর, আমিও ইসলাম। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তার আমিও চাই! আপনার আদেশ পেলে আমি এই নদীয়ার সকলকে রাতারাতি মোস্লেম বানিয়ে দিতে পারি।

কাজী—আচ্ছা, তোমার কাজের বাহাদুরীটা এইবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। [উভয়ের প্রস্থান]

*　　*　　*　　*　　*

কাজী—[বাটীর অভ্যন্তরে] হা খোদা, কৃপা করে আমায় রক্ষা কর। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্যই আমি সব কিছু করিতেছি।

[স্বগৃহে শয়নকক্ষে পালঙ্কে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রামগ্ন হইলে পর গভীর রাত্রে ভগবান্ গৌরহরি তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ঘুমন্ত কাজীর বক্ষে বসিয়া তারস্বরে হুঙ্কার করিতে লাগিলন, কাজী সভয়ে বিস্মিত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল]

মহাপ্রভু—নৃসিংহ মূর্ত্তিতে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ···! এইবার কোথা যাও কাজী! [কাজীর গলা টিপিয়া ধরিয়া] যেমনি করে আমার খোল-ভেঙ্গেছো, তেমনি করে আজ তোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো! তোমার বুক ফেরে ফেল্‌বো···দেখি তোমাকে কে রক্ষা করে!

[সিংহ-নখ দ্বারা কাজীর গলা ও বুক ছিঁড়িতে উদ্যত]

কাজী—[অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে] আমায় ক্ষমা কর। আর কখনও কীর্ত্তনে নিষেধ কর্‌ব না।

মহাপ্রভু—[নৃসিংহ মূর্ত্তিতে] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ···! এত ভীত হয়ে পড়েছো? হাঃ-হাঃ-হাঃ···! ভীরু কাপুরুষ নরাধম কোথাকার! যাও, আজ তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম! আর যদি কখনও ওরূপ কীর্ত্তনে মানা কর্‌বে, তা'হলে তোমার তো সবংশে কোতল কর্‌বই, আর তার সঙ্গে যবন কুলকেও বিনাশ কর্‌ব। হাঃ-হাঃ-হঃ-হাঃ!

[অদৃশ্য হইলেন]

কাজী—[ধীরে ধীরে নয়ন মেলিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিয়া লইয়া] হা আল্লা, খুব বেঁচে গেছি! আর কখনও এমন কাজ কর্‌ব না।

[উঠিয়া কেদারায় উপবেশনপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিগত কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন]

[কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর বাটীর বহির্ভাগের দ্বারদেশে মহাপ্রভু ও আরও অনেকে কীর্ত্তন করিতে করিতে উপস্থিত]

মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ [কীর্ত্তন]

[কীর্ত্তন ধ্বনি শুনিয়া কাজী বহুক্ষণ পরে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন]

কাজী—[বিনম্রচিত্তে মহাপ্রভু ও বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি সম্ভাষণ জানাইয়া] আসুন! আসুন!

মহাপ্রভু—মামা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,···সেদিন শ্রীবাসের খোল ভেঙ্গে দিয়ে আদেশ জারী কর্‌লেন যে, এই নগরে পুনরায় সংকীর্ত্তন হলে সংকীর্ত্তন-কারীদের জাত নেবেন, তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন। কিন্তু আজ্‌কে তো এই নগরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে আমরা সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা করে তুলেছি, এখনও চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন হচ্ছে; কই, জাত নেওয়া, শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, কোন বাধাও দিলেন না। বরং এখন আবার আমাদের আপ্যায়িত কর্‌ছেন—এর কারণ কি?

কাজী— বাবা, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমাকে আর কি বল্‌ব!

[নৃসিংহদেবের নখ-চিহ্ন তাহার বক্ষ-মধ্যে যে বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া] এই দেখো, গতরাত্রে এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি··· অর্দ্ধেক নরাকার, অর্দ্ধেক সিংহাকার হয়ে আমার বুকের উপর বসে আমাকে কি শাস্তিই দিয়েছে; আমি কোনক্রমে আল্লার দয়ায় প্রাণে বেঁচেছি। [চক্ষে জল আসিল]

ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আবার আমার বুকে বসে গলা টিপে ধরে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে বলেছে এবার খোল ভাঙ্গলে আমায় সবংশে কোতল কর্‌বে, আর ইস্‌লাম ধর্ম্মকে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

মহাপ্রভু—[মুচকি হাসিয়া] এই নদীয়ার শাসনকর্ত্তা হ'য়ে আপনি ঐ মূর্ত্তি দেখে এত ভীত হয়ে পড়্‌লেন?

কাজী—[কাঁদিতে কাঁদিতে] বাবা ভাগ্‌নে, আমি সত্যই বড় ভীত হয়েছি। [করজোরে] আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি আমি আর নদীয়ায় সংকীর্ত্তনে বাধা দেবো না। যদি কেহ বাধা দেয় আমি তাহাকে তালাক দেবো। তোমাদের ঐ সংকীর্ত্তনে আমিও দিবা নিশি গাইবো—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাপ্রভু—দেখো দেখো কি আশ্চর্য্য! কাজীর মুখে হরিনাম! আজ তোমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হ'ল। [কাজীকে আলিঙ্গন]

[মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলে মহাপ্রভু কাজীকে উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন]

মহাপ্রভু—[সকলের প্রতি] আজ থেকে কাজী তোমাদের নিজজন হ'ল।

শ্রীঅদ্বৈত—প্রভো, সবই তোমার কৃপা ও লীলা!

ভক্তগণ সকলে—জয় মহাপ্রভু! জয় চাঁদ-কাজী-ত্রাতা প্রেমাবতার মহাপ্রভু! গৌর হরি বোল! গৌর হরি বোল!!

[সমাপ্ত]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সম্পাদকীয়

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তিনি "কূপ-মণ্ডুক-ন্যায়" অবলম্বনে শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে-সকল বুলি আওড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আসল স্বরূপটি স্বতঃ প্রাকাশিত হইয়াছে। তিনি যদি হরিভক্তিবিলাস অথবা পদ্মপুরাণাদি-গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ বাণী প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। যদিও হরিভক্তিবিলাসাদিতে রথযাত্রার বিষয় সর্ব্বসাধারণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সে-সকল অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার দ্বারা তিনি কোন্ শ্রেণীর মহাভাগবতের আসনে দাঁড়াইয়া এই সব বুলি কপ্‌চাইতেছেন, তাহা বুঝা গেলনা। ঢেঁড়িয়ে বড় হইলে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব যিনি পাইয়াছেন এবং শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গৌড়ীয়-সমাজে বিচিত্র লীলার অভিনয় কি কনিষ্ঠাধিকারীকে ভোগা দেওয়া মাত্র? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার আচরণে উপহাস করিতে গিয়া ব্রহ্মার পৌত্রগণের ন্যায় কনিষ্ঠাধিকারিগণ অধঃপতিত হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা স্নেহবিগ্রহকে বান্তাশী হইবার অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া পথে বিচরণের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা সম্প্রদায়-সংরক্ষণের কার্য্য কিভাবে চলিতেছে, তাহা কনিষ্ঠাধিকারীর যোগ্যতায় বুঝিবার ক্ষমতা হয় না।

প্রাকৃতরস-শতদূষণীর মধ্যে লিখিত যথা,—

জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কভু করে না।
জড়ভোগ কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না॥
নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না॥
গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।
লীলাকে পূরিলে জড়, কাম দূর হয় না॥

পয়ারগুলির বিষয় অনুধাবন না করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বৃথা আক্রোশমূলে শতদূষণীর উল্লেখ করিয়াছেন?

যাঁহারা রূপানুগচিন্তাধারায় নিবিষ্ট, তাঁহাদের চিত্তে কনিষ্ঠাধিকারীর সেবাচেষ্টাতে ভ্রম দর্শন আসে কোন্ বিচারে? "ত্রিভুবন-বিভব-হেতবেঽপ্য-কুণ্ঠস্মৃতিঃ"—যাঁহাদের, তাঁহাদের স্মৃতি কি করিয়া অপরের ক্ষুদ্র সেবা-চেষ্টাতে ত্রুটি দর্শনের প্রয়াস পায়? "দীর্ঘ বিপ্রলম্ভটি" কোন্ রসের অন্তর্গত তাহা জানাইলে কনিষ্ঠাধিকারী মঙ্গললাভে যত্নবান হইতে পারিত।

"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" কি প্রকার? উন্নতাধিকারীর লীলায় মৎস্য, গম, কয়লা প্রভৃতি ব্যবসার দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের আনুকূল্য কিভাবে হয় এবং উহার দ্বারা মনুসংহিতার "অনুমন্তাবিশাসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকাশ্চেতি ঘাতকাঃ"—এই শ্লোকটির বিরুদ্ধাচরণ হয় কিনা তাহা কনিষ্ঠ-অধিকারীর বুদ্ধিতে আসে না। মুক্ত পুরুষগণের অমুক্তগণকে কটাক্ষ করিবার কিংবা অযথা শাসন করিবার যে প্রয়াস, তাহা কোন স্তরে অবস্থান করিয়া সম্ভব হয়? ভজন-চতুর মুক্ত পুরুষগণ কনিষ্ঠাধিকারীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে পত্রিকাদ্বারে অসংলগ্ন বাক্যবান প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পান কোন্ বিচারে?

লেখকের কথিত—"রাবণের সন্ন্যাসিসজ্জায় ভগবল্লক্ষ্মী সীতা-হরণের দৃষ্টান্তে বিরাট গুপ্তভোগের কারখানায় সেব্যের সেবার বস্তুগুলিকে সঞ্চয় করিতে থাকে।" এই সব কথাগুলি মহাভাগবত মহাশয় নিজপ্রেষ্ঠকে গুপ্তভোগের কারখানায় প্রবেশ করাইয়া নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন। ইহার দ্বারা সম্প্রদায়ের সংরক্ষক মহাশয়ের "কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব," "দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব।" —পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করা হইল না কি? ইহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এখানে কি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হয় নাই? জড়ীয় স্নেহের বশে স্নেহবিগ্রহের "সাতখুন মাফ" করিলে কোন দোষ হয় না—ইহা মহাভাগবতের অপ্রাকৃত লীলার (?) আধিকারে সম্ভব (?) এবং ইহাই কি প্রকৃত রূপানুগ-পথ?

"সবে কৃষ্ণ ভজে শুধু এই মাত্র জানে"—ইহা মহাভাগবতেরই দর্শন। "ভোগীর দর্শন—আমি শ্রেষ্ঠ আর সব নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অপ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়া মহাভাগবত মহাশয় নিজেরই স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার কল্পিত বৈষ্ণবজগৎ কতিপয় মুষ্টিমেয় অপদার্থের মধ্যেই আবদ্ধ। আর শিষ্য-সম্প্রদায়ের অপরিমেয় সৎপদার্থের

সম্মিলন—ইহাতে মহাভাগবত মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন মৎসরতা বা নিরানন্দের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঙ্কুশ ভোগ একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরই এক-চেটিয়া, জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

"ব্যাঙ ফাটা" অবস্থা কি বেশীক্ষণ থাকে ? দীর্ঘকাল যদি অবস্থান হয়, তবে তাহা প্রকৃতই উন্নতাধিকার।

অধিক লেখা বাহুল্য। লেখক মহাশয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—"বৈধ মর্য্যাদায় অন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কিছুরই অনুষ্ঠান থাকিতে পারে, তাহাতে রূপানুগগণের (?) কিছু নাই।" সুতরাং এই কথার প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়া তিনি কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিলেই বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইবে এবং মৎসরতাও দূরে পলায়ন করিবে। তখন পত্রিকামাধ্যমে অযথা অসংবদ্ধ প্রলাপ প্রকাশিত হইবে না।

সাধু সাবধান ! ফের কহি !! কর অবধান !!!

শ্রীগৌরভজনে অধিকার

যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

—[গোস্বামিপাদ-বচন ; সাধন-পথ হইতে]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসাদ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরমূল॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ৩ মাধব, ৪৮৪ গৌরাব্দ ; বৃহস্পতিবার, ২৯ পৌষ ১৩৭৭ ; ইং ১৪।১।১৯৭১ } ১১শ সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ভয়াৎ কংসস্যারাৎ সদয়মচিরাচ্ছন্তনুপদে
বিনিক্ষিপ্তা রাধা রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ।
স্ফুরন্তং ত্বং দৃষ্ট্বা কমপি ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং
তমেবাপ্তুং যত্নাদযমভজত সূর্য্যোঽবতু স নঃ ॥৮৮॥

কংশভয়ে পিতা বৃষভানু রাজা সদয় হইয়া মঙ্গলার্থ বিরল স্থানে যাহাকে স্থাপিতা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা নৈসর্গিক সুন্দর ঘন-পুঞ্জাকৃতি লাভের নিমিত্ত অতি যত্নে যাঁহার অর্চ্চন করিয়াছিলেন সেই সূর্য্যদেব আমাদিগকে কৃষ্ণলাভের বিঘ্নকারিগণ হইতে রক্ষা করুন ॥৮৮॥

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতিরত্ন পর্ব্বত তিল প্রস্থাদিকঞ্চাদরা
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎ কাননম্ ॥৮৯॥

সেই ব্রজপতি নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবকালে অতি হর্ষে স্বর্ণ এবং উৎকৃষ্ট মুক্তাফল সমূহের বেষ্টন দ্বারা ভূষিত দ্বিলক্ষ নূতন গোবৎস এবং দিব্য অলঙ্কার-রত্নপর্ব্বত অর্থাৎ রত্নরাশি এবং তিল প্রস্থ, অতি আদরে যেস্থলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই সুবৃহৎ কাননকে বন্দনা করি ॥৮৯॥

গান্ধর্ব্বায়া জনিমণিরভূদযত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভীনিকরৈঃ সংপরীতেঽত্র মুখ্যে
রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতি পূরোমমাস্তাম্ ॥৯০॥

গোপ-গোপী ও সুরভিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং মুখ্যেরাবলি নামক যে বৃষভানুপুরে সুরগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক আনন্দসহকারে সঙ্কীর্ত্তিত এমন কীর্ত্তিদার গর্ভরূপ আকরে শ্রীরাধার জন্মরূপমণি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি থাকুক্ ॥৯০॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদধ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥৯১॥

কোমলাঙ্গী শ্রীরাধিকাও যাহার সুকোমল চরণকমলদ্বয় নিজ সুখার্থে স্বীয় উন্নত কুচোপরি আনয়ন করত "আমার স্তন অতি কর্ক্কশ" এই বিবেচনায় ভীতা হইয়া স্তন সমীপেও ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে আমাদিগকে নিত্যস্থিতি বিধান করুন ॥৯১॥

যত্র কামসরঃ সাক্ষাদ্গোপিকারমণং সরঃ।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে ॥৯২॥

যে-স্থলে গোপীকাদিগের রমণ অর্থাৎ বিলাসের নিমিত্তই কাম সরোবর হইয়াছিল সেই রাধামাধবের প্রিয়তম কাম্যবনকে ভজনা করি ॥৯২॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকতিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥৯৩॥

রসময়ী মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা প্রিয়তম স্বীয় সখীগণকে মল্লী অর্থাৎ মল্ল স্ত্রী করিয়া এবং নিজেও অতি গর্ব্বে মল্লী হইয়া, অত্যুৎকণ্ঠায় সম্যক্ মল্লত্ব প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে স্থানে মদনরাজের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন সেই ভাণ্ডীর বনকে আমি ভজনা করি ॥৯৩॥

আকৃষ্টা যা কুপিত হলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণ জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকল মনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেঽদ্ভুতমিদমহোরামঘট্টপ্রদেশম্ ॥৯৪॥

সেই যমুনা কুপিত বলদেব কর্ত্তৃক লাঙ্গলাগ্র দ্বারা আকৃষ্টা হইয়াছিলেন এবং অতি মন্দ গতিতে যে কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীনা হইয়া লবণ সমুদ্রে গমন করিতেছেন, সেই যমুনাঘাটে অদ্যাপিও লোক সকল লাঙ্গলাকৃষ্টার ন্যায় দেখিতেছে, সেই যমুনাতীরস্থ রামঘাটকে আমি ভক্তিসহকারে বন্দনা করি ॥৯৪॥

প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর
স্যারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকট বিষৈর্দুষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রঃপ্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরিজৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥৯৫॥

শ্রীকৃষ্ণ, পাপীষ্ঠ অঘাসুরের উদরে পূর্ব্ব প্রবিষ্ট প্রাণাধিক প্রিয়তম বয়স্যবর্গকে অবলোকন করত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া অতিশয় ক্রোধে সেই সর্ব্বারণ্য ব্যাপক বনাগ্নির ন্যায় অত্যুৎকট বিষ দুষ্ট উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক সহসা সেই খলকে বিনষ্ট করত নিজ বয়স্যগণকে যেস্থলে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমাদিগকে কৃষ্ণবয়স্যগণের ন্যায় রক্ষা করুন ॥৯৫॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি মহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরেচ।
তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং
মোদং চক্রেঽশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাঃ ॥৯৬॥

নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমোদ্রেক সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা উৎসুক হইয়া বৎসগণ ও বৎসরক্ষক বালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে-স্থলে সেই সেই বৎসপালগণের রূপ ধারণ করত তৎ বৎসপাল গোপবালক সকলের মাতৃগণের হর্ষ ও তাহাদিগের ভোজ্যবস্তু ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই বৎসহরণস্থলীকে আমি ভজনা করি ॥৯৬॥

বাঢং বৎসক বৎসপালহৃতিতোজাতাপরাধাদ্ভুয়ৈ-
র্ব্রহ্মা সাস্রমপূর্ব্বপদ্য নিবহৈর্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুত বৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্
স্মেরং ভীরু চতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥৯৭॥

ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল হরণজন্য অপরাধ হেতু অশ্রুনয়নে ভূমিতে নিপতিত হইয়া যে স্থানে আশ্চর্য্য বৎসপালক, স্মের বদন, ব্রজপতিনন্দন মুকুন্দকে অপূর্ব্ব পদ্য সকল দ্বারা অতিশয় স্তব করিয়াছিলেন, সেই সেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীরু চতুর্ম্মুখ নামক স্থানকে আমরা নিরন্তন নমস্কার করি ॥৯৭॥

গন্ধব্যাকুল ভৃঙ্গ সঞ্চয়চমূ সংঘৃষ্টপুষ্পোৎকরৈর্ভাজাৎ
কল্পলতা পলাশি নিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্ফুটং।
যানি স্ফার তড়াগ পর্ব্বত নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ ॥৯৮॥

গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুল রূপসেনা সমূহ দ্বারা যাহার পুষ্পকুল সংঘৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ শোভমান কল্পলতা ও বৃক্ষগণ দ্বারা যাহাদিগকে অত্যন্ত শোভা হইতেছে, বিস্তৃত পদ্মাকর পর্ব্বত ও নদীগণে যাহারা সুশোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে আমি বারম্বার বন্দনা করি ॥৯৮॥

(ক্রমশঃ)

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,

ইং ১৩।১২।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই সকল কথা চিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জাত এঁচড়ে পাকা-বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক; তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—আস্থলজ্ঞাপক; ইহাই মহাজন পদে পদে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নাম-নামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশলজনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ-ভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক আমাদের আত্মম্ভরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতিপঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" দলকে রাগানুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে **স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়।** সুতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। **'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে।** উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবহিংসা)

১। পশুহিংসাদি দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণের উপায় কি ?

"'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। * * * যে-পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ-লালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায়-স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

২। হিংসা-বৃত্তিটি কি ? কি কি হিংসা একান্তই পরিত্যাজ্য ?

"পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটী বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিৎ হিংসা পরিত্যাগ করা। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন মাত্র। **পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।**"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। জীবিহিংসা ভক্তির প্রতিকূল কেন ?

"জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল।"

—'পরহিংসা ও দয়া' সঃ তোঃ ৯।৯

৪। হরিভক্তের কি পরহিংসা থাকা উচিত ?

"পরহিংসা সর্ব্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না।"

—পরহিংসা ও দয়া, সঃ তোঃ ৯।৮

৫। কোন্ কর্ম্ম ভক্তির অনুকূল ও কোন্ প্রতিকূল ?

"যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে-কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ।" —'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৮

৬। হিংসা কত প্রকার ? রাগ-দ্বেষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ?

"হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

৭। পশুহিংসা কি মানবধর্ম্ম ?

"বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংক্ষুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নয়।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। নিষ্ঠুরতা কয়প্রকার ও তাহার ফল কি ?

"নৈষ্ঠুর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নর-প্রতি ও পশু-প্রতি নিষ্ঠুরতা। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দ্দয়তা-রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

৯। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি বর্জ্জনীয়া নহে ?

"আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে-প্রকারে কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ও সাধুগণসমীপে
দীনহীনের নিবেদন

জাগরে জীব, গাহ শ্রীকেশব, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত নাম ।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তরূপধর, দিবানিশি কর গান ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ, নয়ন আমোদ, যে দেখে নয়নভরি ।
শ্রীকৃষ্ণরতন, লভে সেই জন, রাখয়ে কোটরা পূরি ॥
শ্রীজগন্নাথ, বলদেবসাথ, নীলাচল নদীয়ায় ।
জগত্রাণতরে, নগরে নগরে, হরে কৃষ্ণ বলি গায় ॥
জয় শ্রীবামন, জয় নারায়ণ, বল জয় ত্রিবিক্রম ।
পর্য্যটক সহ, রহি অহরহ, কর হরি-সংকীর্ত্তন ॥
শ্রীবিষ্ণুদৈবত, সদা কীর্ত্তয়ন্ত, জয় জয় হরিজন ।
ঊর্দ্ধমন্থী বটে, সদা নাম রটে, তোঁহার চরণে প্রণাম ॥
জয় পূর্ণপ্রজ্ঞ, স্থিতধীঃমনোজ্ঞ, (জয়) অনবদ্য গোরাচাঁদ ।
আসি মর্ত্ত্যভূমে, শ্রীনাম-কীর্ত্তনে, জগতে দানিছে প্রসাদ ॥
শ্রীনবযোগেন্দ্র, বৃহৎমৃদঙ্গে, অশেষ-বিশেষে ভাই ।
আসিয়া মরতে, শ্রীভাগবতে, ভক্তি-শিক্ষা দিল তাই ॥
গৃহমেধী মুঞি, তাঁদের জানাই, কোটী দণ্ডপরণাম ।
কৃপা পাই কবে, শুদ্ধ ভক্তিভাবে, লইব গোবিন্দ নাম ॥
কৃষ্ণকৃপা ভাবি, শুদ্ধভক্ত সেবি, বৃষভানুপুরে যাব ।
স্বাধিকারানন্দে, নাম-মকরন্দে, নিরন্তর মাতি রব ॥
সত্যগৌরদাস, গলে মায়াফাঁস, কাঁদিয়া কাতর অতি ।
সাধুপদ চুমি, শ্রীগুরুপ্রণমি, তরে যাবে ভবনদী ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদরজঃপ্রার্থী—
শ্রীসত্যগৌরদাস অধিকারী
গ্রাম—বাটনান (মেদিনীপুর)।
গ্রাহক নং—৫০৭৪

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩)

প্রীতি ব্যতীত শ্রীভগবানের স্বরূপ ও স্বরূপধর্ম্মবৃন্দের সাক্ষাৎকারের অভাব শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১১।১৪।২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধা-সহকৃত ভক্তি দ্বারাই লভ্য। শ্রীবাসুদেবোপনিষদবচনও—মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ অর্থাৎ আমার রূপ অদ্বয় ব্রহ্ম আদি মধ্যান্তবিবর্জ্জিত, সপ্রভ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয় কেবল ভক্তি দ্বারা জানা যায়।

ভক্ত যখন ভগবদ্ সাক্ষাৎ লাভ করে তখন কেবল তদীয় স্বরূপ দর্শন করেন না, পরন্তু তিনি যে সুজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত, সর্ব্ব-ব্যাপক, জন্মাদিরহিত, স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বদা পূর্ণাবস্থ, তাহাও অনুভব করেন। ভক্তি দ্বারা পরতত্ত্বানুভবের সঙ্গে এসকলেরও অনুভূতি হয় বলিয়া প্রীতিদ্বারা স্বরূপ-বৈভবযুক্ত পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইয়াছে।

তদ্বিষয়ে শ্রুতি—ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥" ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায়—ভক্তিই ভগবানকে দর্শন করায়, শ্রীভগবান ভক্তিরই বশ, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তির যোগ্যতা যোগেশ্বর কবিও বর্ণন করিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
(ভাঃ ১১।২।৪২)

যেমন ভোজনকালে কিঞ্চিৎমাত্র ভোজনে ভোক্তার অল্পতুষ্টি, অল্পপুষ্টি ও অল্প ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, অধিক ভোজনে সম্পূর্ণ তুষ্টি,পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ ভজনারম্ভ হইতে ক্রমশঃ আবির্ভাব ভগবদনুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য এককালে হইতে থাকে।

ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' বাক্যও জীবের চরম পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছে। এই বাক্য জীবকে নিজস্বরূপের পরিচয় জানাইতেছে। 'তৎ' পদে পরোক্ষনির্দ্দেশ, 'ত্বং' পদে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ আর অসি-ক্রিয়া তদুত্তরে অন্বয় (যোগ)প্রতীতি করাইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—উক্ত ক্রিয়া উভয়ের ঐক্য সূচনা করিতেছে।

একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাঽস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ বিবর্জ্জিত একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম ছিলেন। সৃষ্টির পরে প্রথমও তিনি তদ্রূপ অবস্থান করিতেছেন। তিনি 'তৎ' শব্দের বাচ্য।

শ্রোত্যুর্দ্দেহাদ্বিয়াভীতং বস্ত্বত্র ত্বং পদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ (পঞ্চদশী ৫পঃ ৫-৬)

শ্রবণাদিদ্বারা বাক্যার্থ বোধ করিতেছে যে, দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্নবস্তু জীবাত্মা 'ত্বং' পদের বাচ্য। 'অসি' পদ তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—তস্য ত্বং অসি অর্থাৎ তাঁহার তুমি। এই অর্থে জীবেশ্বরের প্রীতিময় সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের মতে ইহাই বুঝায়—জীবেশ্বরে অণু-বিভু, আশ্রিত-আশ্রয়, নিয়ম্য-নিয়ামক, শক্তি-শক্তিমানরূপ ভেদ বিদ্যমান। এই ভেদ নিত্য। সুতরাং জীবেশ্বরে ঐক্য সম্ভব নহে। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিৎস্বরূপ। দুইটী চেতনবস্তু কেবল প্রীতির বন্ধনে—সম্বন্ধের বন্ধনে যুক্ত হইতে পারে। 'তত্ত্বমসি' জীবেশ্বর উভয়ের সংযোগব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিপর—প্রেম-তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। "তুমিই অমুক"—একথা বলিলে তুমি পদের বাচ্যের সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ সূচনা করে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যের তৎপদের বাচ্যের সহিত ত্বং-পদের বাচ্যের সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। এজন্য উহা ভগবৎ প্রীতিপর।

লোক ব্যবহারেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যেখানে প্রীতি সেখানেই দুইয়ের সম্বন্ধ—প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সমস্ত প্রাণীই প্রীতিতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যে যাহা করে, তাহা প্রীতির বশেই করিয়া থাকে। যাহার জন্য প্রীতি নাই তাহার জন্য কিছুই করে না। ভালবাসার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে সত্য, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ প্রীতি সুখস্বরূপা। সমস্ত সুখাত্মক বস্তু সে চায়। জীব স্বরূপতঃ আনন্দ বস্তু হইলেও অণু-আনন্দ মাত্র। তাহাও আবার ভূমিজলাদি অষ্ট আবরণে অবস্থিত। সেই আবরণ ত্রিতাপময়ী

মায়ার বিকারহেতু স্বরূপগত আনন্দের নিকট কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। দুঃখের আবরণে বেষ্টিত অণু আনন্দ জীবকে ভালবাসিয়া কোন জীব সুখী হইতে পারে না। প্রীতি চায় অনাবৃত আনন্দ। জীবের আবরণ ভেদ করিয়া স্বরূপ ধরিতে পারিলেও ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা পরিমাণে অল্প। এই জন্য জীব ক্রমশঃ প্রীতির বিষয় সকলে প্রীতি বর্জ্জন করিয়া নূতন প্রীতির বস্তুর সন্ধানে ব্যাকুল হয়। শৈশবে জননী, বাল্যে সখ্য, যৌবনে প্রেয়সী, তৎপরে আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ছুটিতে থাকে। অতএব সকলেই যখন প্রীতির বিষয় অনুসন্ধান করিতেছে, তখন দেখা যায় যে এজগতে কেহই প্রীতির যোগ্য বস্তু নহে; সেজন্যই জীবের প্রীতির অনুসন্ধান পরিবর্ত্তনশীল। তাহা হইলে একজন প্রীতির বস্তু আছেন, জীব যাঁহাকে সহজে পায় না—সেই ভগবানই একমাত্র ও যথার্থ প্রীতির বিষয়। তিনি অনাবৃত অফুরন্ত প্রীতির ভাণ্ডার বলিয়া তাঁহাকে পাইলেই প্রীতির চরম সীমায় জীব পৌঁছিতে পারে। যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আর কাহাকেও প্রীতি করেন না। মুক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী হইয়া যায়।

এই প্রকারে ভগবৎপ্রীতির পরম পুরুষার্থতা প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রীতিই জীবের প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রমাণিত হইল।

ভাঃ ১২।১৩।১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্ববেদান্তসার যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

অন্যথারূপ ত্যাগ স্বরূপে ব্যবস্থিতিরূপ যে মুক্তির লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সাধারণ মুক্তির প্রয়োজনীতা শ্রীসূত জানাইতেছেন, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান—ত্রিধা আবির্ভূত, সর্ব্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু। এই পুরাণ (ভাগবত) তন্নিষ্ঠ। কৈবল্য ইহার একমাত্র প্রয়োজন। কেবল—শুদ্ধ, তাহার ভাব কৈবল্য। সেই কৈবল্য' একমাত্র প্রয়োজন—পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদ্য যাহার, তাহা এই শ্রীভাগবতে। এই শ্লোকে ভাগবত শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ১২।১৩।৮ শ্লোকস্থিত শ্রীমদ্ভাগবত শব্দের সহিত অন্বয়। জীব স্বরূপতঃ অশুদ্ধ নহে, পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাবই জীবের দোষহেতু অর্থাৎ অশুদ্ধির কারণ। ইহা নিমিজয়ান্তের উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীহরিবিমুখ জীবের ভগন্মায়াবশে স্বরূপে অস্ফূর্ত্তি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে তজ্জন্যই ভয় (সংসার দুঃখ) হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুকে ইষ্টদেবতা ও প্রিয়তম বুদ্ধি পোষণ করিয়া একমাত্র ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করিবে।

জীবের যাবতীয় দোষের কারণ পরতত্ত্ব জ্ঞানলাভ। এজন্য স্বরূপ-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ঘটে না, দেহে আমিত্ব বুদ্ধিও যায় না। আলোক ব্যতীত যেমন অন্ধকার যায় না, তদ্রূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হয় না। যে ব্যক্তি আলোককে পিছনে রাখে, সে যেরূপ অন্ধকারে থাকে—কিছুই দেখে না। তদ্রূপ ভগবজ্ জ্ঞান না হইলে সর্ব্বপ্রকাশক ঈশ্বরের জ্ঞান না হইলে আত্মার পরিচয় বুঝিতে পারে না। মায়াপ্রভাবে অজ্ঞানতা-দোষে স্বরূপপ্রাপ্তি ও সংসারবন্ধন। পরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলেই দেহাভি-নিবেশের অবসান হয়।

পরতত্ত্ব জ্ঞান হইলে কৈবল্য অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। কৈবল্য-শব্দে শ্রীহরির পরম স্বভাবও কথিত হয়। যথা স্কান্দে—

ব্রহ্মেশানাদিভি দেবৈর্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
স যৎ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো মতঃ॥

হে হরে, ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহেন, সেই কৈবল্য যাহার স্বভাব, সেই আপনি 'কেবল' বলিয়া খ্যাত।

কোন স্থলে কেবল শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগে কৈবল্য পদ নিষ্পন্ন করিয়া কৈবল্য-অর্থে পরম (শ্রীহরি) কথিত ; যথা—

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসঙ্গিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥ (ভাঃ ১১।৯।১৮)

পরাবরগণের শ্রেষ্ঠ কৈবল্য নামক (আদি পুরুষ) আছেন। তিনি নিরুপাধিক, কেবলানুভবানন্দ রাশি ; সন্দোহ—রাশি। পর—স্বাংশ, মৎস্যাদ্য-বতার ; অবর বিভিন্নাংশ জীব। এ সকলের শ্রেষ্ঠ—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

কৈবল্যৈক প্রয়োজন শব্দের অর্থ কৈবল্য—কৈবল্য (পরম তত্ত্ব বা তাঁহার স্বভাব-গুণ লীলাদি) অনুভব করাইবার জন্য শ্রীভাগবতের প্রবৃত্তি।

মুক্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তিতে (চিত্রকেতুর প্রতি) জানা যায়—

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ।
স্বার্থঃ সর্ব্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্॥

যোগে নিপুণ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কেবল (পরমাত্মা তাঁহার) দর্শন পরাত্মৈক-দর্শন। এক শব্দের অর্থ অভিধানে 'কেবল' পাওয়া যায়। সেই অর্থে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী বলিতেছেন, কেবল পরামাত্মার দর্শনকে পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। ভিতরে বাহিরে, মনে নয়নে শ্রীহরিকে দেখ। অন্য কিছু না দেখাই পরম পুরুষার্থ। বস্তুতঃ ভিতরে বাহিরে আনন্দময়ের অনুভূতিতেই পরমানন্দ লাভ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সৎ পুত্রের পত্র

[২]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ নং মূর এভিনু
টালিগঞ্জ বেতার অফিস
কলিকাতা—৪০
তাং ইং ৭/১১/৭০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * আপনার কৃপালিপিখানা পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। যিনি যে-বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাকে সেই বিষয় সম্বন্ধে পত্র লিখিলে বা আলোচনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। ইহা সাধারণ জগতের ধর্ম্ম। পারমার্থিক জগতেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়না।

যাহা হউক, এক্ষণে আপনার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা যাউক্। আপনি নিশ্চয়ই অত্যাধিক স্নেহবাৎসল্যহেতু আমার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি যতদূর অধিকারী নহি, তার অধিক লিখিয়া আপনার বৈষ্ণবতাই "অল্পসেবা বহুমানে"—এই নীতিকে গ্রহণ করিয়া আপনি মাদৃশ অধমকে জড়-প্রতিষ্ঠার কারাগারে শৃঙ্খলিত করিবেন না,—এই প্রার্থনাই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন "যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা, যেই দুর্গা সেই কৃষ্ণ।" তবে দুর্গার নাম নিয়েই, প্রসাদ পাওয়ার কথা দূরে থাকুক, নাসিকা কুঞ্চিত করে কেন—ইহার কারণ কি? অথচ যোগমায়া কাত্যায়নীর প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না।

এ সম্বন্ধে আমার কোন গভীর জ্ঞান নাই। শাস্ত্রালোচনাও আমার নাই। তবুও আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে আপনার পরিতৃপ্তি হইবে কিনা জানি না।

আমরা "সনাতন শিক্ষায়" পাই—"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গ এক অসাধু, 'কৃষ্ণভক্ত' আর॥" বৈষ্ণবের আচার ও অবৈষ্ণবের নির্দ্দেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যত্র পাই—"ভক্ত-বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥" কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকে—কৃষ্ণভক্তের আচার, কৃষ্ণভক্তের ভজনীয় বস্তু এবং কৃষ্ণভক্তের সুদুর্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ আমরা জানিতে পারিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করিলেই সকল সংশয়ের অপনোদন হয়। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও নিজের আচার-প্রচারের দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। অথচ তাঁহার শিক্ষার কণা মাত্রও আমরা পালন করিবার জন্য যত্ন লই না। ফলে, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করিয়া সংসারকারাগারে হাবুডুবু খাইতেছি। তাই শাস্ত্র সুদৃঢ়ভাবে বলেন,—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস॥" বৈধ ও রাগানুগ সকলভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে সেই ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারে আসা যাক্। প্রাকৃত লোকের বিচার,—যিনি যে ভাবেই যাহাকে ভজন করুন না কেন, তিনি পরিণামে ভগবানকেই পাইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা যে উপায়েই ভগবানকে ভজন করা যায়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। গন্তব্যস্থানে যাইতে হইলে বিভিন্ন পথ দিয়া যাওয়া যায়। তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইতে হইলেও বিভিন্ন পথের আশ্রয় করা যাইতে পারে। ভগবানকে কালী, দুর্গা, শিব, রাম, গণেশ যেকোন নামেই ডাকা হউক না কেন, তাহাতে

কিছু যায় আসে না। সবই' ত এক, সব ধর্ম্মই সমান ইত্যাদি বাক্য বালোচিত মনোধর্ম্মী ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহাকে কুসিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন।

আধিকারীক দেবতার পূজা করিলে, ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। গীতাশাস্ত্রে এবিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। গীতা বলেন—

'যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজ্ঞিনোঽপি মাম্॥ (৯।২৫)

মায়াশক্তির কার্য্য—তিনি আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিয়া "কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥" প্রভৃতি জন্মমরণমালার কর্ম্মচক্রে ভাসাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে যে ভাবে ভজন করিবেন, তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। একটু লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর এবং নিত্য অহৈতুক-কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ইহাতে 'আকাশ-পাতাল' ভেদ বিদ্যমান।

আপনার লেখাতেই পার্থক্য বিদ্যমান। আপনি একস্থানে দুর্গা এবং অন্যস্থানে যোগমায়া কাত্যায়নী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যে দুর্গার উল্লেখ করিয়াছেন—ইঁনি জড়জগৎ অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী "মহামায়া" শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। অন্যান্য আধিকারীক দেবতাগণও শ্রীভগবানের আধিকারীক শক্তি বা বিরূপ বৈভব। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যের পরিচালনা করেন। ইহা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোন কার্য্য নহে। চিদ্ধামে যে-সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য। উহা "যোগমায়া" দ্বারা সাধিত হয়। এসম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের "অনুভাষ্য" হইতে আপনার অবগতির জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

"যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বা চিচ্ছক্তি, যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিকট কৃষ্ণ-সেবোন্মুখী কৃপালাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়মূলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম প্রভৃতি অন্য অভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা বিমুখিনী নির্ব্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদিদেবতার উপাসনা

করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রজ-ললনাগণ নন্দগোপ-কুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর সপ্তশতিতেও দেখিতে পাই যে, রাজা সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্য নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনায় তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে 'যোগমায়া' ও "মহামায়া"কে এক করিয়া প্রচার করা হয়, সেস্থানে অজ্ঞনতা, মূর্খতা ও ভগবৎ স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

অতি সংক্ষেপে "যোগমায়া" ও "মহামায়ার" পার্থক্য উল্লেখ করা হইল, অতএব দেখা যাইতেছে যে দুর্গা এই জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অর্থাৎ এই সংসাররূপ দুর্গের অধিকর্ত্রী। মায়ামুগ্ধ জীবকে শাস্তিদানই তাঁহার কার্য্য। যদিও এই কার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁহারই নির্দ্দেশে এই সৃষ্টিরহস্যের কার্য্য চলিতেছে।

তত্ত্বগত বিচারে আমরা জানিতে পারি কৃষ্ণ মূল সনাতন পুরুষ। তিনি বিভূচৈতন্য সচ্চিদানন্দময়, জীব অণুচৈতন্য এবং দুর্গা রুদ্রাদি আধিকারীক দেবদেবী কৃষ্ণের অংশ, কলা, স্বাংশ, স্বাংশাংশ। দুর্গাদেবী আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ। মহাজনগণ গাহিয়াছেন—"উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী। রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী॥" শ্রুতি বলেন—শক্তি ও শক্তিমান অভেদতত্ত্ব। পূর্ণ বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি সব কিছুই হইতে পারেন।" কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ যঃ সমর্থ স ঈশ্বরঃ॥" কিন্তু তাঁর সম বা অধিক কেহ নহে। শাস্ত্র বলেন—"ন তৎ-সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" অংশ বা কলা পূর্ণ বস্তুর সমান হইতে পারেন না। কৃষ্ণের পক্ষে যাহা সম্ভব দুর্গা বা কালীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 'Geometrically prove—Part is not equal to the whole। একটি টাকা ভাঙ্গাইলে পয়সা সিকি আধুলী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু পয়সা সিকি আধুলী বা টাকার সমান হইতে পারে না। উহা টাকার অংশ মাত্র।

অতএব, পূর্ণ বস্তুর যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের ভিন্নভাবে অন্য দেবদেবীর ভজন করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"
(৪।৩১।১৪)

মহাজনগণের গীতিতেও পাই—"মুলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল। শিরে বারি নহে কার্য্যকর। হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তার, ভক্তে সবে করেন আদর।"

অচ্যুত ভগবানের সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের প্রার্থনার মধ্যেই তাঁহাদের আরাধনার বিষয়বস্তু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যথা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশকাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টকম্)

আর যাহারা অন্য কামী হইয়া দেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের প্রার্থনা "রূপং দেহী ধনং দেহী যশো দেহি দ্বিষো জহি" ইত্যাদি। এই প্রার্থনাই মায়ামুগ্ধ জীবের সংসার-কারাগারের পথ সুগম করিয়া দেয়। ভগবানের দেয় স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, অপব্যবহারে "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনের স্মৃতিটুকু ভুলিয়া, অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়া নানা দেবীর ভজন করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য জরামণের ফাঁদে পা দিয়া অনিত্য সুখের লালসায় ডুবিয়া থাকেন। অন্য দেবতার ভজন সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ (৯।২৩) এই অবিধিপূর্ব্বক পূজাই আমাদের ভজনের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তত্ত্বগত বিচারকে উপেক্ষা করিয়া অনীশ্বরকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করিয়া শ্রীভগবৎচরণে আমরা অহরহ অপরাধ করিতেছি। এই সব সূক্ষ্মদর্শন যাহাদের জানা নাই তাহারাই বৈষ্ণবগণকে গোঁড়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে গোঁড়ামীর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দেন।

সুতরাং, আপনিই বিচার করুন—বৈষ্ণবীশক্তি যোগমায়ার পূজা করিয়া গোপীগণ যে আনন্দসিন্ধু লাভ করিয়াছিলেন, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মহামায়া পূজাদ্বারা যে ধনরত্ন লাভ, তাহা কি একই পর্য্যায় বলিতে হইবে? কাত্যায়নীপূজা করিয়া গোপীগণ প্রার্থনা করিলেন,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

কাত্যায়নী, যোগমায়া কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ সকল ভক্তেরই কাম্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ' নাম। "ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥" অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদ আর

কাত্যায়নী বা যোগমায়ার প্রসাদ একবস্তু নহে। কাত্যায়নী ও যোগমায়া চিৎজগতের অধিষ্ঠাত্রী এবং কৃষ্ণ ভজনের সহায়কারিণী নির্গুণা বস্তু। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক কি করিয়া সগুণ যুক্তা মায়াদেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন ?

সেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভের উপায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ (গীঃ ৭।১৪)

এই প্রসঙ্গে পূজকের আচার বিচারও লক্ষণীয়। আমরা সচরাচর কি দেখি। অন্যান্য দেবদেবীর উপাসক বা পূজকের তাঁর আরাধ্য দেবতার প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাব। ফলে যে সকল দেবতার চরণে নিজ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য দেব-মন্দিরে ছুটাছুটি করে। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পায়, তাহা সকলের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গে অম্বরীষ রাজার প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার এবং ভক্ত প্রতি দুর্ব্বাসার আসুরীক ব্যবহারে সুদর্শন চক্রের তাড়ন এবং বিভিন্ন দেবতার চরণে দুর্ব্বাসার প্রাণভিক্ষা আলোচনা করিলে মায়ামুগ্ধ জীবের কি গতি তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। নীতিশাস্ত্র বলেন—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জন্মৌকসাম।
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈক সেবিনাম্॥”

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের গানে পাই—বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ॥

“কৃষ্ণ পরসঙ্গই যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে কৃষ্ণ কার্ষ্ণ প্রসাদই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু শাস্ত্রে ভগবৎ প্রসাদের কথাই উল্লেখ আছে। অন্যান্য দেবদেবীর স্বতন্ত্র প্রসাদের কথা উল্লেখ নাই। যাহারা শুদ্ধভাবে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করেন। তাহারাই একমাত্র নিবেদিত প্রসাদ দ্বারাই অন্যান্য দেবদেবীর ভোগ দেন। ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সেই “ভক্তভুক্ত শেষ” হয় মহা-মহাপ্রসাদ” আখ্যান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা ‘বিষ্ঠামূত্র’ সমতুল্য হয়। এই প্রসঙ্গে নারায়ণের উচ্ছিষ্টে বঞ্চিতা পার্ব্বতী দেবী শিবের প্রতি যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহাও স্মরণযোগ্য।

শাস্ত্র বলেন যাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনের সহায়ক, তাঁহারাই পরম বন্ধু, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—সেই সে পিতা মাতা। শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা॥" এই প্রেমভক্তি দাতা সকলেই হইতে পারেন না। যাঁহাদের কৃষ্ণোন্মুখীবৃত্তি আছে, তাঁহারাই সমর্থ। কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদনের কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই যোগমায়ার কৃপা লাভ করিয়া ভক্তিমার্গে এগিয়ে যান। অন্যকামী যারা, তাহারা সংসার-কারাগারে দুর্গাদেবীর মায়ায় মোহিত হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ (চৈঃ চঃ)

"যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা বা কালী"—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বা কোন নিগম অথবা সাত্ত্বিক গ্রন্থে নাই বলিয়াই জানি এবং ভক্তমুখে শুনি। তবে কোন তামসিক বা রাজসিক পুরাণে আছে কিনা আমার জানা নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়া রাখা উচিৎ যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বা বিভিন্ন অবতারে ভক্তরক্ষণে ও অধর্ম্ম বিনাশনে নৃসিংহ-বরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কালি অথবা কোন আধিকারীক দেব-দেবীগণ কখন কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন সাত্ত্বিক পুরাণে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু আর কাহারও উল্লেখ নাই। দেবাদিদেব মহাদেব যিনি কালী বা দুর্গার পতিরূপে প্রকাশ তাঁহারও উপাস্য আছেন উহা হর-পার্ব্বতীর কথপোকথন বহু গ্রন্থেই প্রমাণ হয়। শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাঁহার ধ্যানমগ্নতা বিষয় জানিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারও প্রভু রয়েছেন। অতএব সবকে একাকার করিতে গেলে মনিব ও ভৃত্যকে একাকার করার মতই হইবে। আর একটি বিষয় জানিতে হইবে যে, পূর্ণবস্তুর সর্ব্বক্ষমতাই আছে। কিন্তু অংশ বস্তুর পূর্ণবস্তু হওয়ার সামর্থ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণ্যাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ পূর্ণরূপ অবতার হইতে পূর্ণরূপ অবতার প্রাদুর্ভূত হন; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণের জন্য পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট

থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। তাঁহার অবতারের প্রকটলীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং প্রাকৃত জগতের হিসাব এবং অপ্রাকৃত জগতের হিসাব একরূপ নহে। এই জগতের সবই চিৎজগতের হেয় প্রতিফলন। যেমন, চিৎজগতের হিসাব ১ − ১ = ১ ; কিন্তু জড়জগতে ১ − ১ = ০।

মাদৃশ অধমের কোন তত্ত্বজ্ঞান নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে যাহা বোধগম্য হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম। আপনার এই প্রশ্ন সর্ব্বত্রই শোনা যায়। কারণ জীব তার ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সব একাকার করিয়া ফেলে। এসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনার অপেক্ষায় রহিলাম। মহাজনের বাণী স্মরণ করিয়া আজকের মত লেখনি সমাপ্ত করিতেছি,—

"অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥" —ইতি

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রাদ্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন করতঃ একমাত্র শ্রীহরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্ম-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্মানারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃ-গণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র

নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ করেন, হরির প্রীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবান্‌কে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই; তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টগ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টি লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্কান্দবচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—যেসকল বিষয়মদান্ধব্যক্তি বৈষ্ণবের ব্যবহারিক-দুঃখ-দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে গ্রাসপরিমিত অন্নভোজন গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্র-তুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করিলে তাহা অক্ষয় হয়, কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও গুরু শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদি-প্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপ আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"

যাহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠাতুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ, অর্থের জন্যই তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ; সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মজড় বিপ্রগণকে ভোগা দেওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্-ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিত নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অমেধ্য দ্রব্য যেমন মৎস-মাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ রক্তমাংসপুঁয-বিষ্ঠাপূর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে যত্নপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না, নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আসুর সমাজের করাল-কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরক-প্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করিয়া প্রকৃতপক্ষে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? গুরুব্রুব বৈষ্ণবব্রুব, গোস্বামিব্রুবগণ কি পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য আসুর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিস্রে পতিত অপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি কেহ সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাঁহার গুরু-গোঁসাই (?), পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাকে 'একঘ'রে' বা নানাপ্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধ পরিকর হন। ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাভিচার-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ প্রচলনের বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণসহ হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিজয়ে নীলাচলের সকল নগরে হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারে পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

কীর্ত্তন নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নবধাভক্তি-কথনে,—"শ্রবণং, কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্" শ্লোকে এই কীর্ত্তনের কথা শুনিতে পাই। এই কীর্ত্তনই সেবা। সেব্যের প্রতি প্রীতির তারতম্যানুসারে এই কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনিত্য বস্তু-বিষয়ের সেবা অল্প সময়ের জন্য; কেন না, আমরাও চিরকাল থাকিব না এবং সেই বস্তুও চিরকাল থাকিবে না। সুতরাং তৎবিষয়ে কীর্ত্তন অনিত্য। কিন্তু নিত্যবস্তুর সেবা সে-প্রকার নয়। যাঁহারা নিত্যকাল থাকেন তাঁহারাই অখণ্ড নিত্যকালের জন্য সেই নিত্যবস্তুর সেবা করিয়া থাকেন। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" বেদান্তদর্শনের এই উপদেশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অসকৃৎ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ—নিরন্তর শব্দ ব্রহ্মের শ্রবণ কীর্ত্তন-মননাদির দ্বারা আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন করিতে হইবে। এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুও "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্ত্যজীব আমরা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে পারি না। সুতরাং এ মহোপদেশ কাহার জন্য? কে নিত্যকাল কীর্ত্তন করিবেন? এসকল কথার মিমাংসা করা উচিত। যিনি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, কৃষ্ণানুরাগই যাঁহার স্বাভাবিকী বৃত্তি, কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই কৃষ্ণ-গুণমুগ্ধ, কৃষ্ণময়, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রচারে পরমোৎসুক নিত্য ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এবং যাঁহারা এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাহার নিজজনগণের কৃপায় মননধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অতিমর্ত্ত্য হইয়াছেন, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সতত গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সেই গুরুদাস-গণই সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্য। আর যাঁহাদের কর্ণ আছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে যাঁহারা এই বাস্তবসত্য-প্রচারকারী জীবন্ত সাধুর মুখে চেতনবাণী শ্রবণ করিবার জন্য অদম্য পিপাসাযুক্ত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে তাঁহাদের নিকট প্রণত হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের এই আদেশপালনের যোগ্য। শাস্ত্রের বক্তা, শ্রোতা এবং বক্তব্য বিষয় সবই নিত্য। কর্ণবেধ-সংস্কারের অভাবে আমাদের কর্ণ সেবোন্মুখ না হওয়ায় আমরা সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব বা কীর্ত্তনীয় বস্তু, কীর্ত্তনকারী ও কীর্ত্তনের নিত্যত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবসত্য-

কথা-কীর্ত্তনকারী মুক্ত সাধুর নিকট চেতনোন্মেষী বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইলেই আমাদের সন্দেহ বা অসুবিধাদি আর থাকে না। সেইজন্যই শাস্ত্র বা সাধুগণ মুক্ত পুরুষের নিকট হরিকথা শ্রবণের উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু সে সুযোগ উপস্থিত না হইলে অন্ততঃ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গই প্রয়োজনীয়—ইহাও শাস্ত্রবাক্য। নিজে যাহারা প্রতিষ্ঠিত হ'ন নাই, এরূপ অনর্থযুক্তের নিকটে হরিকথা শুনিলে, আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। তবে অনর্থযুক্ত সাধক যদি শ্রৌতপন্থী হ'ন অর্থাৎ দুর্ব্বলতাবশতঃ নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপালাভে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্নপর থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা কিছু মঙ্গল লাভ করিতে যে না পারি, এরূপ নহে।

যিনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনি কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। অনুগত ব্যক্তিগণের সুষ্ঠু শ্রবণ হইয়া থাকে এবং তাঁহারাই সাধুগুরুর বাণী যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিয়া তৎকীর্ত্তনে যত্নপর থাকেন। চেতন আত্মাই নিত্য কীর্ত্তন করিতে পারেন। আত্মার-প্রতীতি-যুক্ত অভিমান অনিত্য। তাদৃশ অভিমানে কীর্ত্তনের নিত্যত্ব, বিচারের বিষয় হয় না। জড়াভিমান-যুক্ত ব্যক্তির তাদৃশ অভিমান থাকাকালেও হরি-নাম সেবনীয় এবং বিগত-ব্যাধি হওয়ার পরেও উহা সেবনীয়। এই হরিকীর্ত্তন নিত্যকালের জন্য। সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা সাধুমুখে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ করিয়া নিত্য জীবাত্মার সেই শব্দব্রহ্মের যে সর্ব্বদা কীর্ত্তন, সেই কীর্ত্তনই 'স্ব' ও 'পর'-মঙ্গলবিধায়ক। এই হরিকীর্ত্তনই উপায় এবং ইহাই উপেয়। এই উপায় ও উপেয়—সাধন ও সাধ্য—সার্ব্বকালিক। এই সকল নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদই কৃপা করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন।

মুক্তের কীর্ত্তন ও বদ্ধের কীর্ত্তন এক নহে। মুক্তের অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট ভগবদ্-ভক্তের কীর্ত্তন ভগবান্ ও ভক্তের প্রীতির জন্য আর শ্রৌতপন্থী অনর্থ-যুক্তের কীর্ত্তন অনর্থমুক্তির পর সেবালাভের জন্য অর্থাৎ মুক্ত হইয়া নিত্যকাল কীর্ত্তন করিবার জন্য। সুতরাং এই কীর্ত্তন তাৎকালিক ও অনিত্য। কিন্তু মুক্তের যে কীর্ত্তন, তাহা সার্ব্বকালিক ও চেতনের বৃত্তি বলিয়া নিত্য ও পরম সত্য এবং ইহা বদ্ধজীবের মনোবল ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভগবৎ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম জীব-হৃদয়ে বা জগতে প্রতিষ্ঠা

করিবার জন্যই তাঁহাদের কীর্ত্তনের প্রয়াস। প্রকৃত সাধুর নিকট মঙ্গলময়ী চেতনবাণী অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ না করিলে চেতনের উন্মেষ হয় না। এই কীর্ত্তন-শ্রবণ ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের অন্য উপায় নাই দেখিয়াই ভগবদনুগত সাধুগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণাবলী আমাদের নিকট কৃপা-পরবশ হইয়া কীর্ত্তন করেন। ইহা আমাদের প্রতি তাঁহাদের অযাচিত করুণারই পরিচয়।

--শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

শত্রু ও মিত্র

শত্রু ও মিত্র এই দুইটী কথা পরস্পর বিপরীতার্থবোধক। শত্রু আমাদিগকে বাধা দেয়, আমাদের অমঙ্গল সাধন করে, আর মিত্র অমঙ্গল আনয়ন করা ত' দূরের কথা, তাহা সমূলে ধ্বংস করতঃ মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেয়। ভগবৎ-সেবাতেই আমাদের মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই অনর্থোৎপত্তির জনকস্বরূপ। ভগবানের সেবা যাঁহারা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তগণই এই মঙ্গলপথ নির্দ্ধারণের একমাত্র সমর্থ বলিয়া তাঁহারাই আমাদের পরম বন্ধু। ভক্ত ব্যতীত এজগতে আমাদের বন্ধু না থাকায় আব্রহ্মস্তম্ভ সকলেই অল্পবিস্তর অনিষ্টসাধনে তৎপর। সুতরাং বর্ত্তমানে আমরা যে শত্রুপুরী এই হরিবিমুখ জগতে বাস করিতেছি এবং তৎফলে আমাদের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের ধারণা, আত্মীয়স্বজন বা জগতের বস্তু বা ব্যক্তিগণই আমাদের ভজনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ভজনের পথে আমার দেহ ও মনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শত্রুতা আচরণ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে নিত্যমঙ্গলের কথা শুনিয়া ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখে দেহ আমাকে বাধা প্রদান করে এবং মন তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। এখন আমার মাত্র এই দুইটীই সম্বল কিন্তু এই দুটীই যখন আমার পরমশত্রু তখন সময় থাকিতে থাকিতে নিজের মঙ্গলোপায় চিন্তা নিশ্চয়ই বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেহ-মনের গোলামী করিতে করিতে ইন্দ্রিয়দাস আমার চিত্তবৃত্তি যেরূপ কুৎসিৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ভালমন্দ-বিচার করিবার শক্তি দিন দিন লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। কষ্টে না পড়িলে কেউ কৃষ্ণকে ডাকে না—এই প্রবাদ

বাক্য বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং সেই জন্যই বোধ হয় আমার হৃদয়ে আজ বিপত্তারণ মধুসূদনের কথা ঈষৎ জাগরিত হইতেছে। আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া শাস্ত্র (ভাঃ ৭।৫।৩২) বলিয়াছেন,—

নৈষাংমতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের চিরবিক্রীত না হইলে ভজন আরম্ভ হয় না। কিন্তু এই সকল চৈতন্যোদ্বোধিনী শিক্ষা যখন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমার মন বলিয়া থাকে "সাধুর চরণে বিক্রীত হইলে এত সাধের যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণগিরি বা ইন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপে চলিবে? সাধুর পাদপদ্মে সব সমর্পণ করিলে নরক-যন্ত্রণার দ্বারস্বরূপ তোমার স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বাধীনতা কি করিয়া টিকিবে? মন যখন দুর্ব্বল আমাকে এইরূপ ধরণের কুযুক্তি দেয় তখনই অল্পবুদ্ধি আমি তাহার কুপরামর্শের বিষময় ফলের কথা চিন্তা করিতে না পারিয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং ভোগ-বিষয়ে জর্জ্জরিত হইয়া কেবল কষ্টই পাই। আবার সুবুদ্ধিক্রমে যখন আমি গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সতত নিয়োজিত থাকিবার সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি তখন মন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে নানা কথার উদয় করাইয়া তাঁহাদের সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে বিচ্যুত হইবার প্ররোচনা দেয়। মন যে অসদ্বস্তু এবং তাহার চিন্তাস্রোত যে অসতের দিকে, একথা সদসদ্বিচারপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। সুতরাং অসৎপথে লইয়া যাওয়াই যাহার কার্য্য, সাধুগুরুর অনুগত হইবার অভিনয় করিয়াও সেই দুষ্ট লম্পট মনের কথায় কাণ দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মনের বা জগতের ভালমন্দ কোন উপদেশের প্রতি কাণ না দিয়া সাধুশাস্ত্র ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পরমমঙ্গলপ্রদ বাণী শুনিয়াই চলেন।

যখনই আমি আমার মনের পরামর্শ শুনি, তখনই পরমবন্ধু গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য আমার ভাল লাগে না, তাঁহাদের কথায় আমার রুচিকর হয় না। সেইজন্য আমি তখন সাধুর কর্ণপাত না করিয়া দেহ ও মনের পরামর্শ-গ্রহণকারী দেহ-গেহাসক্ত কোন ব্যক্তির নিকট গিয়া উপদেশপ্রার্থী হই। এবং তাহারাও আমাকে তাহাদের দলে টানিয়া লইবার জন্য এই শত্রুপুরীতে বসবাস করিয়া ভোগসুখে প্রমত্ত হইবার নানা আশা ও উপদেশ দেয়। আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। ইন্দ্রিয়তর্পণপর বস্তুই আমার লোভনীয়,

তাই আমি কোন মনোধর্ম্মী জগদ্বাসীকে বা তথাকথিত জনৈক শিক্ষিতাভিমানীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এমনি আমার বুদ্ধির বহর!

বর্ত্তমানে স্বসুখকামী আমি জড়ভোগপর মনকেই গুরু করিয়াছি। ভোগ ও ত্যাগচিন্তা ছাড়া যাহার অন্য কোন কাজ নাই, সেই মনকে গুরু বা শিক্ষক করিলে ভোগ ও ত্যাগ চিন্তা ছাড়া এবং তৎফল-স্বরূপ নরকপাত ব্যতীত আমার আর বেশী কি লাভ হইতে পারে? এই মনের আনুগত্য করিয়া অনন্ত জন্ম কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন জন্মেই ত' সুবিধা হয় নাই; এখনও দেখিতেছি যে, সেই মন কেবল অসৎ-চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিয়া আনন্দ পাইতেছে। সুতরাং এখনও এই মনরূপ অসতের সঙ্গ বা মনোধর্ম্মীগণের সঙ্গ—অসৎ জগতের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তদুপদেশানুসারে ভগবৎ-সেবা-যাজনমুখে জীবন অতিবাহিত করা যে একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই যে জীবমাত্রের চরমলক্ষ্য, পরমধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহের কথা কি আছে? তাই বলিতেছিলাম, এই দুষ্ট মন ও তদ্ভৃত্য দেহই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে।

একটা দুষ্ট মন কিনা আমার গুরু! সুতরাং আমার মঙ্গলামঙ্গলের কথা আর কি বলিব? আমার দুঃখের কথা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতে পারিতেছেন; কিন্তু হতভাগ্য আমি যদি একটু স্থিরচিত্ত হইতাম, নিজের মঙ্গল যদি একটুও চাইতাম তাহা হইলে আমি আমার মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া—মনকে আমার শিক্ষক না সাজাইয়া নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের চরণে বিক্রীত না হইয়া থাকিতে পারিতাম কি? গুরুবৈষ্ণব আনুগত্যহীন বা তৎপ্রীতিরহিত জীবন আমার ভাল লাগিত কি? যদি বাস্তবিক মঙ্গল চাইতাম তাহা হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে সাধুকেই আমি বরণ করিতাম,—যাহার ফলে আমার দেহতরণী আমাকে ভগবৎকৃপানুকূল-বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইত—আমার জীবনের সার্থকতা ভগবৎ-সেবাসিদ্ধিলাভ-মুখে হইত। সুতরাং যাঁহারা ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা মঙ্গলের পথ চা'ন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মনই যে আমাদের প্রধান শত্রু ইহা জানা উচিত নহে কি? ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ এই পরমশত্রুর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগপূর্ব্বক আমাকে সেবোৎসাহিত করুন, মনানুগত্য ছাড়িয়া গুর্ব্বানুগত্যের ভরসা দিন্, ইহাই আমার নিবেদন।

—শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাস ব্রজবাসী

শুদ্ধভজন

শুদ্ধ শ্রদ্ধা হইতে শুদ্ধ ভজন হয়। যেখানে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সেইখানেই শুদ্ধভজনের কথা। জীব যখন নিশ্চিন্তভাবে জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার কারাগৃহ সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারেন না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়। হরিভজন করিতে হইলে ঐকান্তিক হওয়া চাই। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। যদি কেহ শুদ্ধভজন করিতে চান, তবে তিনি ভজন ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবেন না। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপট বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতিনামে পরিচিত হন। সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমভক্তি হয়। প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। শান্তরতি, দাস্যরতি সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি—এই পঞ্চরতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়ীভাবে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়—এই সপ্তবিধ গৌণরস কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকরূপে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধান করিয়া নিবৃত্ত হয়। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তি। এইজন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত, কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা রতিতে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপরাকাষ্ঠাহেতু আশ্রয়ের বশ্য।

আমারা অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধন-ভজন করি বটে; কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে

জানা যায় যে, শুদ্ধভজন করিলে তৎফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধবঃ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

শাস্ত্রালোচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা কেহ কখনও ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবানও তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগৎকৃপা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই শুদ্ধভজনের মূল।

অনর্থযুক্তাবস্থা ও অনর্থমুক্তাবস্থা—এই দুই অবস্থাতেই ভজন হয়। ভজনে যতদিন অনর্থ থাকে, ততদিন ভজন অল্পবিস্তর অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থবিগত হইলে ভজন শুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারিপ্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহা না জানাই স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া ভজন শুদ্ধ হয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ—এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের অস্থিরতা হয় না। জ্ঞানিগণ শুষ্কবৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির আশা করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি না থাকায় তাঁহারের মঙ্গল হয় না।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

যোগিগণ যম-নিয়ম আসন প্রাণায়াম-সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, কিন্তু তাহারাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়াও ভক্তিলাভে অসমর্থ হন। তাই শ্রীমন্মাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই শুদ্ধ-ভজন হয়। জীব কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই শুদ্ধসম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান।

স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে হরিভজন হয় না। 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার'—এই কথা একবার বলিয়া যে শরণগ্রহণ করে, তাহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। শ্রীনামের এত কৃপা! শ্রীনামের ন্যায় শ্রীধামও বড় করুণাময়। শ্রীনাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ভজনে শীঘ্র উন্নতি হয়। কপট বা ভণ্ডামি থাকিলে শ্রীনাম আশ্রয় দেন না। কোন প্রকার ফলকামনার নামই কপটতা। সরল হইতে হইবে—অসঙ্গ হইতে হইবে—নিরপেক্ষ হইতে হইবে। সেবাকাম ব্যতীত অন্য কামনা রহিত ব্যক্তিই নিরপেক্ষ, অসঙ্গ বা সরল। সর্ব্বক্ষণ গুরু-বর্গের সহিত যুক্ত থাকা দরকার, নতুবা ভজন হইবে না। প্রাকৃত অভিমানই দম্ভ। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা যায়। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। কৃপা হইলেই শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়িবে। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে কৃপার সহিত যোগযুক্ত হইতেছি না, বুঝিতে হইবে। নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া বেশ বুঝিতেছি যে, কৃপা ত' পাই নাই। এখন উপায় কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে জানাই এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। যাহার কেহ নাই, তাহার নিত্যানন্দ প্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয়। যদি কাঙ্গাল হওয়া যায়, তবেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা যায়, নতুবা অন্য প্রার্থনা আসিয়া বাধা দেয়। শ্রীধাম, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব—এই সকল তদীয় বস্তুর আশ্রয় করিতে হইবে। ইঁহাদের কৃপার আভাসেই মঙ্গল হইবে, যদি কুটিলতা না থাকে। এত কথা শুনিয়াও আমরা অকপটে কৃপা চাহিতে পারি না কেন বা আমাদের ভজনে উন্নতি হয় না কেন? ভজনে অগ্রসর হওয়া বা কৃপা চাওয়া চেতনের স্বভাব বা ধর্ম্ম। যেখানে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। শ্রীনামের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপায় সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। অনিত্য বস্তুর চিন্তা দ্বারা মোহ আসে। সৎসঙ্গ ও সৎচিন্তা দ্বারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি হয়। সাধুসঙ্গ দ্বারা মঙ্গল হয়

সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? শ্রীগুরুদেব কি কৃপা করিয়া সাধু চিনাইয়া দিবেন? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চেনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ত' নিজেই সাধু—ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা করিতে চাই, তবে সেবা পাইবই। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু। আমার যদি শরণাগতি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দিবেন। নিজকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃষ্ণকে দিবার জন্যই—কৃপা করিবার জন্যই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যা কিছু বাঞ্ছা সবই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসত্তৃষ্ণা।

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাই-পাশের আশা ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করিবে ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী কিরূপে আসিবেন? অতএব বহুযত্নে ঐ দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা স্পর্শ না করাই ভাল—ইহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ।

হৃদয়দৌর্ব্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অতৃষ্ণাবশতঃ জীব অসদ্‌বিষয়ে এইরূপ অভিনিবেশ হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্য্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহাই তাহার হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা, কুটীনাটী ও বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত কুটীনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

-রূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজের জাতি, বিদ্যা বা অন্যান্য অভিমানের ফলে বৈষ্ণব অধরামৃত, তচ্চরণামৃত ও তৎপদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজনচেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

কুটীনাটী ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সেবাসুখ পাওয়া যায় না। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনেক সময় ভজনপ্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব বলবান্ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই শুদ্ধভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা এবং অসতৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্যবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও ফল হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—

সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সেজন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে॥
বিনি কৃষ্ণনামে ভাই গতি নাহি আন।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

অপরাধ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়। অন্যাভিলাষ অন্য দেবপূজা ও স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই শুদ্ধভজন হয় এবং শুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলেই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত পার্ষদ গোস্বামিগণের অন্যতম। যদিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাত্র একটীবার শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নামমাত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজন প্রবীণতার কথা শুদ্ধভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। একান্ত-বিরক্ত শ্রীলোকনাথ প্রভু অতিশয় দৈন্যবশতঃ তাঁহার নিজ চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থে বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। এইজন্যই আমরা তাঁহার চরিত্র বা ভজন চেষ্টার বিষয়ে কোন পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই না। শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনরোত্তমবিলাস প্রভৃতি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিষ্কিঞ্চন ও বিরক্ত আদর্শ চরিত্রের কথা দেখিতে পাই।

শ্রীল লোকনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের বাসস্থান যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে এবং তৎপূর্ব্বে কাঁচ্‌নাপাড়ায় ছিল। ইঁহার পিতার নাম শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য। ইঁহার একমাত্র অনুজ প্রগল্‌ভ। শ্রীমন্মহাভুর আজ্ঞায় শ্রীলোকনাথ প্রভু ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া একান্ত নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজনে মগ্ন থাকেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্যতম খদির বনে ভজন করিতেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দৈন্যবশতঃ কাহাকেও শিষ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। খেতুরীর রাজকুমার, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-ব্রতলীলাধৃক্ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ব্রজবাসকালে তাঁহার বহু সেবা অকপটে তাঁহার কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীলোকনাথের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাই শ্রীল নরোত্তমের অনুপম ঐকান্তিকতায় শ্রীলোকনাথ একমাত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার প্রথম ও শেষ শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর আদেশে খেতুরীতে গিয়া তথায় ভগবৎসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু খদিরবনে ভজন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তথায় শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাধি আছে।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনন্দ

ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বময় আনন্দ-স্বরূপ তিনি অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীনন্দ-যশোদা উভয়েই আশ্রয়-বিগ্রহ। পরমব্রহ্ম সনাতন-পুরুষ যিনি, জগন্নাথ যিনি, সর্ব্বকারণকারণ যিনি, সকলের একমাত্র উপাস্য যিনি, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার অনন্ত ভৃত্যের ভৃত্য, সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর যিনি, যাঁহার সমান বা ঊর্দ্ধ কেহ নাই, সেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নিত্য পুত্র—সেই পরব্রহ্ম যাঁহার গৃহের বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া খেলা করেন, যিনি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া—আসক্ত হইয়া সর্ব্বপালক-পালক শ্রীহরিকে তাঁহার পাল্য ও লাল্য জ্ঞান করেন, যিনি পরব্রহ্মকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহের পাত্র মনে করেন, যাঁহার কৃপায় জীব ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই কৃষ্ণের অশুভের আশঙ্কা যিনি করেন, তিনিই আমাদের পরমোপাস্য ব্রজরাজ শ্রীনন্দ।

মথুরার কিছুদূরে নন্দীশ্বর পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় শ্রীপর্জ্জন্য-নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি সকলগুণে গুণী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—দেবমীঢ়। পর্জ্জন্য গোপের মাতা জাতিতে বৈশ্যা ছিলেন। এই জন্য যদুবংশে উদ্ভূত হইয়াও পর্জ্জন্য গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন। নন্দীশ্বরে 'কেশী' নামে দৈত্য বড় উৎপাত আরম্ভ করায় দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পর্জ্জন্য গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। পর্জ্জন্য গোপ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র 'নন্দ' গোকুলের রাজা হন।

পর্জ্জন্য গোপের 'শূর' নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শূরের 'বসুদেব' নামে এক পুত্র হয়। শ্রীবসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দ পরস্পর মিত্র হইলেও শ্রীবসুদেব অপেক্ষা শ্রীনন্দে আনন্দ বা ঐশ্বর্য্যশিথিল শুদ্ধ প্রীতি অধিকতর প্রকাশিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব যখন আনন্দময়-রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই সেখানে সেই আনন্দের আনন্দস্বরূপ শ্রীনন্দ-নন্দন আবির্ভূত হ'ন। শ্রীযশোমতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'ন নাই

বলিয়া তাঁহাকে শ্রীনন্দ-নন্দন বলা হইবে না, এরূপ নহে। তিনি নিত্য-নন্দ-নন্দন। হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনরহরিকে স্তম্ভপুত্র বলা যায় না। ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বরাহ-বিষ্ণুর পিতা বলা হয় না; সুতরাং ভগবান্ কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাতে মাতৃত্বের আরোপ হইবে, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর নিত্যপুত্র। তবে শ্রীনন্দ-নন্দের সম্বন্ধে শ্রীব্রজরাজের পারকীয় পিতৃত্ব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাকারণকারণ—সকলের পিতা হইয়াও শ্রীনন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বকারণকারণ হইলেও প্রেমিক ভক্তই তাঁহার প্রকাশের কারণ। ভক্ত প্রকাশ না করিলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। এই জন্য নন্দের পূজা—ভক্তের পূজা আগে।

শাস্ত্র পাঠে জানা যায়,—শ্রীনন্দ দ্রোণ-বসুর অবতার। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার বরে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন যে ভক্তিদ্বারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ভগবান্ শ্রীহরিতে তাহাদের যেন সেইপ্রকার ভক্তি হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর অনুমোদন করিলে দ্রোণ 'নন্দ'-নামে খ্যাত এবং ধরা 'যশোদা'-নামে খ্যাত হইয়া ব্রজে আবির্ভূত হন। এই কথা শুনিয়া যেন শ্রীনন্দ-যশোদাকে কেহ স্বর্গবাসী ব্যক্তিমাত্র মনে না করেন। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

"ইহা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোক-বাসিগণের অবতার, আবার স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। স্বর্গবাসিগণকে বৈকুণ্ঠবাসিগণের ন্যায় অবতার না বলিয়া 'প্রতিরূপ' বলিবার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠ মায়ার অন্তর্গত নহে, কিন্তু স্বর্গ প্রপঞ্চের অন্তর্গত; তাহাতে মায়িকভাব বিদ্যমান; স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের প্রতিবিম্বরূপ, অর্থাৎ বাস্তব অবতার নহেন, হেয়তা-মিশ্রিত প্রতিচ্ছবিবিশেষ। যেরূপ লীলাময় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য ধরাতলে বারংবার দেবতাগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দ-নামক নিত্যপার্ষদ; তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণ-নামক বসু। কদাচিৎ সেই গোলোকস্থ

শ্রীনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষ-নামক নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্তপাতালবর্ত্তী ধরণীধর, পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীদামা, তাঁহারই অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধপার্ষদ গরুড় ও দেবসমাজে বিনতা-নন্দন, পৃথিবীতে কদাচিৎ সেই শ্রীদামা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা-পৃশ্নি, দেবসমাজে কশ্যপ-অদিতি, সেই শ্রীবসুদেব-দেবকী কদাচিৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের অবতার-সমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতারসমূহও অবতারী শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন; কারণ অংশ হইতে অংশী অভিন্ন। শ্রীনন্দের অবতারও কাল-অনুসারে কার্য্য-অনুসারে, স্থান-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় কখনও অংশরূপে, কখনও বা অংশীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; যেমন শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে অংশরূপে বরাহ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আবার দ্বাপরের শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তারের জন্য—সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছেন; শ্রীনন্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পারকীয় পিতৃত্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত গোলোকস্থ শ্রীনন্দ যখন পরমপ্রেমময় লীলাবিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন স্থানে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিজ অবতারবর্গের সহিত ব্রহ্মার প্রদত্ত বরাদিকে ছল করিয়া—অংশ অবতারবর্গকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই সময়ে নন্দের অবতারগণও তাঁহাতে অবস্থান করেন। এই জন্যই মুনিগণ বলিয়াছেন,—দ্রোণই নন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার বরে নন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, নন্দের মহিমা অপেক্ষা ব্রহ্মার মহিমা অধিক। ব্রহ্মা গোকুলবাসী শ্রীনন্দাদির প্রেম-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া একদিন তাঁহাদের পদরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য গোকুলে যে কোন জন্মলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি গোকুলে শান্তরসের রসিক তৃণ-গুল্মাদির ন্যায় যে কোন জন্ম ব্রহ্মার কাম্য ছিল; কিন্তু গোপরাজ শ্রীনন্দ গোকুলচন্দ্রকে নিজে বাৎসল্যরসের নিত্য প্রেমাস্পদরূপে নিত্যকাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কাজেই যাহা ব্রহ্মার পরমদুর্ল্লভ, তাহা কখনও ব্রহ্মার বরে পাওয়ার সম্ভাবন

নাই। এইজন্য ব্রজরাজদম্পতি-অংশে দ্রোণ ধরাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অংশ অংশীতে প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার দর্প চুর্ণ করিলেন, তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের প্রেমসৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো! নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য!! যাহারা পরমানন্দপূর্ণ সনাতনকে তাঁহাদের নিজস্ব বান্ধবরূপে পাইয়াছেন।

শ্রীনন্দের কৃষ্ণসেবার মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোন বিচার নাই। সেখানে আছে কেবল হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। একমাত্র স্বাভাবিক প্রেমবশতঃই শ্রীনন্দ নিজ নিত্য-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখ লইয়াই নন্দ ব্যস্ত। কৃষ্ণ কেবল চাহিতেছেন, আর নন্দ কেবল যোগাইতেছেন। চাওয়ার ধর্ম্ম—সেবার ধর্ম্ম নয়; সর্ব্বস্ব দেওয়ার ধর্ম্মই সেবার ধর্ম্ম। যেখানে চাওয়া, সেখানে নিজের ভোগ, আর যেখানে সব দেওয়া, সেইখানেই সেবা—সেখানেই প্রেম।

এই নন্দের কৃপাই কৃষ্ণের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। নিজেরা নন্দ সাজিলে নন্দনন্দনের সেবা হয় না। নন্দের অনুগত হইলেই নন্দনন্দনের সেবা সৌভাগ্য পাওয়া যায়। এইজন্য দুর্গমসঙ্গমনীতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, আমরা নন্দেরই উপাসনা করিব—নন্দেরই নিত্য মহিমা কীর্ত্তন করিব। নিজেরা নন্দ হইবার কল্পনা-মাত্র করিলেও অহং-গ্রহোপাসনার চিন্তাস্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দের ভূমিকাস্বরূপ যে চেতনসত্তা, তাহার বিলোপসাধনরূপ চরম দণ্ড লাভ হইবে।

কৃষ্ণ শ্রীনন্দের প্রেমবাধ্য। এই কৃষ্ণ-সেবায় ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত। শ্রীকৃষ্ণ কখনও সেই প্রেমের অধীন হন না। কৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা—এইরূপ সখ্য, কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি—এইরূপ মধুরভাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে শ্রীকৃষ্ণকে হীন বা সম মনে করেন, সেইভাবে ভগবান্ তাঁহাদের অধীন হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ॥
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক—তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন ॥

শ্রীযশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করান, শ্রীনন্দ যষ্টি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শাসন করিতে যান—শ্রীনন্দযশোদার এত মহিমা! পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কোলের শিশু, প্রাণের ধন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই জানেন না। এই শ্রীনন্দ মহারাজের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

সমিতি-সমাচার

শ্রীল প্রভুপাদের চতুস্ত্রিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৬।১২।৭০) কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত মঠসমূহে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** চতুস্ত্রিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপীত হইয়াছে। এই পরম তিথি সমিতির সকল শাখামঠে আরাধিত হইলেও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত

হইয়া থাকেন। শ্রৌতবাণীর সহায়তায় বিরহ-মাধুর্য্যলোলুপ ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহরে ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণে মহাবারিরূপ সুশীতল বাণী বর্ষীত হয়। সিদ্ধান্ত বাণী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জীবন। তজ্জন্য এই তিথি পরম বরণীয়া।

ঊষঃকাল হইতেই সমস্ত দিন বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী হইতে কীর্ত্তিত বিরহব্যঞ্জক গীতি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, বৈকুণ্ঠ-পথ-নির্দ্দেশক তাঁহার অমূল্য পত্রাবলী ও ভাষণ-বক্তৃতাদি এবং তদীয় অমূল্য জীবন-চরিত আলোচিত হইয়াছে। ঐ দিন মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষভাবে ভোগরাগ হইলে আহুত অনাহুত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় এতদুদ্দেশ্যে আহুত বহু বিদ্বজ্জন-সমাবৃত এক মহতী ধর্ম্ম-সভায় সমিতির সদস্যগণ ভক্তি-ধর্ম্ম সংরক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের
তিরোভাব-উৎসব

বিগত ৯ই পৌষ (ইং ২৫।১২।৬০) শুক্রবার দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব সমিতির আকরস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পালিতা হইয়াছেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত গৌর-লীলায় একজন বৈষ্ণব-অপরাধীর অভিনয় করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার পুনঃ প্রসারকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসরই সমিতিতে এই বরণীয়া তিথির অনুস্মরণ করা হয়।

ঐ দিবস অমূল্য সিদ্ধান্ত-খনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনা করা হয়। শাস্ত্রে বৈষ্ণব-অপরাধীর অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণিত আছে। জগৎকে ঐরূপ ভয়াবহ অপরাধ হইতে সাবধান ও মুক্ত করিতে সন্ধ্যায় শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্য-মন্দিরে আয়োজিত এক ধর্ম্মসভায় সমিতির প্রচারকবৃন্দ বৈষ্ণব-তত্ত্ব, বৈষ্ণব-অপরাধ প্রভৃতি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনমুখে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায়-আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৬শে পৌষ, ১৩৭৭ ; ইং ১১।১।৭১

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৩০শে মাঘ (ইং ১৩।২।৭১) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বির্ভাব-**(মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫।২।৭১) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের **শুভ প্রকট**বাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **রবিবার** অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা। **সোমবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান** ও অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২২শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৩ গোবিন্দ, ৪৮৪ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৭ ; ইং ১৩।২।১৯৭১ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্ব্বুদতোঽপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয় কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জিবয়
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবং ॥৯৯॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ এবং কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণমিত্র যে উদ্ধব স্বীয় প্রাণ-সমূহ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল ত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগত প্রায়, তোমারা দর্শন কর" এইরূপ আশ্বাস বাক্যে ব্রজবাসিগণকে দশমাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীউদ্ধবকে আমি শিরোধারণপূর্ব্বক বন্দনা করি ।৯৯॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত বিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনং।
ক্রমাদেষ তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥১০০॥

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রতি বিবিধ জগৎ সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মা সৃষ্ট্যাদিতে ব্যগ্র হইয়াও সে বৃন্দাবনে তৃণনিকর গুল্মাদিতে অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতেও দীর্ঘকাল জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন সেই বৃন্দাবনে জন্মলাভ করত যাঁহারা বাস করিতেছেন আমি পরম বিনয়পূর্ব্বক প্রতিদিন ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে বন্দনা করি ॥১০০॥

পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতিপদ নবানন্দ মধুরৈঃ
কৃত শ্রীগান্ধর্ব্বাচ্যুত চরণর্য্যার্চ্চন বলাৎ।
নিকামং স্বামিন্যাঃ প্রিয়তরসরস্তীরভুবনে
বসন্তি স্ফীতা যে ত ইহ মম জীবাতব ইমে ॥১০১॥

অতি পূর্ব্বে প্রতিক্ষণ নূতনানন্দে সুমধুর প্রেমোদ্রেক দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণার্চ্চন প্রভাবে যাঁহারা নিজেশ্বরী শ্রীরাধীকার সরোবরের তীর-ভুবনে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে প্রেমামৃতপানে পুষ্ট হইয়া বাস করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসি মহাত্মাগণ আমার জীবনের উপায় স্বরূপ হউন ॥১০১॥

যৎকিঞ্চিত্তৃগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সম্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥১০২॥

"মুদা যত্র ব্রহ্মা" ইত্যাদি পদ্যে ব্রজস্থ তৃণ গুল্মাদির স্তব করা হইলে মনে কোন এক শঙ্কা করিয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতেছেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি উদ্ধবাদি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে "বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষীধীনাং" ইত্যাদি বহুবাক্য দ্বারা যাঁহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা কৃষ্ণলীলার অনুকূলস্বরূপ, কৃষ্ণপ্রিয় ও সর্ব্বানন্দময় সেই যৎকিঞ্চিৎ তৃণ গুল্ম কীট পতঙ্গ প্রভৃতি গোষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুকে আমি সস্পৃহে বন্দনা করি ॥১০২॥

ভ্রমণ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিম গতৈ
লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তদহং।
পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যুচ্ছলিতনয়নদ্বন্দ্ব সলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥১০৩॥

আমি নিরন্তর, হে রাধে! হে কৃষ্ণ! এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে প্রেম বিবশতা হেতু স্খলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুল চিত্তে উচ্ছলিত নয়নদ্বয়ের সলিল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া স্থান সকলকে সেচন করিব ॥১০৩॥

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসার্হতি তথা যস্যোচ্ছলন্মাধুরীং।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ স্বার্দ্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধত এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥১০৪॥

ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব এবং উত্তম প্রেমভক্ত সকল যাঁহারা উচ্ছলিত মাধুরী শীঘ্র উত্তমরূপে জানিতে পারেন না, কিন্তু একমাত্র বলদেব এবং তন্মাতা রোহিণীদেবী ও প্রেম বশতঃ উদ্ধব নিশ্চয় জানেন, আমি সেই বৃন্দাবনের কিরূপে বর্ণনা করিব ॥১০৪॥

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি
স্নাতোহপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতি মুহুর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥১০৫॥

আমি প্রেম সমুদ্রে স্নাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামে ভগবজ্জনের সঙ্গেও ক্ষণমাত্র বাস করিব না কিন্তু ব্রজ-বাসিগণের মধ্যে যে কোন প্রেম শূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপ করিতে হয় তাহা করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ অত্যাসক্তিপূর্ব্বক নিত্যই ব্রজে বাস হউক ॥১০৫॥

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যারক্তীকৃত মুরদ্বিষঃ।
গুণারাধিত রাধায়াঃ পাদযুগ্মেরতির্মম ॥১০৬॥

রূপমঞ্জরী অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন সেই বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সকলের দ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার পাদযুগলে আমার রতি হউক ॥১০৬॥

ইদং নিয়তমাদরাদ্ব্রজবিলাস নাম স্তবং
সদা ব্রজজনোল্লসন্মধুর মাধুরী বন্ধুরং।
মুহুঃ কুতুকসম্ভৃতাঃ পরিপঠন্তি যে বল্গু তৎ
সমং পরিকরৈর্দৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

ব্রজজনের প্রকাশমান মাধুরী দ্বারা অতি সুন্দর এই ব্রজবিলাস নামক স্তব যাঁহারা আনন্দিত হইয়া নিয়ত সাদরে পাঠ করেন তাঁহারা পরিকরগণের সহিত মনোজ্ঞমূর্ত্তি মিথুন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই বৃন্দাবনে দর্শন করেন ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাস-স্তব সমাপ্ত ॥

শোক-শাতন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা,
ইং ২৯শে মে, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে শ্রীমান্ পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়াছি। ষ্টেশনে আসিয়াই শুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় 'তোতা' আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 'তোতাকে' আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল বৈষ্ণবের পিতা-মাতাসূত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে।

'তোতা' শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মফলে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে. পরে তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানে চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং 'তোতা' তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সঙ্কিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবে না। 'তোতার অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। 'তোতা'র জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য-পিতার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্ ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণব-সূত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ন্যায় আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের পুত্রের কথা স্মরণ করিবেন। 'শোক-শাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে-সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেইকালে বৃদ্ধ জননীকে, পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও 'তোতা'র অভাবে ভগবৎসেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি মায়াবদ্ধজীব, অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অপরাধ)

১। অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ করা কি অপরাধ নহে ?

"আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন।" —'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

২। অপরাধের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব কেন ?

"বৈষ্ণব-জীবের অনাদর করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক।" —'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

৩। অপরাধ কাহাকে বলে ?

"সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে 'অপরাধ' বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৪। অপরাধ থাকিতে কি কৃষ্ণপ্রেম হয় ?

"বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি 'প্রেম' নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়॥
অপরাধ-শূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণ নাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥" —নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী কাহারা ?

"ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিবাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।" —'প্রজল্প' সঃ তোঃ ১০।১০

৬। মধ্যমাধিকারীর কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধ হয় ?

"মধ্যম-বৈষ্ণব হইলেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে অপরাধী; কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

৭। 'বৈষ্ণবাপরাধ' অপেক্ষা অধিক অপরাধ আছে কি ?

"বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।"　　—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

৮। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারিগণের পরীক্ষা কোথায় ?

"যিনি জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত-সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি; তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৯। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা অনুচিত কেন ?

"যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

১০। কোন্ কোন্ দোষ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয় ?

"যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্ট-প্রায়-দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক; তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১১। ভক্তি-লাভের সহজ উপায় কি ?

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তি-পূর্ব্বক মৃক্ষণ করিবে।"　　—'অন্যশুভকর্ম্মে নামের তুল্যজ্ঞান', হঃ চিঃ

১২। বিষ্ণুমন্দিরে কাহাকে প্রণাম করিলে সেবাপরাধ হয় ?

"দেব (বিষ্ণু) মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবেন না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।"

— সেবাপরাধ', হঃ চি

১৩। কৃষ্ণসংসারটি কিরূপ ?

কৃষ্ণসংসারটি কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।"　　—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৪। সদ্‌গৃহস্থের কিরূপ ব্যক্তিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ?

"তাদৃশ অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটি রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদ্‌গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। 'অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং বিদুঃ'—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।"

—'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

১৫। সর্ব্বসাধারণের নিকট রস-গান শ্রবণ কীর্ত্তন করা কি অপরাধ নহে ?

"শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা'—আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

১৬। কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাচার দেখিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করা কি নামাপরাধ নহে ?

"বৈষ্ণব-শরীরে কর্ম্মগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে 'অভদ্র' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের শ্রুতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার দেখিলেও তাহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

১৭। সেবাপরাধের ভাগী কে কে ?

"সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা-সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১৮। বত্রিশটি সেবাপরাধ কি কি ?

"পাদুকা-সহিত যায় ঈশ্বর-মন্দিরে।
যানে চড়ি' যায় তথা স্বচ্ছন্দ-শরীরে॥
উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে॥
এক হস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে' পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন, আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যা কথা, উচ্চভাষা-জল্পনাদি-চয়॥
নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন।
ক্রূরভাষা, পরনিন্দা, কম্বলাবরণ॥
পরস্তুতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য-ভক্ষণ-স্বীকার।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর॥
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন।
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি' সম্মুখে আসন॥
দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন, পূজন।
গুরু-প্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র-আলোচন॥
দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার॥"—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১৯। অপরাধ কি কি ও তাহাদের লক্ষণ কি ?

"অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—**বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ**। বৈষ্ণবাপরাধ, যথা স্কান্দে,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ—দশবিধ।　　—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

২০। ভাগবত-ব্যবসায়ী পরিত্যাজ্য কেন ?

"এ ব্যবসায়টী (ভাগবত-পাঠ)-সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু ; রসের নিকট অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদ-বাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দ ভাগবত শ্রবণ করাইবে।"

—জৈ ধঃ ২৮শ অঃ

২১। হরিনাম-বিক্রয়ী কি অপরাধী নহে ?

"জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে ; তাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। * * হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।" —'টহল', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৮

২২। ধামাপরাধিগণের চেষ্টা, পরিচয় ও পরিণাম কিরূপ ?

"কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং ঈর্ষা-বশতঃ শ্রীমায়াপুরের উন্নতি-সাধনের নানাপ্রকার ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই ধামের উন্নতি দেখিয়া সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই এক-জন নিতান্ত ঈর্ষা পরবশ হইয়া এখনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন, সন্দেহ নাই। * * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐসকল কলির চেলা নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য—অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালিচুণ পড়িয়াছে ; ভক্ত-জগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পরিতেছে। কলির কি খেলা ! অমাবস্যাকে পূর্ণিমা

বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি পীঠ।"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সঃ তোঃ ৮।১

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আর্ত্তি নিবেদন *

পরমারাধ্য দেব!

কত দীর্ঘ দিন ধরি,　　তব চরণ দর্শন লাগি,
মনে মনে করেছিনু আশা।
সব আশা না পুরিল,　　মনোরথ বিফল হইল,
আশাভঙ্গে দুঃখিত এ অধমা॥

বুঝিয়াছি ভাল মতে,　　বিনা ভাগ্যে নাহি মিলে,
শ্রীগুরুর চরণ দর্শন।
মম মন্দভাগ্য লাগি,　　সঙ্গোপনে সদা কাঁদি,
ধিক্ ধিক্ মোর এ'জীবন॥

আমি ত' অধম অতি,　　তায়ে অতি মন্দমতি,
কৃপা না হইল মম প্রতি।
প্রভু! তুমিত' করুণাসিন্ধু,　　অধম জনার বন্ধু,
উপেক্ষিলে কি হ'বে মোর গতি??

যদিও অপরাধী আমি,　　তুমি 'ত একমাত্র গতি,
দয়া করো, না করহ বঞ্চন।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,　　মোর ইচ্ছা পূর্ণ করু,
দিয়া তব অভয় চরণ॥

—শ্রীমতী উমারাণী
চুচুঁড়া (হুগলী)।

---

* লেখিকা তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** দীর্ঘ দিন দর্শন না পাইয়া আর্ত্তি নিবেদন করিয়াছেন।　　— প্রকাশক

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪)

উৎক্রান্ত দশায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্তি দুইপ্রকারে লাভ হয়—সদ্য ও ক্রমরীতিতে। এই দ্বিবিধ মুক্তি—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি নামে কথিত।

সদ্যোমুক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।১৫-২১) বর্ণিত—

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥
ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্‌যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহার্হপদং পদে পদে॥
ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্‌বীর্য্য সুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽখিলং স্থানেষু ষট্‌সুন্নময়েজ্জিতক্রমঃ॥
নাভ্যাং স্থিতং হৃত্যধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত॥
তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধসপ্তাশ্বয়নোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টির্নিভেদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥

ভক্তিমিশ্রযোগ সাধন পরায়ণ যোগিগণ নিজ হৃদয় মধ্যে শ্রীহরিকে সতত চিন্তা করিয়া স্বয়ং যখন দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দেশকালাদি বিচার না করিয়া অর্থাৎ উত্তম দেশ পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তম কাল উত্তরায়ণাদির প্রতি মনোযোগ না দিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মনোদ্বারা প্রাণ—ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবেন অর্থাৎ মন প্রাণকে বিলীন করিবেন। মনকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে বিলীন করিবেন। বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা জীবে, ক্ষেত্রজ্ঞ শুদ্ধ জীবে, শুদ্ধজীবকে পরব্রহ্মে যোজিত করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃত্য হইতে বিরত হইবেন। এইপ্রকার প্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপে (মুক্ত পুরুষের প্রতি) দেবগণের পরমপ্রভু কাল কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। সুতরাং দেবগণের যে তদুপরি প্রভাববিস্তারের সামর্থ্য নাই তাহা বলা

বাহুল্য। তাহাতে সত্ত্ব, রজস্তম গুণত্রয় নাই, জগৎকারণভূত অহঙ্কার-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতিও নাই। যোগিগণ আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুধামকে পরম প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানেন। তাঁহারা শ্রীভগবানে ও আপনাকে অভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেব্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ক্ষণে ক্ষণে আলিঙ্গন করেন। তাঁহারা অনন্য সৌহৃদ অর্থাৎ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভাল বাসেন না। এইরূপে শ্রীহরিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধি যতি বিষয়ে বৈরাগ্যবান হইয়া স্বরূপ সংপ্রাপ্ত পরতত্ত্বানুভবরূপ বীর্য্য দ্বারা বিষয়-বাসনা সমূলে বিনাশ করেন।

যোগিগণের দেহত্যাগের রীতি—পাদমূল দ্বারা মূলাধার (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থান) নিপীড়ন করিয়া অশ্রান্তভাবে শ্রবণবায়ুকে যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল তালুমূল ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে। নাভিদেশে মণি-পূরক চক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে তথা হইতে কণ্ঠ-দেশের অধোভাগে বিশুদ্ধচক্রে, তৎপরে তালুমূলে লইয়া যাইবে। অতঃপর কর্ণ নেত্র নাসিকা, মুখ নিরোধপূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞা-চক্রে স্থাপন করিতে যদি সর্ব্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা রহিত হন তবে ঐস্থানে অর্দ্ধমূর্ত্ত অবস্থানপূর্ব্বক পরমব্রহ্মগত হইয়া প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া উহা ভেদপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন। ইহা সদ্যোমুক্তী। সদ্যোমুক্তযোগী দেহত্যাগের পর ব্রহ্মধামে (নির্ব্বিশেষ ধাম) বা বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

যদি সদ্যোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের ক্রীড়া স্থান—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে উক্ত সম্পদসকল ভোগের জন্য প্রাণবায়ু নির্গত করিতে হইবে।

যাঁহারা ক্রমমুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের গতি কর্ম্মীর গতির মত নহে। কর্ম্মীর গতি পরিচ্ছিন্না, তাঁহারা স্বর্গাদি ভোগ করত ভোগক্ষয়ে কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে। যোগের গতি তদ্রূপ নহে। বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরগণের লিঙ্গশরীর থাকে তদ্দ্বারা ত্রিলোকের ভিতরে বাহিরে গমনাগমন সম্ভব হয়। তাঁহারা উপাসনা, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধি দ্বারা এই গতি লাভ করেন।

হৃদয়ে ১০১টী নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটী অণ্ডক হইতে নিঃসৃতা। এই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণে (দেহ ত্যাগ) মোক্ষ এবং অন্যান্য নাড়ী দ্বারা

সংসার গতি লাভ হয়। ঐ নাড়ী সুষুম্না, উহা ব্রহ্মলোক গমনের পথস্বরূপ। ইহা কেবল দেহমধ্যে সীমাবদ্ধা নহে, দেহের বাহিরেও বিস্তৃতা। যোগী আকাশপথে অগ্ন্যভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথায় তাঁহার মলিনতা স্খলিত হয়, কিছুতেই আসক্তি থাকে না। তদুপরি শিশুমার আকার জ্যোতিশ্চক্র; সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি। ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেইস্থান অতিক্রম করিয়া মহর্লোকে গমন করেন। তথায় কল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতির অবস্থান। তথায় কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকার ইচ্ছা করিলে অনন্তদেবের মুখাগ্নি দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইলে, মহর্লোকেও উষ্ণ হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাহা দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী। উহা সত্যলোক নামেও প্রসিদ্ধ। উক্ত সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু ও দুঃখ নাই। যাঁহারা উক্ত সত্যলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের গতি তিন প্রকার—যাঁহারা পুণ্যফলে তথায় গমন করেন কল্পান্তরে পুণ্যের তারতম্যানুসারে তাঁহারা অন্যত্র অধিকারী হন, হিরণ্যগর্ভের উপাসনাফলে যাঁহারা তথায় যান, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত যুক্ত হন। আর যাহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া স্বেচ্ছায় সেইস্থান প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিষ্ণুধামে গমন করেন। ব্রহ্মাণ্ড কোটি যোজন পরিমিত। তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি। পৃথিবী উহার প্রথম আবরণ। তাহা হইতে উত্তরোত্তর দশগুণ বড় জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই ছয়টী আবরণ আছে। অষ্টম আবরণ প্রকৃতি, ক্রমমুক্তিভাগী ব্যক্তিগণ লিঙ্গদেহ দ্বারা পৃথিবীস্বরূপ হইয়া পরে অব্যবহিত জলরূপ ধারণ করেন। সেই শরীর ক্রমে অনল মূর্ত্তি, বায়ু মূর্ত্তি ও আকাশ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

রক্তমাংসাদি গঠিত স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত, আর সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। স্থূলদেহত্যাগের পর ভূর্লোক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে ঊর্দ্ধ লোকে গমন হয়। অষ্টমাবরণ পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের স্থিতি। সত্যলোকের ঊর্দ্ধে অষ্টমাবরণে প্রবেশকালে ইহা অন্য রূপ হয়। পৃথিবী আবরণে প্রবেশকালে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের পার্থিব অংশে আবেশ হয়। আমরা যেমন স্থূল শরীরাভিমানী, দেবগণ তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী; পৃথিবী আবরণে প্রবিষ্ট জীব সেইরূপ পৃথিবী মূর্ত্ত্যভিমানী হয়। এইরূপে জলাবরণে প্রবেশ সময়ে জলাভিমানী জলমূর্ত্তি ধারণ হয়। সূক্ষ্মদেহাভিমান লাভের সময় স্থূলদেহাভিমান নষ্ট হয়। তদ্রূপ পৃথিব্যাদি বিশেষ সূক্ষ্মদেহা-

ভিমান উপস্থিত হবার সময় সাধারণ সূক্ষ্মদেহাভিমান বিদূরিত হয়। আবরণ-সমূহে যে সূক্ষ্মদেহাবেশ থাকে, তাহাতে দেবদুর্লভ প্রচুর সুখানুভব হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ শব্দস্পর্শাদি কর্ণাদিইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়া জীব সুখী হয়। কি স্থূল কি সূক্ষ্মদেহে পরিমিত বিষয় সুখ উপভোগ করে। যদি একটী মানুষের নিখিল শক্তি চক্ষুঃ-ইন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলরূপ চক্ষুদ্বারাই তাহার উপভোগ হয়। পৃথিব্যাদি আবরণগত জীব তদ্রূপ বিপুলসুখ উপভোগ করে। ভগবৎসেবাসুখ ইহা হইতে অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। ক্রমমুক্তিভাগী বিভিন্নলোকে বিভিন্ন সুখ ভোগ করিলেও তাঁহাদের সেইসকল ভোগসাধন দেহ কর্ম্মাধীন নহে। লীলাবশে সেসকল দেহ সঙ্কল্পমতি গ্রহণ ও ত্যাগ হয়।

অতঃপর যোগী সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়ের লয় স্থান মনোময় ও দেহময় অহঙ্কারাবরণ প্রাপ্ত হন। তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূতের, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়ের ও সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা ও মনের উৎপত্তি। গমনক্রমে অহঙ্কারের সহিত মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে গুণাফলের লয়স্থান অষ্টমাচরণ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া প্রাকৃত সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন ঘটে। এইস্থানে সূক্ষ্ম দেহোপাধি লয় প্রাপ্ত হয়। অবশেষে শ্রদ্ধ জীব স্বরূপে শান্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। এইপ্রকার গতি লাভ করিলে আর সংসারাবৃত্তি হয় না। অনন্তকাল বৈকুণ্ঠ সুখ ভোগ করেন।

অবিদ্যাকর্ত্তৃক আত্মার আরোপিত এই সদসদ্রূপ যাহাতে স্বসংবিৎ দ্বারা ভ্রম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবন্মুক্তির বিষয় শ্রীভাগবত ১।৩।৩৩এ বর্ণিত—

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যায়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥

যাহাতে—যে দর্শনে সদসদ্রূপ—স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, স্বসংবিৎ-জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাহাই ব্রহ্মদর্শন। স্থূলসূক্ষ্ম শরীর নিষিদ্ধ হয় কি প্রকারে? বস্তুতঃ এই শরীরদ্বয় স্বরূপভূত নহে, আত্মাতে ন্যস্ত হইয়াছে এইজন্যই স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে। স্থূল সূক্ষ্মদেহ অবিদ্যা কর্ত্তৃক আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় আমি স্থূলদেহ বা আমি সূক্ষ্মদেহ এই

ভ্রান্তি হইয়াছে। যে জ্ঞানের আবির্ভাবে এই ভ্রান্তি দূর হইবে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানদ্বারা—একথা বলায় জীবের স্বরূপ জ্ঞানও ব্রহ্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মদর্শন না হইলে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হয় না, ব্রহ্মদর্শনে তাহা বিনা প্রযত্নেই ঘটিয়া থাকে। কেবল জীবস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিনিবেশ ঘুচে না পরতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয়। তাহা হইলে যে জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত মায়া-কার্য্য (দেহাদি সম্বন্ধ) মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায় জীবদ্দশাতেই সেই সাক্ষাৎকারকে জীবন্মুক্তি বলা হয়।

মায়াবদ্ধজীবের মায়াসম্বন্ধ তিরোধানই মুক্তি। তাহা দেহত্যাগের পরও হইতে পারে, দেহস্থিতিকালেও হইতে পারে। জীবদ্দশায় এই মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া ইহার নাম জীবন্মুক্তি। জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের অভাবরূপ যে অজ্ঞান, তাহার প্রভাবেই দেহ ও দৈহিকবস্তুতে আমি—আমার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। স্থূলসূক্ষ্মদেহ, স্ত্রীপুত্রপরিজন, ধনসম্পদ সকলই মায়াকার্য্য। যখন স্বরূপ সাক্ষাৎ ঘটে তখন এসকল সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া জানা যায় ও আত্মা আমি, পরমাত্মা আমার আশ্রয়—এই জ্ঞান উদিত হয়। পরমাত্ম-জ্ঞান জীবাত্মজ্ঞানের হেতুভূত। ভক্তগণের মুক্তাবস্থায়ও উভয় জ্ঞান পৃথক্ থাকে। সেব্যসেবকবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানিগণের সাধনের উভয় স্বরূপের অভেদানুসন্ধান। তাহা হইলেও উভয়ের ঐকাত্ম্য সম্ভব নহে তদাত্ম্য সম্ভব। একই বস্তুর খণ্ডিত অংশ সকল মিলিয়া এক হইতে পারে। জলবস্তুর বিভিন্ন অংশ নদীর জল মিলিয়া এক হইতে পারে, লৌহ অগ্নি দুই ভিন্ন বস্তু মিলিয়া এক হয় না। অগ্নি সংযোগে লৌহ অগ্নিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও লৌহের স্বরূপতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সাগরের জল নদীর জল মিলিয়া যাওয়া ঐকাত্ম্য, আর লৌহের অগ্নিময় হওয়া তদাত্ম্য। জীবের ও ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিমত্ত্ব ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং তাহাদের তদাত্ম্য অসম্ভব, ঐকাত্ম্য হইতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তির তাৎপর্য্য

পাপ ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকেই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কর্ম্ম-মার্গে পাপ বিনাশের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়, তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্যা নষ্ট হয় না। এইজন্যই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও জীবগণকে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবে পাপমূল অবিদ্যা চিরতরে নষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত ত' দূরের কথা, জ্ঞানমার্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু জিহ্বাগ্রে শ্রীনামস্ফূর্ত্তিমাত্রেই কর্ম্মবীজও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ (ভাঃ ৬।১।১৫)

সূর্য্য যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে সমস্ত পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন। যেমন আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্যকার্য্য এবং হিমাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি বিনাশ আনুষাঙ্গিক। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথাও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিতা হইলে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না।

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিণী—ভক্তির এই ছয়টি গুণ। সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই দুইটি গুণ আছে। ভাব-ভক্তিতে চারিটি গুণ এবং প্রেমভক্তিতে ছয়টি গুণ আছে। যেখানে ভক্তি সেখানে ক্লেশ নাই। ভক্তি ক্লেশদা নহে, পরন্তু ক্লেশঘ্নী। ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ পাপবীজ ও অবিদ্যা। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ দুইপ্রকার যাহা অদৃশ্যরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। উহা অনাদি—আর যাহা আরব্ধ ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। ভক্তিই অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ—উভয়বিধ পাপই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়া-ছেন,—"হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসঙ্গিনী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে,—"যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত তাঁহা-দিগের 'ফলোন্মুখ' 'বীজ', 'কূট' এবং 'অপ্রারব্ধফল'—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে

ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়।" 'ফলোন্মুখ' অর্থে প্রারব্ধ, 'বীজ'-অর্থে বাসনময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতা-কারণ, 'কূট'-অর্থে বীজত্বের উন্মুখতাকরণ 'অপ্রারব্ধ-ফল'—যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই।

পাপ করিবার বাসনা-সমূহই পাপবীজ। ভক্তিপূত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপভ্রমের নাম—অবিদ্যা। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয় বলিয়া স্বরূপ-ভ্রম-রূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তি দূরের কথা, ভক্তির আভাসেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। গুরুবর্গের বাণীতে পাই—"ভক্তি দ্বিবিধা—সন্ততা (সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যাময়ী ভক্তি দ্বিবিধা—আসক্তি-মাত্রযুক্তা এবং রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—রাগাভাসময়ী, রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা ও আভাসরূপা। কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তির দ্বারাই যখন সমস্ত পাপ সমূলে নষ্ট হয়, তখন সন্ততা ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ঐকান্তিক ভক্তির ত' কথাই নাই। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভায় সঙ্গে সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপ বিনাশ করিবার জন্য আভাসরূপা ভক্তিই যথেষ্ট।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে "মুক্তি" হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তা'তে অজামিল সাক্ষী॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-ধ্বান্তরাশিম্॥

হে গুণনিধে. তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলা মতির সহিত অতিশয় শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর; কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনের ফলে প্রেম হয়—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্যবধান রহিত হইলে শ্রীনামের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। "নামৈকং যস্য বাচি"-শ্লোকে 'ব্যবহিতরহিতং'-শব্দটী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুইপ্রকার—(১) বর্ণ-ব্যবধান বা শব্দ-ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান এবং তত্ত্ব-ব্যবধান শ্রদ্ধাহীন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত; সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সেখানে নাম-নামীর, শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র; পক্ষান্তরে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সেস্থানে সেইরূপ অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফল-দানশক্তি প্রকটিত করেন। "রাজ-মহিষী" ও "হলংরিক্ত" শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্তে বা "হারাম" শব্দের দৃষ্টান্তে অজ্ঞরূঢ়ি বা সাধারণ-রূঢ়িতে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃত বিদ্বদ্রূঢ়ি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে। 'রাজমহিষী', 'হলংরিক্ত' প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত 'রাম' বা 'হরি' শব্দ দূরে থাকুক, বর্ণ-অব্যবহিত 'হারাম' শব্দ অসংখ্যবার উচ্চারণের দ্বারা যদি 'শূকর' উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নামাভাস হইবে না; কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। 'হারাম' বা শূকর-শব্দটী তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে—ইহাই জড়ের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন 'হারাম' শব্দের দ্বারা সর্ব্বজীব-রমণ 'রাম' এই ভগবদ্-বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই 'হারাম' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে; নতুবা দুনিয়ায় যতলোক জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলে 'হারাম' উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইতে পারিতেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান বা দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ পাষণ্ডরূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর। সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে ভগবন্নাম উদিত হইতে বিলম্ব হয়। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বণিগ্‌বৃত্তি

মূল্য-বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদান কার্য্যকেই বণিগ্‌বৃত্তি বলা যায়। কর্ম্মজগতে বিশেষতঃ সকাম ও নিষ্কাম দেবযাজী বা ভগবদুপাসকগণের (?) মধ্যে এইরূপ বণিগ্‌বৃত্তির প্রভাব নিরপেক্ষ বিচারজ্ঞ পরিদর্শকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অবশ্য ধর্ম্মজগতে এইরূপ কেনাবেচা বা দরদস্তুরের ব্যাপারে থাকিতে পারে, তাহা হয় ত' এসম্বন্ধের খবরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অবগত নহেন; তাঁহারা মোটামুটী ধারণা রাখেন, ধর্ম্মজগতে বণিকের প্রভাব মলিনাভ। কিন্তু ধর্ম্মজগতের সওদাগরগণ যে তাঁহাদের ভারতের বা অন্যান্য দেশের অনেক বড় বড় সওদাগরগণকেও পরাজিত করিতে পারেন ও করেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা খবর রাখেন না। বরং ভারতের বা অন্যান্য স্থানের বণিক্‌কুলের মধ্যেও অনেককে দেখা যায়, তাঁহারা অনেক সময় অন্যের উপকারার্থ তাঁহাদের বণিগ্‌বৃত্তি স্থগিত রাখিয়া মূল্য ব্যতিরেকেই বহু ধনাদি বা দ্রব্যাদি দান করেন, কিন্তু ধর্ম্মজগতের সওদাগরগণের নিকট সেরূপ দানের আশা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ধর্ম্মজগতের যে-সকল সওদাগরগণ দেবভোগ্য (অর্থাৎ দেবর্চ্চনাদি) বা ভগবন্নৈবেদ্য প্রদান করিয়া বা তদভিনয় করতঃ সোজাসুজি ধনং দেহি, জনং দেহি"-রূপ স্বীয় দত্ত বস্তুর দরদস্তুর করে, তাহারা তবু একপ্রকার ভাল, "কিছু দিয়ে কিছু নেওয়া" দানশব্দবাচ্য নহে। যাহারা দেবভোগ্য বা ভগবন্নৈবেদ্য প্রদান করিয়া নিষ্কামস্তম্ভে নিজেদের নাম উজ্জ্বলভাবে খোদিত করে, অথচ ভিতরে ভিতরে সোজাসুজি প্রার্থনাকারী সওদাগরগণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ কিছুর আশা নিষ্কাম হৃদয়ের গুপ্তস্থানে সুপ্ত রাখে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রবঞ্চক ও সওদাগর নহেন কি? তজ্জন্যই সুধীসমাজ—ধর্ম্মজগতের সকাম বা নিষ্কাম বিশেষণে বিশেষিত দেবযাজী অথবা ভগবদ্‌যাজীই (?) হউক্ না কেন, তাহাদিগকে একবাক্যে বণিক্ বা সওদাগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

যিনি প্রকৃতই ধর্ম্মজগতের কেহ, তাঁহার নিকট সত্যসত্যই ঐপ্রকার কোনও বণিগ্‌বৃত্তি স্থান পায় না। বিশেষ কথা দেবযজনকারিমাত্রেই ঐরূপ বণিগবৃত্তিসম্পন্ন; যেহেতু তাঁহাদের উপাস্য ন্যূনাধিক তদ্‌বৃত্তিজীবী। ভগবদ্‌যাজী বলিয়া আত্মপরিচয়কারিগণের মধ্যেও যাঁহারা ঐরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট

তাঁহারা বস্তুতঃপক্ষে ভগবদ্‌যাজী নহেন। তাঁহারা "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ"—এই বাক্যানুযায়ী সেবাপরাধযুক্ত নারকী। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌কে তাঁহারা পঞ্চোপাস্যের অন্যতম মনে করেন বলিয়া ভগবদ্‌যাজনের নামে তাঁহাদের দেবযাজন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, যেখানেই দেবযজনের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেখানেই বণিগ্‌বৃত্তির স্থান—সেখানেই উপাসক উপাস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিদ্যমান।

যাঁহারা প্রকৃত ভগবদুপাসক, ভগবানের "সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর" স্বরূপ অবগত হইয়া যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত সরল হৃদয়ে স্বধর্ম্ম বা আত্মকর্ত্তব্যাভিজ্ঞান-লাভ-পুরঃসর ভগবদারাধনা তাঁহাদের একমাত্র কৃত্যবোধে ভগবানের উপাসনায় ব্রতী, তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ বণিগ্‌বৃত্তির দূষিত আবহাওয়া স্থান পায় না। এমন কি শ্রীভগবান্‌ও যদি পরীক্ষাকল্পেও উক্তরূপ দেনালেনার কথা ঐরূপ সর্ব্বলাভ পরিপূর্ণ পাদপদ্মাভিলাষী ভক্তগণের নিকট উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে সেই প্রকৃত ভগবদ্‌যাজিগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—"যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

যেখানে আশীর্বাদির আশায় ভৃত্যত্ব বা যাজনপূজন, তথায় প্রকৃত ভৃত্য বা পূজকের স্থান নাই, উহা বণিগ্‌বৃত্তির পরাকাষ্ঠা। বণিক্ যেমন মূল্যাভিলাষী হইয়া গ্রহীতার কাম্যবস্তু দান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ভগবানের নিকট হইতে যে কোনও প্রকার লাভরূপ মূল্যাভিলাষী হইয়া ভগবানের সেবা-পূজা করেন, তিনি প্রকৃত সেবক নহেন, আবার যে প্রভু ভৃত্যের নিকট হইতে প্রভুত্বের দাবী ও স্বীয় ভৃত্যের তচ্চরণ সেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষের ইন্ধন-সরবরাহকারী, সে প্রভুও প্রকৃত প্রভু নহেন বস্তুতঃ উভয়েই আপন আপন বণিগ্‌বৃত্তি চালিত যন্ত্র। নিত্য ভৃত্য তাই প্রভুর নিকট প্রকাশ করেন,—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥ (ভাঃ ৭।১০।৫)

অবশ্য প্রকৃত প্রভু প্রকৃত ভৃত্যকর্ত্তৃক কোনও কিছুর নিমিত্ত প্রার্থিত না হইলেও স্বীয় ভক্তবাৎসল্যহেতু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভক্তৃতৃপ্তিবিধানকল্পে নানা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু উহা স্বকীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার বশে নহে, পরন্তু

ভক্তবাৎসল্যগুণবশ হইয়া ভক্তের তৃপ্তিবিধানকল্পে মাত্র। নিত্য প্রভু তদীয় নিত্যসেবকের পোষণরক্ষকেই স্বীয় ব্রত বলিয়া ঘোষণা করেন।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥

নিত্য প্রভু ও নিত্যভৃত্যের মধ্যে কখনও বণিগ্‌বৃত্তির স্থান না থাকিলেও নিত্যভৃত্য প্রভুসেবা-কল্পে সমস্ত প্রকার স্বসুখবর্জ্জনকারী এবং প্রভু তদ্রূপ ভৃত্যের ভৃতত্ত্বের সার্থকতা-সম্পাদনমুখে নিত্যকাল ভৃত্যসেবা স্বীকার দ্বারা ভৃত্যানন্দবর্দ্ধনকারী।

বণিগ্‌বৃত্তিযুক্ত প্রভু (?) ও ভৃত্যের (?) মধ্যে কিরূপ স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের টানাটানি, তাহা আমরা একটী উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি,—

অযোধ্যার ধর্ম্মনরবর হরিশ্চন্দ্রের নাম এতদ্দেশে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মশীল হইলেও অপত্যরত্নে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেন। একদা দয়ার সাগর শ্রীনারদ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এবম্বিধ বিমর্ষতাদর্শনে কৃপার্দ্র হইয়া কহিলেন,—হে নরাধিপ! তুমি অপত্যাভাবে আর বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিও না, অতঃপর শ্রীবরুণদেবের শরণগ্রহণ কর, তিনি তোমার অভাবমোচন দ্বারা তোমার এই মর্ম্মপীড়াপ্রদ বিমর্ষতা দূর করিবেন। শ্রীনারদের আজ্ঞা শিরোধার্য্যজ্ঞানে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অতঃপর বরুণের শরণাগত হইয়া তত্তৃপ্তিবিধান পুরঃসর কহিলেন, —"হে প্রভো, আমার একটী অপত্যলাভ হয়, অপনার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা"। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আরও কহিলেন—হে প্রভো, যদি আমি একটি পুত্রসন্তান আপনার কৃপায় লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই পুত্রদ্বারা আমি আপনার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিব।

এতচ্ছ্রবণে বরুণ 'তথাস্তু' (তাহাই হউক) বলিয়া বর প্রদান করিলেন। ক্রমশঃ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের একটী সুদর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

অনন্তর বরুণদেব আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, "হে হরিশ্চন্দ্র, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করিবে বলিয়াছিলে, তদুত্তরে দেবযাজী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—হে দেব, দশদিবস গত হইলে পশু যজ্ঞার্হ হয়।

"যদা পশুর্নির্দ্দশঃ স্যাদথ মধ্যো ভবেদিতি ॥

দশদিন অতীত হইলে বরুণ দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, অহে হরিশ্চন্দ্র! যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তচ্ছ্রবণে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন —"হে দেব!

"দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥"

পশুর যখন দন্তোদ্গম হয় তখনই উহা যজ্ঞার্হ পবিত্র হইয়া থাকে।

অতঃপর বরুণদেব দন্তোদ্গমকাল অতীত হইলে হরিশ্চন্দ্র-সমীপে উপনীত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র "ইহার দন্তসমূহ যখন নিপতিত হইবে, তখন ইহা যজ্ঞার্হ হইবে।"

"যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥"

বলিয়া বরুণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর দন্তনিপতনকালে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—"পুনর্জ্জাতা যজস্বেতি।"—দন্তের পুনরুদ্গম হইয়াছে, সুতরাং যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র তদুত্তরে কহিলেন—

"সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ।"

ক্ষত্রিয়-পশু যখন কবচবন্ধন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তখনই উহা পবিত্র হইয়া থাকে।

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো বেদস্তমৈক্ষত ॥

অর্থাৎ এইরূপে তিনি (হরিশ্চন্দ্র) পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে বরুণদেবকে যে সকল ক্ষেপণ করিতে বলিতেছিলেন, বরুণদেবও তাহার প্রার্থনায় সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হরিশ্চন্দ্র যেমন বরুণকে তাঁহার স্বীয় স্বার্থস্বরূপ পুত্রের বলিদান-দ্বারা বরুণকে সন্তুষ্ট করিতে নারাজ, অপরদিকে বরুণও হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজাগ্রহণ-মানসে। তেমনি "নাছোড়-বান্দা" ইহাই বণিগ্‌বৃত্তিবান্ প্রভু-ভৃত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন ভৃত্য প্রথমতঃ যে-কোনও প্রকারে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি লাভ করতঃ তৎপর প্রভুকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনপূর্ব্বক আপনহারা ভোগসুখে মত্ত থাকেন, আবার বণিগ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন প্রভুও ভৃত্যের কামেন্ধন সরবরাহ করতঃ তন্নিকট হইতে প্রভুত্বের দাবী বা উক্তরূপ সেবা-পূজার আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং নিত্যপ্রভু ও নিত্যদাস এবং বণিগ্‌-প্রভু ও সওদাগর দাস, এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান। নিত্যসেবক

প্রভু পাদপদ্ম পূজা করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু প্রার্থনার পরিবর্ত্তে ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রমা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরস্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

নিত্য ভৃত্য ভগবদারাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া তৎপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হে স্বামিন্! কাচ-অন্বেষী হইয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ্য তোমা হেন দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি, হে দেব! কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহি না।

তুমি ত আমার, আমি ত তোমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহক হউন!!
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দের
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
আনুকূল্য—১·৫০ পয়সা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীধর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর নামে পরিচিত। তাহার অন্তর্গত শরডাঙ্গা নামক স্থানে গৌরপার্ষদ শ্রীধরের বাসস্থান অবস্থিত। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কলার খোলা, থোড়, মোচা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করিতেন।

মহাপ্রভু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সহিত হাস্যপরিহাসে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। একদিন মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীধর তুমি লক্ষ্মীকান্ত-সেবা কর কেন? এই দেখ, সমস্ত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজা করিয়া কত ধনরত্নের অধিকারী, আর তুমি দুবেলা খাইতে পাও না। সাধারণ লোকের মনোবৃত্তির সহিত ভক্তের পার্থক্য কোথায়, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই পরিহাসছলে ভগবান্ তাঁহার ভৃত্যের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীধর বলিলেন,— তাহারা ধনরত্নের অধিকারী হইলেও সকল লোকেরই সময় একইভাবে কাটে। রাজা সুউচ্চ মনোরম হর্ম্ম্যোপরি থাকিয়া উত্তম খাদ্যাদি গ্রহণ করে, আর পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর থাকে এবং খড়-কুটা দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে; তবুও তাহারা তাহার মধ্যে বাস করিয়া শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষা করে। রাজাও উহার বেশী কিছু করিতে সমর্থ হয় না। সকল প্রাণীই আপন কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে।

লক্ষ্মীকান্তের সেবক দরিদ্র ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলিক। ব্যবহারিক দুঃখের দিকে তাঁহারা দৃকপাত করেন না। পুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন তখন কুন্তীদেবী তাঁহাকে বলিলেন যে, পাণ্ডবগণকে চিরকাল দুঃখেই রাখিও তাহা হইলে তোমার কথা নিত্য আমাদের স্মৃতি পথে থাকিবে। কেন না,—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥

সম্পদই মানবের প্রকৃত বিপদ; কারণ সম্পদের ভিতর থাকিলে পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ জাগতিক সুখ অপেক্ষা কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে মগ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ভগবানের শ্রীমুখবাণী হইতে পাই,—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কাজেই সাধারণ লোক তাঁহাদিগকে অভাবগ্রস্ত দেখিলেও সাধুগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে সংসারী লোকদিগকেই অভাবগ্রস্ত বলিয়া জানেন। আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য-জাতি নিজবুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা প্রাকৃত-বিজ্ঞানসাহায্যে ভোগোপকরণের কত প্রাচুর্য্যের সমাবেশ করিতেছেন, কিন্তু অভাববোধ তাহাতে ত' কমিতেছে না—বাড়িয়াই চলিতেছে। এই সকল ভোগপর ব্যক্তিগণের স্বভাব এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা অভাব বোধ করাটাই খুব ভাল বলিয়া প্রচার করেন। অবশ্য সরস্বতী তাঁহাদের মুখে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। **সুকৃতিজনগণও জাগতিক দ্রব্যে অভাবের পরিপূরণ হয় না জানিয়া ভাবের মূলসূত্রের অনুসন্ধান করেন।**

মহাপ্রভু শ্রীধরের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তুমি অনেক গুপ্ত ধনের অধিকারী। চরম ও পমর অর্থ যে প্রেমধন, তিনি তাহারই অধিকারী হইয়াছেন, তাহাই ছলে মহাপ্রভু বলিলেন। শ্রীধরকে ভয় দেখাইলেন যে, তোমার ধনের কথা সকল লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিব। অর্থাৎ জগতের ভাগ্যে সুদিন উপস্থিত হইলে শ্রীধরের ভক্তিধন "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন"—বহনকারী লোকের নিকট প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধর তখন জানাইলেন যে, তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত নিমাই পণ্ডিতের কলহ যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, আমি তোমায় ছাড়িব না। ভক্তের সহিত আলাপনে তিনি সুখী হ'ন। ভক্ত সহজ দৈন্যভরে নিষেধ করিলেও তিনি জোর করিয়া কথা বলেন।

প্রভু গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, আমাকে তুমি কি দিবে ব'ল? শ্রীধর ভাবিলেন যে প্রভু বড়ই উদ্ধত, কি জানি যদি আমায় প্রহার করেন! আমার দিন সঙ্কুলান ত' হয় না। বিনামূল্যে কি করিয়া দিই? তবে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ, কাজেই ইনি যদি জোর করিয়া নেন তবে তাহাতে আমারই মঙ্গল, কারণ নিজে ইচ্ছা করিয়া দিবার কিছু সামর্থ্য নাই।

মহাপ্রভু বলিলেন, দেখ, তোমার গুপ্তধন যা আছে থাকুক, সে আমি পরে লইব, এখন থোড়, কলা প্রভৃতি দাও। অর্থাৎ শ্রীধরের প্রেম-সম্পত্তি তিনি পরে প্রকাশ করিবেন, এখন তাঁহার বাহ্য সেবোপকরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রীধর বলিলেন যে, তাহাই হইবে। তুমি আমার সহিত ঝগড়া করিও না।

তাঁহার স্বরূপ-পরিচয় দিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে শ্রীধরের কিরূপ মনে হয়। শ্রীধর বলিলেন যে, ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু-অংশ বলিয়াই তিনি মনে করেন। মহাপ্রভু পরিহাসছলে বলিলেন যে, তিনি কিন্তু নিজেকে গোয়ালা মনে করেন। তাহার পর ঠাকুরালী প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, শ্রীধর! তোমার গঙ্গাদেবী আমার নিকট হইতেই মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যোগমায়ায় মুগ্ধ শ্রীধর তাহা বাল-চাপল্য মনে করিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে, তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নাই? বয়সের সঙ্গে শান্ত হওয়া দূরের কথা, তুমি দ্বিগুণ চঞ্চল হইতেছ। কখনও বা তাহার পসরা হইতে খোলা প্রভৃতি তুলিয়া লইতেন। শ্রীধর অন্য দোকানীর নিকট হইতে কিনিতে বলিলে মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসেবকত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়া "নিত্যযোগানদারকে ছাড়িব না" একথা বলিতেন। কখনও বলিতেন যে, তুমি ত' গঙ্গাপূজার দ্রব্য কিনিয়া দাও—আমি গঙ্গার উপাস্য, আমাকে না হয় বিনামূল্যে কিছু দ্রব্য দিলে। শ্রীধর বিষ্ণুনাম স্মরণ করিয়া কাণে হাত দিতেন।

শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তনকালে মহাপ্রভু একদিন শ্রীধরকে কহিলেন যে, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি অষ্টসিদ্ধি বর তোমায় দিতেছি। আমার রূপ দর্শন কর। শ্রীধর চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ। লক্ষ্মীগণ তাম্বুল দিতেছেন, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ স্তব করিতেছেন, অনন্ত নাগ মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছত্রধারণ করিয়াছেন। শ্রীধর সে-রূপ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাপ্রভুর আহ্বানে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে শ্রীধর সদৈন্যে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তবাণীদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার কণ্ঠে শুদ্ধা সরস্বতীর সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার স্তব শেষ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। শ্রীধর বলিলেন যে, তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না। তোমার সেবা করিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু সুবিধা গ্রহণ করিব এরূপ বণিগ্‌বৃত্তি আমি পোষণ করি না। ভক্তরাজ প্রহ্লাদও নৃসিংহদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"যস্ত আশীষ এব আশাস্তে
ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

মহাপ্রভু বলিলেন যে, আমার দর্শনের ফল তুমি পাইবে। শ্রীধর তখন বলিলেন,—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁ'র চরণ-যুগল॥

শ্রীধর এই বলিয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও শ্রীধরের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন যে, "এক মহারাজ্যে করো তোমারে ঈশ্বর"। শ্রীধর বলিলেন তোমার নামগান ছাড়া কিছুই আমি চাই না। তখন মহাপ্রভু তাঁহার বেদগোপ্য ভক্তিযোগ বরদান করিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন মনস্থ করিয়া শচীদেবী এবং নিত্যানন্দ্যাদি কয়েকজনকে বলিলেন। যে রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই দিনই—দ্বিপ্রহরে শ্রীধর একটী লাউ আনিলেন। শ্রীধরের লাউ দুগ্ধ-মরিচ-দ্বারা পাক করাইয়া গ্রহণ করিতে মহাপ্রভু ভালবাসিতেন। সেদিন তিনি মনে করিলেন এ'লাউ আর খাওয়া হইবে না। কিন্তু তাহারই অব্যবহতি পরে একজন কিছু দুগ্ধ আনিলেন—মহাপ্রভু তখন জননীকে বলিলেন যে, তুমি ইহা এখনই রন্ধন কর এবং মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন।

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

নিবেদন

'শ্রীপত্রিকা' এই সংখ্যায় দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২১শে ফাল্গুন ১৩৭৭, ইং ৬ই মার্চ্চ ১৯৭১, শনিবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। **এই মহদনুষ্ঠানে** প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে। **এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ-সেবা ও তদন্তে অপরাহ্ণে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৭ই মাঘ ১৩৭৭; ইং ১৩।১।৭১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২১শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ শনিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**) ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ রবিবার : (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, সোমবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জামগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৪শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)— রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; **অতঃপর** কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ২৫শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, **বুধবার** ; (৯ **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধ প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শুক্রবার—**সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন** মহারাজের নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠার ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর
বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২রা মাঘ (ইং ১৬।১।৭১) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের পূত তিরোভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। অজাতশত্রু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত। শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁহার সেবাসৌষ্ঠবতা দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতাই তাঁহাকে সমিতির পৌরাণিকত্বে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সারস্বত-গগনে আবির্ভূত এই মহাপুরুষের অবদান সারস্বত গৌড়ীয়গণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাচীন স্তম্ভ। তিনি অধিকাংশ সময় নবদ্বীপস্থ মঠেই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার উপরেই মঠের সেবাকার্য্যের দায়ীত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁহার তিরোভাব-তিথি-দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য স্থাপন করতঃ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউকেও ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন করা হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠের শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-নাট্য-মন্দিরে তদীয় বিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার অহৈতুকী আশীর্ব্বাদে জীবকুল হরিসেবা গ্রহণে তৎপর হউন্—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনাঞ্জলি।

সার-কথা
কৃষ্ণ কিসে বশ হন?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥

গৌরকৃষ্ণের সেবা কিরূপ ?

গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক্, কিবা নরকে গমন ॥
'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়কসুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥

ঐকান্তিক সেবক ও সেব্য কিরূপ ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে ॥

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' জগতের পারমার্থিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া আজ দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। জাগতিক শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও শ্রীপত্রিকা গুরুবর্গের মনোহভীষ্টের বিজয় ঘোষণা করিয়া সুকৃতিমান্ জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। অকপট হরিভজন-পিপাসু সজ্জনগণ তাঁহার মঙ্গলময় কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমোপকৃত ও কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাস্তবসত্য-বাণী হরি-ভজনোন্মুখ জীবকুলকে সংশোধিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকপট সেবার পথে সুপরিচালিত করিতেছেন ; দুর্ব্বল, অকপট হরিসেবাভিলাষীর হৃদয়ে চিদ্‌বল সঞ্চার করিয়া শ্রীগুরুদেব অনর্থপীড়িত ভবরোগগ্রস্থ জীবের অনর্থোপশম করিয়া তাহাদিগকে নিত্যনিরাময়ের পথে লইয়া যাইতেছেন।

সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর অপার করুণা-মহিমার কথা হরিবিমুখ এই বিশ্বে নিয়ত ঘোষণা করিয়া তিনি ভাগ্যবান্ জীবগণকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। করুণানিলয় শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য শ্রীপত্রিকা প্রতিমাসেই জীবের দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করেন। তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শত শত জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পান—জীবন ধন্যাতিধন্য করিবার শুভাবসর লাভ করেন। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' প্রকাশের নবনব-রসানন্দ নিত্যনূতন বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের হৃৎকর্ণ-রসায়ণ হইয়া তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন।

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের একনিষ্ঠ নির্ভীক প্রচারক। তাহাতে কোনপ্রকার মনোধর্ম্মের কথা নাই—আপোষের কথা নাই, আর কোনপ্রকার মনযোগান ইতর কথারও সমাবেশ নাই। যাহারা তাঁহার দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের নির্ম্মম কঠোর উপদেশকে তিক্ত মনে করেন, তাহারা তাদৃশ একনিষ্ঠতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্যতায় উদ্ভাসিত হইতে পারিলে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা তাঁহার এতাদৃশ অসৎসঙ্গ-ত্যাগের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী বাণীতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার প্রতি অযথা বিরূপভাবাপন্ন হইবে—তাহারা নিশ্চয়ই নিত্যস্বার্থ ভ্রষ্ট। আবার যাহারা তাঁহার কেবল প্রেমপ্রচারলীলা দেখিবার জন্য উৎসাহী, কিন্তু তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশে অমনোযোগী, তাহারাও তাহাদের সেইপ্রকার জাড্য হইতে সাবধান না হইলে নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করিতেছেন বলিতে হইবে। কেবলমাত্র তাঁহার অদ্ভুত অহৈতুকী বদান্যতায় মৌখিক আশাবন্ধের সৌধ উত্তোলন করিয়া নিজ আচরণের দিকে ঔদাসীন্য পোষণ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে অসমর্থতা প্রমাণিত করিবেন। যাঁহারা তাঁহার প্রেমপ্রচারণ ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন—এই উভয় উপদেশের উপর স্বীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, অমন্দোদয়দয়া-বিতরণকারী শ্রীপত্রিকা তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অমায়িক কৃপায় উদ্ভাসিত-জীবন দান করিবেন—সন্দেহ নাই।

যাহারা নিত্য ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য লাভের অযোগ্যতায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি বিমুখ, তাহারা কখনই শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তার

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। তাঁহাদের জন্মজন্মান্তরীণ সঞ্চিত দুর্ভাগ্য-সমূহ তাহাদিগকে শ্রীপত্রিকার প্রেমপ্লাবন হইতে দূরে রাখিবে। তাহাদের তাদৃশ অযথা বৈমুখ্যপোষণের ব্যর্থ দাম্ভিকতা তাহাদিগের কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করিবেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য অকপট সেবকগণের কেবলমাত্র ভগবচ্চরণে প্রার্থনা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মূল্য জাগতিক কোন কিছুদ্বারা প্রদান করা সম্ভব নয়। সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে বৈকুণ্ঠবস্তুর কৃপায় অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই শ্রীপত্রিকার কৃপাসঙ্গলাভের মূল্য। শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা মাত্র ষট্ মুদ্রা, কার্পণ্য-দোষেদুষ্ট আমরা তাহা প্রদানেও বিমুখতা প্রদর্শন করিলে তাঁহার সেবা-সুযোগ-বরণে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক—ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় সহৃদয় গ্রাহকগণকে আমারা তজ্জন্য নিবেদন জানাইতেছি—তাঁহারাও যেন শ্রীপত্রিকা-প্রকাশের তাদৃশ অনুকল্প-আনুকূল্য বর্ষারম্ভেই প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় একবর্ষ প্রকাশের সেবায় সুযোগ প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে আমরা যাঁহাদের অহৈকী অমন্দোদয়-দয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই শ্রীগৌর-পরিকর—**শ্রীভক্তিবিনোদ-চৈতন্য-সরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব-প্রমুখ** গুরুবর্গের ত্রিভুবনবন্দিত শ্রীচরণারবিন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবান্তরায়াদ্রি উলঙ্ঘনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্ত্তার বধিরগ্রাম্য-কথাপ্রমত্ত মূককে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তা-মুখরকারী কৃপার অবতার তাঁহারা, তাঁহাদের তাদৃশ কৃপাবরণে ধন্য হইবার সুযোগ মাদৃশ নরাধমকেও প্রদান করিয়াছেন। আজ বর্ষশেষে তাঁহাদেরই কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদেরই শ্রীচরণসংলগ্ন ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা অমায়ায় কৃপাবিস্তার করিয়া তাঁহাদের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—ইহাই শ্রীচরণে সকরুণ প্রার্থনা।

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদস মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'২৫ টাকা। ভারত ও পাকিস্থানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ"**, অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) —এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২'৭৫ পঃ, ৩। সাংখ্য-বাণী—'১৯ পঃ. ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩'০০ টাঃ। Sree Chaitanya Mahaprabhu—1·00., ৬। প্রেম-প্রদীপ—১'৭৫ পঃ, ৭। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১'৭৫ পঃ, ৮। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলী-সহ)—'৬০ পঃ. ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—'৩৭ পঃ, ১০। বৈষ্ণবধর্ম্ম (বাংলা) —৫'০০ টাকা. ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০'০০. ১২। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর-শিক্ষা—১'৭৫ পঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০ টাঃ, ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—'৭৫ পঃ, ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—১'২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন কাব্য)—১'০০ টাঃ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—১'৫০ পঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—'৬০ পঃ।

Regd. No. C. 3205. SHRI GOUDIYA PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের স্থাপিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীউপানন্দ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় আশ্রম—হরিখালিবাজার, ইটামগরা পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ।

১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পুরাণকাছারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ, (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ।

১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ. (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ।

১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী।